নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ

(মূল, অনুবাদ ও মাধুকরী ব্যাখ্যাসহ)

সন্ন্যাসাভিনয়ো মাঽস্তু সন্ন্যাসী স্যামহং বিভো !
ভবরঙ্গে ভৃশং জীর্ণঃ পুনঃ কা ভিক্ষু-ভূমিকা ॥

শ্রীপবিত্রানন্দ ।

ওঁ যোগেশ্বরি ! ত্বাং শিরসা নমামি !

—কাশী-যোগাশ্রম—

যোগাশ্রম-পদং রম্যং বিশ্বনাথপুরী-স্থিতম্ ।
উদ্যানবেদিকা-জুষ্টং যুক্তং যোগগুহাদিভিঃ ॥
দ্বিতলে স্থাপিতা যত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দ-যোগিনা ।
যোগেশ্বর্য্যন্নপূর্ণেতি প্রতিমা মহিমান্বিতা ॥
সেবিতং সাধুভির্নিত্যং নগরেঽপি তু নির্জ্জনম্ ।
মুমুক্ষূণামিদং দুঃখ- শোকমোহাদি-নাশনম্ ॥
ভক্তির্যোগস্তথা জ্ঞানং মূর্ত্তিমদিহ সংস্থিতম্ ।
সকৃদ্দর্শনমাত্রেণ প্রসূতে মঙ্গলং পরম্ ॥
বিষয়ানল-দগ্ধানাং নরাণামুপশান্তয়ে ।
সৎসঙ্গামৃত-দানেন সদা শান্তি-নিকেতনম্ ॥

কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা—সংখ্যা ৩৮

নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ

(মূল, অনুবাদ ও মাধুকরী ব্যাখ্যা সহ)

"তরতি শোকমাত্মবিৎ"—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্"—ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ-চরণাশ্রিত সেবক—

শ্রীপবিত্রানন্দ স্বামি-কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত।

কাশী-যোগাশ্রম

হইতে প্রকাশিত।

— ১৩৪৯ শাল —

মূল্য—একটাকা চারিআনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃপ্রচারের

প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক

ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা

এবং

বহুশত সনাতন-ধর্ম্মসভা ও সুনীতি-সঞ্চারিণী

সভাদির প্রতিষ্ঠাতা

ও

'গীতার্থ-সন্দীপনী' ব্যাখ্যাতা

চিরকুমার পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-

মহোদয়ের

প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্রনামে

এই ক্ষুদ্র উপহার

ঐকান্তিক ভক্তির সহিত

উৎসৃষ্ট হইল।
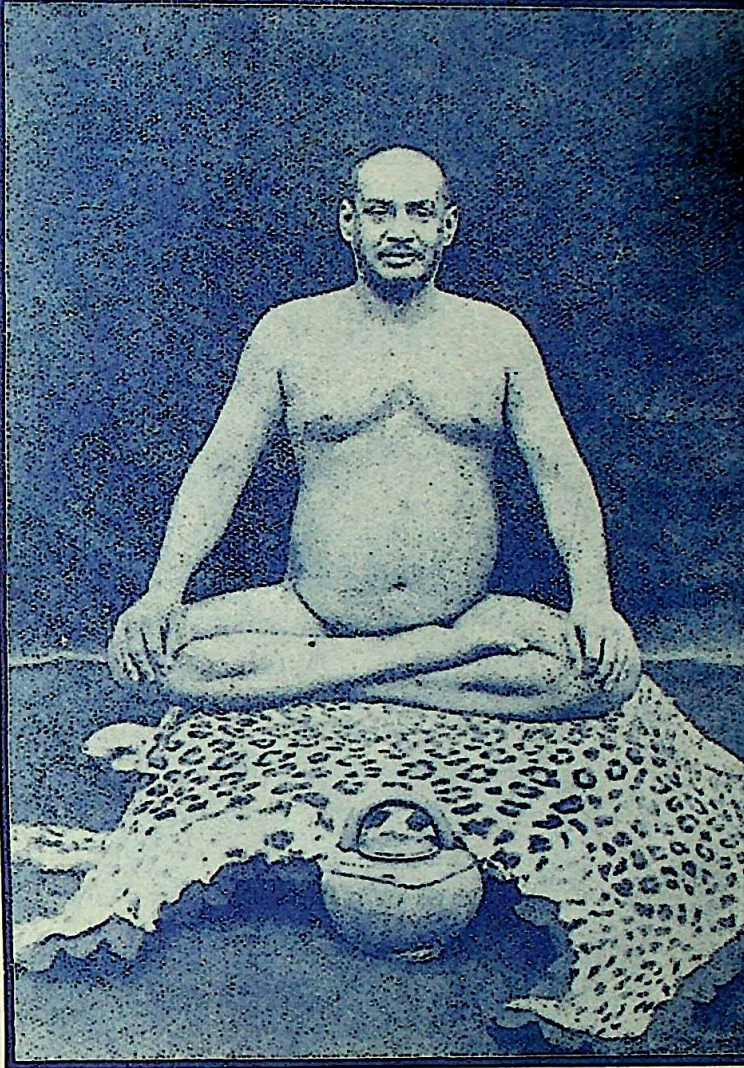
শ্রীমদবধূত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

চল্লিশ বৎসর বয়ক্রঃম পর্যান্ত অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালন করার পর আমার উপর কৃপাময়ী ৺যোগেশ্বরী মাতার ডাক পড়িল। তখন যোগাশ্রমের একমাত্র ট্রাষ্টী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামীজী মহারাজের ও গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামীজীর একান্ত আগ্রহে যোগাশ্রমে আসিয়া ৺মায়ের সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। এই প্রকারে প্রায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত— অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যান্ত ৺মায়ের সেবা করার পর, যখন এই অধম সেবককে কৃতার্থ করিবার জন্য ৺মা যোগেশ্বরী বুদ্ধি-রূপিণী হইয়া তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন, তখনই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্য জানিবার জন্য প্রাণে একটা অননুভূতপূর্ব্ব আবেগ জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের কতিপয় দিবস পরে ৺মা'র কৃপায় একটী যুবক সন্ন্যাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হঠাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন বা কোন্ মঠে থাকেন ইত্যাদি সেই সময় আমি তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে আর কখনও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যেন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত এই ভাবে তিনি আমার নিকটস্থ হইলে আমি তাঁহাকে সাদরে বসিবার জন্য আসন দিলাম। তিনি বলিলেন, আমি সন্ন্যাস লইয়াছি ইহা জানিতে পারিয়াই তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিলেন যে, "নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ" খানি সন্ন্যাসী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। তাঁহার এই উক্তিটী আমার মনের উপর গুরূপদেশের ন্যায় কার্য্য করিল। তিনি স্বেচ্ছায় এই উপনিষদের দুই একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাও আমার হৃদয়স্পর্শী হইল। তদবধি এই উপনিষৎ খানি পাঠ করিবার জন্য আমার হৃদয়ে একান্ত বাসনা জন্মে। কলিকাতা "শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ ১১৬ খানি উপনিষৎ এবং বোম্বে "নির্ণয়-সাগর প্রেস" হইতে

প্রকাশিত মূল অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ পূর্ব্ব হইতেই আমার নিকট ছিল। নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ উহার মধ্যে আছে কিনা খুঁজিতে লাগিলাম। উক্ত উপনিষৎখানি কলিকাতা ও বোম্বে হইতে প্রকাশিত উভয় উপনিষদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইয়া আমার আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন বঙ্গানুবাদ-সমন্বিত উপনিষৎখানি পাঠ করিয়া প্রাণে বিপুল আনন্দ লাভ করিলাম।

"সবকে ঘটমে হরি বিরাজে খবর ন লেবে কোই।
অপনে গাঁঠমে লাল বাঁধে ফির ঢুঁঢ়ত ব্যাকুল হোই॥"

(কুমার পরিব্রাজকের 'শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী')

—আমারও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গানুবাদ সহ এই পুস্তক আমার নিকটে পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও যতক্ষণ না ৺মা'র কৃপায় সাধুরূপী গুরু আসিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলেন, ততক্ষণ উহা দেখিতে পাই নাই। ইহাকেই বলে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা। এই সন্ন্যাস-উপনিষৎখানি পাঠের জন্য ৺মা যোগেশ্বরী যখন কৃপা করিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিলেন, তখন হইতে অনন্যমনা হইয়া অতি যত্নের সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম এবং সন্ন্যাস-জীবনের কর্ত্তব্যও অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। এই উপনিষৎখানির প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, চতুর্থাশ্রম-গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তির এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নিজে সন্ন্যাসের অধিকারী কিনা বুঝিয়া লওয়া উচিত, এবং ইহাও মনে হইয়াছিল—আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্যযুক্ত দশখানি উপনিষৎ পাঠের পূর্ব্বেই এই উপনিষৎখানির মর্ম্ম জানা আবশ্যক। যখনই আমি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতাম, তখনই আমার মনে হইত, যেন ৺মা যোগেশ্বরীই যুবক সন্ন্যাসীর বেশে আমার কাছে আসিয়া এই উপনিষৎখানি পাঠের জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। ধন্য মা! তোমার সন্তান-বৎসলতা ও করুণা!

আমি কয়েকবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে (গুরু-স্বামীজীর সন্ন্যাস-দিনে) যোগাশ্রমে সাধুদের ভাণ্ডারা উপলক্ষে সমবেত সন্ন্যাসীদিগকে বঙ্গানুবাদ-সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। সন্ন্যাসীরা ইহা শুনিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ অনুবাদটা ঠিক হয় নাই এবং আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত—এইরূপ মত প্রকাশ করিতেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ কালে যখনই কোনস্থল বোধগম্য হইত না, তখনই আমার মনে হইত, সেই সমস্ত স্থানের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিতে আমি চেষ্টা করিব। কে যেন ভিতর হইতে আমাকে এই কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করিত। তখন হইতে আমি এই উপনিষদের প্রাঞ্জল অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। আমার সন্ন্যাস-গ্রহণকালে আমার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামী কাশীতে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাকে আমার সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন; আমার উদ্যম আরও বাড়িল। মাদ্রাজ "অড্যার অফিস" হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মযোগি-কৃত টীকা সহিত "সপ্তদশ সন্ন্যাস-উপনিষৎ" এবং ইংরাজী অর্থ-সহিত "Thirty Minor Upanishads" দ্বারা এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে অনেক সুবিধা হইবে—ইহা "জীবন্মুক্তি-বিবেক" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা স্বধর্ম্মপরায়ণ অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়া, ঐ দুইখানি গ্রন্থ মাদ্রাজ হইতে ভিঃ পিঃ ডাকে আনাইয়া লইলাম। পরে যোগাশ্রমের লেখক-কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত সপ্তদশ সন্ন্যাস-উপনিষৎ গ্রন্থের অন্তর্গত নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ মূল ও টীকা সহিত নকল করিয়া দিতে অনুরোধ করায়, তিনি তাঁহার অবকাশ মত উহা নকল করিয়া দেন। ইহার পর আমি মদীয় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গুরু-স্বামীজীর বৃহৎ জীবনীর নানা তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া বহুস্থান পর্য্যটনান্তে শেষে ঐ কার্য্যের জন্য পুরী গমন করি। পুরীতে যাইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের 'গুরুধামে' একান্তবাসকালে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র ৺মা যোগেশ্বরীর নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহারই কৃপায় পূর্ব্বোক্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে নিজেই ঐ গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম হইতে চতুর্থোপদেশ পর্য্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়া, ২১এ আশ্বিন কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। কাশীতে আসার পর আমার মনে হইল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কোন পণ্ডিত দ্বারা ইহার অনুবাদটী করাইয়া লইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তখন কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না। ইহার কয়েকমাস পরে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৯এ ফাল্গুন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা দর্শনার্থ গমন করি। সেখানে যাইয়াই কুম্ভমেলা দর্শনার্থ তথায় আগত অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী বিদ্বদ্বরেণ্য ধর্ম্মাত্মা বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহাকেই এই গ্রন্থখানির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি এই কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া, অন্য কাহারও দ্বারা অনুবাদটী করাইয়া লইতে বলিলেন এবং আবশ্যক মত উক্ত অনুবাদ দেখিয়া দিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন বি, এ, মহাশয়কে মৎকৃত অনুবাদটী প্রয়োজনানুসারে সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং আবশ্যকীয় পুস্তকাদিও আমার সঙ্গে থাকায় তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অবকাশ মত চতুর্থোপদেশ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া দেন। দেড়মাস পরে কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয়ের নির্দ্দেশ মত কাশী এংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কে চারিটী উপদেশের মৎকৃত অনুবাদ দেখিতে দিই এবং অবশিষ্ট

পাঁচটী উপদেশের অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন; ইহাও ৺মায়ের কৃপা বলিয়া মনে করিলাম। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথামত বোম্বে "নির্ণয়-সাগর প্রেস" হইতে প্রকাশিত মূল অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ, মাদ্রাজ "অড্যার অফিশ" হইতে প্রকাশিত সটীক সপ্তদশ সন্ন্যাস-উপনিষৎ এবং কলিকাতা-"শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদযুক্ত উপনিষৎ—এই তিনখানি দ্বারা তাঁহার অনুবাদ কার্য্যের ও পাঠ-মিলানের সাহায্য হইবে বলিয়া উহা তাঁহাকে দিই। এই তিনখানি উপনিষদেই নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ সন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ সুললিত ভাষায় প্রথমোপদেশ হইতে নবমোপদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়া দেন। মাদ্রাজ "অড্যার অফিশ" হইতে প্রকাশিত উপনিষদের টীকানুযায়ী অনেক পাদটীকাও তিনি করিয়া দেন। তাঁহার এই সাহায্য না পাইলে আমার কার্য্যটী বোধ হয় অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত। পরে তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার অনুমোদনক্রমে তৎকৃত অনুবাদটী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয়কে দেখাই। পরে ৺মায়েরই প্রেরণায় আমি "মাধুকরী ব্যাখ্যা" নামে একটী বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করি। আমার ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে যথাবশ্যক কাব্যতীর্থ মহাশয় কৃত কোন কোন পাদটীকা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছি। আমার ব্যাখ্যাতে যে সমস্ত ভ্রম বা চ্যুতি থাকিত, উদারহৃদয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহোদয় তৎসমুদয় দেখিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেন। তৎপর এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় উপদেশ সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় উপদেশের কিয়দংশ মাত্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ কলিকাতা "শ্রীনগেন্দ্র মঠ" হইতে প্রকাশিত "সত্য প্রদীপ" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে উহা আরও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রণার্থ "কমলা প্রেসে" দিই। সহৃদয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহোদয় এই গ্রন্থের সমস্তই দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থে অনেক ভ্রম ও চ্যুতি

থাকিয়া যাইত। কৃপাময়ী ৺মায়ের কৃপায় একবৎসর পর্য্যন্ত একান্তবাসে থাকিয়া এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি; সময় সময় অসুস্থ হইয়া পড়িলেও ব্যাখ্যা লেখা ও প্রুফ দেখা কার্য্য ৺মা'ই নির্ব্বাহ করাইয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সময় ভাবিতাম—সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী মা'র কৃপাতেই কার্য্যটী হইয়া যাইতেছে; এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমার সম্বল ছিল। অনেক বাধা বিঘ্ন ৺মায়ের কৃপায় কাটিয়া গিয়াছে। ধন্য মা! তোমার অহৈতুকী কৃপা ও সন্তান-বৎসলতা! ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় আমার এই কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার সূক্ষ্মচিন্তা-প্রসূত অনেক ব্যাখ্যা আমার 'মাধুকরী ব্যাখ্যা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হইত। এই গ্রন্থখানি প্রেসে দেওয়ার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয় পুনরায় মূল ও বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ নকল করিয়া দেন। যোগাশ্রমের ট্রাষ্ট-বোর্ডের সম্পাদক শ্রীমান্ যোগেশপ্রসাদ সেনশর্ম্মা এম, এ, এল, টি, মহাশয় গ্রন্থের প্রথম ১১টী ফর্ম্মার প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাহার মঙ্গল কামনা করি। তৎপর ১২শ ফর্ম্মা হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন মহাশয় সযত্নে প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন: তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ী, সুধীর, শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক আমি বর্ত্তমানে কম দেখিতে পাই। মা তাঁহার মঙ্গল করুন। সুশীল ও অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ও প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

খুলনার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এম, এল, এ, মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমি অনেক পরামর্শ পাইয়াছি। "কমলা প্রেসের" কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে আমাকে মধ্যে মধ্যে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-কার্য্যে এবং মুদ্রণকালে যে সকল মহোদয়গণের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। এটী ৺মা যোগেশ্বরীরই কার্য্য ; এ অধম তাঁহারই চরণাশ্রিত সেবক ; সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা এই দীনহীন সন্ন্যাসীর এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, সর্ব্বান্তর্যামিণী ৺মা'ই তাহার ফলদাত্রী।

শ্রীমৎ গুরু-স্বামীজী মহারাজের প্রণীত গ্রন্থসমূহ হইতে অনেক উপদেশ দ্বারা আমার ব্যাখ্যার পুষ্টিসাধন করিয়া লইয়াছি। আমি তাঁহার সেবক, সে অধিকার শিষ্যের অবশ্য আছে। অন্যান্য গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তজ্জন্য সেই সেই গ্রন্থের সত্ত্বাধিকারি-মহোদয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সুধী পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, এই শ্রুতির অনেক মন্ত্র 'মনুসংহিতায়' ধৃত হইয়াছে। তাই উক্ত হইয়াছে—'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং'। (কুল্লুক ভট্টধৃত বৃহস্পতি বচন)।

মা ভুবনেশ্বরি ! আমরা সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হইলেও এখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই। আমাদের এই সন্ন্যাসি-সংঘকে তুমি জাগ্রৎ না করিলে আমরা কিছুতেই জাগরিত হইতে পারিব না। তোমার নিকট কায়মনোবাক্যে আমার প্রার্থনা, আমাদের প্রাণে সরলতা ও সত্য ধর্ম্ম জাগাইয়া দাও।

আমি সন্ন্যাসী ও সাধুগণের সেবার্থ এবং নিজ জীবনে প্রকৃত সন্ন্যাসের উন্মেষ জন্য ৺মা যোগেশ্বরীর কৃপায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। অন্তর্দেবতা সদ্‌গুরুদেব আমার সহায় হউন। যোগাশ্রমের ট্রাষ্ট-বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের অনুমোদন-ক্রমে "কুমার পরিব্রাজক ফণ্ডে" সঞ্চিত ৩২০৲ তিনশত কুড়িটাকা এই গ্রন্থ মুদ্রণার্থ পাইয়াছি। নচেৎ এই দীনহীন সন্ন্যাসীর পক্ষে কিছুতেই এই পুস্তকের মুদ্রণ

কার্য্য সম্ভব হইত না। শ্রীমৎ গুরু-স্বামীজী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম্মের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার নিযুক্ত ট্রাষ্টী ও গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী মহারাজ "কুমার পরিব্রাজক ফণ্ড" নামে একটী পৃথক্‌ "ফণ্ড" গঠন করিয়া গিয়াছেন। "কুমার পরিব্রাজক ফণ্ডের" নিয়মানুসারে এই গ্রন্থের আয়ের এক চতুর্থাংশ ৺মা'র সেবা-পূজার্থ গৃহীত হইবে, বাকী তিন চতুর্থাংশ "কুমার পরিব্রাজক ফণ্ডে" জমা হইয়া উহা দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গুরু-স্বামীজীর জন্মতিথি প্রভৃতি উপলক্ষে এবং কুম্ভমেলাদি উপলক্ষে বাঙ্গলা, হিন্দী কিংবা ইংরাজী ভাষায় সনাতন ধর্ম্মানুকূল গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থের উপযোগী ৩টী পরিশিষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও কাগজের দুর্ম্ল্যতা প্রযুক্ত তাহা দিতে সমর্থ হইলাম না। মাত্র "বজ্রসূচীকোপনিষৎ" খানি ক্ষুদ্র বলিয়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ ১ম পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ২য় ও ৩য় পরিশিষ্টরূপে আচার্য্য শঙ্কর-কৃত "আত্মানাত্ম-বিবেক" ও বেদান্ত-বিজ্ঞান গ্রন্থের "সমাজ ও সন্ন্যাস"—এই দুইটী দ্বিতীয় সংস্করণে দেওয়ার ইচ্ছা থাকিল।

গ্রন্থের শেষে নিবেদন এই করুণময়ী মা! তুমি আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার নামের জয় হউক। ইতি—

গুরুপূর্ণিমা,
১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।
কাশী-যোগাশ্রম।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত সেবক—
পবিত্রানন্দ।

—নির্ঘণ্ট—

অবতরণিকা।

সন্ন্যাস-মীমাংসা

"ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ"—(ভাগবতে ভগবদ্বাক্যম্)।

সন্ন্যাসাশ্রম।

বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রাণ ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান তাহার আত্মা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত মনুষ্যগণই আর্য্যশাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞানলাভের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী। শাস্ত্র যে বর্ণের জন্য যে ধর্ম্ম ও যে কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান এবং যাহাকে যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই বর্ণধর্ম্ম। বর্ণধর্ম্মী মনুষ্যগণ আবার আশ্রম ধর্ম্মেরও অধীন। যিনি যখন যে আশ্রমে বাস করিবেন, তিনি তখন তদাশ্রমোচিত ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবেন। ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থের ন্যায়, আবার গার্হস্থ্যের অধিকারী হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় কার্য্য করিলে আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে তিনি পাপভাগী হইবেন। প্রথমাশ্রমের ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হইলে দ্বিতীয়টীর যথোচিত অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ দ্বিতীয়টী ব্যতীত তৃতীয়াশ্রম, ও তৃতীয় ব্যতীত চতুর্থাশ্রমের শাস্ত্রোচিত অধিকার পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্য* মনুষ্যরূপ কল্পতরুর মূল, গার্হস্থ্য তাহার শাখা

---

* ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথমোপদেশের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় আছে। তজ্জন্য এখানে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না।

অবতরণিকা।

সন্ন্যাস-মীমাংসা

"ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ"—(ভাগবতে ভগবদ্বাক্যম্)।

সন্ন্যাসাশ্রম।

বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রাণ ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান তাহার আত্মা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত মনুষ্যগণই আর্য্যশাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞানলাভের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী। শাস্ত্র যে বর্ণের জন্য যে ধর্ম্ম ও যে কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান এবং যাহাকে যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই বর্ণধর্ম্ম। বর্ণধর্ম্মী মনুষ্যগণ আবার আশ্রম ধর্ম্মেরও অধীন। যিনি যখন যে আশ্রমে বাস করিবেন, তিনি তখন তদাশ্রমোচিত ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবেন। ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থের ন্যায়, আবার গার্হস্থ্যের অধিকারী হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় কার্য্য করিলে আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে তিনি পাপভাগী হইবেন। প্রথমাশ্রমের ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হইলে দ্বিতীয়টীর যথোচিত অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ দ্বিতীয়টী ব্যতীত তৃতীয়াশ্রম, ও তৃতীয় ব্যতীত চতুর্থাশ্রমের শাস্ত্রোচিত অধিকার পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্য* মনুষ্যরূপ কল্পতরুর মূল, গার্হস্থ্য তাহার শাখা

---

* ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথমোপদেশের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় আছে। তজ্জন্য এখানে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না।

প্রশাখাযুক্ত সুবিশাল ও মহাপুষ্টকাণ্ড, বানপ্রস্থ তাহার মুকুল ও সন্ন্যাস তাহার শান্তি-সুধারসভরা সুপরিপক্ক ফল। এই অমৃতময় ফল যে ব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে না পারিল, তাহার জীবনে প্রকৃত সুখ হইল না।

বৈদিক বিধানে সন্ন্যাসী হইতে হইলে জীবনের শেষ দশায় হইতে হয়। যজ্ঞোপবীত হইলে পর দ্বিজকুমার অরণ্যে গুরুগৃহে বাস করিয়া নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম, বেদাদি শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও চিত্তসংযম শিক্ষা করিবেন। এই আশ্রমাধিকারে সকাম দৃষ্টিতে স্ত্রী সম্পর্ক আদৌ করিতে নাই। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানাভ্যাস হইলে পরে শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপ স্ত্রী পরিগ্রহপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন ও কুলপাবন পুত্রাদি উৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনই দ্বিজাতির বৈধকার্য্য। পরিণত বয়স্ক (৫০ বর্ষ অতিক্রান্ত) হইলে—

"পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।" মনু—৬।৩

পুত্রের হস্তে স্ত্রীর ভরণ ও ধর্ম্মার্থ কল্যাণের ভার সমর্পণ করিয়া বনে—লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে একাকী গমন করিবেন, অথবা স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়া লইবেন। বৈষয়িক ব্যবহারের গুরুতর চিন্তা ও অনুষ্ঠান হইতে অবসর লইয়া একান্ত বনমধ্যে একাকী বা সস্ত্রীক কেবল ধর্ম্ম ও স্বাধ্যায় নিরত থাকিবেন। এই আশ্রমে থাকিয়া একান্ত বাস, বহুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তন ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিবেন।

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥ মনুঃ ৬ অঃ। ৩৪

একাশ্রম হইতে বিধিপূর্ব্বক অন্য আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য হইতে গৃহস্থাশ্রমে তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিয়া যথা-বিধানে হোম, ইন্দ্রিয়সংযম, ভিক্ষা ও বলির কার্য্য শেষ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর পরলোকে মোক্ষলাভরূপ পরমানন্দ লাভ করিবেন। আবার ব্রহ্মচর্য্য* করিতে করিতে যাঁহাদের জিহ্বোপস্থ সংযত হইয়া বিষয় বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারা গার্হস্থ্য বান-প্রস্থাদি আশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে এই মহাত্মগণ "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; বলা বাহুল্য বালব্রহ্মচারী-গণ চিরদিনই জনসমাজের পূজ্য। প্রাচীনকালে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এক্ষণে কলিযুগে উভয়বিধ ধর্ম্মই জীর্ণদশাগ্রস্ত কঙ্কালাবশেষ হইয়া পড়িয়াছে।

উক্তরূপ বৈদিকবিধানে সন্ন্যাসাশ্রম আজকাল প্রায়ই গৃহীত হয় না।† কলিতে অরণ্যে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের সুবিধা না থাকায় "বৈদিক সন্ন্যাসের" অধিকার প্রায়ই কাহারও

---

* এই পর্য্যন্ত ক্রম সন্ন্যাসের শাস্ত্রীয় বিধি বলা হইয়াছে। তীব্র বৈরাগ্যো-দয় হইলে শ্রুতিতে অনুরূপ বিধি আছে।

† কলিকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম নাই। সদাশিব বলিয়াছেন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে যথা—

"তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ॥ ৭॥
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।"
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥ ৮॥

অর্থাৎ কলিযুগের লোক তপোবর্জ্জিত, বেদপাঠ বিরত স্বল্পায়ু হইবে

জন্মে না। কলিতে দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া না করিলেও যজ্ঞসূত্র মাত্র রাখিয়াই যেমন দ্বিজত্বের পরিচয় দিয়া বর্ণধর্ম্মের উজ্জ্বল মুখ মলিন করিয়াছেন—আশ্রমীদিগের দোষে পবিত্র আশ্রমধর্ম্মও সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল বিদ্যা, জ্ঞান, সংযম-শিক্ষা হউক বা না হউক, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রু-নখাদি রাখিয়া কাষায় ধারণ, একাহার, রুক্ষ স্নানাদির বাহ্য অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই লোক সমাজে তুমি "ব্রহ্মচারী"; দেবকৃত্য, পিতৃকৃত্য, স্বাধ্যায় ও আশ্রমোচিত অন্যান্য অবশ্য পালনীয় কার্য্য কর বা না কর, স্ত্রী পরিগ্রহ ও পুত্রোৎপাদন করিতে পারিলেই তুমি "গৃহস্থ"; নবীনা বধূমাতার কুমন্ত্রণায় তোমার উপযুক্ত পুত্র স্বয়ং স্ত্রীপুত্র সহ নগরের উচ্চ সৌধে বাস করিবে ও যখন তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে (বুড়ো বুড়ীকে) পল্লীগ্রামের অরণ্যাকীর্ণ ভগ্নবাটিকায় ফেলিয়া রাখিবে, তখনই তুমি "বান-প্রস্থী" এবং যখন প্রাণবায়ু তোমার নশ্বর তনু ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইবে, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গ যখন খণ্ড বস্ত্র পরাইয়া তোমাকে চিতাশয্যায় শয়ন করাইবে, তখনই তুমি "সন্ন্যাসী", তখনই তুমি একাকী ও তখনই তোমার পূর্ণ সমাধি !!! হা ! কালপ্রভাবে হেমপ্রভা ভারত-ভূমির কি মলিন মূর্ত্তিই দৃষ্ট হইতেছে। তুমি তপস্যা কর বা না কর, ব্রহ্মানুভূতি তোমার থাকুক বা নাই থাকুক, বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হউক বা না হউক, অথবা তোমার হৃদয়

তাহারা (দুর্ব্বলতা বশতঃ তাদৃশ) ক্লেশ পরিশ্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদের দৈহিক পরিশ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? হে প্রিয়ে ! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই। বানপ্রস্থাশ্রম নাই। কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক অর্থাৎ সন্ন্যাস কেবলমাত্র এই দুইটী আশ্রম থাকিবে।

দুষ্ট বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, তাহার পরিচয়—তাহার সন্ধান কে লইবে ? তুমি কাষায় কৌপীন ও কমণ্ডলু ধারণ কর, তোমাকে লোকে সন্ন্যাসী বলিবে। আত্মানুভূতি নাই, মনের স্থিরতা নাই, ভগবদ্ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস নাই কেবল ফলাহারে, জলাহারে, স্বল্পাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। হা ! জন্মজন্মান্তর তপস্যা না করিলে মানব যে সন্ন্যাস কখনই লাভ করিতে পারিত না, আজকাল লোকের দোষে সেই পাপ-পুণ্যাতীত পবিত্র আশ্রম সাধারণের সন্দেহস্থল হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের সন্ন্যাসীদিগকে উন্মার্গগামী দেখিয়া লোকে পুত্রাদি আত্মীয়বর্গকে আমিষভোজন ত্যাগ ও সাধু সজ্জনগণের সঙ্গ করিতে বা উপদেশ লইতে দেখিলে, একান্তে বসিয়া জপ তপ করিতে অবলোকন করিলে বলিয়া থাকে, "বুঝি ছেলেটা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, শীঘ্র ইহার একটা বিবাহ দেওয়া চাই"। ভগবদ্ভাবে বিভোর ভারতই তো একদিন তারস্বরে গাহিয়াছিলেন :—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

অপারসম্বিৎসুখসমুদ্রে— পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র জননী কৃতার্থা ও বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

দারা পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে পলায়ন করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। গৈরিক বসন পরিধান, কমণ্ডলু ধারণ ও মস্তক মুণ্ডন করিলেও যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া সুকঠিন। বাহ্য

লক্ষণ দেখিয়া লোকে তোমাকে সন্ন্যাসী বলিতে পারে বটে; কিন্তু যাঁহার জন্য তুমি সন্ন্যাসী সাজিলে, সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের সম্মুখে তুমি সন্ন্যাসী হইতে পারিলে কৈ? তাঁহাকে সাজ দেখাইলে হয় না, কাজ দেখাইতে হয়।* সম্পূর্ণ ত্যাগের নাম সন্ন্যাস (সং=সম্যক্ প্রকারে + ন্যাস=ত্যাগ)। ত্যাগ-সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়া ছিলেন—

বরিষ্ঠো নাম-সংন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশস্বপি।
শতেষু কর্ম্ম-সন্ন্যাসী জ্ঞানী চাত্মৈব মে মতঃ।
সর্ব্বলোকেষ্বপি ত্যাগ-সন্ন্যাসী মম দুর্ল্লভঃ॥

যদি কেহ কেবল নাম-সন্ন্যাসী হয়েন. তথাপি তিনি দশজন ব্রাহ্মণের তুল্য, যে ব্যক্তি কর্ম্ম-সন্ন্যাসী সে ব্যক্তি শত ব্রাহ্মণ তুল্য, যে সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন সেই জ্ঞান-সন্ন্যাসী আমারই সমান এবং যে ব্যক্তি ত্যাগ-সন্ন্যাসী তিনি আমার ও দুর্ল্লভ।

যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনেকে আপনার সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু "আপনাকে" কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তাই বলি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তি বশম্বদ হইয়া আপনাকেও ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তোমার "তুমিত্ব" ভগবানের সত্তায় পরিত্যাগ করিবে, যখন তোমার নিজ অস্তিত্বের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিবে না, তখনই তুমি ত্যাগী,

---

* কুমার পরিব্রাজক স্বামীজী প্রণীত "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" নামক পুস্তকে "সাজ ও কাজ" বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

তখনই তুমি বৈরাগী, তখনই তুমি অভয়পদভাগী, তখনই তুমি মৃত্যুঞ্জয় ও তখনই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।

শাস্ত্রে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" ও "বিদ্বৎসন্ন্যাস" এই দ্বিবিধ সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা "সাধনরূপ ত্যাগ", এই ত্যাগের "নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস"। আত্মসাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর জন্মজন্মান্তরীয় সাধন সিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফলকামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফলরূপ ত্যাগ", ইহারই নাম "বিদ্বৎসন্ন্যাস"। শেষোক্ত দ্বিবিধ সন্ন্যাসই সাধুজীবনের মুখ্য লক্ষ্য।

বৈরাগ্যবান্ ও ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত ত্যাগী পুরুষমাত্রেই সাধারণতঃ সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকার ভেদে নাম ভেদ আছে। সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের জাতিকুল গোত্রাদির সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। সন্ন্যাসী যে জাতিরই হউন না কোন, গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে অবশ্যই "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার করিবেন, নচেৎ নরকস্থ হইবেন। এবং সন্ন্যাসিগণ পরস্পরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিবেন! ভগবানের যেমন জাতি ও বর্ণ নাই, সেইরূপ সন্ন্যাসীও কোন বর্ণের অন্তর্গত নহেন। সন্ন্যাসিগণ জগদ্‌গুরু, সুতরাং সকলের বন্দনীয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে কথিত হইয়াছে ঃ—

শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥

হে ভদ্রে! কলিকালে শৈবসংস্কার বিধি অনুসারে অবধূতাশ্রমধারণ—তাহাই "সন্ন্যাসগ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে। হে দেবি! কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ এবং সকল বর্ণেরই (ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র ও তদিতর বর্ণ) এই উভয় আশ্রমে (গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রম) অধিকার থাকিবে। সন্ন্যাস গ্রহণের বিধিতে মহানির্ব্বান তন্ত্রের ৮ম উল্লাসে উক্ত হইয়াছে ঃ—

অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষি-পিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬২ ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া ॥ ২৬৩

অনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মময় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য শিখা ও সূত্র উভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। শূদ্রের ও অন্যান্য বর্ণের কেবল শিখা দগ্ধ হইলেই সন্ন্যাস সংস্কার সিদ্ধ হইবে।

সন্ন্যাসী যে কেবল বিজনে বসিয়া যোগসমাধি করিবেন তাহা নহে; ইঁহারা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ সকল ব্যাখ্যা করিবেন: বিষয়-বিমূঢ় লোকসকলকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা প্রবুদ্ধ করিবেন; শাস্ত্রীয়

গুহ্য রহস্য গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়া সাধারণের সংশয় গ্রন্থির উচ্ছেদ ও ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবদ্গীতার প্রধান প্রধান ভাষ্যকার ও টীকাকার সকলেই সন্ন্যাসী।* পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী)

---

* সন্ন্যাসিগণ বৈরাগ্য ও ধ্যানাদির অভ্যাস দ্বারা আদর্শ উপদেষ্টা হইতে যত্ন করিবেন। দরিদ্রকে অন্ন দান ও রোগিসেবা আদি সৎকার্য্যে গৃহস্থগণকেই প্রেরণা দিবেন : কিন্তু স্বয়ং গৃহস্থগণের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ না করিয়া সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা এবং সন্ন্যাসি-জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া সকলকে কল্যাণ পথে পরিচালিত করিবেন, কদাচ আলস্যে বা অর্থোপার্জ্জনে সময়ের অপব্যয় করিবেন না।

"একসময় দেশের কোন একজন প্রধান ব্যক্তি (হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, মিত্র মহাশয়) আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া গভীর ধ্যান করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হয়" ? আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদূর মান, সম্ভ্রম ও উচ্চপদের প্রত্যাশা করা যায়, তাহা আপনার লাভ হইয়াছে ; অর্থ, সামর্থ্য, সামাজিক মর্য্যাদা, পারিবারিক সুখ, আপনার যথেষ্ট আছে ; আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ সমস্ত লইয়া আপনি শান্তিলাভ করিয়াছেন কি" ? তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, সরল-ভাবে বলিলেন—"না ; আমি শান্তিলাভ করি নাই"। আমি বলিলাম, "আপনার ন্যায় সর্ব্বস্ব পাইয়াও যাহাদের শান্তি নাই, ঐ সকল ধ্যানস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে শান্তির পথ দেখাইয়া দেন"। বস্তুতঃ মানুষ যতদিন কোন নিত্যভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, ততদিন সদসৎ কোন কার্য্যই তাহাকে স্থির শান্তি দিতে পারে না। শয্যাগত রোগীর মুখে একটু মিষ্টান্ন দিলে যেমন তাহার সাময়িক কিছু সুখ হয়, কিন্তু স্থায়ী যন্ত্রণার নিবারণ হয় না, পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্য দ্বারা জীবের সুখও সেইরূপ। এই জন্য গভীর ধ্যানের দ্বারা আগে ভগবানকে জানিতে হয়, তারপর যে কার্য্য করিবে, তাহাতেই পূর্ণ শান্তি। তবে ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে কোন কার্য্য করিবে না এরূপ নহে ; কিন্তু সে কার্য্য তপস্যা মাত্র, তাহা সেবানন্দ নহে। সেবক না হইয়া সেবা করা যায় না ; কর্ত্তাকে না পাইলে, তাঁহার হুকুম না শুনিলে, সেবক হওয়া যায় না। দুষ্কার্য্য হইতে বিরত না হইলে, শান্ত ও সমাহিত না হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান

পুণ্যতীর্থে বা পবিত্র প্রদেশে বাস করিবেন ও যথাশক্তি পর্য্যটন-পূর্ব্বক দেশে দেশে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া লোকদিগকে পবিত্র করিবেন। ইঁহারা যে সকল মঠে বাস করেন, তাহা "গৃহ" বলিয়া মনে করিতে নাই। গৃহীর গৃহে ও সন্ন্যাসীর মঠে পার্থক্য এই যে, গৃহীর গৃহে মমত্ববুদ্ধি থাকা বশতঃ গৃহী যেমন "গৃহমধ্যে বাস করে, গৃহ ও সেইরূপ গৃহীর ভিতরে (অন্তঃকরণে) বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসী মঠে বাস করিলেও মঠে মমত্ব বুদ্ধি না থাকায় সন্ন্যাসীর ভিতরে "মঠের" পরিবর্ত্তে ব্রহ্মভাব বিরাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, প্রথম আশ্রমত্রয়ের যথাবিধি ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের ব্যবস্থানুসারে উপযুক্ত হইলেই—বৈরাগ্যের উদয় হইলেই লোক (যে আশ্রমীই হউক না কেন) একবারে সন্ন্যাসী হইতে পারে *। এই নিয়ম অনুসারেই নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যুবতী ভার্য্যা ও মাতা

লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় অর্থাৎ মোহপাশ বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই সকল অগ্র পশ্চাৎ লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে হয়, আমি কোন শ্রেণীর জীব ? নতুবা ভ্রম হয়। স্বেচ্ছাচারিতায়, এবং অনুকরণোত্তেজিত বা গতানুগত ভাবে কর্ম্ম করিয়া তাহাতে যে এক প্রকার আনন্দ হয় তাহাকেই সেবানন্দ বলিয়া ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃ আগে কর্ত্তা, পরে সেবক, তাহারই পরে সেবা হয়, সেবক না হইয়া

---

* ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা পুনঃ।
বিরক্তঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ পারিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ (ব্যাসবচনম্)

তীব্রভাবে বিষয়ে বৈরাগ্যোদয় হইলেই কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ যে কেহ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে পারেন। এই বিধি যাজ্ঞবল্ক্যাদি অন্য উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়।

সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রণীত "সন্ন্যাসী" গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)।

কর্ম্ম করিলেই সে কর্ম্মে "আমিত্ব" থাকে। এই তত্ত্বটী যাঁহারা বুঝেন না তাঁহারাই ধ্যান ধারণা অপেক্ষা সৎকার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, এবং সাধু সন্ন্যাসিদিগকে জগতের ভার-স্বরূপ বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ উদার, তাঁহারা বলেন ধ্যান করাও মন্দ নয়, কর্ম্ম করাও মন্দ নয়, সকলই ধর্ম্ম। হিন্দু সাধুরা কিন্তু বলেন, গভীর ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মকে ধরার উপায় নাই। সমস্ত সৎকার্য্য ও রীতিনীতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়, কিন্তু ধ্যানই ধর্ম্মের প্রাণ। ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মসাধন, প্রাণহীন দেহে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের ন্যায় বাহ্যদৃশ্যে সজীবতা রক্ষা মাত্র। এই জন্যই এ দেশের সাধুরা সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা ধ্যানের জন্য লালায়িত, ধ্যানের জন্যই ইঁহাদের উদাসীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত জগতের কল্যাণ, ইঁহাদের জীবন ধারণই ধর্ম্মপ্রচার"। (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত "কুম্ভমেলা" হইতে উদ্ধৃত)।

কলির জীবের সহজ সাধনোপায়।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ (গীতা ৯।২৭)। কর্ম্ম, ভোজন, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, হে কৌন্তেয়! তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিও। ভগবানের এই কৌশলময় যোগতত্ত্ব সকল যোগাভ্যাসকেও পরাস্ত করিয়াছে। তুমি পুরুষার্থ পূর্ব্বক যত অনুষ্ঠানই করনা কেন, তাহাতে শত সহস্র ত্রুটী হইবার সম্ভাবনা কিন্তু তদর্পণ বিধিতে সকল কাজই সহজ হইয়া আসে। সরকারী বন বিভাগে (Forest department) পার্ব্বত্য প্রদেশে যত বড় বড় বাহাদুরী কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়, তাহা লোকের মাথায় বা গাড়া করিয়া আনিতে অনেক অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্য হয়, এইজন্য নিকটবর্ত্তী নির্ঝরিণী প্রবাহে তত্তাবৎ ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কাঠগুলি ভাসিতে ভাসিতে ঠিকানায় পৌছিয়া থাকে। সেইরূপ কলির জীব আমরা মহর্ষি পতঞ্জলি

আদির পুরুষার্থপূর্ণ যোগমার্গে যাইতে অসমর্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের যোগপথে প্রবৃত্ত হইতে সহজেই পারি। চাই একাগ্রতা, বিশ্বাস ও ভক্তি। অভ্যাস যোগে এ পথ সুগম হইয়া যায়। ভগবানই সর্ব্বেসর্ব্বা, আমি কিছুই নহি এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়া যায়। যোগসূত্রে বলা আছে—"তৎ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" : (যোগ ১।৩২)। চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য কোন একটী আপনার অভিমত তত্ত্ব অভ্যাস করিবে অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনোভিনিবেশ করিবে। ইহাতেই চিত্ত একাগ্র হয়। মনের বিক্ষেপ-রাশি প্রশমিত হয়। চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা সমাধি না করিলেও "যোগ" হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি আদি যদি কোন ভগবদর্থে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও মহাযোগ সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়-গণের নিগ্রহ না করিয়া প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবৎ কার্য্যে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কলিতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দুষ্কর, এইজন্য হস্ত-পদাদি ভগবদ্বিগ্রহ মন্দিরের মার্জ্জনে ও পুষ্পচয়নাদিতে, চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বাদি ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত হইলেই মন আপনিই সংযত ও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ হইয়া আসে। "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ (গীতা ৫।১০) বিষয়বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতেই সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তৎকৃত পাপাদি তাহাকে স্পর্শও করে না। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) আদি উপদেশেও ভগবান্ তাঁহার অনুগত হইতেই আদেশ করিয়াছেন। দয়াল প্রভু জীবকে অভয় দিয়া সর্ব্বভার বিমোচনের উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার চরণে মনঃ প্রাণ অর্পণ করাই মহামহাযোগ জানিবে। মনকে মারিলে সে মরেনা, তাহাকে ভগবদ্ভাবসাগরে ডুবাইয়া দাও, সে মরিয়া যাইবে। আর যদি তাহাতেও না মরে, ক্ষতি নাই, কেননা প্রেম সিন্ধুর জলে তাহার ময়লা মাটী সব ধুইয়া যাইবে ও মন অমৃতময় হইবে।" (শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত)।

শ্রীগণেশায় নমঃ।
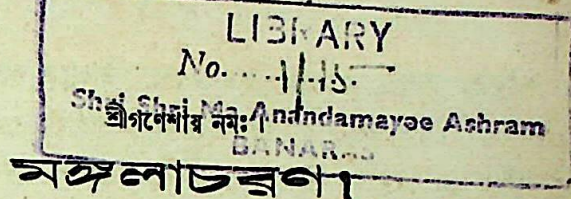
মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ আবশ্যক, কেননা মঙ্গলাচরণ দ্বারা পাপ-রূপ বিঘ্ন নিবৃত্ত হয়, এবং নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির বাধা হয় না। নিষ্পাপ পুরুষেরও মঙ্গলাচরণ করা উচিত; যেহেতু মঙ্গলাচরণ না করিলে গ্রন্থকারের প্রতি নাস্তিকতা-ভ্রান্তি-বশতঃ কাহারও গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি হইবে না। এইজন্য সাধু পুরুষও গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলাচরণ করিবেন। বস্তু-নির্দ্দেশ, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ ভেদে মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ। সগুণ বা নির্গুণ পরমাত্মাই সত্য বস্তু, তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনই বস্তুনির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ। নিজ বা শিষ্যের বাঞ্ছিত প্রার্থনার নাম আশীর্ব্বাদ-রূপ মঙ্গলাচরণ। পুরাণ শাস্ত্রে শ্রীগণেশাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। পুরাণপ্রসিদ্ধ গণপতির জন্ম শ্রীরাম ও কৃষ্ণাদি অবতারের ন্যায় ভক্তানুগ্রহার্থ পরমাত্মারই আবির্ভাব। জীবের ন্যায় কর্ম্মফল-বশতঃ তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। পরমার্থ-দৃষ্টিতে জীবও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কিন্তু আত্মাতে জন্ম-মরণাদিরূপ বন্ধনের অধ্যাসই জীবের জীবত্ব; আত্মাতে গণেশাদি দেবতার এইরূপ জীবভাব প্রতীত হয় না, এইজন্য গণেশাদি দেবতা ঈশ্বর-পদবাচ্য, এবং তজ্জন্য গ্রন্থারম্ভে তাঁহারা ভক্তিভাবে স্মরণীয়। ঈশ্বরভক্তি ও গুরুভক্তি বিদ্যার মুখ্য সাধন, এইজন্য নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

জগজ্জলধির সেতু-স্বরূপ শ্রীশ্রীগণেশ, হরিহর, রবি (সূর্য্য) ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী দেবীকে (দুর্গাকে) প্রণাম করিতেছি।

অদ্বৈত, অখণ্ড আত্মাই সুখ-স্বরূপ, তাঁহাতে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। দ্বৈত-স্বরূপেই দুঃখ বিদ্যমান, তাহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। জীবেশ্বরের ভেদ উপাধিকৃত, বাস্তবিক উভয়ের কোন ভেদ নাই, ইহাই শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর স্বরূপ ; তাঁহার কৃপায় সমস্ত ভেদভ্রম দূর হইয়া যায়। পরম করুণাময় ঠাকুর পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তিনিই এই দাসের প্রতি দয়া করিয়া ত্রিগুণাতীত অদ্বৈত-বোধ জন্য মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা দুঃখরূপ অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহার কৃপাতেই "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" এই মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়া এই দুরূহ উপনিষদ্-ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। শরণাগত সেবকের এই অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিবেন এই একমাত্র ভরসা। তাঁহাকে আমি সভক্তি প্রণাম করিয়া জগজ্জননী সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশিনী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ পরমগুরু বাবা দয়ালদাসের চরণে প্রণাম করিতেছি : এবং গুরু-প্রণালী অনুসারে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ব সাধুর চরণে প্রণত হইতেছি। পরমগুরু বাবা দয়ালদাস-কৃত মঙ্গলাচরণ সর্ব্বাভীষ্টদায়ক বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিলাম।

"সর্ব্বস্ফূর্ত্তি-প্রদাতারং সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশনম্।
সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাতারং সদ্‌গুরুং প্রণমাম্যহম্॥"

শ্রীশ্রীগুরু-চরণাশ্রিত সেবক—পবিত্রানন্দ।

ওঁ

যোগেশ্বরি ! ত্বাং শিরসা নমামি

মা !

তুমি বুদ্ধিরূপিণী হইয়া এই অধম সেবককে কেবলমাত্র নিমিত্ত করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলে। এখন তোমার ইচ্ছাতেই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইল। মা ! তোমার শ্রীচরণে অধম সেবকের কাতর প্রার্থনা এই যে—মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া এই উপনিষদনুসৃত পন্থা অবলম্বন করাইয়া অন্তিমে তোমার অভয় চরণে এই অধম সেবককে স্থান দিও। ইহাই অন্তিমকালের শেষ নিবেদন। ইতি—

শরণাগত—পবিত্রানন্দ।

নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ

শান্তি-মন্ত্র

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ১ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ২ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।*

অনুবাদ—হে দেবগণ! আমরা যেন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞপরায়ণ হইয়া কর্ণ দ্বারা উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষু দ্বারা মঙ্গলময় বিষয় দর্শন করিতে পারি, সুদৃঢ় অঙ্গসমূহ লাভ করিতে পারি, সর্ব্বদাই স্তোত্রপরায়ণ হইতে পারি এবং দেবগণের যেরূপ আয়ু পরিমাণ সেই পরিমাণ আয়ু ভোগ করিতে পারি ॥ ১ ॥

ইন্দ্র, বৃদ্ধশ্রবা, পূষা, বিশ্ববেদা, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, বৃহস্পতি—এই সকল দেবতা সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ২ ॥

হে পরমাত্মন্! আমাদের (আধ্যাত্মিক) শান্তি হউক, আমাদের (আধিদৈবিক) শান্তি হউক, আমাদের (আধিভৌতিক) শান্তি হউক।

---

* উপনিষৎ পাঠের আরম্ভকালে ও সমাপ্তিকালে শান্তি-মন্ত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রথমোপদেশঃ

(নারদং প্রতি শৌনকাদীনাং প্রশ্নঃ)

অথ কদাচিৎ পরিব্রাজকাভরণো নারদঃ সর্ব্বলোক-সংচারং কুর্ব্বন্নপূর্ব্ব-পুণ্যস্থলানি পুণ্যতীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্নবলোক্য চিত্তশুদ্ধিং প্রাপ্য, নির্ব্বৈরঃ, শান্তো দান্তঃ সর্ব্বতো নির্ব্বেদমাসাদ্য, স্বরূপানু-সংধান-মনুসংধায় নিয়মানন্দ-বিশেষগণ্যং মুনিজনৈরুপসংকীর্ণং নৈমিষারণ্যং পুণ্যস্থল-মবলোক্য স ঋ গ ম প ধ নি সংজ্ঞৈ বৈরাগ্য-বোধকরৈঃ স্বরবিশেষৈঃ প্রাপঞ্চিক-পরাঙ্মুখৈ র্হরিকথালাপৈঃ স্থাবর-জঙ্গম-নামকৈর্ভগবদ্ভক্তি-বিশেষৈ র্নরমৃগকিম্পুরুষামরকিন্নরা-প্সরোগণান্ সংমোহয়ন্নাগতং ব্রহ্মাত্মজং ভগবদ্ভক্তং নারদ-মবলোক্য দ্বাদশবর্ষ-সত্রযাগোপস্থিতাঃ শ্রুতাধ্যয়ন-সংপন্নাঃ সর্ব্বজ্ঞাস্তপোনিষ্ঠাপরাশ্চ জ্ঞান-বৈরাগ্যসংপন্নাঃ শৌনকাদি-মহর্ষয়ঃ প্রত্যুত্থানং কৃত্বা নত্বা যথোচিতাতিথ্য-পূর্ব্বকমুপবে-শয়িত্বা স্বয়ং সর্ব্বেঽপ্যুপবিষ্টা ভো ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র কথং মুক্ত্যুপায়োঽস্মাকং বক্তব্যম্ ॥ ১॥

অনুবাদ— প্রথম উপদেশ। (নারদের নিকট শৌন-কাদির প্রশ্ন)। কোন এক সময়ে পরিব্রাজক-শিরোমণি নারদ স্বর্গাদি লোকত্রয় ভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব পুণ্যস্থল ও পুণ্যতীর্থ সমূহে গমন পূর্ব্বক (ক) সেই তীর্থসকলকে পবিত্র করেন (খ)। এবং নিজেও ঐ সকল পুণ্যস্থান ও তীর্থ দর্শনের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ

করেন। নির্ব্বের (যাঁহার কাহারও প্রতি বৈরী ভাব নাই), শান্ত (শমগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহকারী), দান্ত (জিতেন্দ্রিয়) —এবম্ভূত নারদ বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে, চিদানন্দানুভবশীল মুনিগণ যে নৈমিষারণ্যকে পরম শ্রেষ্ঠস্থান মনে করেন, মুনিগণ-পরিপূর্ণ সেই পবিত্রস্থান দর্শন করিয়াই তিনি স্বকরে বীণা ধারণ পূর্ব্বক যাহাতে জগৎ-প্রপঞ্চে পরাঙ্মুখতা ও জ্ঞান জন্মে এরূপ স্থাবর ও জঙ্গম (গ) অর্থাৎ স্থায়ী ও সঞ্চারী উভয়বিধ ভগবদ্ভক্ত্যুৎপাদক স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি—এই সপ্তবিধ স্বর সহযোগে হরি-কথালাপ অর্থাৎ হরিগুণ-গাথা কীর্ত্তন পুরঃসর, নর, মৃগ, কিম্পুরুষ, অমর, কিন্নর ও অপ্সরা প্রভৃতিকে সম্মোহিত করিয়া যে স্থলে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক সত্রযাগের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, তপস্যায় পরম নিষ্ঠাবান্, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মপুত্র নারদকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থান পূর্ব্বক নমস্কার ও আতিথ্য-সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন, তৎপরে উক্ত ঋষিগণও স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র ভগবন্! অনুগ্রহ প্রকাশে মুক্তির উপায় কি তাহা আমাদিগকে বলুন ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—(ক) নারদ জীবন্মুক্ত ছিলেন। জীবন্মুক্তগণ জগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই স্বীয় প্রারব্ধ বশে জীবন ধারণ করেন। ইঁহারা কখন কখন লোক-কল্যাণার্থ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন।

(খ) "পাপিগণ তীর্থে গমন করিলে তীর্থ তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাপীর সমাগমে তীর্থে যে মলিনতা স্পর্শ করে ভক্ত সমাগমে তীর্থ সে সকল পাপ হইতে পুনঃ পবিত্র হইয়া তীর্থত্ব লাভ করেন।" (কুমার পরিব্রাজক স্বামি-ব্যাখ্যাত 'ভক্তি ও ভক্ত' হইতে উদ্ধৃত)। তাই নারদ তৎকৃত ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি"। শ্রুতিতেও তাহাই উল্লেখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে সকল সময়েই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বাস করিতেন এবং উহা পুণ্যতোয়া গোমতী-তীরে অবস্থিত, তজ্জন্যই উহা পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত। বিশেষতঃ মহর্ষি বেদব্যাস এই নৈমিষারণ্যে থাকিয়াই পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আজও তীর্থবাসিগণ "বেদব্যাস আসন" বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা এই তীর্থ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ ভাবেই ইহা জ্ঞাত আছেন। প্রতি ফাল্গুন মাসে এখানে একটী মহতী মেলা হয়। তাহাতে দিগ্দিগন্ত হইতে বহু সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণের সমাগম হইয়া থাকে।

(গ) স্থাবর ও জঙ্গম ভক্তির তাৎপর্য্য এই :—স্থাবর=স্থিতিশীল, অর্থাৎ স্থায়ী। জঙ্গম=গতিশীল, অর্থাৎ সঞ্চারী। বর্ত্তমান শ্রুতিতে স্থাবর ও জঙ্গম নামে দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তিসূত্রের বা ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক অপর কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের কোন স্থানে এই প্রকার সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুইটীর যৌগিক অর্থ চিন্তা করিয়া বুঝা যায় যে, এই বিভাগ অলঙ্কার-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের অনুরূপ। শুদ্ধচিত্ত ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে শমগুণের প্রভাবে যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, যাহা বাহিরে দৈহিক কোন লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত না হইলেও, ভাবান্তরের উদয়ে নিরুদ্ধ হয় না, যাহা ফল্গুস্রোতের ন্যায় নিরন্তর অন্তরে অন্তরে সমভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই স্থাবর বা স্থায়ী ভক্তি। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্য প্রভৃতি শ্রবণ ও স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে যে অশ্রু,

কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হয়, তাহা অল্পকাল স্থায়ী বলিয়া সঞ্চারী বা জঙ্গম ভক্তিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। বলা বাহুল্য, স্থায়ী ভক্তির বাহ্য বিকাশ না থাকিলেও তাহা প্রকৃতিরূপা ভক্তি, এবং সঞ্চারী ভক্তি তরঙ্গাকারে বাহিরে প্রকাশশীল বলিয়া বিকৃতিরূপা ভক্তি। এই প্রকৃতি ও বিকৃতিরূপা দ্বিবিধ ভক্তিই স্থাবর ও জঙ্গম শব্দের লক্ষ্য। বর্ত্তমান উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই দুই প্রকার ভক্তিকে মানসিক ও শারীরিক ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, আমরা যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুমোদিত এবং ভক্তি-শাস্ত্রের অবিরোধী। মানসিক ও শারীরিক এই দুইটী শব্দের মূলও পূর্ব্ব-বর্ণিত স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ॥ ১ ॥

বিদেহ-মুক্তিলাভোপদেশঃ

(নারদস্য শৌনকাদি-কৃত প্রশ্নস্য প্রতিবচনম্)

ইত্যুক্তস্তান্ স হোবাচ নারদঃ। সৎকুলভবোপনীতঃ সম্যগুপনয়নপূর্ব্বকং চতুশ্চত্বারিংশৎ-সংস্কার-সংপন্নঃ স্বাভিমতৈকগুরুসমীপে স্বশাখাধ্যয়নপূর্ব্বকং সর্ব্ববিদ্যাভ্যাসং কৃত্বা দ্বাদশবর্ষ-শুশ্রূষাপূর্ব্বকং ব্রহ্মচর্য্যম্ পঞ্চবিংশতিবৎসরং গার্হস্থ্যম্ পঞ্চবিংশতিবৎসরং বানপ্রস্থাশ্রমং তদ্বিধিবৎ ক্রমান্নির্ব্বর্ত্য—চতুর্ব্বিধ-ব্রহ্মচর্য্যং ষড়্বিধ-গার্হস্থ্যং চাতুর্ব্বিধ্য-বানপ্রস্থ-ধর্ম্মং সম্যগভ্যস্য তদুচিতং কর্ম্ম সর্ব্বং নির্ব্বর্ত্য সাধন-চতুষ্টয়-সংপন্নঃ সর্ব্বসংসারোপরি মনোবাক্কায়কর্ম্মভির্যথাশা-নিবৃত্ত—স্তথা বাসনৈষণোপর্য্যপি নির্ব্বৈরঃ শান্তো

দান্তঃ সংন্যাসী পরমহংসাশ্রমেণাস্খলিত-স্বস্বরূপ-ধ্যানেন দেহত্যাগং করোতি স মুক্তো ভবতি স মুক্তো ভবতি। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২ ॥ ইতি প্রথমোপদেশঃ।

অনুবাদ—বিদেহ-মুক্তিলাভের উপদেশ। (নারদের শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ-কৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান)। শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ উক্তরূপ প্রশ্ন করিলে সেই ব্রহ্মপুত্র নারদ তাঁহাদিগকে বলিলেন, সৎকুলজাত ব্যক্তি যথাকালে উপনীত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে যথাক্রমে চতুশ্চত্বারিংশৎ অর্থাৎ ৪৪টী সংস্কার (ক)—সম্পন্ন হইবেন। নিজের অভিমত গুরুর নিকট প্রথমতঃ স্বীয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে। ঐরূপে দ্বাদশবর্ষকাল গুরু-শুশ্রূষা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনান্তে বানপ্রস্থাবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতে হইবে। চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মচর্য্য (খ), ষড়্‌বিধ গার্হস্থ্য (গ) ও চতুর্ব্বিধ বানপ্রস্থ (ঘ)—ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস করিয়া এবং তদুচিত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সাধনচতুষ্টয় (ঙ)—সম্পন্ন হইতে হইবে। মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সমস্ত সংসারের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে আশা বা স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অনন্তর তিনি নির্ব্বৈর, শান্ত, দান্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ পরমহংসাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক অস্খলিত ভাবে আত্মস্বরূপের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন। যিনি এইরূপে

আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আত্ম-স্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তিনি অবশ্যই মুক্তিলাভ করেন, অবশ্যই মুক্তিলাভ করেন। ইহাই উপনিষৎ।

প্রথম উপদেশের অনুবাদ সমাপ্ত।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—(ক) সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে সংস্কার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিবন্ধন আত্মা এবং শরীরে যে বিশেষ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং যাহার প্রভাবে আত্মশুদ্ধি এবং দেহশুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহাকে সংস্কার বলে। সংস্কারের সংখ্যা বিভিন্ন আচার্য্যের মতানুসারে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধ হয়। গৌতম ৪০টী, অঙ্গিরা ২৫টী, এবং জাতুকর্ণ ১৬টী সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সংস্কার ব্রাহ্ম এবং দৈব ভেদে প্রধানতঃ দুইপ্রকার। ব্রাহ্ম সংস্কারের নামান্তর স্মার্ত্ত সংস্কার। দৈব সংস্কার—পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোম-সোমাদি যজ্ঞ ভেদে তিন প্রকার। গর্ভাধান প্রভৃতি ষোলটী সংস্কার ব্রাহ্ম সংস্কারের অন্তর্গত। ধর্ম্মশাস্ত্রকার হারীতের মতে—ব্রাহ্ম সংস্কারের প্রভাবে জীব, ঋষিগণের সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি পাকযজ্ঞাদি দৈব সংস্কার যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে দিব্য ভাবের উপলব্ধি সম্ভবপর হয় না; এবং দেবগণের সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ হইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, গর্ভাধানাদি সংস্কারের ফলে বীজ ও গর্ভসমুদ্ভূত পাপ নিবৃত্ত হয়। অপরার্ক মতে—বীজ শব্দে শুক্র ও শোণিত উভয়ই বুঝিতে হইবে। এই সকল সংস্কারের মধ্যে কোনটী নিত্য (যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞ), কোন কোনটী নৈমিত্তিক (যেমন বিবাহ পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার), কোনটী মাসিক (যেমন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ—প্রতি অমাবস্যায় করণীয়) এবং কোন কোনটী বার্ষিক (যেমন আগ্রয়ণ প্রভৃতি সংস্কার)। অশক্ত পক্ষে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধও

বার্ষিক। অঙ্গিরা বলেন, যেমন বহু অঙ্গের সমাবেশের ফলে চিত্র বিশেষের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ বিধিপূর্ব্বক নানাবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান হইতে ব্রাহ্মণ্য ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

গৌতমোক্ত ৪০টী সংস্কার এই প্রকার :—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯—১২ পর্য্যন্ত বেদব্রত চারিটী (যথা—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব), ১৩। সমাবর্ত্তন বা স্নান, ১৪। বিবাহ, ১৫—১৯ পর্য্যন্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ (যথা—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ), ২০—২৬ পর্য্যন্ত পাকযজ্ঞ সংস্থা সাতটী (যথা—অষ্টকা, পার্ব্বণ [স্থালীপাক], শ্রাদ্ধ [মাসিক], শ্রাবণী [উপাকরণ], আগ্রহায়ণ, চৈত্রী ও অশ্বযুজী), ২৭—৩৩ পর্য্যন্ত হবির্যজ্ঞ সংস্থা সাতটী (যথা—অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়-পশুবন্ধ ও সৌত্রামণি), ৩৪—৪০ পর্য্যন্ত সোমযজ্ঞ সংস্থা সাতটী (যথা—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম)।

গৌতম এই ৪০টী সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরে ৮টী আত্মগুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—১। সর্ব্বভূতে দয়া, ২। ক্ষমা, ৩। অনসূয়া, ৪। শৌচ, ৫। অনায়াস, ৬। মঙ্গল, ৭। অকার্পণ্য ও ৮। অস্পৃহা।*

---

* উক্ত আটটী আত্মগুণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, যথা—

১। দয়া—যেরূপ নিজের মঙ্গল এবং হিতসাধনের জন্য যত্ন ও আগ্রহ হয় তদ্রূপ সকল প্রাণীরই মঙ্গল ও হিতসাধনের জন্য যত্ন ও আগ্রহ।

২। ক্ষান্তি—কেহ তিরস্কার করিলে বা পীড়া দিলে তিরস্কারকারীকে বা পীড়াদায়ীকে তিরস্কার অথবা পীড়া না দেওয়া এবং বাক্য, শরীর ও মনের দ্বারাও ঐরূপ ভাব প্রকাশ না করা।

৩। অনসূয়া—কেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষলাভ করিলে তৎপ্রতি বিদ্বেষভাব অথবা ঈর্ষা প্রকাশ না করা।

এইক্ষণে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের ৪০টী সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু ৮টী আত্মগুণ হয় নাই, তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে বা ব্রহ্মলোকে গতিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সংস্কারগুলি আংশিক ভাবে হইলেও যাঁহাদের উক্ত ৮টী গুণ হইয়াছে তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারেন।

এস্থলে নারদের বাক্যে ৪৪টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় উপদেশে ব্রহ্মার বাক্যে ৪০টী সংস্কারের কথা দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে আপাততঃ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ উক্তির সামঞ্জস্য নিম্নোক্ত প্রকারে হইতে পারে। বলা বাহুল্য আমাদের সমন্বয় গৌতমের নির্দ্দিষ্ট সংস্কার সংখ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রে গর্ভাধানাদি ৪০টী সংস্কার এবং দয়া প্রভৃতি ৮টী আত্মগুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই ৪০টী সংস্কার স্থূল দেহের শুদ্ধতা সম্পাদক বলিয়া দেহ-সংস্কার রূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু দয়া প্রভৃতি আত্মগুণ বা চিত্তধর্ম্ম আত্মার অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদক বলিয়া আত্ম-সংস্কার। সংসার অবস্থায় দেহ ও আত্মা বা চিত্ত পরস্পর সম্বদ্ধ বলিয়া উভয়ই মলিন। তাই উভয়েরই সংস্কার আবশ্যক। এইজন্য শাস্ত্রে ৪৮টী সংস্কারের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু নারদ পঞ্চ মহাযজ্ঞকে পৃথক্‌ভাবে ৫টী না ধরিয়া সমষ্টিভাবে ১টী ধরিয়াছেন।

৪। শৌচ—শরীর, মন এবং বাক্যের সম্যক্ প্রকারে শুদ্ধি বিধানপূর্ব্বক সাত্ত্বিক শুদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ দ্রব্য ভোজন, পরিধান ও ব্যবহার।

৫। অনায়াস—যাহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে স্বীয় শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের তীব্র পীড়া উপস্থিত হয় তাহা ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও বর্জ্জন করা।

৬। মঙ্গল—সর্ব্বদা প্রশস্ত কর্ম্ম আচরণ করা এবং অপ্রশস্ত কর্ম্ম বর্জ্জন করাই মঙ্গল।

৭। অকার্পণ্য—অতিশয় ক্লেশকর দুরবস্থা উপস্থিত হইলেও কাহারও নিকট দীনভাব প্রকাশ না করা; অধিকন্তু তখনও স্বীয় সামর্থ্যানুসারে স্বীয় দ্রব্যাদি দ্বারা অপরকে সাহায্য করা

৮। অস্পৃহা—নিজের যাহা আছে সর্ব্বদা তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া অধিক বিষয়ের অভিলাষ না করা এবং কদাচ পরকীয় দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা না করা।

এইজন্য তাঁহার গণনায় সংস্কার-সংখ্যা ৪৮টী না হইয়া ৪৪টী হইয়াছে। ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট ৪০টী সংস্কার কেবল মাত্র দেহ-সংস্কারের নির্দ্দেশ। সুতরাং নারদ ও ব্রহ্মার বাক্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই বলিয়াই মনে হয়।

(খ) চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মচারীর কথা বলা যাইতেছে। ১। যে ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর ত্রিরাত্র অক্ষারলবণাম্নাশী (সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণকে অক্ষার লবণ বলে) হইয়া গায়ত্রী অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে 'গায়ত্র' ব্রহ্মচারী বলে। ২। যে ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর যতদিন সমগ্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন, তাঁহাকে 'ব্রাহ্ম' ব্রহ্মচারী বলে। ৩। যে ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে 'প্রাজাপত্য' ব্রহ্মচারী বলে। ৪। যে ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করেন তাঁহাকে 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী বা 'বৃহণ' বলে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গুরুর অভাবে তৎপুত্র বা পত্নীর সন্নিধানে বাস করিবেন ; তাঁহাদের অভাব হইলে অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া জিতেন্দ্রিয় ভাবে থাকিয়া দেহত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির মতও বলা যাইতেছে। রুদ্র-কঠোপনিষদে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সংতিষ্ঠেদপ্রমাদেন মস্করী।
দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ কীর্ত্তনং গুহ্যভাষণম্॥
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নির্বৃত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।" ৯।১০॥

মস্করী—সন্ন্যাসী। দর্শন অর্থ শুধু দেখা নহে, রাগতঃ স্ত্রী-দর্শন বুঝিতে হইবে।

দক্ষ সংহিতাতেও উল্লেখ আছে—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ ॥

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৭ম অঃ, ৩১।৩২ শ্লোঃ ॥

গরুড় পুরাণে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ২২৯ অঃ, ১৯ শ্লোঃ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের প্রায় একই মত। উহার মর্ম্মার্থ এই :—

স্ত্রীলোককে রাগতঃ দর্শন করা, স্পর্শ করা অথবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস বা কৌতুক করা, জলক্রীড়াদি করা, স্ত্রীলোকের মুখ-প্রত্যঙ্গাদি বিশেষভাবে দর্শন করা, বা লুকাইয়া দেখা, গুপ্তভাবে তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা, স্ত্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাব, ভাব, ক্রিয়া, চেষ্টা, চরিত্র আদি বর্ণিত গ্রন্থ পাঠ করা বা লোকের নিকট ঐসব বিষয় কীর্ত্তন করা, বা শ্রবণ করা, স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করা, তাহাকে পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা, বা ক্রিয়া সম্পাদন করা—এই সবই মৈথুনের অন্তর্গত। উহা কায়িক বা মানসিক বা বাচনিকও হইতে পারে।

(গ) ছয় প্রকার গৃহস্থের লক্ষণ :—১। যে গৃহস্থ কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন ও নিত্যক্রিয়াদি-পরায়ণ হন তাঁহাকে "বার্ত্তাক" গৃহস্থ বলে। ২। যে গৃহস্থ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ নিরত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও নিত্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে "শালীন" গৃহস্থ বলে। ৩। যে গৃহস্থ দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া সৎলোকদের নিকট হইতে স্বকুটুম্ব পালনোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও নিত্যকর্ম্মাদি সম্পাদন

করেন, তাঁহাকে "যাযাবর" গৃহস্থ বলে। ৪। যে গৃহস্থ জলদ্বারা ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করেন এবং জীবিকার জন্য শিষ্ট লোকের গৃহ হইতে তণ্ডুল সংগ্রহ করেন, তাঁহাকে "ঘোর সংন্যাসিক" গৃহস্থ বলে। ৫। যে গৃহস্থ শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে "উঞ্ছবৃত্তি" গৃহস্থ বলে।* ৬। অযাচিত-লব্ধ বস্তু দ্বারা যিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও নিত্যকর্ম্মাদি সাধন করেন, তাঁহাকে "অযাচিত" গৃহস্থ বলে।

(ঘ) চারি প্রকার বানপ্রস্থের লক্ষণ :—১। বিনা-কর্ষণে জাত শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সম্পাদনে রত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থান করেন তাঁহাকে "বৈখানস" বলে। ২। যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া কোনও একদিকে চলিয়া গিয়া বদর (কুল), নীবার (উড়ীধান্য), শ্যামাক ধান্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং অগ্নিহোত্রাদি বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাকে "ঔডুম্বর" বলে। ৩। যিনি আট মাস জীবিকা উপার্জ্জন করেন এবং জটা-বল্কলধারী হইয়া চারি মাস চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করেন এবং কার্ত্তিক পূর্ণিমায় সমস্ত ত্যাগ করেন, তাঁহাকে "বালখিল্য" বলে। ৪। যিনি বৃক্ষের বিশীর্ণ পত্র ও ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও যে কোনও স্থানে বাস করেন এবং যথাবিধি বানপ্রস্থ-ধর্ম্মোচিত কর্ম্মসকল সম্পাদন করেন তাঁহাকে "ফেনপ" বলে।

(ঙ) সাধন চতুষ্টয়। চতুর্ব্বিধ সাধন কাহাকে বলে তাহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে। ১ম সাধন—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ—অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য এই উভয় পদার্থের বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, তাহা ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্যস্বরূপ, এইরূপ সিদ্ধান্তই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক নামে অভিহিত হয়। এই বিচার বা সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করিবার জন্য যথাবকাশ বা নিয়ত পুনঃপুনঃ বিচার করিতে হয়।

---

* ক্ষেত্রাধিপতি ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়াকে উঞ্ছবৃত্তি বলে।

২য় সাধন—ইহামুত্রার্থফল-ভোগ-বিরাগঃ—ইহ (এই জগতে) ও অমুত্র (পরলোকে) সর্ব্ববিধ সুখ-সমৃদ্ধি-সম্ভোগের অনুরাগশূন্যতা, অর্থাৎ এই জগতে দেহ-ধারণ ভিন্ন, বিষয় (ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পুষ্পমালা, চন্দন, যোষিৎসঙ্গ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে—বমিত (বমন করা) অন্ন, প্রস্রাব, পুরীষাদিতে যেরূপ ইচ্ছা থাকে না তদ্রূপ ইচ্ছা-রাহিত্যকেই ঐহিক ফলভোগ-বিরাগ বলে। পরলোকে বা জন্মান্তরে স্বর্গাদি লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত, সেই সেই লোকে উপস্থিত রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণ-সম্ভোগ বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কথিত রূপ যে ইচ্ছা-রাহিত্য, তাহাকেই অমূত্র ফলভোগ-বিরাগ বলে। ৩য় সাধন—শমাদি ষট্‌কম্—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—ইহাকেই শমাদি ষট্‌সম্পত্তি কহে ; এই ছয়টি তৃতীয় সাধন—(১) শম—মনকেই অন্তরেন্দ্রিয় কহে সেই মনের বা অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকেই শম বলে : অথবা পরমাত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ হইতে অন্তঃকরণের যে সংযম এবং ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন তাহাকেও শম কহে। (২) দম—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় কহে। এই বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে ; অথবা আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ভিন্ন সাংসারিক বিষয়বৃন্দ হইতে ঐ সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম কহে। (৩) উপরতি—বেদাদি-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের যথাবিধানে বা যথাশাস্ত্র পরিত্যাগকে উপরতি বলে ; অথবা সাংসারিক শ্রবণাদিতে অর্থাৎ সংসার প্রপঞ্চের বহুবিধ কথা শ্রবণ করণান্তর সেই বিষয়ের চিন্তনাদিতে নিত্যপ্রবৃত্ত মনকে সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তনকেও উপরতি বলে। (৪) তিতিক্ষা—শরীর বিনষ্ট না হয় এরূপভাবে শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সমূহের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে : অথবা নিগ্রহকরণ-সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরের অপরাধ সহনকে তিতিক্ষা বলে। (৫) সমাধান—পরমাত্ম-শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মন যে যে সময়ে

বাসনাবশতঃ বিষয়গত হয় সেই সেই সময়ে বিষয়-পদার্থের ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে মনের যে ঐকাগ্র্য তাহাকেই সমাধান কহে। (৬) শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্তাদি বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে।

৪র্থ সাধন—মুমুক্ষুত্ব—মুক্তি বিষয়ে আত্যন্তিক অভিলাষকেই মুমুক্ষুতা বলে। সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তির স্বরূপ অভিব্যক্ত হইল। ভগবৎ-কৃপায় এই সম্পত্তি যাঁহার হইয়াছে তিনিই "সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন" বলিয়া বিখ্যাত হন।

দ্বিতীয়োপদেশঃ

পারিব্রাজ্য-স্বরূপক্রমঃ

অথ হৈনং ভগবন্তং নারদং সর্ব্বে শৌনকাদয়ঃ পপ্রচ্ছু র্ভো ভগবন্, সন্ন্যাসবিধিং নো ব্রূহীতি। তানবলোক্য, নারদস্তৎস্বরূপং সর্ব্বং পিতামহমুখেনৈব জ্ঞাতুমুচিতমিত্যুক্ত্বা, সত্রযাগপূর্ত্ত্যনন্তরং তৈঃ সহ সত্যলোকং গত্বা, বিধিবদ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠাপরং পরমেষ্ঠিনং নত্বা, স্তুত্বা, যথোচিতং তদাজ্ঞয়া তৈঃ সহ উপবিশ্য নারদঃ পিতামহমুবাচ। গুরুস্ত্বং জনকস্ত্বং সর্ব্ববিদ্যারহস্যজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমতো মদিষ্টং রহস্যমেকং বক্তব্যম্। ত্বদ্বিনা মদভিমতরহস্যং বক্তুং কঃ সমর্থঃ। কিমিতি চেৎ— পারিব্রাজ্যস্বরূপক্রমং নো ব্রূহীতি নারদেন প্রার্থিতঃ পরমেষ্ঠী সর্ব্বতঃ সর্ব্বানবলোক্য, মুহূর্ত্তমাত্রং সমাধিনিষ্ঠো ভূত্বা, সংসারার্ত্তিনিবৃত্ত্যন্বেষণ ইতি নিশ্চিত্য, নারদমবলোক্য তমাহ পিতামহঃ। পুরা মৎপুত্র পুরুষসূক্তোপনিষদ্রহস্যপ্রকারং নিরতিশয়াকারাবলম্বিনা বিরাট্‌-পুরুষেণোপদিষ্টং রহস্যং তে বিবিচ্যোচ্যতে। তৎক্রমমতিরহস্যং বাঢ়মবহিতো ভূত্বা শ্রূয়তাম্।

ভো নারদ, বিধিবদাদাবনুপনীতোপনয়নানন্তরং তৎ সৎকুলপ্রসূতঃ পিতৃমাতৃবিধেয়ঃ পিতৃসমীপাদন্যত্র সৎসম্প্রদায়স্থং শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং

গুণবন্তমকুটিলং সদ্গুরুমাসাদ্য, নত্বা. যথোপযোগশুশ্রূষা-পূর্ব্বকং স্বাভিমতং বিজ্ঞাপ্য, দ্বাদশবর্ষসেবাপুরঃসরং সর্ব্ব-বিদ্যাভ্যাসং কৃত্বা. তদনুজ্ঞয়া স্বকুলানুরূপামভিমতকন্যাং বিবাহ্য, পঞ্চবিংশতিবৎসরং গুরুকুলবাসং কৃত্বাথ গুর্বনুজ্ঞয়া গৃহস্থোচিত কর্ম্ম কুর্ব্বন্, দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তিমেত্য, স্ববংশ-বৃদ্ধিকামঃ পুত্রমেকমাসাদ্য, গার্হস্থ্যোচিত পঞ্চবিংশতিবৎসরং তীর্ত্বা, ততঃ পঞ্চবিংশতিবৎসরপর্য্যন্তং ত্রিষবণমুদকস্পর্শন-পূর্ব্বকং চতুর্থকালমেকবারমাহারমাহরন্নয়মেক এব বনস্থো ভূত্বা, পুরগ্রামপ্রাক্তনসঞ্চারং বিহায় নিকিরবিরহিত তদাশ্রিত-কর্ম্মোচিতকৃত্যং নির্ব্বর্ত্য, দৃষ্টশ্রবণবিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য, চত্বারিংশৎসংস্কারসম্পন্নঃ সর্ব্বতো বিরক্তশ্চিত্তশুদ্ধিমেত্যাশা-সূয়েৰ্ষ্যাহঙ্কারং দগ্ধ্বা, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ সংন্যস্তুমর্হতীত্যু-পনিষৎ। ইতি দ্বিতীয়োপদেশঃ।

অনুবাদ—প্রথম উপদেশ শ্রবণের পরে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ ভগবান্ নারদকে (ক) প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্! আমা-দিগকে সন্ন্যাস-বিধি (খ) বলুন। নারদ তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসের স্বরূপ পিতামহ ব্রহ্মার মুখেই সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করা সমীচীন (উত্তম), অর্থাৎ এই বিষয়ের উপদেশ দিতে তিনিই উপযুক্ত পাত্র। এই কথা বলিয়া সত্রযাগ সমাপ্ত হইলে নারদ শৌনকাদি ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সত্যলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ ব্রহ্মাকে নমস্কার ও স্তব করণানন্তর তাঁহারই আদেশে শৌনকাদি ঋষিগণের সহিত তথায় উপবিষ্ট

হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন—আপনি গুরু, আপনি জনক, আপনি সর্ব্ববিদ্যারহস্যজ্ঞ (অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বা মর্ম্ম জ্ঞানেন), এবং আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমার ইষ্ট (বাঞ্ছিত) একটী রহস্য আপনাকে বলিতে হইবে, কারণ আপনি ভিন্ন আমার বাঞ্ছিত রহস্য বলিতে পারে এমন আর কে আছে ? অর্থাৎ আর কেহ নাই। আপনি যদি প্রশ্ন করেন (অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করেন) কোন্ রহস্য—তদুত্তরে আমি বলিতেছি, "পারিব্রাজ্যের" (গ) (অর্থাৎ সংন্যাসের) স্বরূপ ও ক্রম আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হউক, অর্থাৎ দয়া করিয়া বলুন। নারদ এরূপ প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা চারিদিকে সকলের প্রতি (অর্থাৎ শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি) দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল (অর্থাৎ দুইদণ্ডকাল) সমাধিস্থ থাকিয়া দিব্য জ্ঞান দ্বারা সাংসারিক-পীড়া (অর্থাৎ শোক-মোহাদি) নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণ করাই সংন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ –.ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া নারদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদভিমুখ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে পুত্র ! পূর্ব্বকালে সর্ব্বব্যাপী বিপুল দেহধারী বিরাট্ পুরুষ পুরুষসূক্তোপনিষদের যে রহস্য আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই রহস্য বিশেষ বিবেচনা সহ তোমাকে বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে সেই সংন্যাসের স্বরূপ ও ক্রম (যাহা অতি নিগূঢ় তত্ত্ব) শ্রবণ কর।

হে নারদ ! প্রথমতঃ বিশিষ্ট বা প্রসিদ্ধ সৎকুলজাত পিতৃমাতৃ-আজ্ঞাপালনপরায়ণ অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমার যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ উপনীত হইয়া) পিতৃমাতৃ-সন্নিধান হইতে অন্যস্থানে গিয়া সৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রদ্ধাবান্ (অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুতে

দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত), সৎকুলোৎপন্ন, শ্রোত্রিয় (ঘ) (অর্থাৎ বেদজ্ঞ), শাস্ত্রানুরক্ত, সদাচার-সম্পন্ন (ঙ), অকুটিল (চ) (অর্থাৎ সরল-প্রকৃতি)—এই প্রকার গুণবিশিষ্ট সদ্‌গুরু (ছ) লাভ করিয়া তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া যথাশক্তি গুরু-শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় (অর্থাৎ অধ্যয়নের ইচ্ছা) জ্ঞাপন করিবে, পরে দ্বাদশ বর্ষকাল গুরু-শুশ্রূষা (ছ) পুরঃসর সর্ব্ববিদ্যা (জ) অভ্যাস করিবে। এই প্রকারে পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বংশের অনুরূপ অভিমত কন্যা (ঝ) (অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত সুলক্ষণা কন্যা) বিবাহ করিবে। তৎপর নিন্দনীয়-ব্রাহ্মণ-আচার (ঞ) পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতে থাকিবে। স্বীয় বংশবৃদ্ধির অভিলাষে একটীমাত্র পুত্র উৎপাদন করিয়া, পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, অর্থাৎ পঁচিশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য এবং পরে আরও পঁচিশ বৎসর কাল গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরের পরে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ঐ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পুনরায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ত্রিষবণ উদক স্পর্শ পূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং—এই ত্রৈকালিক স্নান করিয়া) চতুর্থকালে রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন করিবে। এইরূপ একাকী বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পুরে (নগরে) বা গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীবার (তৃণধান্য বা উড়ীধান্যের) তণ্ডুলাদি দ্বারা দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মসকল সম্পন্ন করিবে । এইরূপে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যবান্ হইবে। শাস্ত্রোক্ত চল্লিশটী সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া চিত্ত-

শুদ্ধি লাভ করতঃ আশা, অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং অহঙ্কার দগ্ধ করিয়া (অর্থাৎ সাধনপুরুষকার সহকারে ভগবৎ-কৃপায় ঐ চারিটী দমিত হইলে) যে ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন (ট) হইতে পারেন তিনিই সংন্যাসের প্রকৃত অধিকারী।

দ্বিতীয় উপদেশের অনুবাদ সমাপ্ত।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শৌনকাদি ঋষিগণ দেবর্ষি নারদকে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মুক্তির উপায় কি ? নারদ সংক্ষেপে তদুত্তর দিতে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমের উল্লেখ করিয়া প্রথমেই চতুশ্চত্বারিংশৎ-সংস্কার-সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াই সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া ক্রমসন্ন্যাসের বা ভগবৎ-শরণাগতির উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। তজ্জন্যই ঋষিগণ দ্বিতীয় প্রশ্নে 'পারিব্রাজ্যস্বরূপক্রম' অর্থাৎ সন্ন্যাসের স্বরূপ ও ক্রম জানিতে চাহিয়াছেন। তাহাই এই গ্রন্থে পরবর্ত্তী ৮টী উপদেশ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবে। "পরিব্রাজক'' কাহাকে বলে তাহা আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিব।

(ক) নারদের বিশেষণ "ভগবান্", অর্থাৎ ভগবান্ শব্দ দ্বারা নারদকে বিশেষিত করা হইয়াছে। শাস্ত্রে ভগবান্ শব্দের অর্থ এইরূপ, যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪।

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টী "ভগ'' পদবাচ্য। পূর্ণ পরিমাণে এই ছয়টী যাহাতে অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান তিনিই "ভগবান্"। অথবা—

"উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৮।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতির সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই 'ভগবান্' পদবাচ্য। একমাত্র ঈশ্বরই এই প্রকার ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। অভেদ-দর্শনকারী জ্ঞানিগণ ও ভগবচ্ছরণাগত ভক্তগণ ভগবদ্ভাবানুরঞ্জিত বলিয়া তন্ময় হইয়া যান এবং আপন স্বরূপে ও ভগবানে ভেদবুদ্ধি-রহিত হন, সেই জন্য শাস্ত্র তাঁহা-দিগকেও 'ভগবান্' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—"ওঁ তন্ময়া" (৯ম অনুবাক্)—তাঁহারা 'তন্ময়', অর্থাৎ ভক্তগণ তাঁহার ভাবে আপ্লুত হইয়া তন্ময় হইয়া যান। নদী যেমন সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সাগরের ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ ভক্তগণ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের পবিত্র শক্তি লাভ করেন। অন্যত্র ৫ম অনুবাকে নারদ বলিয়াছেন—"ওঁ তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ"। শ্রুতিতেও লিখিত আছে—"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক)। অর্থাৎ যিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন। ইহাই ফলিতার্থ।

(খ) এখন "সন্ন্যাস" সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। গীতার ১৮শ অধ্যায়ের প্রথমেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন "সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্" ইত্যারব্ধ শ্লোকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের গুহ্য রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিয়াছিলেন—"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"—কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ "স্বর্গকামো যজেত", "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যানুসারে যে কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা জীব বন্ধন-মুক্ত হইতে পারে না। কাম্যকর্ম্ম মাত্রেই মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মের ফল-কামনা-পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্ম্মেরও পরিবর্জ্জন করার নাম "সন্ন্যাস"। ইহা ভগবৎ-কৃপায় তীব্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব বা সুলভ। শুধু গৈরিক বস্ত্র-পরিধান, শিখাসূত্র-ত্যাগ ও মুখে

প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণে ইহা সিদ্ধ হয় না। সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ত্যাগের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ফলাশা আদৌ করিবেন না। কাম-ক্রোধাদি ত্যাগ যেমন একান্ত কর্ত্তব্য, কেহ কেহ সমস্ত কর্ম্মকেই সেইরূপ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন; আবার কেহ কেহ বলেন, "যজ্ঞ, দান ও তপঃ" রূপ কর্ম্ম কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে নাই, কেননা এতদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"যজ্ঞদান-তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥" এইকথা বলিয়াই শ্রীভগবান্ পরেই বলিয়াছেন—"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥" —হে পার্থ! যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদির ফল-কামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেয়ঃ। ইহার পরেই আবার শ্রীভগবান্ সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়াছেন—"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্যকর্ম্ম কোনমতেই ত্যাজ্য নহে। নিত্যকর্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থ-লাভের হেতু, ধর্ম্ম-সাধনের পরমানুকূল ও অবশ্যানুষ্ঠেয়; না বুঝিয়া বা হঠকারিতা বশতঃ যাঁহারা ইহা ত্যাগ করেন, তাঁহারা তমোগুণী। দেহসত্ত্বে মনুষ্য একেবারে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। তবে যিনি কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী। ইহাই ফলিতার্থ। (পরিব্রাজক স্বামি-কৃত "সন্ন্যাসী" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

(গ) শৌনকাদি ঋষিগণ "পারিব্রাজ্য" ধর্ম্ম কি ও তাহার ক্রম কি তাহা জানিবার জন্যই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বা তদ্রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই "পরিব্রাজ্" শব্দের অভিধেয় কি তাহাই এখন বলা যাইতেছে। "পরিব্রাজ্" শব্দে "ষ্ণ্য" প্রত্যয় যোগ করিলে "পারিব্রাজ্য" হয়।

উহার ধাত্বর্থ এইরূপ—পরি (সর্ব্বতোভাবে) + ব্রজ্ (গমন করা) + ক্বিপ।

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যান্নং বৃক্ষমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহঃ সমতা সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং বাগ্‌যমো ধ্যানচারিতা॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণাধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেব পরিব্রাড়্ ধর্ম্ম উচ্যতে॥"

ইতি গরুড়-পুরাণম্—২০৫।২০-২২॥

সংক্ষেপে ইহার অর্থ এইরূপ—সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগঃ—সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্যতা বা সর্ব্বপ্রকার উদ্যমরাহিত্য। ভৈক্ষ্যান্নং—ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ। বৃক্ষমূলতা—বৃক্ষমূলে নিবাস। নিষ্পরিগ্রহতা—অপরিগ্রহ। অদ্রোহঃ—কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা। সমতা সর্ব্বজন্তুষু—সর্ব্বজন্তুতে সমান জ্ঞান। প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা—প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে সুখ ও দুঃখ দ্বারা অভিভূত না হওয়া। সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং—ইহার সাধারণ অর্থ—জল-মৃত্তিকা দ্বারা বাহ্যশৌচ, এবং হিংসা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ত্যাগ দ্বারা অন্তঃশৌচ; শৌচের আধ্যাত্মিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ—"অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ। স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥" (একাদশী-তত্ত্বে বৃহস্পতিবচনম্); শ্রুতিতে আছে— "স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ"—সন্ন্যাসীর ইহাই প্রকৃত শৌচ। বাগ্‌যমঃ—বাক্যসংযম। ধ্যানচারিতা—ধ্যানাচরণ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমাহারঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়কে দমন বা অন্তর্মুখী করা। ধারণা-ধ্যান-নিত্যতা—নিয়ত ধারণা ও ধ্যানে নিরত থাকা। ভাবসংশুদ্ধিঃ—চিত্তশুদ্ধি।—এই সমুদয় পরিব্রাজকের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। "আজকাল কোন কোন লেখক ভ্রমণকারী মাত্রকেই— তিনি অবধৌতিক দীক্ষায় সংস্কৃত বা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতযুক্ত না হইলেও— 'পরিব্রাজক' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত অনুচিত: কেননা

বিশেষার্থ-বোধক চিরসিদ্ধ শাস্ত্রীয় শব্দকে নূতন বা কল্পিতার্থে প্রয়োগ করা শাস্ত্র ও ন্যায়-বিরুদ্ধ।”

(ঘ) “শ্রোত্রিয়” কাহাকে বলে তাহাই বলা যাইতেছে। শ্রোত্রিয়—ছন্দস্ (=বেদ)+ইয়—অধ্যয়নার্থে ছন্দস্ স্থানে শ্রোত্র; বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। সমগ্র বেদ, অসমর্থ পক্ষে যিনি যে বেদী বলিয়া অভিহিত তিনি সেই বেদের একটী শাখাও যদি কল্পের সহিত (অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রণালীর সহিত) শিক্ষা করেন, অথবা ষড়ঙ্গের সহিত নিজের বেদের একটী শাখা শিক্ষা করেন এবং ষট্‌কর্ম্ম-নিরত হন, তিনি শ্রোত্রিয় বলিয়া অভিহিত হন। যথা—পাদ্মের উত্তর খণ্ডে—“একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥”
ষট্‌কর্ম্ম বলিতে—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম্ম। দান-কমলাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে :—
“জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥”

ইহার অর্থ সহজ। “ত্রিভিরেব হি” দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, “ব্রাহ্মণত্ব” “দ্বিজত্ব” ও “বিপ্রত্ব” এই তিনটির সমবায় বা বিদ্যমানতা যাঁহাতে আছে তিনি শ্রোত্রিয়-পদবাচ্য। ইহাদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, সমগ্র বেদই পাঠ করুন বা একটি শাখাই পাঠ করুন, বেদপাঠ না করিলে তাহাকে “শ্রোত্রিয়” বলা চলে না। তিন বেলা বৈদিক সন্ধ্যামাত্র করিলেই শ্রোত্রিয় হওয়া যায় না।

(ঙ) “সদাচার”—সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুইটী দেব-নদী; এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ তাহাই ‘ব্রহ্মাবর্ত্ত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই চারিটী দেশ ‘ব্রহ্মর্ষি’ দেশ বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশে পরম্পরা-ক্রমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের যে

আচার প্রচলিত আছে, মন্বাদি-স্মৃতিকর্ত্তাদের মতে তাহাই সদাচার। এই সকল দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় লোকে স্বীয় স্বীয় আচার শিক্ষা করিবে—ইহাই মনুর মত ; যথা :—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ ২।২০

ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আর্য্যদের নিকট হইতেই পৃথিবীর সকল জাতি সদাচার শিক্ষা পাইয়াছেন ; তবে দেশ-ভেদে ও ধর্ম্ম-ভেদে সকলের আচার একরূপ নহে। সদাচার অর্থ শিষ্টাচার। শিষ্ট ব্যক্তিরা যে আচরণ করেন তাহাই শিষ্টাচার। পরবর্ত্তী কালে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদের আচার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সদাচারকে আদর করেন না এরূপ লোক অতি কমই দেখা যায়। কেহ বা শাস্ত্রাচারকে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ বা নিজ দেশাচারকে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ বা শাস্ত্র ও দেশাচারকে মিলাইয়া যে আচরণ তাহাকে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন। হিন্দুরা বেদ ও স্মৃত্যুক্ত এবং সাধুদের সেবিত আচারকেই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আচার। মনু বলিয়াছেন :—"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥ ২ ১০

অর্থাৎ বেদকে 'শ্রুতি' এবং মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রকে 'স্মৃতি' বলা হইয়া থাকে। এই শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা কোন বিষয় মীমাংসা করিবে না : কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম যাহারা করে তাহারা নাস্তিক। মনুতে কথিত আছে, বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং আত্মতুষ্টি—এই চারিটী ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং সদাচার ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। মনু বলিয়াছেন :—

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ১।১০৯

অন্যত্র কথিত আছে ঃ—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা, যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।"

আচারহীন হইয়া ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়ন করিলেও তাহার ফললাভ করা যায় না, কিন্তু সদাচার-সম্পন্ন হইলে তাহার সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারা যায়। আবার বিষ্ণুসংহিতায় কথিত হইয়াছে ঃ—

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং সম্যক্ সাধুভিশ্চ নিষেবিতম্।
তমাচারং নিষেবেত ধর্ম্মকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৭১।৯০

আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাদীপ্সিতাং গতিম্।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারাদ্ধন্ত্যলক্ষণম্॥ ৭১।৯১

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥ ৭১।৯২

অর্থাৎ ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রুতি-স্মৃতি উপদিষ্ট এবং সাধুগণ দ্বারা উত্তমরূপে সেবিত যে আচার তাহাই বিশেষভাবে পালন করিবেন। এই আচার হইতে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, এই আচার হইতে অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আচার হইতে অক্ষয় ধনলাভ হয় এবং এই আচার হইতে জীবগণের দুর্লক্ষণ নষ্ট হয়। সর্ব্বলক্ষণ-বর্জ্জিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার সম্পন্ন, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং অসূয়া-শূন্য সে শতবর্ষ জীবিত থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে আচারহীনতা জীবের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির কারণ। সুতরাং সদাচার আত্মহিতার্থী ও মোক্ষকামীর অবশ্য পালনীয়। এই সদাচার-হীন হওয়াতেই ভারতের এত দুর্গতি। ভারতবাসী আর্য্য-সন্তানগণ যে দিন হইতে সদাচার ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, শান্তি হারাইয়াছেন, দরিদ্রতা প্রতি ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে পরবশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা নাই। অতএব সদাচার

সর্ব্বথৈব রক্ষণীয় ও পালনীয়। সদাচার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু জানিতে হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'সদাচার' নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়, পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৯।৩০।৩১ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশ, ১১শ অধ্যায় এবং বামনপুরাণে ১৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইত্যলম্।

(চ) "অকুটিল" অর্থাৎ যিনি কুটিল নহেন। কুটিল শব্দের অর্থ—বক্র, ক্রূর, শঠ বা ধূর্ত্ত। যাহা ইহার বিপরীত তাহাই অকুটিল—সাধারণ ভাষায় যাহাকে সরল বলে। সরলের ভাবকে সরলতা বা আর্জব বলে। আর্জব ও সত্যই ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান। বালকের ন্যায় সরল হওয়া চাই। তবেই ভগবৎ-কৃপালাভ করা যায়। সরলতা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ যে মনুষ্যে বিদ্যমান নাই, লোকে তাহাকে ক্রূর, শঠ বা ধূর্ত্ত বলে। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Rogue বলে। নীতিশাস্ত্রকার চাণক্য তাঁহার নীতি-শাস্ত্রের একস্থানে বলিয়াছেন :—

"মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।
মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্॥"

অর্থাৎ যাঁহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম একরূপ তিনি মহাত্মা, আর যাহার মনে একরূপ, বাক্যে অন্যরূপ এবং কর্ম্মে অন্যরূপ তাহাকে দুরাত্মা বলে। দুরাত্মা হওয়া কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। দুরাত্মা সমাজের কলঙ্ক বিশেষ। কুটিলতা সর্ব্বধর্ম্মের পরিপন্থী। কায়া ও ছায়ার ন্যায় কুটিলতার নিত্য সহচর মিথ্যাচার। যেখানে কুটিলতা বা সঙ্কোচভাব, সেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম নাই। কুটিল হইয়া তুমি যতই ধর্ম্মাচরণ কর না তাহা ব্যর্থ; লোক দেখান ধর্ম্ম মাত্র। আত্মপ্রসাদ তাহাতে লাভ করিতে পারিবে না। তোমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি তো হইবেই না, আত্মবঞ্চনা মাত্র সার হইবে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ, বিবেক-বৈরাগ্যলাভ বা মুক্তি সুদূরপরাহত। সুতরাং মোক্ষকামী মানবগণের পক্ষে বা ভগবচ্ছরণাগত ভক্তের পক্ষে কুটিলতা সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য। বর্ত্তমানে এমন অনেক ভক্ত সাধক

আছেন যাঁহারা বিনয়ের ছল করিয়া কুটিলতার পরাকাষ্ঠা দেখান। ইহা আত্মছলনা মাত্র। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের কাছে তাঁহারা নিরপরাধ নহেন। ভক্তবৎসল ভগবানের দিব্যচক্ষুর কাছে তাহা সুব্যক্ত। সুতরাং মনুষ্য-জীবন ধারণ করিয়া খাঁটি ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইত্যলম্।

(ছ) "সদ্‌গুরু" ও "গুরুশুশ্রূষা"—গুরুশুশ্রূষা অর্থ গুরুর পরিচর্য্যা বা সেবা; পরিচর্য্যা একরূপ উপাসনা। তাই অমরকোষকার পরিচর্য্যা ও উপাসনা এক পর্য্যায় ধরিয়াছেন। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করতঃ তাঁহার কৃপা লাভ করাই ইহার উদ্দেশ্য। গুং অন্ধকারং রোধয়তি নাশয়তি ইতি গুরুঃ—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার যিনি নাশ করেন, তিনি গুরু-পদবাচ্য। ইহাই ত শাস্ত্রের মত। "শিক্ষা ও দীক্ষাভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুর উপদেশ ব্যতীত একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণেরও ভালরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় আদি কেহই আর একটী প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত, আকৃষ্ট বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা আমরা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হই, সেই শক্তি আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র সংঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল, তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে তিনিই জগদ্‌গুরু। এই জগদ্‌গুরুকে জানিবার জন্য জীবের মন-প্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের কল্যাণ পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই 'দীক্ষা-গুরু'। আর জগদ্‌গুরুর মায়া-বিজৃম্ভন-স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের পরমাণু হইতে বিরাট্ বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি 'শিক্ষা-গুরু'। শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই; শিক্ষা বিধিপূর্ব্বক না হইলে দীক্ষা সহজে ফলবতী হয় না। এইজন্য শিক্ষা দেওয়ার সময়ে সুশিক্ষিত দীক্ষিত সদ্‌গুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষা-তত্ত্বকে ও দীক্ষা-তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা

করেন তিনি শিষ্যকে বিশেষরূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেন না। শিক্ষা যদি দীক্ষার অনুগামিনী না হয়, তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ও জীবের অকল্যাণ-কারিণী। আমাদের ভাগ্যদোষে বর্ত্তমান ভারতে এই শিক্ষার বিস্তার অধিক। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। যিনি শৈশবে সুপথে চলেন, তিনি বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগ করেন। সেইরূপ শিক্ষাকালে যিনি সুপরিচালিত হয়েন, দীক্ষাকালে তাঁহার আত্মানুভূতি পরিমার্জ্জিত হয়। শিক্ষা দ্বারা মন সংশয়-বর্জ্জিত, পরিষ্কৃত ও দিব্যদৃষ্টি-যুক্ত হয়, ও দীক্ষাদ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীবন কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা-দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই নহে। যিনি সদ্‌গুরু প্রসাদাৎ শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত হন, তিনিই ধন্যজন্মা ও তাঁহার জীবন সার্থক।” (পরিব্রাজক স্বামি-কৃত “শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

মহাজন-বাক্যদ্বারা সদ্‌গুরুর লক্ষণ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। এখন গুরুর শুশ্রূষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই ব্যাখ্যা শেষ করিব। সতত গুরুর সমীপে অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করা এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনন্যমনে শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করাই শিষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য। তৎপর গুরুভক্ত সৎশিষ্য গুরুর অভিপ্রায় ও ইঙ্গিত বুঝিয়া কায়মনোবাক্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনলস ভাবে গুরুর প্রীত্যর্থ যে ইষ্ট-সাধনরূপ সেবা করেন তাহা উত্তম গুরু-শুশ্রূষা। গুরু-শুশ্রূষা ভিন্ন উত্তম বিদ্যালাভ বা আত্মার পরম কল্যাণ-সাধন হইতে পারে না। সদ্‌গুরুর কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও উপাসনা-প্রণালী শিক্ষা করিতে পারিলে তাহাকে আদর্শ শিক্ষা বলে। তবেই তিনি শিক্ষিত সমাজে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন।

“যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্”

“যদ্ যদ্ শাস্ত্রমধীয়তাং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ”—মহাজন বাক্য।

"যং যং গ্রন্থমধীয়ীত তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ"—বিষ্ণুস্মৃতি।

এই সব মহাজন-বাক্য ও শাস্ত্র বাক্য কি শাস্ত্রাধ্যায়ী, কি সাধক সকলেরই প্রতিপালনীয়। শুধু শাস্ত্রীয় কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখায় কিছুই লাভ নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই—শিষ্যগণ অকপটভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত গুরু-শুশ্রূষা করিলে তাঁহাদের কল্যাণ যে নিশ্চয়ই হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা বিশেষভাবে গুরু-শুশ্রূষার বিষয় জানিতে উৎসুক তাঁহারা "গুরু-তন্ত্র" খানি পাঠ করিলে গুরু-শুশ্রূষা-প্রণালী সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিবেন।

(জ) "সর্ব্ববিদ্যা"—বলিতে কি বুঝায় তাহাই অতঃপর আমরা বিচার করিয়া দেখিব। "সন্ন্যাস বিধি কি" শৌনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট এই প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে উপদেশছলে বলিয়াছিলেন, সদ্‌গুরুর কাছে "সর্ব্ববিদ্যা" অভ্যাস করিবে। একে ত সন্ন্যাস-বিধির প্রশ্ন, তদুপরি সদ্‌গুরুর কাছে "সর্ব্ববিদ্যা" অভ্যাস, সুতরাং এস্থলে "সর্ব্ববিদ্যার" অর্থ জগতের সমস্ত বিদ্যা নহে অথবা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ও নহে। এক জীবনে সমস্ত বিদ্যাভ্যাস করা অসম্ভব। সদ্‌গুরুরা সেই বিদ্যাই শিক্ষা দিবেন, যদ্দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; সেই বিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যা। যে বিদ্যা অভ্যাস করিলে আর অন্য বিদ্যা অভ্যাসের দরকার হয় না, তাহাই সর্ব্ববিদ্যা, তাহারই নাম পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। তাহাই সার বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর-গীতায় তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে মোক্ষোপদেশ দিতে গিয়া সার বিদ্যা কি তাহা বলিয়াছিলেন, যথা—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু-বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল, শাস্ত্রের অন্ত নাই, মুমুক্ষুকে মোক্ষের জন্য সদ্‌গুরুর কাছে অনেক বিষয় জানিতে হইবে, কাল স্বল্প অর্থাৎ মৃত্যু কখন ঘটিবে তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে আধি-ব্যাধি আদি নানা বিঘ্ন আছে, সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে হংসের ন্যায় সারভূত যাহা তাহার

উপাসনা কর। হংসেরা যে প্রকার জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল ত্যাগ করিয়া দুধ পান করে, তদ্রূপ তুমিও মোক্ষবিঘ্নকারী অপরাবিদ্যা (যাহার অন্ত নাই) তাহা ত্যাগ করিয়া পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা কর, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই যে সার, তৎপ্রণীত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে তাহাই মীমাংসা করিয়াছেন। বিবেকচূড়ামণির প্রথমেই বলিয়াছেন :—

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গ-পরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্। আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-র্মুক্তির্ন শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে। দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানু-গ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। ২।৩।"

অস্যার্থ—প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ; আবার মনুষ্য মধ্যে পুরুষ হইয়া জন্ম হওয়া, পুরুষ-জন্ম নিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়া বেদোপদিষ্ট-ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া এবং বেদধর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া অপেক্ষা বেদধর্ম্ম-মর্ম্মজ্ঞ হওয়া শ্রেষ্ঠ; বেদ-ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা যাহার বুদ্ধি চিন্ময় আত্মার ও জড়ময় অনাত্মার ভেদবিচারে সমর্থ তিনি শ্রেষ্ঠতর; আবার এইরূপ বিচার-বিদ্গণের মধ্যে যিনি আত্মানুভব দ্বারা ব্রহ্মৈকত্ব-ভাবে সংস্থিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্য বিচার দ্বারা যাঁহার স্বরূপানুভূতি হইয়াছে তিনি শ্রেষ্ঠতম। সেই ব্রহ্মৈকত্ব-ভাবে স্থিতিই মুক্তি। সেই মুক্তি জীবের শতকোটি-জন্মকৃত পুণ্য ব্যতীত লাভ হয় না। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয়-প্রাপ্তি—এই তিনটি ইহলোকে অতি দুর্লভ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত ইহা লাভ করা যায় না। এই কথা বলার পর মহানুভব আচার্য্যদেব সিদ্ধান্ত-বাক্য-স্বরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—

"বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিদ্ধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥ ৬॥"

অস্যার্থ—শাস্ত্রসকল সুব্যাখ্যা করুন, বা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করুন, অথবা কর্ম্মকাণ্ডসকল যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করুন, কিংবা দেবতাগণের উপাসনা করুন, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-বোধ বিনা ("অভেদদর্শনং জ্ঞানং" মৈত্রেয়ী শ্রুতৌ) শতব্রাহ্মকল্প গত হইলেও জীবের মুক্তি সিদ্ধি হয় না। ৬।

মায়া-মুগ্ধ জীবকে আচার্য্যদেব শ্রুতিসিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন—হে সংসারী বদ্ধজীব! আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি দ্বারা দুর্ল'ভ মনুষ্য জন্মকে বৃথা যাইতে দিও না; তোমরা নিশ্চয় জানিও "মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ" ব্যতীত এই ঘোর কলিযুগে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। সময় থাকিতে জাগ্রত হও। আহার, নিদ্রা, মৈথুন আদি পশুরাও করে; যদি তাহা নিয়াই তুমি বিব্রত থাকিলে তবে পশু ও তোমাতে পার্থক্য থাকিল কৈ? শ্রীভগবান্ উত্তর-গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

ইহাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞানলাভ করাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। ভগবচ্ছরণাগতি বা ব্রহ্ম-বিদ্যালাভ করিতে না পারিলে মনুষ্য-জীবন ধারণ করা বৃথা, উহা পশু-জীবনের তুল্য।

(ঋ) অভিমত কন্যা—এখানে 'অভিমত' অর্থ শাস্ত্রানুমোদিত সুলক্ষণা কন্যা; স্বেচ্ছাচার-সম্ভূত কুলাচার-ধর্ম্মবিরুদ্ধ নির্ব্বাচন নহে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"যঃ শাস্ত্র-বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্॥" ১৬।২৬॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি) হয় না এবং তাহার সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয় না।

আর্য্যদের বিবাহ শাস্ত্রাচার-সম্মত ও শাস্ত্রানুমোদিত হওয়া চাই। দেশাচার, কুলাচার, লৌকিকাচার ও শিষ্টাচার—এই চারিটী আচার শাস্ত্র-সম্মত, শাস্ত্র-বহির্ভূত নহে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে :—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।" ১।১১৮

সুতরাং দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম শাশ্বত (নিত্য) ধর্ম্ম বলিয়া মনু বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব উহা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য পালনীয়। বিবাহ কার্য্যটি বৈদিক সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। উহা যথাশাস্ত্র হওয়াই কর্ত্তব্য। মনুর মতে—বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার। যথা :—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।" মনু—২।৬৭

ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"বিবাহ এব স্ত্রীণাং বৈদিকঃ সংস্কার উপনয়নমনুপনয়নেঽপি।"

টীকাকার এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অগ্নিহোত্রীদের জন্য শাস্ত্রানুশাসনেও তাহাই প্রমাণিত হয়। যথা—

"কৃতাগ্নি-ধানানাং সপত্নীকানামধিকারঃ।"

পত্নীসহ বৈদিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে। পতি বিদেশস্থ হইলে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অগ্নি রক্ষা করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"তদগ্নৌ যাবজ্জীবং প্রত্যহং প্রাতঃ সায়ং হবনম্।
তদগ্নিনা যাগকর্ত্তুর্দাহশ্চ॥"

বিবাহ সংস্কারটী আর্য্যদের মধ্যে একটী প্রধান সংস্কার। বিবাহ কার্য্যের প্রথমেই পাত্র ও পাত্রীর কুলগত দোষগুণ ও ব্যক্তিগত দোষগুণ বিচার করিয়া নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে, তখন পাত্র ও পাত্রীর জন্মকুণ্ডলী, ঠিকুজী বা কোষ্ঠি দ্বারা রাশি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি জ্ঞাত হইয়া প্রথমতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের মত গ্রহণ করা উচিত। বেদের অনুগামী বলিয়া মনুস্মৃতিই সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি। সেই মনুতে উক্ত হইয়াছে—যে কুল জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বিহীন, যে কুল কেবল কন্যামাত্রের জনক অর্থাৎ যে কুলে কন্যা মাত্র জন্মিয়া থাকে, যে কুল

বেদাধ্যয়নাদি-রহিত অর্থাৎ যে কুলের লোকেরা বেদাধ্যয়ন করেন না, সকলেই বহুল লোমযুক্ত, যে কুলে অর্শ, রাজ-যক্ষ্মা, অপস্মার, মন্দাগ্নি, শ্বিত্র (শ্বেতী) ও বিবিধ কুষ্ঠরোগ দেখা যায় অর্থাৎ এই সমুদয় সংক্রামক রোগাক্রান্ত, যে কুল এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত—সেই কুলের কন্যা বিবাহার্থ গ্রহণ করিবে না এবং এই সব দোষে দূষিত কুলের বরের সহিত কন্যা সম্প্রদান-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে না অর্থাৎ ঐ কুলের বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। ঐরূপ কুলে পরস্পর বিবাহ হইলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎ রোগ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। সুতরাং উহা অবশ্য বর্জ্জনীয়। অপর, যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার ছয়টী অঙ্গুলী অর্থাৎ যে অধিক অঙ্গবিশিষ্টা, যাহার গাত্রে আদৌ লোম নাই, অথবা যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে কন্যা কর্কশভাষিণী বা কলহপ্রিয়া বা পিঙ্গলনয়না, তাহাকে পাত্রীরূপে গ্রহণ করিবে না। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে এই সকল প্রত্যক্ষ দোষযুক্ত পাত্র ও পাত্রী অবশ্য বর্জ্জনীয়।

স্মৃতিশাস্ত্র-দ্বারা পাত্র ও পাত্রীর নির্দ্দোষত্ব সিদ্ধ হইলে পরে জ্যোতিষ-শাস্ত্রদ্বারা "যোটক-বিচার" করা আবশ্যক। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার পরস্পরের জন্ম-রাশ্যাদি হইতে যে শুভাশুভ বিচার করা হয় তাহাকে 'যোটক-বিচার' বলে। এই যোটকের অষ্টকূট বিচারে কন্যা বা পাত্রীর কতকগুলি দোষগুণ বিচার করা হয়; যথা :—কন্যা ভাগ্যবতী, পতিপ্রিয়া, পুত্রবতী, ধনধান্যশালিনী, সুশীলা, দীর্ঘায়ু, সর্ব্বজনপ্রিয়া, সমদর্শিনী, শ্রীযুক্তা, আতিথ্যানুরাগিণী, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, পূজনীয়বর্গের শুশ্রূষাকারিণী ইত্যাদি গুণযুক্তা হইলে সেই কন্যা সুলক্ষণা ও শাস্ত্রানুমোদিতা। অন্যপক্ষে, যে কন্যার বৈধব্য-দোষ আছে, যে কন্যা দুঃশীলতা, পুত্র-হীনতা, দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু, কলহকারিতা প্রভৃতি দোষযুক্তা এবং কুলটা, পতিত্যক্তা, অনূঢ়া-যোগবিশিষ্টা সে কন্যা কুলক্ষণা বলিয়া পরিত্যাজ্যা।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রত্যক্ষ শাস্ত্র—ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো

নাই। পাশ্চাত্য দেশবাসীরাও জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অব্যর্থ বলিয়া মানিয়া থাকেন। গ্রহ ও নক্ষত্রের বিচারই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য।

"সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

আর্য্যশাস্ত্র মতে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচনের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, দেশাচার, কুলাচার, লৌকিকাচার কখনই লঙ্ঘন করিতে নাই; করিলে তাহতে অশুভ ফলই হইবে। আবহমান কাল যাবৎ পাত্র-পাত্রীর পিতামাতা প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করিতেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমানে আর্য্যসমাজে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে যে সব উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, তাহা অবিমৃশ্যকারিতার পরিচায়ক ভিন্ন আমরা আর কি বলিব?

(ঞ) নিন্দনীয় ব্রাহ্মণাচার—শ্রুতি, স্মৃতি এবং সাধুগণ নিষেবিত যে উত্তম আচার তাহাই সদাচার। ইহা পূর্ব্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই ব্রাহ্মণাচার বলিয়া খ্যাত। এই সদাচারের বিরুদ্ধ যে আচার তাহাই 'নিন্দনীয় ব্রাহ্মণাচার' বুঝিতে হইবে।

(ট) সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন—প্রথম উপদেশের "মাধুকরীতে" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তৃতীয়োপদেশঃ

সন্ন্যাসাধিকারী

অথ হৈনং নারদঃ পিতামহং পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কেন সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসাধিকারী বেতি। এবমাদৌ সন্ন্যাসাধিকারিণং নিরূপ্য পশ্চাৎ সন্ন্যাসবিধিরুচ্যতে। অবহিতঃ শৃণু। অথ ষণ্ডঃ পতিতোঽঙ্গবিকলঃ স্ত্রৈণো বধিরোঽর্ভকো মূকঃ পাষণ্ডশ্চক্রী লিঙ্গী বৈখানস-হরদ্বিজৌ ভৃতকাধ্যাপকঃ শিপিবিষ্টোঽনগ্নিকো বৈরাগ্যবন্তোঽপ্যেতে ন সন্ন্যাসার্হাঃ। সন্ন্যস্তা যদ্যপি মহাবাক্যোপদেশে নাধিকারিণঃ। পূর্ব্ব-সন্ন্যাসী পরমহংসাধিকারী ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর (দ্বিতীয়োপদেশ পরিসমাপ্ত হইলে) নারদ পুনরায় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কোন্ বিধি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় এবং সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারীই বা কে—তাহা আমাকে অনুগ্রহ প্রকাশে বলিতে আজ্ঞা হউক।"

ব্রহ্মা বলিলেন—আচ্ছা বেশ। প্রথমে সন্ন্যাসের অধিকারী কাহারা তদ্বিষয়ে নিরূপণ বা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনন্তর সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি বলিতেছি। তুমি মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ কর। ষণ্ড (নপুংসক), পতিত (ধর্ম্মভ্রষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে), বিকলাঙ্গ (হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ ; অর্থাৎ অন্ধ, কুব্জ, খোঁড়া বা কম অঙ্গযুক্ত—যথা চারিটী অঙ্গুলী-বিশিষ্ট, অথবা অধিক অঙ্গযুক্ত—যথা ছয়টী অঙ্গুলী-বিশিষ্ট),

স্ত্রৈণ (স্ত্রী-বশীভূত পুরুষ), বধির (কালা), অর্ভক (বালক বা শিশু), মূক (বোবা), পাষণ্ড (বেদ-বিরুদ্ধাচারী বা নাস্তিক), চক্রী (খল বা কুমন্ত্রণাকারী), লিঙ্গী (জীবিকার্থ জটা, ভস্ম বা গৈরিকাদি বেশধারী অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী—ক), বৈখানস-হরদ্বিজৌ (বৈখানসশ্চ হরদ্বিজশ্চ তৌ বৈখানসহরদ্বিজৌ। 'বৈখানস' নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা শিবদ্বেষী বৈষ্ণব। 'হরদ্বিজঃ' হরস্য শিবস্য ভৃতিভুক্ পরিচারক ইত্যর্থঃ ; অর্থাৎ বেতনগ্রাহী শিবপূজক, স্পষ্টতঃ দেবল ব্রাহ্মণ—খ), ভৃতক্যাধ্যাপক (বেতনগ্রাহী অধ্যাপক), শিপিবিষ্ট (কুষ্ঠরোগী—গ), অনগ্নিক (যাহারা বৈদিক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন সায়ং ও প্রাতঃকালে হোমের অনুষ্ঠান করে না, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-পরিত্যাগী)—এই সকল ব্যক্তি বৈরাগ্যবান্ হইলেও সন্ন্যাসের অনধিকারী। যদিচ কদাচিৎ ইহাদিগকে সন্ন্যাস দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ প্রাপ্তির অধিকারী নহে। পূর্ব্বসন্ন্যাসী (কর্ম্ম-সন্ন্যাসী—ঘ) পরমহংসাশ্রমের অধিকারী ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—(ক) কোন ব্যাখ্যাতা "লিঙ্গী" শব্দের অর্থ যাহারা তুষ্কর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ রাজ-চিহ্নধারী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; কোন্ শব্দার্থ-কোষে এরূপ অর্থ আছে তাহা আমরা জানি না। তবে জীবিকার্থ জটা-ভস্মাদি দ্বারা ভেকধারী অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

(খ) কোন ব্যাখ্যাতা 'হরদ্বিজ' শব্দের বিষ্ণুদ্বেষি-শৈব অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার এই অর্থ কোন শব্দ-কোষে বা বৈদিক অভিধানে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমরা এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ইহার অর্থ—বেতন-গ্রাহি-শিবপূজক, অর্থাৎ "দেবল ব্রাহ্মণ"। এই অর্থই আমাদের সমীচীন

বলিয়া মনে হয়। Adyar হইতে K. Narayan Swami ৩০ খানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন: এ স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যাও আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। তিনি 'বৈখানস' অর্থে "Forester" করিয়াছেন। অপর "হরদ্বিজ" স্থানে "হরধ্বজ" পাঠগ্রহণ করিয়া "Carrier of Siva's flag" অর্থ করিয়াছেন: তাঁহার এই স্বকপোলকল্পিত অর্থ আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। T. Ganapati Sastri কর্ত্তৃক সম্পাদিত Trivandram Sanskrit Series, No. XXVIII (যাহা "বৈখানস-ধর্ম্ম-প্রশ্ন" নামে অভিহিত) পাঠ করিলে বৈখানস শব্দের প্রকৃত অর্থ বা মর্ম্ম সুধীবর্গ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

(গ) কোন টীকাকার 'শিপিবিষ্ট' শব্দের অর্থ বিকসিত-শেফ অর্থাৎ অনাবৃত-মেঢ্র এইরূপ করিয়াছেন। অভিধানেও উক্ত অর্থ দৃষ্ট হয়, আবার কুষ্ঠরোগী, ইন্দ্রলুপ্ত অর্থও দৃষ্ট হয়। অমরকোষের টীকাকার রায়মুকুট 'কুষ্ঠী' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে আমাদের মতে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জন্মতঃ বিকসিত-শেফ হয় ইহা আমাদের অজ্ঞাত; তবে অনার্য্য মুসলমানাদি জাতির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ করিবার বিধি দেখা যায়, তাহা আর্য্য-মত নহে। এই সব কারণে আমাদের বিবেচনায় ইহার অর্থ কুষ্ঠরোগী হওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কুষ্ঠরোগ মহারোগ, তাহারই ক্রমসন্ন্যাসে নিষেধ হওয়া বিধেয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও উক্ত আছে,

"বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্মচ কুর্ব্বতাং অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান ও অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ দ্বারা কুষ্ঠরোগ জন্মে। এই সব কারণে এ স্থলে ইহার অর্থ কুষ্ঠরোগী হওয়াই সঙ্গত।

(ঘ) অতঃপর আমরা পূর্ব্বসংন্যাসী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহোদয় পূর্ব্বসংন্যাসী অর্থ কর্ম্ম-সংন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। টীকাকার

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ গীতা—৬।১ ॥

গীতোক্ত এই ভগবদ্বচনের অনুসরণ করিয়া নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠাতাকেই পূর্ব্বসন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ বৈদিক ও দার্শনিক সাহিত্যেও সাধারণতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর শব্দে যথাক্রমে কর্ম্ম ও জ্ঞান বুঝাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসাদ্বয়ের নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর্ম্ম-সন্ন্যাস "বিবিদিষা"-সন্ন্যাসের নাম মাত্র এবং জ্ঞান-সন্ন্যাস "বিদ্বৎ"-সন্ন্যাসের পর্য্যায় বিশেষ। নিমিত্ত ও অনিমিত্ত ভেদে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের দুই প্রকার ভেদ বর্ত্তমান গ্রন্থের ৫ম উপদেশে বর্ণিত আছে। ইহার মধ্যে আতুর-সন্ন্যাস নিমিত্ত-শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং ক্রম-সন্ন্যাস অনিমিত্ত-সন্ন্যাসরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আতুর-সন্ন্যাস ক্রমহীন, ইহা বলাই বাহুল্য। এখানে চতুর্থ শ্লোকে আতুর-সন্ন্যাসকে ক্রমহীন বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে মনে হয়, পূর্ব্বসন্ন্যাসী শব্দে এই স্থলে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অন্তর্গত ক্রম-সন্ন্যাস বুঝিতে হইবে। এতাদৃশ সন্ন্যাসীই পরমহংসাশ্রমের অধিকার পাইবার যোগ্য ॥ ১ ॥

পরেণৈবাত্মনশ্চাপি পরস্যৈবাত্মনা তথা।
অভয়ং সমবাপ্নোতি স পরিব্রাড়িতি স্মৃতিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যিনি অন্য হইতে নিজের কোন প্রকার ভয়ের কারণ দেখিতে পান না, অর্থাৎ অন্যে যাঁহার কোন প্রকার ভয় উৎপাদন করেন না [কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন-"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" (তৈত্তিরীয় উ)], যিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তিনি প্রাণী বা অপ্রাণী হইতে কোন ভয় প্রাপ্ত হন না। অপর, সেই ব্রহ্মবেত্তা হইতেও অন্য কোন

প্রাণীর ভয়ের কারণ থাকে না ; কেননা, তিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন। এইরূপ যে ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী। ॥.২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—একান্তবাসশীল সন্ন্যাসী নিয়ত নিঃসঙ্গ থাকিয়া ব্রহ্মের ধ্যান, চিন্তন ও তদনুকূল নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া তিনি নিঃসঙ্গতাবশতঃ কাহারও দোষ-গুণ বিচারের অবকাশ পান না ; কেননা, তাঁহার মন সর্ব্বদা বিষয়-বৈরাগ্য হেতু নির্ব্বিষয়-ভাবেই স্থিত। এতাদৃশ নিঃসঙ্গ একান্তবাসশীল ও তীব্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই প্রকৃত পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী পদবাচ্য। এই প্রকার সন্ন্যাসীকে কেহ নিন্দা বা স্তুতি করিলে তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, অর্থাৎ নিন্দায় রুষ্ট ও স্তুতিতে আনন্দিত হন না। তিনি যে সর্ব্বদা আনন্দব্রহ্মের আনন্দে বিভোর। তিনি যে জীবমাত্রেরই অভয়-দাতা। মনুস্মৃতিতেও কথিত আছে :—

"যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥" ৬।৩৯ ॥
যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥ ৬।৪০ ॥

যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গম চরাচরকে অভয় দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেই ব্রহ্মবাদী পুরুষ তেজোময় হিরণ্যগর্ভ-লোক প্রাপ্ত হন। যে দ্বিজ হইতে প্রাণিগণের বিন্দুমাত্রও ভয় উৎপন্ন হয় না ; সেই দেহমুক্ত (দেহাভিমানরহিত) দ্বিজেরও কাহারও হইতে ভয় থাকে না।

ষণ্ডোঽথ বিকলোঽপ্যন্ধো বালকশ্চাপি পাতকী।
পতিতশ্চ পরদারী বৈখানসহরদ্বিজৌ ॥ ৩ ॥
চক্রী লিঙ্গী চ পাষণ্ডী শিপিবিষ্টোঽপ্যনগ্নিকঃ।
দ্বিত্রিবারেণ সন্ন্যস্তো ভৃতকাধ্যাপকোঽপি চ।
এতে নার্হন্তি সন্ন্যাসমাতুরেণ বিনা ক্রমম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ষণ্ড (নপুংসক), বিকল (বিহ্বল, অর্থাৎ ভয়-শোকাদিদ্বারা অভিভূত), অন্ধ, বালক (ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ পর্য্যন্ত শিশু), পাতকী (নানা কুক্রিয়া জন্য পাপী). পতিত (ধর্ম্মভ্রষ্ট), পরদারী (পরস্ত্রীতে আসক্ত), বৈখানস-হরদ্বিজৌ (শিবদ্বেষী বৈষ্ণব ও বেতনগ্রাহী শিবপূজক ব্রাহ্মণ), চক্রী (খল বা কুমন্ত্রণাকারক), লিঙ্গী (জীবিকার্থ জটাদিবেশধারী), পাষণ্ডী (নাস্তিক বা বিধর্ম্মী), শিপিবিষ্ট (কুষ্ঠরোগী), অনগ্নিক (শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্য-কর্ম্মরহিত), দ্বিত্রিবারেণ সন্ন্যস্ত (সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারী না হইয়া বা তল্লক্ষণাক্রান্ত না হইয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাসের উচ্চাধিকার লাভ জন্য সন্ন্যস্ত হয়, কিন্তু বৈরাগ্য ও সংযমহীনতা বশতঃ তাহা ভাল না লাগায় উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়—এইরূপ দুই তিনবার সন্ন্যস্ত যে ব্যক্তি), ইহারা সন্ন্যাস-গ্রহণের ক্রম অতিক্রম করিয়া আতুর ভিন্ন সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী হইতে পারে না। ইহারা যে সন্ন্যাসের অধিকারী নয় তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহারা আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ক্রম-সন্ন্যাসে ইহাদের অধিকার নাই ॥ ৩'৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—৩ হইতে ৪ শ্লোক পর্য্যন্ত যে সব ব্যক্তির

বিষয় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে তত্তদ্রূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কতকগুলি উৎকট পাপ আছে তাহা ইহজন্মকৃত হইলেও তাহার ফল ইহজন্মেই ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, যথা—

অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।
ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ॥

আতুর-সন্ন্যাসঃ।

(আতুরকালঃ কথমার্য্যসম্মতঃ)

প্রাণস্যোৎক্রমণাসন্নকালস্ত্বাতুর-সংজ্ঞিকঃ।
নেতরস্ত্বাতুরঃ কালো মুক্তিমার্গ-প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫ ॥

আতুরসন্ন্যাসবিধিঃ

আতুরেঽপি চ সন্ন্যাসে তত্তন্মন্ত্রপুরঃসরম্।
মন্ত্রাবৃত্তিং চ কৃত্বৈব সন্ন্যসেদ্‌বিধিবদ্‌বুধঃ ॥ ৬ ॥

আতুরেঽপি ক্রমে বাপি *প্রৈষভেদো ন কুত্রচিৎ।
ন মন্ত্রং কর্ম্মরহিতং কর্ম্ম মন্ত্রমপেক্ষতে ॥ ৭ ॥

অকর্ম্ম মন্ত্ররহিতং নাতো মন্ত্রং পরিত্যজেৎ।
মন্ত্রং বিনা কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ভস্মন্যাহুতিবদ্ভবেৎ ॥ ৮ ॥

বিধ্যুক্তকর্ম্মসংক্ষেপাৎ সন্ন্যাসস্ত্বাতুরঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদাতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রাবৃত্তির্বিধির্মুনে ॥ ৯ ॥

---

* "চাপি" ইতি পাঠান্তরম্।

অনুবাদ—প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী কালই আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল, ইহা ভিন্ন আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণের অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। কারণ ঐ আতুর কালই মুক্তিমার্গের প্রবর্ত্তক (ক) ॥ ৫ ॥ যে সব মন্ত্র ক্রম-সন্ন্যাসে বিহিত, আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণ কালেও সেই সেই মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সেই মন্ত্রপাঠ করিয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ৬ ॥ আতুর-সন্ন্যাস ও ক্রম-সন্ন্যাসে কোথাও প্রৈষ মন্ত্রের ভেদ নাই, অর্থাৎ একই রকম। মন্ত্র-রহিত কর্ম্ম অকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্ম মন্ত্রকে অপেক্ষা করে। কেবল মন্ত্র পাঠ করা হইল, কর্ম্ম করা হইল না, অথবা কর্ম্ম করা হইল, মন্ত্রপাঠ করা হইল না, এই দুইটাই অবিধেয় ও নিস্ফল ॥ ৭ ॥ মন্ত্র পাঠ না করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা অকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব মন্ত্রপাঠ-বিধি কখনও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ মন্ত্রপুরঃসর কর্ম্ম করিবে। মন্ত্রপাঠ না করিয়া কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হয় ॥ ৮ ॥ হে মুনে! আতুর-সন্ন্যাসে বিধিপ্রতিপাদিত কর্ম্ম সংক্ষেপে করিবার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই হেতু মন্ত্রপাঠ আতুর-সন্ন্যাসে অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—(ক) প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী কালই আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণের কাল, পরেই বলা হইয়াছে এই আতুর কালই মুক্তির প্রবর্ত্তক। আতুর ব্যক্তির সন্ন্যাসের ইচ্ছা শুভদায়ক তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, ইহা মুমুক্ষুত্বের পরিচায়ক এবং সুব্যবস্থায় এই আতুর-সন্ন্যাস গ্রহীতার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি আস্থার পরিচায়ক। বর্ত্তমানে মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেই এই আতুরসন্ন্যাস-গ্রহণের প্রথা দেখিতে পাওয়া

যায়। অনেক গৃহস্থ মৃত্যুকাল আসন্ন জানিতে পারিয়া স্বর্ণ-দান, গো-দান আদি সকাম অনেক শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন, ঐ ঐ দানের ফলে শাস্ত্রে স্বর্গাদি যে সব লোকে গমন ও ফলপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত আছে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ সকল কর্ম্ম করায় তাহাদের সেই ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই আতুর-সন্ন্যাস গ্রহীতার তদপেক্ষা উচ্চফল লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ পক্ষে, পরজন্মে সন্ন্যাসের সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ হইলে ভাল কুলে জন্মগ্রহণ করাই সম্ভবপর। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮।৬॥

"যে ব্যক্তি মৃত্যুকালেও ভগবানের চিন্তা করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, সে ব্যক্তি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কৌন্তেয়! চিরজীবনে সর্ব্বদা চিন্তা জন্য মরণ কালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।"

ইহার ভাবার্থ এই—"যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য-দোষে জীবিতকালে ভোগাসক্ত হইয়া ভগবদ্ ভাবনায় অশক্ত হয়, সেও যদি মরণকালে ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া পড়িলে মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সগুণ নির্গুণ যেরূপেই হউক, ভগবানের চিন্তা করিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে বস্তু চিরদিন অনুরাগসহ তীব্র ভাবে ভাবনা করে, জীবিতাবস্থাতেও তাহার অন্তঃকরণ সেই সেই বস্তুর ভাবানুরূপ সংগঠিত হইয়া যায়। তৈল-পায়িকা অত্যন্ত ভয় জন্য ভ্রমর কীটের (কাঁচ পোকার) চিন্তাবশতঃ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই নিজ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমরকীটরূপী হইয়া যায়। নন্দিকেশ্বর সর্ব্বদা

সদাশিবের ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। যে বিষয়ের তীব্র চিন্তা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ক্রীড়া করিতে থাকে, মলিন হউক বা সুন্দর হউক, মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। যেমন স্বরূপ-প্রতিবিম্ব (ফটোগ্রাফ) উঠাইবার সময়ে যে যেরূপভাবে থাকে, তাহার প্রতিকৃতিও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ মরণ সময়ে স্থূলদেহ পরিত্যাগ কালে পূর্ব্বকৃত পাপ-পুণ্যের ভোগায়তন স্বরূপ ভৌতিক দেহকে সূক্ষ্মশরীর যখন পরিহার করিয়া যায়, (সঙ্কল্প-বিকল্পের ক্ষয় না হওয়া বশতঃ) মনের সঙ্কল্প শক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সূক্ষ্মশরীর সেই সময় তদনুরূপ স্থূল ভাবায়তন রচনা করিয়া লয়। মরণকালে যে ব্যক্তি সংসারের ভোগ্য-বিষয় চিন্তা করে, সে পুনঃ পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যিনি শিব-বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন, তিনি তত্তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্মসমাধান পূর্ব্বক সংকল্প-বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করেন। মরণমুহূর্ত্তের চিন্তা-শক্তির প্রকৃতিবলেই জীবের পুনর্জ্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে।" (কুমার পরিব্রাজক স্বামীজীর 'গীতার্থ সন্দীপনী' হইতে উদ্ধৃত)॥ ৯॥

দেশান্তরস্থাহিতাগ্নেঃ সন্ন্যাসবিধিঃ

(বিদেশে অবস্থিত অগ্নিহোত্রীর সন্ন্যাসবিধি)

আহিতাগ্নির্বিরক্তশ্চেদ্দেশান্তরগতো যদি ;
প্রাজাপত্যেষ্টিমপ্স্বেব নির্ব্বৈত্যেবাথ সন্ন্যসেৎ ॥ ১০ ॥
মনসা বাথ বিধ্যুক্তমন্ত্রাবৃত্ত্যাথবা জলে।
শ্রুত্যনুষ্ঠানমার্গেণ কর্ম্মানুষ্ঠানমেব বা ॥
সমাপ্য সন্ন্যসেদ্ বিদ্বান্ নো চেৎ পাতিত্যমাপ্নুয়াৎ ॥১১॥

অনুবাদ—দেশান্তরে অবস্থিত অগ্নিহোত্রীর যদি বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে জলেই প্রাজাপত্য যাগ সমাপ্ত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। মনে মনে শ্রুতিপ্রতিপাদিত বিধি অনুসারে পাঠ্যমন্ত্র সকল পাঠ করিতে হইবে, এবং জলে প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, শ্রৌতবিধানানুসারে সমস্ত কর্ম্মই অবশ্য অনুষ্ঠেয়। বিদ্বান্ আহিতাগ্নির (অগ্নিহোত্রীর) বৈরাগ্যের উদয় হইলে বৈধকর্ম্মসকল সমাপ্ত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ইহার অন্যথা করিলে অর্থাৎ বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি পতিত হইবেন। ১০।১১।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে দিন বৈরাগ্যোদয় হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, যথা—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—জাবাল শ্রুতির এই প্রমাণানুসারে বৈরাগ্যের উদয় হইলে আর কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে বলিয়াই বিদেশস্থ অগ্নিহোত্রীর পক্ষে শ্রুতি এইরূপ বিধান করিয়াছেন। ইহাতে অগ্নিহোত্রীর অগ্নি ত্যাগ জন্য পাপ হইবে না। প্রাজাপত্যেষ্টি, অর্থাৎ প্রাজাপত্য যজ্ঞ (প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব দানরূপ যজ্ঞবিশেষ), যথা মনু—

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥ ৬।৩৮॥

মেধাতিথি ভাষ্যে বলিয়াছেন—"বেদো ধনং তৎ সর্ব্বং দেয়ম্"—অর্থাৎ সর্ব্ব-ধন-সম্পত্তি দান করিয়াই প্রাজাপত্য যাগ করিতে হয়। প্রজাপতি-দেবতা-যাগকালে সর্ব্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া আত্মাতে অগ্নি আধান পূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপদার্থের সম্যক্ত্যাগই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়। যথা—

"ন্যাসস্ত্যাগ ইতি প্রোক্তঃ সম্যক্‌ত্বং তস্তচেদৃশম্‌।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বত্র ত্যজনং স্মৃতম্‌॥"

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এই যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে অর্জ্জিত বা সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, বিত্ত-সম্পত্তি দান করিয়া বা ত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়; নচেৎ সন্ন্যাস গ্রহণ সিদ্ধ হয় না।* যাহার ভগবানে নির্ভর নাই, দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হয় নাই, তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। পরে আমার কি হইবে—এতচ্চিন্তা পুরঃসর 'সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে' টাকা জমা রাখিয়া, 'কোম্পানীর কাগজ' করিয়া, অথবা 'পেন্সনের' টাকার ভরসা রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণও বিধেয় নহে। তাহা হইলে ভগবানের উপর নির্ভরতা বা তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কোথায়? ভগবান্‌ যাজ্ঞবল্ক্য ও তৎপত্নী বিদুষী ও বৈরাগ্যবতী মৈত্রেয়ীই সন্ন্যাসের আদর্শস্থল। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। শ্রীভগবান্‌ গীতার ১৬শ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন! এই গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠার শেষে তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ১০।১১ ॥

সতৃষ্ণস্য সন্ন্যাসপরিগ্রহে নরকপ্রাপ্তিঃ

(কামনাযুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণে নরক প্রাপ্তি)

যদা মনসি সঞ্জাতং বৈতৃষ্ণ্যং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছন্তি পতিতঃ স্যাদ্‌বিপর্য্যয়ে ॥ ১২ ॥
বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্ধীমান্‌ সরক্তস্তু গৃহে বসেৎ।
সরাগো নরকং যাতি প্রব্রজন্‌ হি দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সৎসঙ্গ, মোক্ষশাস্ত্র-শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপায় যখন জীব বুঝিতে পারে, ব্রহ্মই সত্য

---

* শেষং বিত্তং ত্যজেদ্বিপ্রো ধনধান্যাদিকঞ্চ যৎ।
অত্যাগাৎ সর্ব্ববিত্তানাং সংন্যাসো নিষ্ফলো ভবেৎ॥ যতিধর্ম্মসংগ্রহে সন্ন্যাসবিধিঃ।

জগন্মিথ্যা—তখনই তাহার বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, এইরূপ তীব্র বৈরাগ্যোদয়ে মন যখন সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ হয়, কোন বস্তুতে আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়। অন্যথা পতিত হইতে হয়। অর্থাৎ তীব্র বৈরাগ্যোদয় না হইলে যদি কেহ মান-প্রতিষ্ঠাদি লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়॥ ১২॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বৈরাগ্যোদয় হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে গৃহে বাস করিয়া যথাশাস্ত্র গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিবেন। যে দ্বিজাধম হৃদয়ে ভোগাশা পোষণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়॥ ১৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অনেকে বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া, কেহ বা সাময়িক শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া, কেহ বা উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া, কেহ বা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসের উচ্চাধিকার ও মর্য্যাদা পাইবার আশায় শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ইহা শাস্ত্রবহির্ভূত ও সরাগ সন্ন্যাসের অন্তর্ভুক্ত।* কেননা, নিষ্কামী হইয়া তীব্র বৈরাগ্যবান্ হইতে পারিলেই দ্বিজাতিবর্গের বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়। শাস্ত্রে আস্থা নাই, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, প্রাণে ভগবদ্ভক্তির আবেশ নাই, সৎসঙ্গ নাই, প্রাণে সন্তোষ বা শান্তি নাই, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই, "যস্য দেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ" এই ভাবটীর লেশমাত্রও যাহাতে দেখা যায় না, তাদৃশ ব্যক্তির সন্ন্যাস-গ্রহণ মনুষ্য

---

* দ্রব্যার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা।
সন্ন্যসেদুভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি॥ মৈত্রেয়ী উঃ, ২ অঃ। ২১

অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান করিতে না পারায়, অথবা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কেহ কখনও মুক্তিভাগী হইতে পারে না।

জীবনের বিড়ম্বনা মাত্র, কপটতার আশ্রয় গ্রহণ মাত্র। তিনি তো ভগবদ্‌বিদ্বেষ্টা, তাহার উচ্চাধিকার পাইবার আশা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। এইজন্য এই ১৩শ মন্ত্রে তাহাকে 'দ্বিজাধম' সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহাকেই সাধারণ ভাষায়—"ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" বলে ; না এ কুল—না ও কুল ॥ ১২।১৩॥

বৈতৃষ্ণ্যমেব সন্ন্যাস-পরিগ্রহে হেতুঃ।

(বিষয়-বৈরাগ্যই সন্ন্যাস-গ্রহণে কারণ)

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সন্ন্যসেদকৃতোদ্বাহো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্ ॥ ১৪ ॥
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
প্রবৃত্তি-লক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার জিহ্বা, উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), উদর ও হস্ত সংযত হইয়াছে—সেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বিবাহ না করিয়াই, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। যে সকল ব্রহ্মচারী সংসারকে অসার বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং যাঁহাদের মন সারবস্তু দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কেবল সেই সকল ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ না করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রকৃত অধিকারী। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটী মার্গ। যাহারা প্রবৃত্তি-মার্গের তাহারা অবশ্য নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে আর যাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গের তাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক মনুষ্য জীবনের সার মোক্ষ-

ধর্ম্মের অনুসরণ করিবেন। প্রবৃত্তি থাকিলে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, আর প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যখন জ্ঞানলাভ হইবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪।১৫।১৬॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—জীবন-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সাত্ত্বিক খাদ্যমাত্র গ্রহণ করাই জিহ্বা-সংযম। যদৃচ্ছালব্ধ শাস্ত্রোক্ত মিতাহার করিলেই জিহ্বা সংযত হয়। লোভ-পরবশ হইয়া তৃপ্তিকর পরমান্ন, মিষ্টান্ন বা অন্য কোন সুস্বাদু দ্রব্য উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলে জিহ্বা ও উদরের সংযম রক্ষা হয় না। তাহাতে বরং অজীর্ণাদি নানা পীড়োৎপাদন ও শরীর ক্ষয় হয় মাত্র। সুতরাং আত্মকল্যাণকামীর পক্ষে তাহা অবশ্য বর্জ্জনীয়। কুমার পরিব্রাজক স্বামীজী 'গীতার্থ-সন্দীপনী' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

"অতিভোজনে শারীর-ধাতুর বিকারোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধিলাভ করিতে সমর্থ হন না; আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একান্ত হইতে পারে না, ও শারীর-রস-ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্ব্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে। যথেচ্ছ ভোজন না করিয়া শাস্ত্রোক্ত আত্মসম্মিত অষ্টগ্রাস পরিমাণ অন্ন ভোজন করা আবশ্যক।—বৌধায়ন স্মৃতি (২।৭।২২)। শ্রুতিও বলিয়াছেন: -

'যদু হ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি।
যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতি ॥'

যিনি আত্মসম্মিত অন্ন ভোজন করেন, তাহাতে সেই অন্ন বেদার্থানুষ্ঠান-যোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে রক্ষা করে। অতএব ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত অন্ন যথা পরিমাণে ভোজন করিবেন। যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নের দ্বারা, ও একভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতিবিধির জন্য খালি রাখিবেন।"

ইহাই গেল শারীরিক জিহ্বাসংযম। অন্যপক্ষে বাচিক জিহ্বা-সংযমও সাধকের পক্ষে কম সংযম নহে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা না করা, অনাবশ্যক বৃথা বাক্য না বলা এবং যথাশাস্ত্র মৌনধর্ম্ম আচরণ বাচিক জিহ্বা-সংযম।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।

সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥" গরুড়পুরাণ, ২২৯।১৯

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় মৈথুন ত্যাগই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত কতকগুলি বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রথমোপদেশের ১০।১১ পৃষ্ঠায় আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কামচিন্তা কখনও মনে স্থান না দেওয়াই উপস্থ-সংযম। নিয়ত সৎসঙ্গ, ভগবদ্-ভজন, নিষ্কাম ভাবে সদনুষ্ঠান ও ভগবচ্ছরণাগতি দ্বারাই উহার শান্তি হইতে পারে, অন্যথা অসম্ভব। হস্ত-সংযম কি তাহাই এখন আলোচ্য—পরদ্রব্য হরণ ও জীবমাত্রকে প্রহার না করা, এবং তদ্বিষয়ে মনে সংকল্প না করা অর্থাৎ তাহা হইতে বিরত থাকা হস্ত-সংযম। অথবা হস্তকে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা, এবং গুরু-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে পারিলে হস্ত সংযত হয়। পূজার্থ হস্তদ্বারা চন্দন ঘর্ষণ, পূজার্থ পুষ্প, তুলসী ও বিল্বপত্র চয়ন, দেবালয়ে ধূপদান, ও সৎপাত্রে দান, ঠাকুরের নৈবেদ্যাদি করিয়া দেওয়া, ভোগ পাক, দেবালয় সম্মার্জ্জন, গুরু ও দেবতাকে ব্যজন, দেবতার শ্রীঅঙ্গ শৃঙ্গার, পূজার বাসন মাজা ইত্যাদি হস্তসাধ্য কার্য্যে যতক্ষণ হস্ত ব্যাপৃত থাকিবে ততক্ষণ সময় পর্য্যন্ত হস্ত সংযত থাকে। মনঃ-সংযম সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তন দ্বারা সাধিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বদা সদ্গুরুর সঙ্গলাভ, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন দ্বারা এবং তাঁহার আদর্শানুকরণে চরিত্র গঠন করিতে পারিলে তবে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়; তৎপর সেই গুরুর প্রসাদে ও ভগবৎ-কৃপায় যে ব্রহ্মচারীর মনে সংসারের অসারত্ব সংস্কার বদ্ধমূল হয় তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন।

কোন কাশীবাসী বিবিধশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা মনস্বী পণ্ডিত মহাশয় নারদ পরিব্রাজক উপনিষদের তৃতীয় উপদেশান্তর্গত ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র দুইটাকে এই শ্রুতির অন্তর্গত কিনা বলিয়া সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি যে সব যুক্তি ও প্রমাণ বলে উহা (ঐ মন্ত্র দুইটী) শ্রুতির অন্তর্গত কিনা বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, তদুত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শ্রুতির অনেক বচন অবিকল মহাভারত, গরুড়পুরাণ ও বহু স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহীত বা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলেও উহা শ্রুতির বচন বা মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। বেদ ও স্মৃতি এই দুইটিই আস্থাবান্ হিন্দুর শিরোধার্য্য। স্মৃতির মধ্যে আবার—'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্' সেই মনুসংহিতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোক এই নারদ-পরিব্রাজক উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত। ৬ষ্ঠ অধ্যায়টী সন্ন্যাসীর আচরণ ও কর্ম্ম-নির্ণায়ক। আজকাল কেহ কেহ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ৯৮ খানি উপনিষৎকে গৌরব দিতে চান না ; সেটী তাঁহাদের মহাভ্রম। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। নারদ-পরিব্রাজক উপনিষৎখানি উহারই অন্তর্গত এবং সন্ন্যাস-নির্ণায়ক উপনিষৎ সমূহের মধ্যে উহা শ্রেষ্ঠ উপনিষৎ। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বিশ্বেশ্বরসরস্বতী-কৃত 'যতিধর্ম্ম-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের অনেকস্থলেই নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদের মন্ত্রগুলি অক্ষরে অক্ষরে ধৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আমরা বিশেষভাবে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বিদ্বৎ-সন্ন্যাসঃ।

(প্রব্রজ্যা অর্থাৎ পরমহংসাশ্রম গ্রহণের বিধি)

যদাতু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতং শিখাং ত্যজেৎ ॥ ১৭॥

অনুবাদ—যখন বিদ্বান্ সাধক সনাতন পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন, তখন তিনি একটীমাত্র দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত ও শিখা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভগবৎ কৃপায় সনাতন পরব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ার পর যখন বিদ্বান্ সাধকের পূর্ব্বজন্মের শুভ কর্ম্মের বিপাক বশতঃ তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনই তিনি শিখা-সূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা বা পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল উপনিষৎ ৪।১)। সদ্‌গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের গূঢ় রহস্য বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিরন্তর নিদিধ্যাসন করিতে করিতে সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ হইয়া গেলে, যখন বিরক্ত সাধকের মন নির্ব্বিষয় হইবে, একমাত্র ব্রহ্মই তাঁহার আশ্রয় স্থানীয় হইবেন, তখনই তিনি ব্রহ্মের শরণাগত বলিয়া একদণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। বাহ্যতঃ একটী মাত্র দণ্ড অবলম্বন একমাত্র ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণেরই প্রতীক। বাহ্যতঃ শিখা সূত্র ত্যাগ, বর্ণাশ্রমের কর্ত্তব্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রতীক। "জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে"। "অভেদ দর্শনং জ্ঞানং" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই যথার্থ একদণ্ডী। এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ একদণ্ডী হইয়া শিখা-সূত্র ত্যাগ করাই বিধেয়। ইহাই ফলিতার্থ।

বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উপনিষৎ-সম্মত সন্ন্যাসের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু আলোচনা করা উচিত মনে হইতেছে। বিভিন্ন উপনিষদে এবং পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে সন্ন্যাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিস্তৃত সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান অবসরে ঐ সকল জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা সম্ভবপর নহে। তবে আলোচ্য উপনিষৎ এবং 'জাবাল উপনিষৎ' এই দুইখানা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আমার উদ্দেশ্য।

বৈরাগ্যই যে সন্ন্যাসের প্রয়োজক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক নীতির দিক্ হইতে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলেও অবস্থাবিশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণের উপযোগিতা রহিয়াছে। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রকারবিশেষের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক নীতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, বৈরাগ্যের উদয় না হইলেও, অথবা মৃদু বৈরাগ্যসত্ত্বেও চতুর্থাশ্রম গ্রহণ সঙ্গত। আশ্রমোচিত প্রারম্ভিক কর্ম্ম করিতে করিতে অধিকার অনুসারে মাত্রাভেদে বৈরাগ্যের উদয় ও বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য পরমহংসাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণ অধিকারীর পক্ষে কুটীচক, বহূদক এবং হংস এই তিনটী স্তর ভেদ করিয়া যাওয়া আবশ্যক হয়। হংসাবস্থার পরে স্বাভাবিক নিয়মে পরমহংস অবস্থার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তবে জন্মান্তরীণ শুভ কর্ম্মের বিপাক বশতঃ যদি কাহারও হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তীব্রতর বৈরাগ্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কাল বিলম্ব না করিয়া সাক্ষাৎভাবে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করা বিধেয়। এই অবস্থায় পরবর্ত্তী আশ্রম-গ্রহণ না করার দরুণ কোনও অপরাধ হয় না। কারণ বৈরাগ্য অত্যন্ত তীব্র হইলে স্বাভাবিক ক্রম অনুসরণের আবশ্যকতা থাকে না। এই প্রকারে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ যে কোন অবস্থা হইতেই তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষ একেবারে পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করিতে অধিকারী। এই জাতীয় সন্ন্যাস শাস্ত্রে "বৈরাগ্য সন্ন্যাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। বিষয় বৈতৃষ্ণ্য অথবা বৈরাগ্যই ইহার মূল কারণ। 'জাবাল উপনিষদের' ৪র্থ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্ বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা"। এই কথা বর্ত্তমান উপনিষদে এই উপদেশের শেষে "আশ্রমানুসারে সন্ন্যাস-গ্রহণ" প্রকরণেও দেখা যায়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৈরাগ্যের তীব্রতা বশতঃ ব্রহ্মচর্য্য অথবা গার্হস্থ্য হইতে সাক্ষাৎ ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা চলে, তাহাতে ক্রম-লঙ্ঘন দোষ হয় না—ইহা

সত্য বটে; কিন্তু বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ক্রম-লঙ্ঘনের কোন প্রসঙ্গই থাকে না, কারণ বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী আশ্রমই সন্ন্যাস। উভয়ের মধ্যে আশ্রমান্তরের ব্যবধান না থাকায় ক্রম-লঙ্ঘনের শঙ্কাই আপাততঃ অমূলক মনে হয়। সুতরাং শ্রুতিতে বৈকল্পিক নির্দ্দেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যেখানে বৈরাগ্য না থাকিলেও সন্ন্যাসের (ক্রম-সন্ন্যাসের অর্থাৎ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের) ব্যবস্থা রহিয়াছে সেখানে তীব্র বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ আপাততঃ ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। আমাদের মনে হয় এই শঙ্কার প্রকৃত সমাধান এই যে, বর্ত্তমান শ্রুতিতে 'প্রব্রজ্যা' শব্দে সামান্যতঃ সন্ন্যাস আশ্রম না বুঝিয়া 'পরমহংসাশ্রম' বুঝিতে হইবে। অষ্টোত্তর-শতোপনিষদন্তর্গত ১৭ খানি সন্ন্যাস উপনিষদের টীকাকার আচার্য্য উপনিষদ্ ব্রহ্মযোগী মহোদয়ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "বনাদ্বা" পদের তাৎপর্য্য এই যে, বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থানকালে যদি কাহারও তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহা হইলে তিনি কুটীচক, বহূদক ও হংস এই ক্রমবদ্ধ প্রারম্ভিক সন্ন্যাস অবস্থাত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন; এস্থলেও ক্রম-লঙ্ঘনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্রবর্ণিত 'জ্ঞান-সন্ন্যাস' বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের অন্তর্গত। 'কর্ম্ম-সন্ন্যাস' বিবিদিষা সন্ন্যাসের প্রকার ভেদ। নিমিত্ত ও অনিমিত্ত ভেদে, অর্থাৎ আতুর ও ক্রমভেদে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রকার ভেদ ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তুরীয়াতীত ও অবধূত-সন্ন্যাস পরমহংসাবস্থা হইতেও উৎকৃষ্ট। পরমহংসাবস্থায় সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ থাকে; কিন্তু নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ-বোধের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তুরীয়াতীত কিংবা অবধূত অবস্থায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এই অন্তিম অবস্থাকে সন্ন্যাস না বলিয়া "জীবন্মুক্ত" অবস্থা বলা চলে। দেহাভিমান বিগলিত হওয়ার দরুণ এই অবস্থা বস্তুতঃ চতুর্থাশ্রমের অতীত "অত্যাশ্রমী" অবস্থা।

এ পর্যান্ত আমরা শাস্ত্রালোচনা ও যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে যে কোন আশ্রম হইতে 'প্রব্রজ্যা' গ্রহণ করা চলে। ইহাই সবিশেষ (সম্যক্‌প্রকার)-জ্ঞানসম্পন্ন পরমহংসাশ্রম। এই আশ্রম গ্রহণ কালে শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগের বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের পঞ্চম উপদেশের ১১শ মন্ত্রে ষড়্‌বিধ সন্ন্যাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে আদ্য কুটীচক, বহূদক ও হংসাখ্য সন্ন্যাসি-ত্রয়ের শিখা-সূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সন্ন্যাসী মাত্রেই ভিক্ষোপজীবী। ইঁহারা সদ্‌-গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন অমৃত-স্বরূপ ও প্রতিগ্রহ দোষশূন্য। জীবন্মুক্তি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—ভ্রমণ-সামর্থ্য না থাকিলেই 'কুটীচক' সন্ন্যাসী হইবেন এবং তিনি এক স্থানেই নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। সুতরাং সন্ন্যাসী মাত্রেই ভিক্ষোপজীবী বলিয়া সন্ন্যাসীর একটী নাম "ভিক্ষু"। অমরকোষ অভিধানে—"ভিক্ষু পরিব্রাট্‌ কর্ম্মন্দী পারাশর্য্যপি মস্করী"—এই কয়েকটী সন্ন্যাসীর পর্য্যায়বাচক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষসংহিতা ও কাশীখণ্ডের মতে ভিক্ষুর ৪টী ভিন্ন কর্ম্ম নাই, যথা—

"ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥"

ইহা দ্বারা সন্ন্যাসীর চারিটী কর্ম্মের মধ্যে ভিক্ষা একটী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; তজ্জন্যই উপনিষদের স্থানে স্থানে উক্ত হইয়াছে—"স ভৈক্ষং ভোক্তু‌মর্হতি", "তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্" ইত্যাদি। ইহা সন্ন্যাসীদের উপযুক্ততা ও গৌরবখ্যাপক। তীব্র বৈরাগ্যবান্ হইলেই শিখা-সূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা। প্রকৃত সন্ন্যাস কি—তাহা উপনিষদ্বাক্য দ্বারা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—"কর্ম্মত্যাগান্ন সন্ন্যাসো ন প্রেষোচ্চারণেন তু।

সংধৌ জীবাত্মনোরৈক্যং সন্ন্যাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৭॥
দ্রব্যার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা।
সন্ন্যাসেত্নভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তু‌মর্হতি"॥ ১৮॥

মৈত্রেয়ী উপনিষৎ, ২ অঃ। ২১ মন্ত্র॥ ১৭॥

পরমাত্মনি যো রক্তো বিরক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণা বিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি একমাত্র পরমাত্মাতেই অনুরক্ত এবং পরমাত্মা ব্যতীত সর্ব্ব বস্তুতেই বিরক্ত এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার এষণা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রের রক্ত, বিরক্ত, এষণা ও ভৈক্ষ—এই চারিটী শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে পারিলেই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ নির্ণয় করিতে পারা যাইবে। রক্ত (রন্জ্+ক্ত) অনুরক্ত বা প্রীতি-সম্পন্ন। বিরক্ত (বি+রন্জ্+ক্ত) অনুরাগ-শূন্য বা নিস্পৃহ। এষণা (ইষ্+অনট্, স্ত্রী আপ্) ইচ্ছা বা কামনা। ভৈক্ষ (ভিক্ষা+অ [ষ্ণ] সমূহার্থে) ভিক্ষালব্ধ বস্তু। এই কয়েকটী শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্মে যিনি অনুরক্ত বা প্রীতি-সম্পন্ন এবং পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে কামনা-রহিত, তিনিই ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। শ্রীভগবান্ও একস্থলে বলিয়াছেন, যথা—"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ"। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, যিনি জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত বা ভগবদ্ভক্ত এবং অন্য বিষয়ে নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিস্পৃহ, তিনিই সংসারে বিরক্ত। কামনা অনন্ত প্রকারের হইতে পারে; তন্মধ্যে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা—এই তিনটী এষণাই মনুষ্যের মধ্যে প্রবল দৃষ্ট হয় বলিয়া শ্রুতিতে এই তিনটী এষণাই দৃষ্টান্তরূপে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বৈষণা বিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি"। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যাঁহার সর্ব্বপ্রকার কামনা ত্যাগ হইয়াছে তিনিই শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসা-বলম্বনে ভিক্ষা গ্রহণের যোগ্য পাত্র। কামনা-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সংসার-কামনা থাকিতে সন্ন্যাস-গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত

হইয়াছে, যথা—"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" (বৃঃ আঃ উঃ—৪।৪।২২ মন্ত্র)। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌গণ বলিতেন, আমরা পরমার্থদর্শী হইয়া যখন ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি তখন আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব? এইজন্য তাঁহারা পুত্রৈষণা (পুত্র-কামনা), বিত্তৈষণা (বিত্ত-কামনা) লোকৈষণা (স্বর্গাদি লোক-কামনা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন"। সুতরাং কামনা থাকিতে, অর্থাৎ হৃদয়ে কোন প্রকারের কামনা থাকিতে ব্রহ্ম লাভ করা সুদূরপরাহত। ভিক্ষু বা সন্ন্যাসাশ্রম সর্ব্বকামনা-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াই করিতে হয়, এই মন্ত্রে তাহাই পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণে বা অনুসরণে ইহার অন্যথা করিলে মোক্ষ লাভ তো হইবেই না, বরং নিরয়গামী হইয়া তির্য্যগ্-যোনি লাভ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৮ ॥

পূজিতো বন্দিতশ্চৈব সুপ্রসন্নো যথা ভবেৎ।
তথা চেত্তাড্যমানস্তু তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যিনি অন্য কর্ত্তৃক পূজিত বা বন্দিত হইয়া যে প্রকার সুপ্রসন্ন হন, অন্য কর্ত্তৃক তাড্যমান বা প্রহৃত হইয়াও যদি তদ্রূপ সুপ্রসন্ন থাকিতে পারেন, এবংবিধ সন্ন্যাসীই ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সাধনা-প্রভাবে ও ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার দেহাত্ম-বুদ্ধি অনেকটা বিগলিত হইয়াছে, তিনিই অন্য কর্ত্তৃক সম্মানিত বা স্তুত হইয়া বা অন্য কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত, নিন্দিত বা অবমানিত হইয়া উভয়ই

প্রাতিভাসিক জগতের অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধে ঔদাসীন্যের সহিত সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আত্মভাবস্থ হইয়া প্রহৃষ্ট থাকিতে পারেন : তিনি প্রকৃত সাধু। তিনি জানেন যে, সংসারের কেহই কাহাকে সুখ বা দুঃখ দান করে না এবং এই সাংসারিক সুখ-দুঃখ, মানাপমানাদি আত্মাকে স্পর্শও করে না। দুষ্টা দাসী মন্থরার কুপরামর্শে বিমাতা কৈকেয়ীর আদেশে শ্রীরামচন্দ্র বনযাত্রা করিয়া ভাগীরথীতটে শিংশপামূলে সমাসীন হইলে নিষাদপতি গুহক তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া নানা কথা-প্রসঙ্গের পর রাত্রে সীতা সহ শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আস্তৃত কুশপত্রাদি-শয্যায় শয়িত দেখিয়া গুহক লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! বিমাতা কৈকেয়ীই একমাত্র এই দুঃখের কারণ।" নিষাদপতির তাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, আপনার এ প্রকার দুঃখ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ—

কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা।
স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫ ॥
সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬ ॥

(অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ।)

অর্থাৎ কেহ কাহারও সুখ বা দুঃখের কারণ নহে ; স্বীয় কর্ম্মই সুখ বা দুঃখের কারণ। কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারে, এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক ও কুবুদ্ধিবিশেষ। আমি করি—ইহাও বৃথাভিমান ; স্বীয় কর্ম্মসূত্রই সুখ বা দুঃখের কারণ। কেননা, লোকসকলের অবিদ্যাজনিত দেহাত্ম-বোধ বশতঃই দৈহিক কর্ম্ম ও ভোগসমূহ হইয়া থাকে।

মানুষ স্বীয় কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্টবিশেষ লইয়া জন্মে, সেই অদৃষ্ট অনুসারেই জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুখ ও দুঃখসকল প্রাপ্ত হয় : ইহাই ভারতীয়

কর্ম্মবাদ। এই কর্ম্মবাদ সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গত; ইহার সহিত কোনও শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ নাই। যতকাল তত্ত্বজ্ঞানোদয় না হইবে ততকাল এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-প্রবাহের বিরাম হইবে না। অর্থাৎ সংসার-মূলীভূত অবিদ্যা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলের হাত হইতে নিস্তার নাই। পাতঞ্জল সূত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখা যায়। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"—(সাধনপাদ—১৩) অর্থাৎ সংসৃতির (জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের) মূল অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে কর্ম্মের জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই ত্রিবিধ পরিণাম ফল উৎপন্ন হয়॥ ১৯॥

অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমদ্বয়ম্।
ইতি ভাবো ধ্রুবো যস্য তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্॥ ২০॥

অনুবাদ—'আমিই অবিনশ্বর পরব্রহ্ম বাসুদেব, এ জগতে আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই', যাঁহার এই ভাব সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র॥ ২০॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মানুষের অহং-বোধ যে পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই পদার্থের ইষ্টানিষ্টেই তাহার ইষ্টানিষ্টের অনুভূতি হয়, এবং সেই পদার্থের সহিত যাহারা যেরূপ শত্রু-মিত্রাদিভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহাদের প্রতি তদ্রূপ শত্রু-মিত্রাদিভাব সঞ্জাত হয়। দেহে অহং-বোধ থাকিলে, দেহের ইষ্টানিষ্টেই নিজের ইষ্টানিষ্টের অনুভব হয়, এবং দেহের সহিত যাহারা যে ভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাহাদের প্রতি তদ্রূপ মমত্ব বা শত্রু-মিত্রাদিভাব ও তজ্জনিত রাগ-দ্বেষাদি হইয়া থাকে। মনে বা বুদ্ধিতে অহং-বোধ থাকিলেও তদনুরূপ অভিমান, মমত্ব, আসক্তি-বিদ্বেষাদি জন্মিয়া থাকে। অহং-বোধ

যখন দেহ-মন-বুদ্ধিকে অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কোন অভিমান, মমতা, রাগ-দ্বেষাদি থাকে না। আত্মায় অহং-বোধ হইলেই আত্মার সহিত পরমাত্মা-বিশ্বাত্মা-বাসুদেব-ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধিগোচর হয়। তখন নিত্য, নির্ব্বিকার, অপ্রচ্যুত-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘন, সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মেই অহং-বোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, আপন-পর ভেদ-বুদ্ধি থাকে না, শত্রু-মিত্র থাকে না, রাগ-দ্বেষ ভয়-ভাবনা থাকে না, মান-অপমান অভাব-অভিযোগ থাকে না। তখন সকলের গৃহই তাহার গৃহ, সকলের সহিতই তাহার ঐকাত্ম্য-বোধ। এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন সন্ন্যাসীই সম্যক্‌রূপে ভৈক্ষভুক্ হওয়ার যোগ্য ॥ ২০ ॥

যস্মিঞ্ছান্তিঃ শমঃ শৌচং সত্যং সন্তোষ আর্জ্জবম্ ।
অকিঞ্চনমদম্ভশ্চ স কৈবল্যাশ্রমে ভবেৎ * ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শান্তি, শম, শৌচ, সত্য, সন্তোষ, আর্জ্জব, আকিঞ্চন্য, অদম্ভ—এই সকল গুণ যাহাতে বিদ্যমান, তিনি কৈবল্যাশ্রম বা সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত ॥ ২১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শান্তি—চিত্তের স্থিরতা বা বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি। শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বা মনঃ-সংযম। শৌচ—কায়-মন-বাক্যের বিশুদ্ধি। সত্য—"পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসয়োর্যথার্থত্বং সত্যম্"—পরহিতার্থ বাক্য ও মনের যে যথার্থত্ব তাহাই সত্য। ইহার দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিলাম, যাহাতে পরের হিত হয়, বাক্য ও মনের দ্বারা তদ্রূপ আচরণই সত্য। "যথাদৃষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করার নাম সত্য"—কেহ এরূপ অর্থ করেন, তাহা অপসিদ্ধান্ত। আংশিক সত্য কেহ বলেন বলুন, সম্পূর্ণ

---

* "ভবেৎ" অডিয়ার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ। বম্বে নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ "বসেৎ"।

সত্য নহে। যাহা দ্বারা পরের অহিত সাধিত হয়, তাহা সত্য বলিয়া গণ্য নহে। মহর্ষি বেদব্যাস পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্যে যথাযথভাবে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। সন্তোষ—তৃপ্তি, যাহা আছে বা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তৃপ্ত থাকা। যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ষুপ্রকরণে কথিত আছে, যথা—

"অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টখেদাখেদো যঃ স সন্তুষ্টো ইহোচ্যতে॥ ১৫।৬॥
নাভিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্ক্তে যথাক্রমম্।
যঃ সুসৌম্যঃ সমাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে॥ ১৫।১২॥

যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ (পাইবার ইচ্ছা) করে না এবং বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-বিহীন হয়, হে রাম! তুমি তাহাকেই সন্তুষ্ট বলিয়া জানিবে। অপর, যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ভোগের আশা করে না, উপস্থিত ভোগ (সুখ-দুঃখ) প্রাক্তন-নাশার্থ স্বীকার করে, এবং যাহার আচার-ব্যবহার সর্ব্বমনোহর, সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট বলিয়া পরিগণিত।" আর্জ্জব—সরলতা। এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আকিঞ্চন্য—ভগবচ্ছরণাগতি দ্বারা নিজেকে অতি দীন, হীন ও ক্ষুদ্র মনে করা, অথবা ভগবৎ-সত্তার কাছে 'আমি অতি দীন ও নগণ্য' এইরূপ উপলব্ধি করা। মাননীয় টীকাকার মহোদয় ইহার অর্থ করিয়াছেন—"স্বাতিরেকেন কিঞ্চিদস্তীতি যন্মনো ন মনুতে তদকিঞ্চনম্"—স্ব অর্থাৎ আত্মা ব্যতিরেকে কিছু আছে বলিয়া যে মন চিন্তা করে না তাহাই অকিঞ্চন: অথবা, যিনি কোন ভোগ্যবস্তু সঞ্চয় করেন না, নিজস্ব বলিয়া কোন কিছু রাখেন না ও আহরণ করেন না, সংসারের কোন বস্তুই যিনি নিজের বলিয়া মনে করেন না তিনিই অকিঞ্চন। অদম্ভ—সর্ব্বথা অহংভাব বা মমতা ত্যাগ, অর্থাৎ আমি ধনী, আমি মানী, আমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, আমি পরম ভক্ত, আমি তপস্বী, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমি মহান্ত—ইত্যাদি ভাবে যে অভিমান, ইহা সাধনের অন্তরায় বলিয়া যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অদম্ভ বা নিরভিমান বলিয়া

কথিত হন। অভিমানের তুল্য আর রিপু নাই। "নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ" ইহা প্রসিদ্ধ কথা। "যতক্ষণ রহে অহং, বৃথা সাধু বলে সোঽহং"। পুঞ্জায়মান গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা যাইবার নহে, ভগবৎ-শরণাগতি ইহার মহৌষধ। সজ্জন পাঠকগণের চিত্তবিনোদনার্থ এই বিষয়টী বিশেষভাবে বুঝিবার সুবিধার্থ 'অভিমান' সম্বন্ধে মহাজনের একটী উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"**আমার অভিমান**। অভিমান সমস্ত দুঃখের মূল। যখনই কোন কার্য্যের জন্য আমার অভিমানের উদ্রেক হইয়াছে. আমি তাহাতেই দুঃখ পাইয়াছি। ইহা আমার জীবনের পরীক্ষিত ফল। আমাকে কেহ তিরস্কার করিলে আমার নিজ গৌরবের অভিমান আমাকে উদ্বেজিত, ক্রমে তৎসহ বিবাদে প্রবৃত্ত করে। কেহ আমার নিন্দা করিলে আমার মহত্ত্বের অভিমান আমাকে উত্তপ্ত করে ও অন্যের দোষানুসন্ধানে পরামর্শ দেয়। আমার কার্য্যের অপুটতা দেখিয়া কেহ উপহাস করিলে অভিমান আমাকে নিতান্ত নির্ব্বেদ-গ্রস্ত করে ও আমার হৃদয় নীরবে রোদন করিতে থাকে। আমি বিদ্যাবান, বিনা আমন্ত্রণে আমি কোন ভদ্রসমাজে যাইব কেন—এই অভিমান আমার অনেক সময় অনেক সৎ-সমাগম ও জ্ঞানোন্নতি-সাধনে বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছে। আমি ধনবান্, অমুক স্থানে গেলে পাছে আমি উচ্চ আসন না পাই, এই অভিমান কতদিন কত আদর্শ প্রদর্শনীর আমোদ লাভে বঞ্চিত করিয়াছে। কতদিন আমি সরলহৃদয় কৃষক ও ভৃত্যের সহিত অসঙ্কোচে হৃদয় খুলিয়া সদালাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রভুত্বের অভিমান কেশাকর্ষণ করিয়া আমাকে বারণ করিয়াছে। শুনিলাম অমুকের ভৃত্য আমার ভৃত্যকে কটূক্তি করিয়াছে, অমনি অভিমান ভৃত্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর প্রভুর সহিত কলহ-কোলাহলে প্রবৃত্তি দিল। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। আমি দর্শন-শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিত, যখনই সভামণ্ডপে অন্য একজন পণ্ডিতকে "ঈশ্বরোঽস্তি" ইত্যাকার প্রতিপাদন করিতে শুনিলাম, অমনি আমার অভিমান আমাকে তৎ-প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া "ঈশ্বরো নাস্তি" এই

পাপপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি দিল। আমি অভিমানের দাস হইয়া কত সত্যকে অসত্য বলিয়াছি। কত সদ্ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। কত পাপ করিয়া লোকের সমক্ষে সাধুতার পরিচয় দিয়াছি। অভিমান 'আমাকে কপট করিয়াছে, অভিমানই আমাকে বিবাদী করিয়াছে, অভিমানই আমাকে ঘোর নরকের কুটিল পথ দেখাইয়া দিয়াছে। হা! অভিমানই আমার পরম শত্রু হইয়া ভক্তের, মহাত্মার চরণ চুম্বন করিতে বাধা দিয়াছে, অভিমান আমাকে অন্যের সৎকথা শুনিতে নিবৃত্ত করিয়াছে। অধিক কি অভিমানই আমকে সমস্ত সুখের মূল ধর্ম্ম-সাধনে বারংবার বারণ করিয়াছে। হা! আজ অভিমান বশতঃই আমি ভাগবতী কথা শুনিতে শুনিতে অশ্রু মোচনে লজ্জাবোধ করিতেছি। অভিমানই আমার সর্ব্বনাশ করিল। অভিমান, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হউক। একবার সর্ব্বত্র সমদর্শনে আমি পরমানন্দ-রস পান করিয়া চির দুঃখের প্রবলানল নির্ব্বাণ করি, প্রাণ পরিতৃপ্ত হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"— (কুমার পরিব্রাজক স্বামীজীকৃত শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি হইতে উদ্ধৃত) ॥ ২১ ॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যখন সর্ব্বজীবের প্রতি শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা কোনরূপ পাপ করিতে প্রবৃত্তি বা অভিলাষ না হয় তখনই তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অধিকার জন্মে ॥ ২২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ ঈর্ষা, দ্বেষ, অসূয়া, ক্রূরতা, পিশুনতা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মরাশি লইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। এই দোষগুলি তাহাদের প্রকৃতি-গত। পরের অভ্যুত্থান, সুখ্যাতি, উন্নতি, সমৃদ্ধি, শ্রী-সৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিলে তাহাদের কষ্টের সীমা

৯

থাকে না। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের গুণে দোষারোপ করাই যেন তাহাদের জীবনের ব্রত। পরের অনিষ্ট করিতে, পরের মনে বেদনা দিতে, নিরীহ ও নিরপরাধ পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবকে হিংসা করিতে ইহারা সদাই তৎপর। ইহারা জীবনে কখনও সুখী হয় না, ইহাদের প্রাণে সদাই অশান্তি বিদ্যমান থাকে। পরজন্মে ইহারা তির্য্যগ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা প্রাক্তন শুভকর্ম্ম বশতঃ শ্রীমন্তদের গৃহে, যোগীদের কুলে বা সদাচারী দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হইয়া ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরু লাভ করতঃ সাধন-নিরত থাকায় সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হন, তাঁহারা সদা কায়মনোবাক্যে সকলেরই হিতানুষ্ঠান করেন ; শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বিরত থাকেন। তাঁহারাই সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র যতদিন কর্ম্ম দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও চিন্তা দ্বারা কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি থাকে, কাহারও বিরুদ্ধে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ, মৌখিক বাক্যোচ্চারণ বা মানসিক ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চালনের রুচি থাকে, ততদিন সন্ন্যাসাশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার জন্মে না : যেহেতু, এইরূপ পাপ-প্রবৃত্তি অন্তরে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পানে ডুবিয়া যাইবার নিয়ত অনুশীলন অসম্ভব হয়। স্ব-পরহিতকর সৎকর্ম্ম, সচ্চিন্তা ও সদ্বাক্যের অনুশীলন দ্বারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবের সেবা দ্বারা ও দশবিধ সাধারণ ধর্ম্মের আচরণ দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যের শুদ্ধি-সম্পাদন পূর্ব্বক, এবং সকল জীবের মধ্যে ভগবৎ-সত্তা দর্শনের অভ্যাস দ্বারা সমদর্শিত্ব সাধনপূর্ব্বক, সকলের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেই সন্ন্যাসের যথার্থ ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মভাব-ভাবিত হওয়া সহজ নহে। শরীর-রক্ষার্থ বিনা-প্রতিদানে ভিক্ষান্ন-গ্রহণেরও তখনই পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যে দেহ-মন-বাক্যের শক্তি পুষ্টিলাভ করিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, সেই পাপসংস্কার-দুষ্ট দেহ-মন-বাক্য অপরের ক্লেশার্জ্জিত ও ভক্তিপ্রদত্ত অন্নে পুষ্ট হওয়া সঙ্গত

নয়। সর্ব্বভূতের কল্যাণকামী, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন-নিরত শুদ্ধদেহ শুদ্ধবাক্ শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণই বৈদিক ও সামাজিক স্বধর্ম্মের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ পূর্ব্বক ভিক্ষান্নভোজী হইয়া পরমহংস-বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকারী ॥২২॥

দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তান্ বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ একাগ্রচিত্তে (বক্ষ্যমাণ) দশবিধ ধর্ম্মের সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান-নিরত হইবেন এবং যথাকালে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইবেন। অনন্তর যথাবিধি বেদান্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পরবর্ত্তী মন্ত্রে ধর্ম্মের যে দশবিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সমাহিত চিত্তে সেই দশবিধ ধর্ম্ম যথাযথ-ভাবে পালন করিয়া দেহ-বাক্-মনের সম্যক্ শুদ্ধি লাভ করিবেন। এইরূপে কর্ম্ম, বাক্য ও চিন্তার শুদ্ধি-সম্পাদন দ্বারা ক্রমশঃ সন্ন্যাসের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তৎসঙ্গে বেদবিধি অনুসারে যথাকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা ঋষি-ঋণ, নিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠান ও পূজার্চ্চনাদি দ্বারা দেব-ঋণ ভগবৎ সেবাবোধে অতিথি, সাধু ও দীনদুঃখীদের সেবা ও সমাজ-সেবা দ্বারা নৃ-ঋণ, সকল শ্রেণীর জীবের সেবা দ্বারা ভূত-ঋণ, এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা ও দার-পরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন। যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণঃ।"

অনন্তর সদ্‌গুরু-মুখে বেদান্তের মীমাংসাবাক্য যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়া তাহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রযত্নশীল হইবেন। অতঃপর যথাশাস্ত্র বিধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
হ্রীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, হ্রী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের আরও অনেক শ্লোক মনু-সংহিতায় ধৃত হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। "বেদার্থোপনি-বন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্"—বেদার্থের উপনিবন্ধৃত্ব হেতু মনুস্মৃতির প্রাধান্য। এই উপনিষদের অনেক বচন বা শ্লোক মনুতে ধৃত আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, 'নারদপরিব্রাজক-উপনিষৎ'খানি বিশেষ প্রামাণ্য উপনিষৎ এবং সন্ন্যাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার কুল্লূকের মতানুযায়ী লিখিত হইল।

ধৃতি—সন্তোষ। ক্ষমা—অপরাধীর প্রত্যপকার না করা। দম—অনৌদ্ধত্য, অথবা বিকারহেতু উপস্থিত হইলেও মনের অবিক্রিয়ত্ব। শৌচ—মৃদ্বারি দ্বারা শাস্ত্রসম্মত দেহশোধন; ভাষ্যকারের মতে আহার-শুদ্ধি। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ বা ইন্দ্রিয়-সংযম। হ্রী—লজ্জা; মনুসংহিতায় 'হ্রী' স্থলে 'ধী' গৃহীত হইয়াছে—ইহা পাঠান্তর মাত্র। বিদ্যা—আত্মজ্ঞান। অক্রোধ—ক্রোধের কারণ সত্ত্বে ক্রোধ না করা। সত্য—ভাষ্যকার ইহার কোন অর্থ না করিয়া "অন্যৎ প্রসিদ্ধম্" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। টীকাকার কুল্লূক—"যথার্থাভিধানং সত্যম্" করিয়াছেন। কিন্তু পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য এইরূপ অর্থ করেন না। ইহার ব্যাখ্যা আমরা ইতঃপূর্ব্বে ২১শ শ্লোকে করিয়াছি, সংক্ষেপতঃ তাহা এই :—

"পরহিতার্থং বাঙ্মনসয়োর্যথার্থত্বং সত্যম্।" পূর্ব্বে সন্ন্যাসের অধিকার নির্দ্দেশার্থ যে সব লক্ষণ বলা হইয়াছে, এই দশবিধ ধর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠানই তাহা আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়॥ ২৪॥

অতীতান্ন স্মরেদ্ভোগান্ন তথানাগতানপি।
প্রাপ্তাংশ্চ নাভিনন্দেদ্ যঃ স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥২৫॥

অনুবাদ—যিনি অতীত ভোগ (সুখ-দুঃখ) সমুদয়ের স্মরণ করেন না ও ভবিষ্যৎ ভোগেরও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং বর্ত্তমান লাভেও যিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হন না, তিনিই কৈবল্যাশ্রম গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র॥ ২৫॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কৈবল্যাশ্রম মোক্ষাশ্রম। কৈবল্য (কেবল+য [ষ্ণ্য] ভাবে)। দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপস্থিতিই কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বশতঃ ব্রহ্ম-শক্তি মায়া-ক্ষুব্ধ হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম এই অনাদি মায়া-শক্তির আশ্রয়ে স্বয়ং নিত্যমুক্ত থাকিয়াও পূর্ব্ববর্ণিত জগতের সহিত জীবরূপে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে তাদাত্ম্য লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, এবং তিনিই আবার তত্তৎ উপাধির নিয়ামকরূপে সাক্ষি-স্বরূপে অন্তর্যামি-ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাজমান থাকেন। জীব জন্ম জন্মান্তর আধ্যাত্মিক সাধন-পথে চলিতে চলিতে সদ্‌গুরুর কৃপায় তত্ত্বজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত দেহাদিরূপ বিভিন্ন উপাধির তাদাত্ম্য-বোধ পরিহার পূর্ব্বক স্বকীয় চিদানন্দময় নিত্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠানই কৈবল্য-পদবাচ্য। এই অবস্থায় আত্মা, প্রকৃতি অথবা মায়ার যাবতীয় আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবলত্ব বা শুদ্ধতা

লাভ করেন বলিয়া এই অবস্থা 'কৈবল্য' নামে অভিহিত হয়। কৈবল্য-লাভের অন্তরঙ্গ-সাধনার জন্তই যে আশ্রম বিহিত, তাহাই কৈবল্যাশ্রম। সন্ন্যাস-আশ্রম কৈবল্য-সাধনার উদ্দেশ্যেই অবলম্বনীয় বলিয়া তাহাকে 'কৈবল্যাশ্রম' বলা হইতেছে। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার পরও যদি অতীত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা অন্তঃকরণে উদিত হইয়া বিক্ষোভ জন্মাইতে থাকে, তবে যথার্থতঃ এই কৈবল্যাশ্রমে বাস করা হইল না। কর্ম্মভোগময় সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করা ব্যর্থ হইল। অন্তরে ভোগ-বাসনা থাকিলে বৈধ-কর্ম্ম, সপ্রেম-সেবা ও জ্ঞান সহকারে দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বাসনার নিবৃত্তির চেষ্টাই প্রথমতঃ করা উচিত, এবং পরে ভোগ-বাসনা-বিহীন হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয় ॥ ২৫ ॥

অন্তঃস্থানীন্দ্রিয়াণ্যন্তর্বহিষ্ঠান্বিষয়ান্বহিঃ।
শক্নোতি যঃ সদা কর্ত্তুং স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্ব্বদা অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ, অর্থাৎ তাহাদের বহিরুন্মুখভাব নিরোধ করিতে সমর্থ, এবং যিনি বাহ্য বিষয়কেও সর্ব্বদা বাহিরেই সংযত রাখিতে সমর্থ হন—তিনিই কৈবল্যাশ্রমে বাস করিবার উপযুক্ত ॥ ২৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইতেই বাহ্য-জগতের জ্ঞান ও তন্মূলক ভোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের মূলে বিষয়ের ইন্দ্রিয়াভিমুখী অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী গতির দিকে প্রবণতা এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখী অথবা বহির্ম্মুখী গতির প্রবণতা উভয়ই বর্ত্তমান আছে। এইজন্য একপক্ষে যেমন ইন্দ্রিয়কে সংযত করা আবশ্যক, যাহাতে উহা বাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবমান না হইতে পারে, তদ্রূপ

পক্ষান্তরে বিষয়ের অন্তর্মুখ-প্রবাহ রুদ্ধ করিতে হয়, যাহার প্রভাবে বিষয়ের স্রোত ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে সমর্থ না হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের সমাধি-পাদের ১২শ সূত্রের—অর্থাৎ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—এই সূত্রের ভাষ্যে বেদব্যাস বিবৃতি দিয়াছেন—"বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃখিলী-ক্রিয়তে।" ইহা দ্বারা তিনি এই সত্যেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বহির্গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্মুখী গতি জন্মে, অর্থাৎ কেবল আত্মার প্রতিই তাহার অভিনিবেশ জন্মে, এবং বিষয়ের স্রোত ও অন্তঃকরণের দিকে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া বাহিরেই থাকিয়া যায়। ক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা আইসে। এই দুই অবস্থা, অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত—স্থায়ী করিবার নিমিত্ত—অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে, তজ্জন্যই পতঞ্জলি মুনি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। কেননা, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, অন্য উপায়ে হয় না।* যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে তাহার চিত্ত সে বস্তুতে থাকিতে চাহে না, প্রত্যুত চঞ্চল হয়। ইহ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এতদ্দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে সক্ষম হইলাম, মনুষ্য যদি সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সকল বিষয়ে মনোনিরোধ কেননা হইবে? তখন মনের সহিত বিষয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের স্বাভাবিক যোগবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের গতি আত্মার দিকেই প্রবাহিত হইবে। অপিচ বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত যে, অভাস দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন যে স্থির থাকে না তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল ব্যতীত

---

* শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে ঠিক এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে, চঞ্চল মন নিরোধের জন্য শ্রীভগবানের এই ধ্রুব সিদ্ধান্তই পতঞ্জলি নিজ-সূত্রে গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্য কিছু নহে। জীবের মন চিরকাল কেবল চঞ্চলতা বা অস্থিরতা অভ্যাস করিয়াছে, সেই জন্যই আর সে এখন সহজে স্থির হইতে পারে না। হেত্বন্তর এই যে, সে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যদি আবার স্থির হওয়া অভ্যাস করে তাহা হইলে সে অবশ্যই স্থিরভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যে চিত্তের অনন্ত-বৃত্তি রুদ্ধ হইয়া একতান-বৃত্তি স্থায়ী হইবে, তাহা ধ্রুব সত্য।" (পণ্ডিতপ্রবর ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়-কৃত পাতঞ্জল ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত) ॥ ২৬ ॥

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং * ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥২৭॥

অনুবাদ—কাহারও দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে সেই শবদেহ যেমন সুখ-দুঃখ অনুভব করে না, তদ্রূপ দেহে প্রাণ থাকা অবস্থাতেও যদি তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ বা দুঃখের অনুভূতি না থাকে, তবে তিনি কৈবল্যাশ্রমে বাস করিতে পারেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মৃত দেহ যেমন সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, তদ্রূপ যদি কোন সাধকের সাধন-প্রভাবে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হওয়ায় এবং মন অন্তর্ম্মুখ থাকায় সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে অভিভূত না হন, তবে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। অন্যপক্ষে, ঐ সাধকের ব্যুত্থানাবস্থায় যদি ঐ সুখ-দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, তাহাও মঙ্গলময় বাসুদেবের বিধান বা কৃপাময়ের কৃপায় প্রারব্ধ-ভোগ কাটিয়া যাইতেছে মনে করিয়া যিনি নির্ব্বিকার অবস্থায় অবস্থান করিতে পারেন তিনিই কৈবল্যাশ্রম বা সন্ন্যাস-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

---

* "সুখদুঃখং" অড্যার পুস্তকান্তর্গত পাঠান্তরম্।

অবৈধ পরিগ্রহে প্রত্যবায়।

(শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দ্রব্য গ্রহণে পাপ সঞ্চয় হয়)

কৌপীনযুগলং কন্থা দণ্ড একঃ পরিগ্রহঃ।
যতেঃ পরমহংসস্য নাধিকং তু বিধীয়তে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পরমহংস-যতি দুইখানি কৌপীন, একখানি কাঁথা ও একটী দণ্ড মাত্র গ্রহণ করিবেন, এতদধিক গ্রহণে তাঁহার বিধি নাই ॥ ২৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সন্ন্যাসী ছয় প্রকার, তন্মধ্যে তুরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসী একরূপ বিধি-নিষেধের অতীত, তাঁহাদের জন্য এ বিধান নহে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে, অর্থাৎ ঐ ছয় প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে শিখা-সূত্র-ত্যাগ পরমহংস-সন্ন্যাসীর লক্ষণ—ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে সন্ন্যাসীর পর্য্যায়বাচক 'যতি' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। যতি [যত (যত্ন করা) + ই-ক, যিনি যম-নিয়মাদি পালনে যত্ন করেন], অর্থাৎ যাঁহারা বিষয়ান্তর লাভের প্রযত্ন পরিহারপূর্ব্বক পরমার্থ-সিদ্ধির জন্যই একনিষ্ঠ-ভাবে প্রযত্নশীল হন, তাঁহারাই যতি। এই হেতুই সন্ন্যাসিগণ বিশেষরূপে 'যতি' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

কৌপীন শব্দের অর্থ গুহ্যাচ্ছাদক ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড। কটিসূত্র—কৌপীনের আধারস্বরূপ (যাহা ভিন্ন কৌপীন ধারণ অসম্ভব), যাহাকে সাধারণ ভাষায় 'ডোর' বলা হইয়া থাকে। চতুর্থোপদেশের ৩৯ সংখ্যক মন্ত্রদ্বারা তাহা স্পষ্টই জানা যায়। উক্ত মন্ত্রে বিবিদিষা-পরমহংস-সন্ন্যাসীর শিখা, যজ্ঞোপবীত, পরিধেয়বস্ত্র ও কটিসূত্র (ঘুনসী বা তাগা) ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-বিধানোক্ত দণ্ড, বস্ত্র (আধার-স্বরূপ কটিসূত্র সহ কৌপীন ও বহির্বাস), কন্থা ও কমণ্ডলু গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে। এস্থলে শাটীকেই বস্ত্র বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এই মন্ত্রের "কৌপীন-যুগলং" এই পদটীর ব্যাখ্যান কালে কোন বিজ্ঞ ব্যাখ্যাতা বিবৃতি দিয়াছেন—"একখণ্ড বস্ত্র অন্তঃকচ্ছ ও অপরখণ্ড বহিরাবরণের জন্য"; তাঁহার এ ব্যাখ্যা যুক্তি ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, সুতরাং উহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। কৌপীনের অর্থ সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমও আমাদের মতের পোষকতা করিতেছে, যথা:—কৌপীনং চীরমিতি মেদিনী, তত্তু মেখলাবদ্ধ-পরিধেয়-বস্ত্রখণ্ডম্। সন্ন্যাসীর পক্ষে মেখলা—কটিসূত্র বুঝিতে হইবে। তাহাই কৌপীনের আধার-স্বরূপ। সন্ন্যাসী সদাচার পালন করিবেন, সুতরাং শৌচাদিকালে ব্যবহৃত কৌপীন পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় কৌপীন আবশ্যক হইয়া পড়ে। কাজেই কৌপীন-যুগল গ্রহণের বিধি শস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

যদি বা কুরুতে রাগাদধিকস্য পরিগ্রহম্।
রৌরবং নরকং গত্বা তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যদি কোন যতি আসক্তিবশতঃ ঐ সকলের অধিক পরিগ্রহ করেন, তিনি রৌরব-নামক নরকে গিয়া পরে তির্য্যগ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—আসক্তি সন্ন্যাসীর পতনের মূল। আসক্তি থাকিতে বা আসক্তি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। আসক্তি ত্যাগ হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি। ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপদার্থের ত্যাগই সন্ন্যাসের প্রকৃত সার্থকতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ন্যাসস্ত্যাগ ইতি প্রোক্তঃ সম্যকৃত্বং তস্য চেদৃশম্।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বত্র ত্যজনং স্মৃতম্॥"

মূলশ্লোকে "রাগাদধিকস্য পরিগ্রহম্" এই বাক্য দ্বারা অনুরাগ বা

আসক্তিবশতঃ অধিক গ্রহণেরই নিষেধ করা হইয়াছে। অনুরাগবশতঃ অধিক কিছু গ্রহণ করিলে যতি প্রত্যবায়ী হইবেন এবং তাঁহাকে নরকে গমন করিয়া তির্য্যগ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সুযোগ্য টীকাকার মহোদয় সংক্ষেপে মন্তব্য করিয়াছেন, যথা—"যতের্দেহধারণেস্বাচারোপযোগি-পরিগ্রহং বিনান্যত্র নহি পরিগ্রহবিধিরস্তি যদি করোতি তদা প্রত্যবৈতীত্যাহ—কৌপীনেতি।" অর্থাৎ সদাচাররক্ষার্থ ও দেহধারণার্থ যতটুকু পরিগ্রহ আবশ্যক, তদতিরিক্ত পরিগ্রহ যতির পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহাই এই টীকায় বলা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

বিশীর্ণান্যমলান্যেব চেলানি গ্রথিতানি তু।
কৃত্বা কন্থাং বহির্বাসো ধারয়েদ্ধাতুরঞ্জিতম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যতি ছিন্ন ও মলশূন্য বস্ত্রখণ্ডসমূহ গ্রথিত অর্থাৎ সেলাই করিয়া কাঁথা প্রস্তুত করতঃ গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা রঞ্জিত করিয়া বহির্বাস রূপে ধারণ করিবেন ॥ ৩০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অষ্টাবিংশতি শ্লোকে কৌপীন, কাঁথা ও দণ্ড মাত্র যতির পক্ষে গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে; ঊনত্রিংশ শ্লোকে ঐ তিনটীর অধিক গ্রহণ করিলে যতিকে প্রত্যবায়ভাগী হইয়া নরকে গমন ও পরে তির্য্যগ্-যোনিতে জন্ম গ্রহণের ভীতি প্রদর্শনের পর, পুনরায় এই ত্রিংশ শ্লোকে ছিন্নবস্ত্র সমূহদ্বারা কাঁথা প্রস্তুত করিয়া রঞ্জিত করণান্তর বহির্বাস রূপে ধারণ করিবার কথা বলা হইল। পরস্পর এই তিনটী শ্লোক আলোচনা করিলে হঠাৎ যেন অসঙ্গতিদোষ অর্থাৎ পূর্ব্বাপর-বিরোধ বলিয়া মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব্বাপর বিরোধ কিছুই নাই, ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে। অষ্টাবিংশতি শ্লোকে যে কাঁথার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যতি শয্যা-রূপে বা বহির্বাসরূপে

ব্যবহার করিবেন সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নাই। এই শ্লোকে কন্থা বহির্বাস-রূপে ধারণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় অষ্টাবিংশতি শ্লোকোক্ত কন্থা শয্যা-জন্য বলা যাইতে পারে। অথবা যে কাঁথার কথা বলা হইয়াছে তৎ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বলা হইল যে, সে কাঁথাও নূতন বস্ত্রের তৈয়ারী সাদা ধব্‌ধবে হওয়া সমীচীন নহে, তাহাও যতির পক্ষে বিলাসিতার লক্ষণ। অপবিত্র নয় এমন বিশীর্ণবস্ত্র একত্র গ্রথিত করিয়াই কাঁথা তৈয়ারী করা উচিত, এবং ইহার বর্ণ যাহাতে একই ভাবে দীর্ঘকাল থাকে তজ্জন্য ইহাকে গৈরিক রংএ রঞ্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে—এই এক কাঁথাই বহির্বাস, গাত্রাবরণ ও শয্যার কাজ করিবে। সর্ব্ববিষয়ে অতি-পরিগ্রহ নিষেধ করাই এই সব শ্লোকের তাৎপর্য্য। আবার অন্যপক্ষে ঊনত্রিংশ শ্লোকে "রাগাৎ" অর্থাৎ আসক্তি বশতঃ গ্রহণ করিলে প্রত্যবায়ের কথা ও নরক-গমনাদির কথা আছে। অনুরাগ বা আসক্তিই যতির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। তাই টীকাকার মহোদয় বলিয়াছেন "যদি শীতভীতিস্তদা বিশীর্ণানীতি", অর্থাৎ যতি যদি দেহধর্ম্ম বশতঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইতে অক্ষম হন, শীতাতপাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তজ্জন্য সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হইতেছে মনে করেন, তবে বিশীর্ণবস্ত্র গ্রথিত করিয়া দ্বিতীয় কাঁথা বহির্বাসরূপে ব্যবহার করিবেন। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন ধর্ম্মই লাভ করা যায় না, তাই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে :—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইলে আরোগ্য, অর্থাৎ শরীর অনাময় হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষা না করিলে রোগাক্রান্ত হইয়া জীবনের শ্রেয়ঃ মুক্তিলাভ হইবে না ; তৎপূর্ব্বেই দেহাবসানের সম্ভাবনা। সদাচারীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। মিতাহারও স্বাস্থ্যের

অন্যতম কারণ। দেহাত্মবুদ্ধি-শূন্য যতি মোক্ষকামী, সুতরাং মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ লাভের জন্য তাহাকেও স্বাস্থ্যরক্ষার্থ আয়ুর্ব্বেদ-বিধি যথাসাধ্য পালন করিতে হইবে। স্মৃতিকার শঙ্খও বলিয়াছেন :—

শরীরং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শরীরাচ্চ্যবতে ধর্ম্মঃ পর্ব্বতাৎ সলিলং যথা ॥ ১৭।৬১ ॥

স্মৃতিশাস্ত্রেও শরীরকে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া সর্ব্বাশ্রমীকেই মোক্ষধর্ম্ম সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। মোক্ষের বাধক ও প্রাণ-সংহারক ব্যাধির স্থলে বা ব্যাধির আশঙ্কা-স্থলে চিকিৎসকের বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানজ্ঞের উপদেশ বা ব্যবস্থা মত কিছু গ্রহণ করিলে তাহাতে অতিরিক্ত হইবে না, সুতরাং যতি তাহাতে প্রত্যবায়ী হইবেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। রাগ বা আসক্তিবশতঃ একান্তপ্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই দোষাবহ, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগপূর্ব্বক শরীরকে দেবালয়বোধে অনাসক্ত-ভাবে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যস্থ শিবের ধ্যানে নিয়ত নিরত থাকাই যতির প্রধান লক্ষ্য থাকিবে। সর্ব্বাবস্থাতেই যতি সদ্‌গুরু-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আত্ম-ধ্যানে নিরত থাকিবেন। প্রারব্ধবশতঃ যদি যতি রুগ্ন হইয়া পড়েন তাহা হইলেও আত্মরতি হইতে কিছুতেই বিরত না হইয়া আরও দৃঢ়তার সহিত ভগবচ্ছরণাগতি গ্রহণ করতঃ নির্ভীক হৃদয়ে ও সানন্দে অন্তর্দেবতার কাছে প্রার্থনা করিবেন—

"এই কর হরি দীন-দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন-শ্যামসুন্দর।
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি,
যেন ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গতি,
জীব-শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী তুমি সাগর।"

('পরিব্রাজকের সঙ্গীত' হইতে উদ্ধৃত)

সুতরাং দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ করাই যতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সেই দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ হইলে যতি পাপপুণ্য-শূন্য হইয়া সাংসারিক সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের উর্দ্ধে নিত্য স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত হইবেন ॥ ৩০ ॥

একবাসা অবাসা বা একদৃষ্টিরলোলুপঃ।
এক এব চরেন্নিত্যং বর্ষাস্বেকত্র সংবসেৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যতি এইরূপে একবাস ধারণ করিবেন, অর্থাৎ কৌপীনধারী হইবেন; অথবা অবাসা অর্থাৎ দিগম্বর বা নগ্ন থাকিবেন। তিনি সর্ব্বদাই পরমাত্মাতে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিবেন, কোনও বস্তুর প্রতি লোভ করিবেন না। সর্ব্বদা একাকী বিচরণ করিবেন; কেবলমাত্র বর্ষার চারিমাস একস্থানে বাস করিবেন ॥ ৩১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সন্ন্যাস-বিধানানুসারে যতি হয় কৌপীনধারী হইবেন, অথবা নগ্ন থাকিবেন। যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি তাগ হয় নাই, এখনও সংযত-চিত্ত হইতে পারেন নাই, যাঁহারা বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অধিকারী, নির্জ্জনে একান্তস্থানে থাকিয়া সাধনাভ্যাসে যাঁহাদের সামর্থ্য নাই, গ্রামে, নগরে বা তীর্থস্থানে পর্য্যটন করা বা বাস করা যাঁহাদের অভিলাষ, প্রকৃতির বিধানানুসারে নগ্ন বা দিগম্বর থাকা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নয় বলিয়াই মনে হয়। নিজ নিজ সাধন-বল ও অধিকার নিয়াই এ বিধি। আত্মকল্যাণেচ্ছু মোক্ষকামী সাধক বিচার করিলে নিজের সামর্থ্য কতটুকু নিজেই বুঝিতে পারেন। তুরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসীর পক্ষেই দিগম্বর থাকার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। পরমহংসাবস্থাতে যাঁহার শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত অষ্টপ্রকার মৈথুন ত্যাগ হইয়াছে, যিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি-শূন্য হইতে

পারিয়াছেন, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে দেখিলে যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থূলবিকাশ পিণ্ডমাত্র ধারণা হয়, সদ্যোজাতা স্ত্রী, যুবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধা স্ত্রীতে যাঁহার সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে এবং "সর্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম" এই ভাবটী যাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ পরমহংসই নগ্ন থাকিবার উপযুক্ত। তাঁহার পক্ষে কৌপীন ধারণ ও নগ্ন থাকা একই কথা। যদি তিনি কৌপীন ধারণ করেন তবে সেটী লোকাচার-রক্ষার্থ—সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য— শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী দিগম্বরবর্গকে শাস্ত্রবিধি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুঝিতে হইবে। কাশীর মহাত্মা ৬ভাস্করানন্দ স্বামী কৌপীন ব্যবহার করিতেন না বটে—নগ্নই থাকিতেন ; কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই একখণ্ড বস্ত্র সম্মুখে আবরণ রাখিতেন ; ইহা আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া স্বচক্ষে বহুবার দেখিয়াছি। কাশীধামে বাসকালে আমি কয়েকটী সিদ্ধ মহাত্মাকে দিগম্বর দেখিয়াছি :—(১) মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী, (২) ভাস্করানন্দস্বামী, (৩) মহাত্মা বিহারী মুখোপাধ্যায় (দিগম্বরবাবা), (৪) শঙ্করানন্দস্বামী, (৫) বর্ত্তমানে হরিহরবাবা। পুরীতে দিগম্বরবাবা। দ্বন্দসহিষ্ণু ও নির্ব্বিকার হইয়াই দিগম্বর হইতে হয়। অথবা দিগম্বর হওয়া স্বেচ্ছাধীন নহে, ভগবৎ-কৃপায় স্বতঃএব প্রকৃতির বিধান। অলাবু পুষ্ট হইলে ফুলটী আপনি ঝরিয়া পড়ে, তাহা যেরূপ প্রকৃতির নিয়মে হয়, এও তাহাই।

"একদৃষ্টিরলোলুপঃ", "এক এব চরেন্নিত্যং" সর্ব্বদা পরমাত্মাতে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখা, নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া এবং একান্তে একস্থানে বাস করা—ইহাই প্রকৃত ভিক্ষু বা যতির লক্ষণ। দক্ষসংহিতা ও কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে :—

> "ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
> ভিক্ষো * শ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥ দক্ষ—৭ম। ৪৭॥

ধ্যানং—নির্ব্বিষয়ং মনঃ। শৌচং—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। ভিক্ষা—"যাচিতা-

* কাশীখণ্ডে 'ভিক্ষোঃ' স্থলে 'যতেঃ' পদ লিখিত আছে। উভয় পদই একার্থ-বোধক।

যাচিতাভ্যাং চ ভিক্ষ্যাভ্যাং কল্পয়েদ্ যতিম্"। একান্তশীলতা। প্রকৃত সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান, শৌচ, যাচিত (মাধুকরী), অযাচিত ভিক্ষান্ন-গ্রহণ, একান্তবাস (নিঃসঙ্গ)—এই চারিটী ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য থাকিতেই পারে না। মননাদিই যতির মুখ্যকর্ত্তব্য। অন্যথা, অর্থাৎ এই চারিটী ভিন্ন অন্য কাজ থাকিলে সাঙ্কর্য্য-দোষ হয়। বর্ত্তমান শ্রুতির ৫ম উপদেশে উক্ত হইয়াছে :—

"ন যতেঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি, অস্তি চেৎ সাঙ্কর্য্যম্।
তস্মান্মননাদৌ সন্ন্যাসিনামধিকারঃ॥"

একদৃষ্টি—নিয়ত ব্রহ্ম-চিন্তন। অলোলুপ—আকাঙ্ক্ষা-শূন্য বা নিস্পৃহ হওয়া।

"নিঃসঙ্গ এব মোক্ষঃ স্যাদ্দোষাঃ সর্ব্বে চ সঙ্গজাঃ।
সঙ্গাচ্চ চলতে জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতাল্পবিৎ॥"

মোক্ষকামী যতি নিঃসঙ্গ হইবেন, সঙ্গদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকেও মায়ামুগ্ধ হইয়া পতিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং মোক্ষকামী যতি নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী বিচরণ করিবেন। যদি সন্ন্যাসীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-কালীন চারিমাস একান্তবাসের ব্যাঘাত ঘটে, তখন তিনি নিজ অনুকূল ও শান্ত-প্রকৃতি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্রে একস্থানেও বাস করিতে পারেন, বা একত্রে বাস করিবেন—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সন্ন্যাসীদিগকে বর্ষার চারিমাস ভিক্ষা দিতে পারিলে নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। এইজন্য গৃহস্থগণ সংকল্পিত সন্ন্যাসীদিগকে সাদরে আহ্বানকরতঃ তাঁহাদের অনুকূল বাসস্থান ও ভিক্ষা দানের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন যে, দুইজন সন্ন্যাসী এক কুটারে বাস করেন না, তজ্জন্য প্রত্যেক সন্ন্যাসীর শয়ন ও ভজন জন্য পৃথক্ পৃথক্ কুটীরেরও ব্যবস্থা করেন; মাত্র ভিক্ষা গ্রহণকালে সকলে একস্থানে একত্রিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তখন বিরক্ত-সাধু মনে করেন—

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥ ৩১॥

কুটুম্বং পুত্রদারাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।
যজ্ঞং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা গূঢ়শ্চরেদ্ যতিঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যতি কুটুম্ব (আত্মীয়বর্গ), পুত্র, পত্নী প্রভৃতি পরিজনবর্গকে ত্যাগ করিবেন এবং শিক্ষা-কল্পাদি বেদাঙ্গ সকল সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিবেন, কোনও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া গূঢ়ভাবে বিচরণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে বা শ্লোকে যতিকে যে সমুদয় ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, তাহা যতি-ধর্ম্মোক্ত বিধি-বাক্য। তীব্র-বৈরাগ্যই সন্ন্যাসের নিদান এবং দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগ হইলেই সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তীব্র বৈরাগ্য-যোগে দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগের সঙ্গে নিয়ত সাধনাভ্যাস করিতে পারিলে সাধক কামনা-শূন্য হন। তখন তিনি নির্ম্মমতা-বশতঃ কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। কুটুম্ব বলিতে জ্ঞাতি, অর্থাৎ যাহার সহিত বংশ-সম্বন্ধ আছে—পোষ্যবর্গ; অথবা যাহার সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলে জাত সকলকেই 'কুটুম্ব' বলা যাইতে পারে। বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদের অবয়ব-গ্রন্থ। গূঢ়ভাবে—গুপ্তভাবে বিচরণ করিবেন, অর্থাৎ মায়াবদ্ধ সাংসারিক লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একান্তবাস করতঃ নিয়ত ব্রহ্ম-ধ্যান ও চিন্তনে নিরত থাকিবেন। নিজের পূর্ব্বাশ্রমের কোনপ্রকার পরিচয় কেহ জানিতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন, এবং তিনি কি সাধন-নিরত তাহা সহসা কেহ বুঝিতে না পারে এই ভাবেই তিনি অবস্থান করিবেন। একমাত্র ভিক্ষাগ্রহণ-কালে সদ্-গৃহস্থের দ্বারস্থ হইবেন, সেও অতি অল্পক্ষণের জন্য। দ্বিজাতিবর্গের শিখা-সূত্র-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের বিধি আছে। তাই এখানে যজ্ঞোপবীত-

ত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যতি পূর্ব্বাশ্রমের কাহারও সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিবেন না ; রাখিতে গেলেই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তিনি পুনরায় মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িবেন ; মায়াবদ্ধ হইলেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ জ্যোতিষ আদি শাস্ত্রের আলোচনা ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমেই করিতে হয় ; সন্ন্যাস নিয়া এই সব শাস্ত্র আলোচনা করা শাস্ত্র ও নীতি-বিরুদ্ধ। এই সব করিতে গেলে লোক-সঙ্গ তো হইবেই, অধিকন্তু উহাতে মান, প্রতিষ্ঠা ও অর্থের লোভ আছে। অথচ ঐ সমুদয় বৈরাগ্যবান্-ত্যাগি-সন্ন্যাসীর সাধন-বিঘ্নকর, অর্থাৎ নিয়ত ব্রহ্মচিন্তন ও ব্রহ্মধ্যানের বাধাকর, সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত্যাগি-সন্ন্যাসী গ্রহণ করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ত্যাগের ধর্ম্ম লইয়া মান, প্রতিষ্ঠা ও অর্থের প্রলোভনে পড়িতে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

পরিব্রাজকানাং ধর্ম্মাঃ
(পরিব্রাজকদিগের ধর্ম্ম)

কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পো লোভ-মোহাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাণ্*নির্ম্মমো ভবেৎ ॥ ৩৩॥

অনুবাদ—পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ এবং মোহ প্রভৃতি দোষসকল পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম হইবেন, অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এই প্রকার অভিমান-শূন্য হইবেন ॥ ৩৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কাম—স্ত্রীসম্ভোগ-লালসা, অথবা অর্থাদির

* সন্ন্যাসীর পর্য্যায়বাচক শব্দ "পরিব্রাট্", যথা:—"ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্ কর্ম্মন্দী পারাশর্য্যপি মস্করী" ইতি অমরকোষে ব্রহ্মবর্গ।

কামনা। ক্রোধ—কোপ। কাম ও ক্রোধ এই দুইটী রজোগুণ দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। কামদ্বারা জ্ঞানিগণের বিষম অনর্থপাত হয়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। জীব ইহা দ্বারা মুগ্ধ হইলে তাহার মনুষ্য-জন্ম পশুত্বে পরিণত হয়। অন্যপক্ষে কেহ যদি মনে করেন, কামের ন্যায় ক্রোধও তো অনর্থকারী, তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, কামই ক্রোধরূপ ধারণ করে। এই কামের নিবৃত্তি হইলেই মনুষ্যের পুরুষকার সিদ্ধি হইয়া থাকে। কামের বশীভূত হইলে মনুষ্য ও পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং কাম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সৎসঙ্গ ও বিবেক এই দুইটী মানবের নির্ম্মল চক্ষু, যাহার এই দুইটী চক্ষু নাই সে ব্যক্তি অন্ধ। এই সৎসঙ্গ ও বিবেক এবং করুণাময় ভগবানের কৃপা ভিন্ন কাম জয় করিবার অন্য উপায় নাই। দর্প—অহঙ্কার, অর্থাৎ আমি ধনী, আমি মানী. আমি বিদ্বান্, আমি ধার্ম্মিক, আমি কুলীন, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও প্রতিষ্ঠাশালী ইত্যাদি মনোবিকারের নাম দর্প। দর্পহারী ভগবান্ নিয়ত জীবের দর্প-ভঙ্গ করিয়া দেন। শিষ্টবাক্যেও প্রচলিত কথা আছে—"চকার দর্পভঙ্গঞ্চ মহাবিষ্ণোঃ পুরা বিভুঃ"। ইহার দৃষ্টান্ত বাহুল্যরূপে সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখা যায়। লোভ—পরদ্রব্য-গ্রহণে অভিলাষ। যথা—"পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" মোহ—দেহাত্ম-বুদ্ধি অর্থাৎ দেহাদিতে অভিমান ॥ ৩৩ ॥

রাগদ্বেষবিযুক্তাত্মা সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
প্রাণিহিংসানিবৃত্তশ্চ মুনিঃ স্যাৎ সর্ব্বনিস্পৃহঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যতি রাগদ্বেষশূন্য, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, প্রাণিহিংসানিবৃত্ত, মুনিব্রতাবলম্বী অর্থাৎ

মৌনবান্ ও সর্ব্বদা ভগবৎ-চিন্তাপরায়ণ এবং সর্ব্ববস্তুতে নিস্পৃহ হইবেন ॥ ৩৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—নিয়ত ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ যতি সর্ব্ববিষয়ে রাগ-দ্বেষশূন্য হন, অর্থাৎ বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত হন না এবং কোন বিষয়ে বিরক্ত হন না। বিষয়ী লোকেরা যে কাঞ্চনকে অতি মূল্যবান্ মনে করিয়া নিয়ত তল্লাভে প্রয়াসী ও যত্নবান্ থাকেন, সদ্-যতি সেই কাঞ্চনকে লোষ্ট্র ও প্রস্তরবৎ তুচ্ছ বোধ করেন, অর্থাৎ সেই কাঞ্চন লাভ করিতে তো ইচ্ছাই করেন না, বরং উহা সাধন-পথের পরম-বিঘ্নকর মনে করিয়া সর্ব্বদা উহা হইতে দূরে থাকিতে যত্নবান্ হন ; এমন কি স্পর্শ করিতেও ভীত হন, বুঝিবা উহাতে লোভের সঞ্চার হয়। তিনি কোন প্রাণীর প্রতি শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা হিংসা করেন না, এবং সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ থাকেন ॥ ৩৪ ॥

দম্ভাহংকারনির্ম্মুক্তো হিংসাপৈশুন্যবর্জ্জিতঃ।
আত্মজ্ঞানগুণোপেতো যতির্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যে যতি দম্ভ ও অহংকার-বর্জ্জিত, পরপীড়া ও খলতা-বিহীন এবং আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, সেই যতি মোক্ষলাভ করিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—দম্ভ—নিজের ধার্ম্মিকতাদি খ্যাপনের নাম দম্ভ। অহংকার—আমি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার সমান কেহ নাই ইত্যাদি রূপ দুরভিমানই অহংকার পদবাচ্য, অথবা অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবোধের নামই অহংকার। হিংসা—শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা পরকে পীড়া দেওয়া। পৈশুন্য—খলতা। "অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাহারও অনিষ্টাচরণ করে না এবং শান্তপ্রকৃতি, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি অনর্থক বিদ্বেষভাবই খলতা বা পৈশুন্য। হিংসা ও পৈশুন্য এই দুইটী

দশবিধ পাপান্তর্গত পাপবিশেষ। ইহা সহজে যাইবার নহে। দশহরা গঙ্গাস্নান কালে এই দুইটী পাপ মোচনের জন্য সর্ব্বপাপসংহন্ত্রী গঙ্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা মন্ত্রে উহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥" এইগুলি সাধকের সাধনপথের মহাবিঘ্নকর বিধায় সর্ব্বপ্রকারে ত্যাজ্য। সদ্‌গুরু-দত্ত সাধনাভ্যাস দ্বারা এইগুলি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই যতি মোক্ষলাভের অধিকারী হন ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ঃ।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বিষয়ের সহিত সংসর্গ হইলেই মনুষ্য দূষিত বা কলুষিত হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে পারিলেই মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯৩ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। বিষয়াসক্তিবশতঃই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অনর্থপাত হয়, আবার ভগবৎ-কৃপায় এই বিষয়াসক্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। বৈরাগ্যসহ সাধনাভ্যাস করিতে পারিলে সাধকের মনসহ ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্ম্মুখীণ হয়। মনসহ ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্ম্মুখ হইলে ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৭॥

অনুবাদ—বিষয়োপভোগের দ্বারা কখনও কামের শান্তি হয় না। ঘৃত-কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহুপদার্থ-ভোগেও কাম সেইরূপ বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শ্রুতির এই বচনটী মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯৪ শ্লোকরূপে, মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৭৩ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকরূপে এবং বিষ্ণুপুরাণে ৪।১০।১০ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে: অর্থাৎ ঐ সকল গ্রন্থেও এই শ্লোকটী পাওয়া যায়। বর্ত্তমানশ্রুতির অনেক শ্লোক মনুসংহিতায় এবং বিবিধ অন্য স্মৃতি-পুরাণেও দৃষ্ট হয়। "যতি-ধর্ম্ম-সংগ্রহ" "যতি-ধর্ম্ম-নির্ণয়" ও "সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-দর্পণ" প্রভৃতি গ্রন্থেও বাহুল্যরূপে ইহা হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে; ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান এই উপনিষৎখানি বিশেষ প্রামাণ্যশ্রুতি।

অনেকের ধারণা এই, যতদিন ভোগের বাসনা ও ভোগ করিবার সামর্থ্য থাকে ততদিন ভোগ করিয়া লওয়াই ভাল। ভোগ করিতে করিতে ভোগ-বাসনা স্বতঃএব শান্ত হইয়া যাইবে। ভোগিবৃন্দের এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বা ভ্রান্তিমূলক ও প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতির এই মহার্ঘ উপদেশটী মায়ামুগ্ধ ও ভোগাসক্ত জীবের পরম কল্যাণদায়ক বলিয়াই নানাশাস্ত্রগ্রন্থে এই বচনটী দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগের দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষা উপশমিত না হইয়া বরং প্রকৃতির বিধানে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ভোগীরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ-বয়সে ভোগের সামর্থ্য না থাকিলেও বৃদ্ধদেরও ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল দেখা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যযাতিই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কি পণ্ডিত কি

মূর্খ কেহই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাই ষষ্ঠি ও সপ্ততি বর্ষীয় বৃদ্ধও কামের দুস্তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া রমণী-সম্ভোগের ইচ্ছা করেন। যুবকদের তো কথাই নাই। কামী ব্যক্তির কামনা কিছুতেই যাইবার নহে। এখানে কাম অর্থ শুধু স্ত্রী-সম্ভোগই নহে; এখানে সর্ব্বপ্রকার কামনাই বুঝিতে হইবে। বিপুল অর্থ-সম্পত্তিমান্ ব্যক্তি আরও অর্থ সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, পরমাসুন্দরী বহু স্ত্রীর স্বামী হইয়াও তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া আরও ভোগের বাসনা করেন, এই জন্য বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ॥"

ইহার ভাবার্থ এই—কোন ব্যক্তি যদি পৃথিবীর ব্রীহি-যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো-অশ্বাদি পশু এবং পরমাসুন্দরী বহু-স্ত্রী এই সকল ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হয় তথাপি তাহার তৃপ্তি সাধন হয় না, তবে অল্প ভোগে কি প্রকারে শান্তি হইবে? মহাজন কর্ত্তৃক লিখিত নীতি-শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ॥

অর্থাৎ নির্ধন ব্যক্তি একশত মুদ্রা পাইলে 'আমার যথেষ্ট হইবে' এইরূপ মনে করেন, তিনি সেই শত মুদ্রার অধিকারী হইলে পুনঃ দশশত মুদ্রা আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই দশশত মুদ্রার অধিকারী হইতে পারিলে, লক্ষমুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করেন, লক্ষাধিপতি হইলে রাজত্ব কামনা করেন, রাজত্ব পাইলে তিনি চক্রেশ্বরত্ব অর্থাৎ সম্রাট্ হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, সম্রাট্ হইতে পারিলে ইন্দ্রপদ পাইতে ইচ্ছা হয়, ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মপদ কামনা করেন, ব্রহ্মপদ পাইলে তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, অতএব আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। আশার

পর পার গমন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এই সমুদয় বিচার পুরঃসর মোক্ষকামী সুধীবর্গ সর্ব্বতোভাবে কামনাকে ত্যাগ করিয়া শান্তিমার্গের অনুগামী হইবেন। আশা অসীম, তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেই এই ঘোর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরম-ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী হইবেন। সর্ব্ব-শাস্ত্রেই একবাক্যে কামনা-ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, নচেৎ মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত ॥ ৩৭ ॥

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা চ দৃষ্ট্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শ্রুতি-প্রীতিকর শব্দ শুনিয়া, সুখ-স্পর্শ দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, রসনার তৃপ্তিকর সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া, নয়নরঞ্জন বিবিধ সুরূপ দর্শন করিয়া, সুরভি-পুষ্প ও চন্দন-আতর আদি গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন না, তদ্রূপ নিন্দাবাদ, ভর্ৎসনা, এবং কর্কশ ও কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখকর খরস্পর্শ দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, কটু-তিক্তাদি বিস্বাদ দ্রব্য ভোজন করিয়া, দুর্গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করিয়াও বিষাদগ্রস্ত হন না, অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই যিনি সমভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই জিতেন্দ্রিয়-পদবাচ্য, অর্থাৎ তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯৮ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। যে মনুষ্য আত্মপ্রশংসা ও নিন্দাবাদ উভয়কে তুল্যভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ, দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যাকে ও খরস্পর্শ মৃত্তিকা বা তৃণশয্যাকে তুল্য জ্ঞানে তাহাতে শায়িত থাকিতে পারেন, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ হয় না, সুস্বাদু পরমান্ন বা মিষ্টান্ন সেবনে

ও কটু-তিক্তাদি আস্বাদে যাঁহার রসনায় সমজ্ঞান, সুরূপ ও কুরূপ, সুদৃশ্য বা কুদৃশ্য উভয়ের মধ্যে যাঁহার ভেদদৃষ্টি নাই এবং সুগন্ধি ও পূতিগন্ধে যাঁহার সমজ্ঞান অর্থাৎ সাধন প্রভাবে যাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়সমুদয় এতদূর সংযত ও সমবুদ্ধিযুক্ত হইয়াছে যে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি তাঁহার মনে উদয়ই হয় না, ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যেই ভগবানের সত্তানুভব করিয়া তিনি তৃপ্ত থাকেন ; এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয়-পদবাচ্য। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব মনে হইলেও তুরীয়াতীত ও অবধূত-সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। যাঁহাদের "সর্ব্বং-খল্বিদং-ব্রহ্ম" সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি, তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তাঁহারা যে ভেদদৃষ্টি ও ভেদ-জ্ঞানশূন্য ॥ ৩৮ ॥

যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বাক্য ও মন শুদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ যিনি অসত্য ও অপ্রিয়-বাক্য ও বৃথা-বাক্য বলেন না এবং মনে পরমাত্মধ্যান বা চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না), যাঁহার মন ও বাক্য সুরক্ষিত (অর্থাৎ মন যথেচ্ছভাবে বিষয়ে ধাবিত হইতে পারে না এবং বাক্যও যথেচ্ছ বা অসংযতভাবে নির্গত হয় না) তিনিই বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ ও মননাদিজনিত সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬০ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। মনই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চালক বা রাজা, সেই মন নিষ্কাম-শুভকর্ম্ম-দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ভগবচ্চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিলে অন্য

ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত হইয়া অন্তর্মুখ হয়। মন অন্তর্মুখ হইলেই ভগবচ্চিন্তন প্রকৃতির অনুকূল হইয়া পড়ে। বাক্য যথাসময়ে ও যথাস্থানে ভগবানের স্তবাদি-পাঠে ও ভগবদ্-গুণানুবাদ-কীর্ত্তনে সমাবিষ্ট ও মন নিয়ত ভগবৎ স্মরণে ধ্যানে সমাহিত থাকে বলিয়া ক্রমশঃ নির্ব্বিষয় হইয়া যায়, যাঁহার বাক্য ভগবদ্‌গুণগানে ও মন ভগবৎ-গুণ শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে নিবিষ্ট হয়, ভগবৎকৃপায় তিনি সদ্‌গুরু সকাশাৎ তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যের গূঢ়মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপলব্ধি দ্বারা কৃতকৃতার্থ হন এবং মনুষ্য-জীবন সফল করেন।৩৯॥

সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপরায়ণ-যতি সর্ব্বদা সম্মানকে বিষতুল্য এবং অবমানকে অমৃততুল্য মনে করিবেন। (অর্থাৎ সম্মান পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তো করিবেনই না এবং যাহাতে না পাওয়া যায় তৎপ্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবেন এবং অবমান পাইলে ব্যথিত বা উদ্বেজিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইবেন) ॥ ৪০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—দেহাভিমানী ব্যক্তিরা সম্মান লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকেন এবং তাহা পাইলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ ও সৌভাগ্য-বান্ মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ-ব্যক্তি সেই সম্মানকে বিষতুল্য মনে করিয়া সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করাই যতির প্রধান সাধন। দেহাত্মবুদ্ধি-দ্বারা যতি নিজ সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন, সুতরাং সাধন-পথ-ভ্রংশকারী সম্মানকে যতি সর্ব্বদা ত্যাগ করিবেন। যতি অবমানকেও অমৃততুল্য জ্ঞান করিয়া তাহা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন অর্থাৎ সম্মানের বিপরীতই অবমান, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা

সর্ব্বপ্রকারে বিসর্জ্জন করিলে, তদ্বিপরীত অবমান আসা স্বাভাবিক। যদি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী যতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, যতি তাহাতে বিচলিত না হইয়া যদি অসম্মানকারীর প্রতি সুপ্রসন্নভাব রক্ষা করিতে পারেন, তবে তাহাই তাহার পক্ষে অমৃততুল্য জ্ঞান করা হইল বুঝিতে হইবে। "ব্রহ্ম-সত্যং-জগন্মিথ্যা" এই জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক থাকে, তাঁহার কাছে মান ও অবমান দুইই সমান হইয়া যায়। সাধকেন্দ্রেরা যশ মান প্রতিষ্ঠাকে শূকর বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করেন এবং অবমানকে ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করেন। যাঁহার মান ও অবমান উভয়ে সমজ্ঞান তিনিই সাধকেন্দ্র ॥ ৪০ ॥

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখং চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয় সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, জাগ্রদবস্থায় সুখে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং সর্ব্বত্র সুখে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞাকারী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬৩ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ-যতি সম্মানকে বিষতুল্য এবং অবমানকে অমৃততুল্য গ্রহণ করিবেন; এতৎশ্লোকে তাহারই ফল বর্ণিত হইয়াছে। যে যতি অবমানকে অমৃততুল্য মনে করিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাকে আর সম্মান রক্ষার জন্য চিন্তায় ভীত হইতে হয় না এবং অবমানের জন্য মৃতপ্রায় হইয়া কালাতিপাত করিতে হয় না। তাঁহার কাছে যে মান ও অবমান দুইই সমান, সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন-ভজনে লিপ্ত থাকিয়া যথাসময়ে সুখে শয়ন ও আবশ্যক মত যথাসময়ে বিচরণ করিতে

পারেন অর্থাৎ তাঁহার সম্মানের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অবমানের জন্য ক্ষোভ না থাকায় নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি এবম্বিধ ভগবদ্ভক্তকে অবমান করিয়া দুষ্কৃতি সঞ্চয় করে, পরিণামে তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা ভগবানের নিত্য বিধান বা নিয়তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবজ্ঞাত ব্যক্তি তিতিক্ষা দ্বারা অন্যকর্ত্তৃকপ্রাপ্ত অবমানকে ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাহাতে ক্ষুব্ধ তো হইবেনই না বরং এতদ্দ্বারা তাঁহার দুষ্প্রারব্ধ ক্ষয় হইতেছে মনে করিয়া আনন্দিত হইবেন এবং ভগবানের কৃপালাভ হইতেছে বুঝিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন। যতি অবমানকারীর অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে ভগবল্লাভের সহায়তাকারী বলিয়া প্রফুল্লিত থাকিবেন। অবজ্ঞাত ব্যক্তি কিছুতেই বিচলিত হইতেছে না দেখিয়া অবজ্ঞাকারীর প্রাণে দুঃখের সীমা থাকিবে না ; ইহাই তাহার জীবিতাবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত। পশ্চাৎ তিনি শাস্ত্রে যেরূপ বিধান থাকে তাহাই ভোগ করিবেন। ইহাই তাহার পক্ষে বিনাশ। এ বিষয় বিবিধ উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রে নানারূপে বর্ণিত আছে। সাধুকে যিনি দ্বেষ করেন, তাঁহার (সাধুর) পাপরাশি দ্বেষকারীকে গ্রহণ করিতে হয় এবং যিনি সাধুকে শ্রদ্ধা করেন তিনি সাধুর পুণ্যরাশি গ্রহণ করেন। বেদান্তসূত্রের ৩.৩।২৬ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য এবং এই গ্রন্থের তৃতীয়োপদেশের ৫১ মন্ত্রের মূল ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পরের অসঙ্গতবাক্য ও অপ্রিয়-আক্রোশ সহ্য করিবে, কিন্তু নিজে কাহাকেও অবমাননা করিবে না। এই

(নশ্বর) মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না ॥ ৪২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়টী শুধু বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের আচরণ ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ। সন্ন্যাসী মাত্রেরই উহা পাঠ্য বলিয়া মনে হয়।

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে অতিবাদের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যথা :—"শাস্ত্রমতিক্রম্য যঃ কশ্চিদ্বদতি সোঽতিবাদঃ অপ্রিয়াক্রোশঃ"। টীকাকার কুল্লুক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অতিক্রমবাদান্ পরোক্তান্ সহেত"। ভাষ্যকারের অর্থই আমরা গ্রহণ করিলাম। শাস্ত্রানুমোদিত অসঙ্গতবাক্য এবং নিরর্থকবাক্য বা বাচালতা মাত্রই অতিবাদ। দেহাভিমানী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই এই অতিবাদ হওয়া সম্ভব। কি গৃহস্থ কি সাধু, অন্তরে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব থাকিলেই পরের প্রতি অন্যায় আক্রোশ, অন্যকে জব্দ করার বাসনা তাহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। ভগবৎপ্রদত্ত বাক্‌শক্তির অপপ্রয়োগ, অর্থাৎ নানা প্রকার গল্প-গুজব, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি দ্বারা সময়ের অসদ্ব্যবহার এ সকলও রজস্তমোগুণের প্রভাব হইতে উদ্ভূত হয়। একজনের রজস্তম গুণের কার্য্য সন্নিহিত অপরের ভিতরেও রজস্তমোগুণের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ করিয়া বিক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। সেইজন্য প্রতি মুমুক্ষু-যতিকে এই অতিবাদ হইতে সাবধান হইবার জন্য শ্রুতি বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অপরের অতিবাদদ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়া ও নিজে অতিবাদ করা উভয়ই সাধন ভজনের মহাবিঘ্নকারক। সুতরাং মোক্ষকামী ও ভগবচ্ছরণাগত-সজ্জনবর্গ তিতিক্ষা দ্বারা অপরের অতিবাদ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অভ্যাস করিতে এবং নিজে সর্ব্বতোভাবে উহা ত্যাগ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। পুনশ্চ অন্যের অবমাননা করিলে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় বস্তুতঃ উহা নিজেরই অন্তরাত্মার অবমাননা করা হয়। সাধক মাত্রেরই ইহা স্মরণ

রাখা উচিত। প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্যই এই নশ্বর মনুষ্য দেহ-ধারণ করা হইয়াছে, সুতরাং কেহ না বুঝিয়া বৈরিতা করিলেও তাহার প্রতি বৈরাচরণ করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধনে নিজের কর্ম্মশক্তি, বাক্-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের অকল্যাণ করা সুধীজনের কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় নূতন প্রারব্ধ সঞ্চয়করতঃ অমূল্য মনুষ্য-জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয় এবং বৈরিতা দ্বারা নরক গমন করিতে হয় ইহা সাধক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিচারই সাধনের মূল। যথা—বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং।

দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্ ॥

(যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষুপ্রকরণ—১৪।২)

অর্থাৎ বিচার দ্বারাই সাধকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই বিচার দ্বারাই সাধক পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। দীর্ঘ সংসাররূপ রোগের বিচারই একমাত্র মহৌষধ স্বরূপ।

ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তি ক্রোধ করিলেও তাহার প্রতি ক্রোধ করিবে না, কেহ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ না করিয়া মধুরভাষায় তাহার প্রতি শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবে, এবং সপ্তদ্বারাবকীর্ণ যে বাক্ তদ্দ্বারা কখন অনৃত (মিথ্যা) বচন বলিবে না। বাহেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত অনিত্য ও মিথ্যাপদার্থ সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ লৌকিক বিষয়ে কথা না বলিয়া আবশ্যক হইলে নিত্য

ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা করিবে অথবা প্রণব, উপনিষৎ সম্বন্ধে মীমাংসা-বাক্যের উপদেশসমূহ ব্যাখ্যা করিবে, এই প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্তির অনুকূল প্রণব ও উপনিষৎ সম্বন্ধেই বার্ত্তালাপ করিবে ॥৪৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানশ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সপ্তদ্বার প্রভৃতি ব্যাখ্যা বিষয়ে টীকাকারদের মধ্যে অল্পাধিক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বত্রই তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ঐকমত্য আছে। কেহ বলেন চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সাতটী উপলব্ধির দ্বার স্বরূপ। এই সকল করণবর্গের দ্বারা যে সকল বিষয় গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধেই শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জাগতিক অর্থাৎ অনিত্য পদার্থেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থ মিথ্যা। যতির পক্ষে এই প্রকার বাক্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ অর্থাৎ তিনি একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ক বাণী বা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা ব্রহ্মনিষ্ঠ যতির পক্ষে অবৈধ।

কেহ কেহ বলেন সপ্তদ্বার শব্দের অর্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ধর্ম্মার্থ, অর্থকাম, ধর্ম্মকাম, এবং ধর্ম্মার্থকাম এই সাতটী বুঝিতে হইবে। এই সাতটী বিষয়েই মনুষ্যমাত্রেরই শাব্দিক আলোচনার আলোচ্য পদার্থ। এতদ্বিষয়ক আলোচনা না করিয়া পরম পুরুষার্থ মোক্ষ বিষয়ে আলোচনাই যতির পক্ষে বিধেয়। অর্থাৎ এই মতে মুমুক্ষু যতির পক্ষে সপ্তলোকবিষয়ক আলোচনা করা উচিত নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বলোকের অতীত, একমাত্র লোকোত্তর ব্রহ্ম-বিষয়েই আলোচনা কর্ত্তব্য। ইহাই প্রাচীন টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।*

---

* ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সুযোগ্য দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় এইরূপ অর্থ করেন। তাঁহার মতে এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মোক্ষ সুখের অভিলাষী যতি সর্ব্বদা আত্মাতেই রমণশীল হইয়া অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিজাসনে বিরাজিত থাকিবেন এবং বিচরণের সময় (অর্থাৎ একদেশ হইতে দেশান্তরে পর্য্যটনের সময়) একমাত্র নিজের দেহকেই সহায় (অর্থাৎ সাথীরূপে গ্রহণ) করিবেন অর্থাৎ পরিচর্য্যাদির জন্য অন্য কোন লোককে সঙ্গে রাখিবেন না ॥ ৪৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোক দ্বারা যতিকে অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, আত্মরতি, একান্তশীল ও নিঃসঙ্গ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে হইলে আনন্দস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করা

ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত রূপে করিলে শ্লোকের একবাক্যতা ও পৌর্ব্বাপর্য্যের সুসঙ্গতি থাকে।" তাহা এই—"সপ্তদ্বারাবকীর্ণ যে বাক্ তদ্দ্বারা কখন অনৃত বচন বলিবে না। বাক্যের সপ্তদ্বার অর্থ সাতটী উচ্চারণ স্থান, যথা—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বামূল ও নাসিকা। এই সাতটী অবয়বেরই শুদ্ধতা নির্ভর করে বাক্যশুদ্ধির উপরে এবং মনের শুদ্ধতাও বাক্যের শুদ্ধতা ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অনৃত বাক্য পরিহার ও সূনৃত বাক্যের অনুশীলন করা আবশ্যক। অনৃত বাক্যের অর্থ অসত্য, অমিত, অহিত ও অপ্রিয় বাক্য এবং সূনৃত অর্থ—সত্য, মিত, হিত ও প্রিয় বাক্য। বাক্যের অপব্যবহার করিলে সমস্ত উত্তমাঙ্গেরই অপব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত অবয়বই কলুষিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থানীয় ও সেইহেতু বাক্যের উৎসস্থানীয় উরঃ ও হৃদয়ও তদ্দ্বারা দোষদুষ্ট হয়, চিত্তের ভিতরে বাক্যানুরূপ অশুভ সংস্কার প্রবল হইয়া উঠে। অতএব বাক্‌শক্তিকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহার হইতে সুরক্ষিত করা সাধকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই ব্যাখ্যাটী আধুনিক হইলেও যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিলাম।

ও আত্মাতেই রমণ করা আবশ্যক, এবং তদুদ্দেশ্যে নিঃসঙ্গ ও একান্তশীল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পরমুখাপেক্ষিতা, পরাসঙ্গলিপ্সা ও বৈষয়িক আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে না পারিলে কোন সাধনেই ভগবল্লাভের আশা নাই। সর্ব্বশাস্ত্রেই মোক্ষকামীকে নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, একান্তশীল ও আত্মরতি হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মোক্ষকামী সাধকের তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ (অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখতা রূপ সংযমন), রাগদ্বেষের ক্ষয় বা নাশ এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা দ্বারা মনুষ্য মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। ৪৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৬০ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। সৎসঙ্গ ও সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া বিষয়ানুরাগ ক্ষয় করিতে পারিলে এবং সর্ব্বজীবের প্রতি দয়ার সঞ্চার হইলে তবে জীব মোক্ষলাভ করিতে পারে। অর্থাৎ নিয়ত প্রত্যাহার অভ্যাসদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগ্য-বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, নিত্য নিরন্তর বিচার ও বৈরাগ্যের অনুশীলন দ্বারা বিষয়াভিনিবেশের প্রতি অন্তরের আসক্তি ও বিষয়ান্তরের প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ বিনষ্ট বা ক্ষয় করিতে পারিলে, সকল জীবের প্রতি হিংসাবিহীন ও প্রেমসম্পন্ন হইতে পারিলে, চিত্ত নির্ম্মল, অচঞ্চল ও আত্মসমাহিত হয়, এবং তখনই স্বপ্রকাশ আত্মার স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হয় ও মোক্ষের অধিকার লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

অস্থিস্থূণং স্নায়ুবদ্ধং মাংস-শোণিত-লেপিতং ।
চর্ম্মাববদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ।। ৪৬ ।।

জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্ ।
রজস্বলমনিত্যং চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—এই দেহরূপ-গৃহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ * রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, মাংস ও শোণিত দ্বারা লিপ্ত, চর্ম্ম-দ্বারা সংবদ্ধ, পূতিগন্ধযুক্ত, মলমূত্র দ্বারা পূর্ণ, জরাশোক সমাবিষ্ট, নানাপ্রকার ব্যাধির আধার বা আশ্রয়স্বরূপ, ক্ষুৎপিপাসা ও শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বারা কাতর, স্বভাবতঃ রজোদোষদুষ্ট (অপবিত্র) ও অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাসস্বরূপ। ইহা সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া ইহার প্রতি অভিমান ও মমতা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই দুইটী শ্লোক মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ৭৬ ও ৭৭ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৪৬ শ্লোকের পাঠের সঙ্গে মনুসংহিতার ৭৬ শ্লোকের পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠান্তর বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই দুইটী শ্লোক দ্বারা মনুষ্যদেহের প্রতি বৈরাগ্যোৎপাদনার্থে ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত, স্নায়ু, মাংস চর্ম্মাদি দ্বারা সংবদ্ধ, মনুষ্যের অপ্রীতিকর নানাবিধ পূতিগন্ধময় দ্রব্যসম্ভারদ্বারা পূর্ণ, ইহাতে প্রীতি করিবার মত কিছুই নাই, বিশেষতঃ ইহা নিয়ত পরিণামী ও নশ্বর এবং রজোমলযুক্ত। জীবগণ ভ্রান্তি বশতঃ

---

* স্নায়ু=সর্ব্বশরীর ব্যাপী সূক্ষ্মশিরা বিশেষ, ইহা থাকাতেই পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়। ইহা শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়াসাধক ও অনুভূতিসাধক।

ইহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। এই ক্ষণভঙ্গুর হেয় শরীরকে জীবগণ ভগবন্মায়ায় স্থায়ী ও উপাদেয় মনে করিয়া ইহার তৃপ্ত্যর্থে নানা প্রকার দুষ্কৃতি সঞ্চয় করতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে এবং নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রবিচার দ্বারা ইহা জ্ঞাত হইয়া ইহার প্রতি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট সাধন-মার্গে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। দেহের প্রতি বৈরাগ্য না হইলে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে না এবং তদ্ব্যতীত অমৃতত্ব লাভও সম্ভব হয় না ॥ ৪৬-৪৭ ॥

মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ—মাংস, রক্ত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি এই সকল বস্তুর সমাবেশে বা সমবায়ে নির্ম্মিত দেহের প্রতি যদি কোন মূর্খ প্রীতিমান্ হয়, তবে সেই মূর্খ নরকের প্রতিও প্রীতিমান্ হয়। অর্থাৎ সে নরককেই ভালবাসে ॥ ৪৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত ৪৬ ও ৪৭ শ্লোকদ্বয়ে দেহের নশ্বরতা, নিকৃষ্টতা বা তুচ্ছতার প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোক দ্বারা, যে ব্যক্তি তাদৃশ শরীরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া তাহাতে মমত্ববুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে, ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবম্বিধ দেহের প্রতি আসক্তি ও তাহার সেবায় আনন্দ-বোধ নরকপ্রীতি ও নরকবাসে আনন্দবোধের সমতুল্য। এইরূপ দেহে আবদ্ধ হইয়া থাকা যাহার রুচিকর, নরকবাসেও তাহার আপত্তি থাকা উচিত নয় ॥ ৪৮ ॥

সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহেঽহমিতি স্থিতিঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—এই দেহে যে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 'এই দেহই আমি' এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই 'কালসূত্র' নামক নরকে অবস্থানের কারণ, 'মহাবীচি' নামক নরকে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত বাগুরা বিশেষ এবং তদ্রূপ 'অসিপত্রবন' নামক নরকের সোপান স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব শ্লোকে অর্থাৎ ৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির নরকে গমন হয়। নরক অসংখ্য, তন্মধ্যে 'কালসূত্র', 'মহাবীচি' এবং 'অসিপত্রবন' এই তিনটী ভীষণ কষ্টদায়ক নরক। এই তিনটী নরকে দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত ও তাহাতে প্রীতিমান্ ব্যক্তির গমন করিতে হয়, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। নরকের বিশেষ বর্ণনা মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। মনু-সংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে মাত্র তিনটী নরকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধকের মুক্তিপথের অন্তরায় স্বাভাবিক দেহাত্মবোধ ও দেহাসক্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, তীব্র ভাষায় দেহের নিন্দা ও দেহাভিমানের নিন্দা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেহকে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা ভগবানের পবিত্র-মন্দির বা লীলাবিলাসক্ষেত্ররূপে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলে, দেহাসক্তি বিনাশ-জন্য দেহের কদর্য্যতা চিন্তা করা আবশ্যক হয় না, দেহকে নরক স্বরূপ ধারণা করাও আবশ্যক হয় না। ঈদৃশ মহাত্মাদের জন্যই মহাদেব উপদেশ করিয়াছেন যথা :—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥"

মৈত্রেয়ীউপনিষৎ। ২।২।

ইহার ভাবার্থ এই—এই দেহ দেবালয়, তন্মধ্যস্থ জীব বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ শিব, দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান ত্যাগ করিয়া নিজকে (আত্মাকে) চিৎস্বরূপ জানিয়া "সোঽহং" মন্ত্রে পূজা কর। এই দেহের মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ জ্ঞানে সোঽহং ভাবে পূজা করিতে করিতে সদ্গুরু-কৃপায় আত্ম-চৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। তখন জীব 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই ভাবে ভাবিত হইয়া তদাকারাকারিত হইয়া তন্ময় হইয়া যান। এইরূপে দেহমধ্যে সাধনপ্রভাবে অভেদদর্শনরূপ জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবটী আসিলেই তখন সবই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, জীব মুক্তিলাভ করে ॥ ৪৯ ॥

সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুল্কসী ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বনাশ (ক) উপস্থিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দেহাত্মবোধ ত্যাগ করা উচিত। কুক্কুরমাংস বহন-কারিণী চণ্ডালী (খ) যেমন সদাচারশীল সজ্জনের পক্ষে অস্পৃশ্য, ঠিক সেই প্রকার মুমুক্ষু যতি দেহবিষয়ক আত্মবোধকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবেন না ॥ ৫০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বর্ত্তমান শ্লোকের সর্ব্বনাশ (ক) শব্দের কি অর্থ তাহাই এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। সাধারণতঃ সর্ব্বনাশ বলিতে এমন সকল জিনিষের নাশ বুঝায় যাহাতে নিজের স্বত্ববোধ বর্ত্তমান থাকে। যে সকল জিনিষকে আমি আমার আপন বলিয়া মনে করি এবং যাহার প্রাপ্তিতে ও সংরক্ষণে আমার প্রীতি ও বিনাশে আমার দুঃখ ও ক্ষতি বোধ হইয়া থাকে, সেইগুলি নষ্ট হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইল বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বত্যাগী যতির পক্ষে এই প্রকার স্বত্ববোধের বিষয়ীভূত কোন পদার্থ

না থাকিলেও পূর্ব্বসংস্কার সর্ব্বথা বিনষ্ট না হওয়ার দরুণ পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ-যুক্ত পদার্থের বা ব্যক্তির নাশকে সর্ব্বনাশ বলিয়া উল্লেখ করা ব্যবহারক্ষেত্রে চলিতে পারে। কেহ কেহ সর্ব্বনাশ বলিতে দেহনাশকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই অর্থও একেবারে অযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিদ্বান্ মহাজনের পক্ষেও অভিনিবেশ অর্থাৎ মরণজন্য ত্রাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এ কথা পাতঞ্জলের সাধনপাদের ৯ম সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, যদি কখনো এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, দেহে অহং বুদ্ধি ব্যতীত দেহরক্ষা করাই সম্ভব হয় না, তখনো মুমুক্ষুর পক্ষে এই দেহে আত্মপ্রতীতির প্রশ্রয় দেওয়া ও তদনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত নহে। (খ) কুক্কুরমাংস অপবিত্র, চণ্ডালীর দেহও অপবিত্র। উভয়ের সহযোগ হইলে অপবিত্রতার মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি হয় বলিয়া অস্পৃশ্যতাও তদনুরূপ অধিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই আধিক্য সূচনার জন্য "সশ্ব মাংসেব" এই বিশেষণ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়॥ ৫০॥

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্ ।
বিসৃজ্য ধ্যান-যোগেন ব্রহ্মাপ্যেতি সনাতনম্ ।। ৫১ ।।

অনুবাদ—প্রিয়জনের উপর নিজের সুকৃত বা পুণ্যাংশ এবং অহিতকারী অপ্রিয়জনের উপর নিজের দুষ্কৃত বা পাপাংশ নিক্ষিপ্ত করিয়া তিনি ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হন॥ ৫১॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী বা মন্ত্রটী মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৭৯ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানিপুরুষ অপরোক্ষজ্ঞানের মহিমাতে ব্রহ্মস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য কর্ম্ম-সংস্কারের দ্বারা

আচ্ছন্ন জীব ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানের উদয়ে কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত হইলে প্রাক্তন কর্ম্মরাশি পুনর্ব্বার বন্ধনের কারণ হয় না; কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে এই কর্ম্ম-সংস্কারগুলি না থাকিলেও এবং তাঁহার আবরণের কারণ না হইলেও প্রাকৃতিক স্তরে এইগুলির সত্তা অবশ্যই থাকে। উহা দীর্ঘকাল সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে অথবা ভোগ উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। এই বিষয়ে বিভিন্ন-দৃষ্টি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মসংস্কার গুলির মধ্যে যে গুলি শুভ এবং যাহাদের ফল সুখানুভবরূপ ভোগ, সেইগুলি স্বভাবের নিয়মে জ্ঞানীর আনুকূল্যকারী সুহৃদ্‌বর্গে সঞ্চারিত হয় এবং অশুভ কর্ম্মগুলির দুঃখময়-ফল প্রাতিকূল্যকারী বিদ্বেষ্টৃগণের প্রতি সঞ্চারিত হয়, যথা—"তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃত-মুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" (কৌষীতকী উপনিষৎ, ১ম অধ্যায় ৪র্থ মন্ত্র)। অন্যত্র—"তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" (শঙ্করকৃত বেদান্তভাষ্য—৩।৩।২৬)। এইরূপ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ক্রমশঃ সুখ ও দুঃখের ভোগ, এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতে হয়, ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ফল ক্ষয় হয় না।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"॥

ইহাও সিদ্ধান্ত। এখন সমস্যা এই যে কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ার পূর্ব্বে যদি জ্ঞান সম্ভব না হয়, তবে অনন্ত কালেও জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, আবার জ্ঞান লাভের পরেও যদি প্রাক্তনকর্ম্ম ও ক্রিয়মাণকর্ম্মের সব ফলভোগ করিতে হয়, তবে তজ্জন্যও জন্ম জন্মান্তরের প্রয়োজন হয়, বিদেহ মুক্তি অসম্ভব হয়, "জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ" এই শাস্ত্র ব্যর্থ হয়; পক্ষান্তরে জ্ঞানলাভ হইলেই সব প্রাক্তন ও ক্রিয়মাণকর্ম্ম যদি নিষ্ফল হয়, তবে কর্ম্মবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ইহার সমাধান এই যে, প্রথমতঃ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল

জ্ঞানের বাধক নহে; অভুক্তকর্ম্ম থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব নয়; কর্ম্ম অশুভ হইলে সাধনার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে, এই মাত্র। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান হইলে পর দেহাত্মবোধ থাকেনা, অথচ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল দেহাত্মবোধ আশ্রয়েই হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানলাভের পর দেহাবস্থানকালে কর্ম্ম ও ভোগ যাহা কিছু হয় তাহাতে জ্ঞানীর অভিমান ও মমতা না থাকায়, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা। দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার বিদেহমুক্তি। তখনও যে অভুক্ত কর্ম্মফল রহিল তাহার ব্যবস্থা কি? কর্ম্মকর্ত্তা তো ব্রহ্মে লীন, ভোগ করিবে কে? কৃতকর্ম্মের ফলভোগ না হইলে কৃতনাশ দোষ* অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই যে যাঁহারা জ্ঞানীপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও মৈত্রীভাবাপন্ন, বিশেষতঃ তাঁহার দেহের সেবা ও সাধনার অনুকূল অবস্থাসৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করেন, তাঁহাদের চিত্ত সুকৃতিবিশিষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানীর বিসৃষ্ট শুভকর্ম্মের প্রাপ্য ফলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞানীজনের বিরোধকারী শত্রুগণের দুঃখ প্রাপ্তি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সাধুজনের সেবা ও তাঁহাদের প্রতি সদ্ভাব রাখাতে যে প্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণে ও তৎপ্রতি অসদ্ভাব পোষণে পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে। এ সব স্থলে মুক্তমহাত্মার বিসৃষ্টকর্ম্মের সহিত তাঁহার "প্রিয়" ও 'অপ্রিয়'দের কর্ম্মের যোগ সাধিত হয়। সাধুজনের মাহাত্ম্যের

---

* কর্ম্মবাদের মূলসূত্র এই যে, যে পুরুষ যে প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলভোগ না করা যে প্রকার নীতি বিগর্হিত, কর্ম্ম না করিয়া তাহার ফলভোগ করা ঠিক সেই প্রকার নীতিবিরুদ্ধ। কর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে কার্য্যকারণ ভাবের সমন্বয় করিবার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে "কৃতনাশ" ও "অকৃতাভ্যুপগম" নামক দোষদ্বয়ের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কৃতনাশ—যাহা করা হইয়াছে তাহার অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের নাশ বা ফলভোগ না করা। অকৃতাভ্যুপগম অকৃত অর্থাৎ যাহা করা হয় নাই তাহার অভ্যুপগম অর্থাৎ ফলরূপী ভোগের গ্রহণ বা স্বীকার।

মাত্রানুসারে পূর্ব্ববর্ণিত পুণ্য-পাপের তারতম্য হইয়া থাকে। এই ব্যাখ্যান হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে একপক্ষে যেমন জ্ঞানীমুক্তাত্মার কৃত-কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পক্ষান্তরে তাহা একেবারে নিরর্থকও হয় না, জগতের মধ্যে তাহার ফল সঞ্চারিত হয়। আনুকূল্যকারী ও প্রতিকূলাচারী ব্যক্তিগণের কর্ম্মেরসহিত যুক্ত হইয়া সেইসব কর্ম্ম ফল প্রসব করে। তাহারা যে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে উহা তাহাদের স্বকীয় বিশিষ্ট কর্ম্ম ও ভাবের মধ্যে সংক্রান্ত জ্ঞানী-মহাপুরুষের বিসৃষ্ট-কর্ম্মের ফল। এই হেতু কৃত-নাশ বা অকৃতাভ্যুপগম হয় না। প্রসিদ্ধি আছে যে, যে বংশে একজন ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হয়, সে বংশের উর্দ্ধ ও অধস্তন বহু পুরুষ পর্যান্ত সুখময় ফললাভ করিয়া থাকে।* পক্ষান্তরে বংশধরের দুষ্কৃতির জন্য পূর্ব্বপুরুষকে কষ্ট-প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাও শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। সমন্বয় দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে ব্যক্তিগতকর্ম্ম ও তৎফল ভোগ এবং অন্যকৃত কর্ম্মফল ভোগ এই উভয়ের মধ্যে একটী সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রটী মনুসংহিতায় ষষ্ঠাধ্যায়ের ৭৯ শ্লোকরূপে অক্ষরে অক্ষরে গৃহীত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দে তৎকারণ রাগ ও দ্বেষ নামক দুইটী চিত্ত-ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। কুল্লূকভট্ট শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ উক্ত টীকা আলোচনা করিলে লাভবান্ হইবেন। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব

---

* "অথ খলু সৌম্যেমং সনাতনমাত্মধর্ম্মং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং লব্ধা যস্তামদূষয়ন্ বর্ত্ততে স বশী ভবতি। স পুণ্যশ্লোকো ভবতি। স লোকজ্ঞো ভবতি। স বেদান্তজ্ঞো ভবতি। স ব্রহ্মজ্ঞো ভবতি। স স্বরাড্ ভবতি। স পরংব্রহ্ম ভগবন্তমাপ্নোতি। স পিতৄন্ সম্বন্ধিনো বান্ধবান্ সুহৃদো মিত্রাণি চ ভবাদুত্তারয়তি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। শতং কুলানাং প্রথমং বভূব তথা পরাণাং ত্রিশতং সমগ্রং। এতে ভবন্তি সুকৃতস্য লোকে যেষাং কুলে সন্ন্যসতীহ বিদ্বান। (শাট্যায়নীয়োপনিষৎ—৩০ মন্ত্র)।

পাপ ও পুণ্যের সংক্রমণ—"হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ স্তুতি-উপগানবৎ তদুক্তম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২৬) এই সূত্রে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সূত্রের ভগবান্ শঙ্করকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। এই ভাষ্যে প্রোক্ত বিষয় গুলির মীমাংসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষয়ের অর্থাৎ নাশের যে প্রণালী বর্ণিত হইল তাহা ছাড়াও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে আরও একপ্রকার কর্ম্মক্ষয়ের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। সদ্গুরু শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদান করিয়া তাহাকে পূর্ণত্বের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে বাগীশ্বরীর গর্ভে পুত্ররূপে তাঁহার দ্বিতীয়জন্ম সম্পাদন এবং তদনন্তর ক্রম-অনুসারে ভোগ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে। সঞ্চিত-কর্ম্মের বৈশিষ্ট্যানুসারে জীবকে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অসংখ্য দেহধারণ করিয়া ঐ দেহের ভোগোপযোগী কর্ম্মসকল ভোগ করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা একইসময়ে সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার জন্য কাল বিলম্বের অপেক্ষা থাকে না। এ বিষয়ে বিস্তৃতবিবরণ অনুসন্ধিৎসুপাঠক "স্বচ্ছন্দতন্ত্রের" ৪র্থ পটলে দেখিতে পাইবেন। যোগশাস্ত্রেও কায়ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সাহায্যে অলৌকিক ভাবে নানা প্রকার ভোগ সম্পাদনের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে ॥৫১॥

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্বৈর্বিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ক্রমশঃ সর্ব্ব প্রকার আসক্তি বা মমতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক (মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি) যাবতীয় দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া যতি ব্রহ্মতত্ত্বেই অবস্থান করেন ॥ ৫২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ইহা একরূপ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সংসারের সকল বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ এবং জাগতিক

সকল দ্বন্দ্বে সমভাব হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় এই কথাই বলিয়াছেন যথা :—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমংব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ৫।১৯ ॥

অর্থাৎ যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দ্বৈত-প্রপঞ্চ অতিক্রম করেন; কেননা ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সমস্বরূপ; সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যাঁহাদের মন ব্রহ্মমননবিশিষ্ট, তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অনুপরমাণু মধ্যে ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি করেন না। এইজন্য জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হন। সকলের অতীত কেবলমাত্র আত্মায় মনোবৃত্তি প্রবাহ পর্য্যবসিত হইলে দ্বৈতবুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না। আত্মা দ্বৈতবোধাদি দোষ বর্জ্জিত, তাহাতে বৈষম্যের বিকৃত-ছায়া পড়িতেই পারেনা; সুতরাং সমদর্শী ও ব্রহ্মদর্শী পুরুষগণ নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেই স্থিতি করিয়া থাকেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্বর্ণ প্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটীই একমাত্র সুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ অজ্ঞানের চক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চ ও তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয়" (কুমার পরিব্রাজক স্বামীকৃত গীতার ব্যাখ্যা ও সন্দীপনী)

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়কঃ।
সিদ্ধিমেকস্য পশ্যন্ হি ন জহাতি ন হীয়তে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধি লাভার্থে একাকী অসহায় (নিঃসঙ্গ) অবস্থাতেই বিচরণ করা উচিত। একেরই সিদ্ধি দর্শন করিয়া, তিনি বস্তুতঃ কাহাকেও ত্যাগ করেন না, কাহারও কর্ত্তৃক

পরিত্যক্ত হন না। (অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও অন্তরে বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্বের সহিতই তাঁহার যোগ সংস্থাপিত হয়। জ্ঞানে তিনি কাহাকেও পর বলিয়া দূরে রাখেন না, কেহই তাঁহাকে পর বলিয়া ত্যাগ করেন না। তিনি কিছু হইতেই বঞ্চিত হন না)॥ ৫৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—৫১ শ্লোকে জ্ঞানীব্যক্তি কি প্রকারে স্বকৃত পুণ্য ও পাপের ফল সংসারী লোকের ভোগের জন্য রাখিয়া নিজে কর্ম্মভোগ বিরহিত পরম-সাম্যভাব প্রাপ্ত হন তাহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী ৫২ শ্লোকে বলা হইয়াছে উক্ত প্রকারে তিনি ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ বিরহিত হইয়া এবং দ্বন্দ্বশূন্য হইয়া অবস্থিত হন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে তিনি সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী অসহায় ভাবে বিচরণপূর্ব্বক সাধনবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনুভব করেন যে, 'এক' বস্তুতঃ শূন্য নহে, একই সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ : একের প্রাপ্তিতেই সর্ব্বপ্রাপ্তি। একের সম্ভোগেই অনন্ত সম্পদের সম্ভোগ : একের সহিত নিত্যযোগেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি-অনন্ত-কালের সকলের সঙ্গে যোগসিদ্ধি। একস্থ হইয়াই তিনি সর্ব্বস্থ। তখন আর কোন কিছু ত্যাগের বোধই তাঁহার থাকেনা, তিনিও কাহাকে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাকেও কেহ ত্যাগ করেন নাই। সকলেই যে তাঁহার ভিতরে এবং তিনি যে সকলের ভিতরে। একত্বই পূর্ণত্ব, ইহার মধ্যে বস্তুতঃ কোন কিছুরই ত্যাগ নাই। যথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ"॥ গীতা ৬।২৯

অর্থাৎ "সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মাপুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন। যোগীন্দ্রপুরুষ সূত্রজালে বস্ত্রত্ব

এবং বস্ত্রে সূত্রত্ব দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্ব্ব-প্রপঞ্চ জগৎ এবং প্রপঞ্চ-জগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি বা বৈষম্য বুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায়”। (কুমার পরিব্রাজক-কৃত গীতার অনুবাদ ও সন্দীপনী হইতে উদ্ধৃত ॥ ৫৩॥

যতিচর্য্যা, তৎফলঞ্চ।

(যতির আচরণ ও তাহার ফল)

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলান্যসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—যে যতির ভিক্ষাপাত্র মৃণ্ময় শরাবাদি, বাসস্থান বৃক্ষমূল, পরিধেয় স্থূল-জীর্ণ কৌপীন, সহায়হীন হইয়া একান্তে বাস, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি বা সর্ব্বাবস্থায় সমভাব। এই সকল লক্ষণ যুক্ত পুরুষই মুক্ত বলিয়া কথিত হন॥ ৫৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী মনুসংহিতায় ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকরূপে ধৃত হইয়াছে। সহজসাধ্য মৃণ্ময়শরাব, দারুপাত্রাদি কপাল শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। তন্ত্রমতে মৃতব্যক্তির মাথারখুলিকেও কপাল বলে। বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে যতির বাসস্থান জন্য কাহারও সহায়তা আবশ্যক হয় না, উহা সর্ব্বত্রই সহজসাধ্য। অন্যের ত্যক্ত-জীর্ণ-বসনই যতির কৌপীন বাস, তাহাও সহজপ্রাপ্য; যতি সহায়হীন হইয়া একাকী একান্তে বাস করিবেন এবং সর্ব্ব প্রাণীতে সমভাব, শত্রু-মিত্রে সমভাব অবলম্বন করিবেন। এইগুলি মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। অর্থাৎ এইরূপ জীবনযাপন যাঁহার সম্যক্‌রূপ অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাঁহার কোন বিষয়ের জন্যই পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না, জীবন ধারণের জন্য কোন চিন্তা ভাবনাও করিতে হয় না। কোন অভাব অভিযোগের ক্লেশও ভোগ করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহাকে

সংসার হইতে মুক্ত বলা যায়। কিন্তু বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র তিতিক্ষার সাহায্যে এই প্রকার নিকিঞ্চন দ্বন্দ্বসহিষ্ণু জীবনযাপন অভ্যস্ত হইলেই যথার্থ মুক্তিলাভ হয় না। জ্ঞান ও ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধনা দ্বারা এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎকার না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। কায়িক তপস্যা ও বাহ্যিক বৈরাগ্য যতই বিস্ময়কর হউক তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের কারণ নয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের অব্যবহিত কারণ, তপস্যা বৈরাগ্যাদি সাধনার সহায়ক মাত্র। সন্ন্যাসী ও তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের ঐ রূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু কোন সন্ন্যাসীর ঐরূপ লক্ষণ বাহ্যতঃ দেখা গেলেই মুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করা চলে না, পক্ষান্তরে নিশ্চয় করাও চলে, যদি তিনি অন্তরে নিয়ত ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বাহ্যতঃ তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষের লক্ষণ বিশিষ্ট হন ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ॥৫৪॥

সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমাবিশেৎ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী, জিতেন্দ্রিয়, ত্রিদণ্ডী (বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড সমন্বিত), একমাত্র কমণ্ডলুধারী, একারাম (একমাত্র ব্রহ্মে রতিসম্পন্ন) যতি পরিব্রাজকাবস্থায় কেবলমাত্র ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবেন ॥ ৫৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—

"বাগ্‌দণ্ডঃ কায়দণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তাদণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥ শ্রুতিঃ।

যাঁহার বাক্য, শরীর ও মন সুনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ যিনি নিজের শরীর, বাক্য ও মনের প্রভু, তিনিই ত্রিদণ্ডী এবং তিনি মহাযতি। যাঁহার বাক্য কখনও অসত্য, অহিত, ও অপ্রিয় ভাষণে ধাবিত হয় না, কেবলমাত্র

প্রয়োজনানুরোধে ভগবদ্গুণ কীর্ত্তনে ও মোক্ষশাস্ত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়; যাঁহার শরীর কখনও ক্ষুৎপিপাসা, শীত-আতপ-বর্ষা, আলস্য জড়তা, বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত না হইয়া সাধনে রত থাকে এবং ভগবৎ সেবায় বা সদ্গুরু সেবায় উদ্যমশীল হয়, যাঁহার মন সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তনে ও ধ্যানে সমাসক্ত থাকে তিনিই ত্রিদণ্ডী নামের যোগ্য। বাহ্যিক ত্রিদণ্ড ধারণ উক্ত ত্রিদণ্ডের প্রতীক মাত্র। কমণ্ডলু সন্ন্যাসীদের নিত্য আচরণীয় জলপাত্র বিশেষ: উহা সদাশুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বহুপাত্রের ব্যবহারের নিষেধই এখানে সূচিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় স্নাতক ব্যক্তির জন্যও কমণ্ডলুর বিধান করিয়াছেন। যথা "বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্" (মনু—৪।৩৬)। গৃহস্থের কমণ্ডলু ধারণ এবং জীবিকার্থ শাস্ত্রীয় ভিক্ষা গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয় না। সদ্গৃহীর দত্ত ভিক্ষান্নই সন্ন্যাসীর পক্ষে অমৃত-ভোজন। জিতেন্দ্রিয়তা ও সর্ব্বজীবে দয়া সন্ন্যাসীর সর্ব্বপ্রধান সাধন এবং সর্ব্বাগ্রে সংযম শিক্ষা। ইহাই শাস্ত্রে যম নামে উক্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র শরীরধারণোপযোগী ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যতীত যতির পক্ষে স্বীয় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে বা লোকালয়ে প্রবেশও বিধেয় নহে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। তুরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসীরা অত্যাশ্রমী, তাঁহাদের পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই ॥ ৫৫ ॥

একোভিক্ষুর্যথোক্তঃ স্যাদ্ দ্বাবেব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়োগ্রামঃ সমাখ্যাত ঊর্দ্ধং তু নগরায়তে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—যথোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন যতি একাকী অবস্থান করিলে তাঁহাকে ভিক্ষু বলে। দুইজন যতি একত্রে বাস করিলে তাঁহাদিগকে মিথুন বলে, তিনজন একত্রে বাস করিলে তাঁহাদিগের বাসস্থান গ্রাম তুল্য হয় এবং তিনজনের অধিক একত্রে বাস করিলে তাহাদিগের আবাস নগরেরই সমতুল্য হইয়া উঠে ॥ ৫৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভিক্ষু সন্ন্যাসীর পর্য্যায় বাচক শব্দ অর্থাৎ একার্থ বোধক। শাস্ত্রমতে ধ্যান, শৌচ (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), ভিক্ষান্ন ভোজন, এবং নিত্য একান্তশীলতা। এই চারিটী যতির (ভিক্ষুর) কর্ম্ম। ইহার অতিরিক্ত ভিক্ষুর পঞ্চম কার্য্য আর কিছুই নাই। যথা—

"ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥" দক্ষস্মৃতি—৭।৩৯

সুতরাং ভিক্ষু এতদতিরিক্ত কার্য্য করিতে গেলে তাহা গৃহস্থের সঙ্গে সাঙ্কর্য্য-দোষ ঘটে ; অতএব সাঙ্কর্য্য দোষ হইলে তিনি প্রকৃত ভিক্ষুপদ বাচ্য হইবেন না। মূলশ্লোকে বা মন্ত্রে "একঃ" পদদ্বারা একাকী একান্তবাস এবং "যথোক্তঃ" পদদ্বারা যথাশাস্ত্র বুঝিতে হইবে। দুই তিন বা ততোধিক যতি একত্র বাস করিলে তাহাদিগকে ভিক্ষু-সংজ্ঞায় আখ্যাত না করিয়া শ্রুতি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগকে তিনটী সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। যথা—মিথুন, গ্রাম ও নগর। (১) মিথুন অর্থ দুইয়ের মিলন অর্থাৎ যুগল। (২) "গ্রামো" "বিপ্রাদিবর্ণপ্রায়া প্রাকারপরিখাদিরহিতা বহুজনবসতিঃ।" ইহাই ভরতের মত। শ্রীধরস্বামী "হট্টাদিশূন্য বসতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ লোকালয়। (৩) তিনজন একত্রে বাস করিলে তাহা "নগর" বা শহর, ইহা শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান এবং বহুলোকের বাস বলিয়া তাহাকে নগর বলে। পরস্পর একত্র বাসরূপ মিলন ঘটিলেই ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচিসম্পন্ন যতিদের মধ্যে নৈসর্গিকনিয়মে মিত্রতা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চালাপ দোষগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্জাত হইবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; ইহা প্রকৃতির বিধান। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। ইহার হাত হইতে কি গৃহী কি সাধু কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই। তজ্জন্যই সর্ব্বত্যাগী-চতুর্থাশ্রমীর জন্য সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে একান্তবাসের বিধান করিয়াছেন। একাধিক সাধু অর্থাৎ ভিক্ষু একত্রে থাকিলে মোক্ষ পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মানুভূতি ও মোক্ষ

লাভ যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁহার পক্ষে একান্তে একা থাকাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ॥ ৫৬ ॥

নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামং বা মিথুনং তথা।
এতত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ।। ৫৭ ।।

অনুবাদ—যতির নগর, গ্রাম অথবা মিথুন করা কর্ত্তব্য নহে। নগর, গ্রাম অথবা মিথুন করিলে যতি স্বধর্ম্মচ্যুত হন ॥৫৭॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—একাধিক সন্ন্যাসী অর্থাৎ যতি একস্থানে বাস করিবেন না ইহাই যতির পক্ষে শ্রুতি-শাস্ত্রের বিধান। যদি দুই তিন বা ততোধিক সন্ন্যাসী একত্রে বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিয়ত এক-তত্ত্বাভ্যাসের ব্যাঘাত হয় এবং সঙ্গদোষে একের মোক্ষ-প্রতিকূল-সংস্কার-সমূহও অন্যের চিত্তে সংক্রামিত হয়। তদ্ব্যতীত একত্র-বাসহেতু বৃথা বার্ত্তালাপ হয়, পরস্পরের দোষগুণের চিন্তাও মনে উদিত হয়, আসঙ্গ-লিপ্সাও প্রবল হয়, পক্ষান্তরে পরস্পরের সুখ দুঃখেরও অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সম্পূর্ণরূপে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া নিত্য নিরন্তর ঐকান্তিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করাই যতির স্বধর্ম্ম। লোক-সঙ্গী-যতি এইজন্য স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। বিভিন্ন যতির একত্রবাসের অন্যান্য দোষ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

রাজবার্ত্তাদি তেষাং স্যাদ্‌ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরং।
স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষান্ন সংশয়ঃ ।। ৫৮ ।।

অনুবাদ—বহু সন্ন্যাসীর একত্র বাস হইলেই রাজবার্ত্তা, ভিক্ষাবার্ত্তা প্রভৃতি বিক্ষেপজনক আলাপ এবং স্নেহ, পৈশুন্য,

মাৎসর্য্য, প্রভৃতি অসৎ চিত্তবৃত্তির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—একাধিক সন্ন্যাসীর একত্র বাস হইলেই সেই মিলনের ফলে নানাপ্রকার বার্ত্তালাপের সুযোগ ঘটিয়া থাকে এবং চিত্তেন্দ্রিয় বহির্ম্মুখ হইয়া সেই সুযোগ গ্রহণও করিয়া থাকে। কখন বা রাজার দোষ গুণ বিচার, কখন বা কাহার কোথায় কিরূপ ভিক্ষা গ্রহণ হইল তদ্বিষয়ক আলাপ, কখনও পরস্পর মিলন জন্য স্নেহ মমতার আবির্ভাব, কখনও বা পরস্পরের প্রকৃতি-বৈষম্য জন্য পৈশুন্যভাবের সঞ্চার হয়। (পৈশুন্যং খলতা, তদ্ যথা— "পরস্পরং ভেদশীলে পিশুনো দুর্জ্জনঃ খলঃ" ইতি পিশুনঃ, পিশুনস্য ভাবঃ পৈশুন্যং) আবার কখনও বা প্রকৃতিগতভাবের স্ফুরণ হইয়া মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ হয়। পরস্পর মিলনের ফলে কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই একই প্রকার ভগবদ্বিধান। ইহার হাত হইতে কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই। একত্রবাস জন্য এই দোষগুলি সন্ন্যাসীর মধ্যেও আসিয়া যায়। ইদ্বা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যতির পক্ষে নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তবাসই কর্ত্তব্য। একান্তবাস ভিন্ন সন্ন্যাসীর মুখ্য-ধর্ম্ম ধ্যান-ধারণা অব্যাহত ভাবে হইতেই পারে না। সুতরাং সন্ন্যাসী একান্তশীল হইবেন ॥৫৮॥

একাকী নিস্পৃহস্তিষ্ঠেন্ন হি কেন সহালপেৎ।
দদ্যান্ নারায়ণেত্যেব প্রতিবাক্যং সদা যতিঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—যতি সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া একাকী অবস্থান করিবেন, কখনও কাহারও সহিত বার্ত্তালাপ করিবেন না। কাহারও কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলে 'নারায়ণ' এইরূপ প্রতি-বাক্য বা প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন ॥ ৫৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যতি সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য হইয়া নিরাকাঙ্ক্ষ-

ভাবে মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী অবস্থান করিবেন। সঙ্গদ্বারা কিরূপ অনর্থ ঘটে তাহা পূর্ব্বশ্লোকেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে যতি "দস্থান্ নারায়ণ" অর্থাৎ নারায়ণ দেওয়ার মালিক, আমি তাঁহার সেবক বা দাস, "নারায়ণ দিবেন" এইরূপ প্রতিবাক্য বলিবেন। অর্থাৎ নারায়ণ সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বজীবের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত আছেন, তিনি শরণাগতবৎসল, যদি কিছু চাহিতে হয় তাঁহাকে প্রার্থনা কর। তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি অন্তর্য্যামী প্রভু, তিনি তোমার মধ্যেও বিরাজমান, তাঁহাকে চিনিয়া লও, তাঁহাকে চিনিতে পারিলে তোমার কোন প্রকার কামনা থাকিবে না, সর্ব্বপ্রকার অভাব, অভিযোগ মিটিয়া যাইবে। তুমি যে রাজরাজেশ্বরের পুত্র, স্বয়ংই রাজেশ্বর কেবল তোমার আত্মপরিচয় নাই বলিয়া ভ্রমে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যিনি সকল নরের অন্তর্য্যামী তিনিই নারায়ণ বা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণকে স্মরণ রাখা, চিত্তকে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত রাখিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে বা মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, তাহার মধ্যেও নারায়ণকেই দর্শন করিবার অভ্যাস—ইহাই যতির সাধনা। চিত্তকে সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে ভাবিত রাখিবার,—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ, চিন্তাধারাকে ব্রহ্মাভিমুখে প্রবাহিত রাখিবার উদ্দেশ্যে একান্তবাস নিতান্তই দরকার এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করাই সঙ্গত। যদি কখন অন্য কেহ আহ্বান করে বা কোন প্রশ্ন করে বা কিছু প্রার্থনা করে অথবা কোনরূপ সেবা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহাকে কঠোরভাবে অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহার অন্তরে ব্যথা না দিয়া, তাহার মধ্যেও নারায়ণকেই দর্শন করিতে চেষ্টা করিবে, নারায়ণ বোধে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার কথার সাড়া দিবে, তাহার প্রশ্নের উত্তর তাহার অন্তর্য্যামী নারায়ণকেই নিবেদন করিবে, কিছু দেওয়া আবশ্যক হইলে দানের পাত্রের ভিতরে নারায়ণকেই দিবে। কোন

সেবা গ্রহণ করিলেও নারায়ণের প্রসাদ বা অনুগ্রহ বোধেই গ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি চলিয়া গেলে আবার নারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক অন্তর্য্যামী নারায়ণেই চিত্ত সমাহিত করিবে। কোন অবস্থাতেই নারায়ণ হইতে চিত্ত স্খলিত না হয়, এই প্রচেষ্টা রাখিতে হইবে ॥ ৫৯ ॥

একাকী চিন্তয়েদ্ব্রহ্ম মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ।
মৃত্যুং চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন ॥ ৬০ ॥

কালমেব প্রতীক্ষেত যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে ।
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্ ॥
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যতি একাকী অবস্থান করিয়া মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মচিন্তা করিবেন। তিনি কখনও মৃত্যুর ইচ্ছা বা জীবিতথাকার কামনা করিবেন না। যতদিন পরমায়ু শেষ না হয় যতি ততদিন কালেরই প্রতীক্ষা করিবেন। 'এখন মৃত্যু হইলে ভাল হইত' অথবা 'আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে ভাল হয়' এইরূপ চিন্তা মনেও স্থান দিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যতি কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন ইহাই ভগবানে শরণাগতিভাব ॥ ৬০।৬১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই দেহ নশ্বর, পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত, আমি এইদেহ নই। আমি চিৎস্বরূপ-ব্রহ্ম, এইরূপ অহরহ চিন্তা করিতে পারিলে, দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হইয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া এইরূপ মন দ্বারা চিন্তা করিবেন। মনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারপাল-স্বরূপ, মনই চিন্তার যন্ত্র, মন দ্বারাই চিন্তন ব্যাপার সম্ভব। তবে 'কায়কর্ম্মভিঃ'

এইরূপ বলার তাৎপর্য্য এই—যখন মন চিন্তন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় বা ব্রহ্মচিন্তন ছাড়িয়া অন্য-বিষয়-চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেছে বুঝা যাইবে, তখন শরীর দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিলে মন সেই কার্য্যের দিকে ধাবিত হয়, অর্থাৎ দেবগৃহ মার্জ্জন, পূজার্থ পুষ্পচয়ন, দেব-গৃহে ধূপদান, পূজার্থ চন্দন ঘসা, নৈবেদ্য করা, ইত্যাদিরূপে দেবতার কার্য্যগুলি সানন্দ-মনে কর্ত্তব্যবোধে নিষ্ঠার সহিত একান্তমনে করিতে পারিলে তাহাও একরূপ ব্রহ্মচিন্তনই হইল, অন্যপক্ষে ভগবৎপ্রতিমা সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, দেবতার শ্রীঅঙ্গে ব্যজন, দেবতার অঙ্গমার্জ্জন ও শৃঙ্গার করা, ইহাও কায় ও কর্ম্মদ্বারা চিন্তা বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তন এইরূপেও হইতে পারে। এইরূপ করিতে করিতে যখন মন স্থির হইয়া যাইবে তখনই মন সমাহিত হইয়া চিৎস্বরূপের তত্ত্ব-চিন্তায় সমাধিস্থ হইতে পারিবে। কেহ প্রারব্ধবশতঃ উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইলে বা পুত্র-শোকাদি দ্বারা কাতর হইয়া পড়িলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৃত্যুর কামনা করেন, অন্যপক্ষে কেহ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-বশতঃ সুপ্রারব্ধ বশতঃ সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া আরও বেশীদিন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু নিষ্কাম যতিরা উক্তরূপ মরণ বা জীবন কামনা করিবেন না। আত্মার স্বরূপতঃ মরণও নাই, জীবনও নাই—ইহা জানিয়া জীবন ও মরণকে সমদৃষ্টিতে দেখিবেন। তাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মচিন্তন করিতে করিতে ব্রহ্মেস্থিতি লাভ করিয়া, প্রারব্ধক্ষয়ে কালক্রমে যখনই দেহপাত হউক না কেন তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন ॥ ৬০।৬১ ॥

অজিহ্বঃ পণ্ডকঃ* পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

---

* বোম্বে নির্ণয়সাগরপ্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে "পণ্ডক" স্থলে 'ষণ্ডক' পদ দেখা যায়। উভয়েরই আভিধানিক অর্থ একই।

অনুবাদ—ভিক্ষু—অজিহ্ব, পণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির এবং মুগ্ধ হইতে অভ্যস্ত হইবেন ; কারণ এই ছয় প্রকার অভ্যাস দ্বারা সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৬২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অজিহ্ব, পণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ এই ছয়টীর ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী ছয়টী শ্লোকে করা হইয়াছে ; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা পৃথক্‌ভাবে এখানে দেওয়া অনাবশ্যক ।

অজিহ্বাদীনাং লক্ষণম্ ।

(পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অজিহ্বাদি ছয়টীর লক্ষণ)

ইদমিষ্টমিদং* নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি ।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ।। ৬৩ ।।

অনুবাদ—যিনি সুস্বাদু বা বিস্বাদু খাদ্য ভোজন করিয়া মনে তৃপ্তি বা অতৃপ্তি বোধ করিলেও সুস্বাদু খাদ্যে অনুরক্ত বা বিস্বাদু খাদ্যে বিরক্ত হন না ; যিনি হিতকর, সত্য, পরিমিত বাক্য মাত্র বলেন তিনি অজিহ্ব বলিয়া কথিত হন ॥ ৬৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে যতি সুস্বাদু বা বিস্বাদু—উভয় দ্রব্যের আস্বাদ জিহ্বার দ্বারা অনুভব করিয়া উভয় দ্রব্যকেই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করাও অশিষ্টাচার বা পাপ মনে করেন, তিনি অজিহ্ব নামে অভিহিত হন। অর্থাৎ মন সর্ব্বদা ব্রহ্ম-চিন্তনে লিপ্ত থাকায় এবং দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় জিহ্বায় ভাল মন্দ স্বাদ

---

* "ইদং স্পষ্টমিদং নেতি" ইতি পাঠো অড়িয়ার-সংস্করণে দৃশ্যতে ।

গ্রহণের অবকাশ তাঁহার থাকে না। জিহ্বার দুইটী কাজ, একটী স্বাদ গ্রহণ করা, অন্যটী বাক্য বলা। কোন বাক্য বলিতে হইলে শাস্ত্রানুসারে সত্য, হিত ও পরিমিত বাক্য বলিবে। এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত যে ব্যক্তি, তিনি শাস্ত্রীয় অজিহ্ব সংজ্ঞাযুক্ত ॥ ৬৩ ॥

অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাংচ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স পণ্ডকঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—সদ্যঃপ্রসূতা নারী এবং শতবর্ষীয়া বৃদ্ধার ন্যায় ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে দেখিয়া যিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, তাঁহাকে পণ্ডক বলে ॥ ৬৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ষোড়শবর্ষীয়া বলিতে শুধু ষোড়শ বর্ষীয়া নহে, উহা উপলক্ষণ মাত্র। যে নারীকে দেখিলে লোকের ভোগবাসনার উদ্রেক হইতে পারে তাহাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে—আষোড়শাদ্ভবেদ্‌বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা"। ষোড়শবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশৎ বা ত্রিশ বর্ষ পর্যান্ত নারীদের তরুণী বা যুবতী অবস্থা। তজ্জন্য ষোড়শবর্ষের উল্লেখ আছে। সদ্যপ্রসূতা-নারী ও শতবর্ষীয়া-বৃদ্ধাকে দেখিয়া মনুষ্যের কিছুতেই ভোগবাসনার উদ্রেক হয় না। তদ্রূপ ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে দেখিয়াও যে ব্যক্তির মনে মনেও ভোগেচ্ছার উদ্রেক হয় না, তিনি পণ্ডক নামে অভিহিত হইবেন। পণ্ডক ও ষণ্ডক অর্থ নপুংসক ॥ ৬৪ ॥

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—যিনি কেবল ভিক্ষার জন্য অথবা মলমূত্র

ত্যাগের জন্যই ভ্রমণ করেন এবং তাহাও যোজনের (চারিক্রোশের) বেশী নয়, তিনি পঙ্গু (খোঁড়া) বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৬৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পঙ্গু অর্থ পদ-বিকল অর্থাৎ খোঁড়া। এখানে ভিক্ষুরা চারিক্রোশ পর্য্যন্ত ভিক্ষার্থ বা মলমূত্র বিসর্জ্জনজন্য যাতায়াত করিলেও তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে (শ্রুতিতে) পঙ্গুনামে অভিহিত করিয়াছেন, কেননা সেটী তাঁহাদের শাস্ত্রানুযায়ী ভ্রমণ। মলমূত্র বিসর্জ্জন বাসস্থান হইতে দূরে গিয়া করাই স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত। ভিক্ষুদের ভিক্ষাই জীবিকা, উহা সংগ্রহেরজন্য সদ্গৃহস্থের দ্বারে যাওয়ার বিধি আছে। ঐ কার্য্যের জন্য চারিক্রোশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়াও এবং বিকলাঙ্গ না হইলেও তাঁহারা পঙ্গু নামে অভিহিত হন। ইহাই ফলিতার্থ ॥ ৬৫ ॥

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্ ।
চতুর্যুগাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—যিনি বসিয়াই থাকুন বা গমন করিতেই থাকুন, ষোল হাতের দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, সেই পরিব্রাজক অন্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ৬৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যতি অধিকদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নানা দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে নানা ভাবের বা চিন্তার উদ্রেক হইয়া তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হইতে পারে, তৎফলে যতি ভগবচ্চিন্তন হইতে বিরহিত হইতে পারেন, এই জন্যই তাঁহাকে ষোল হাতের অধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ষোল হাত পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও পরিব্রাজক অন্ধ বলিয়া অভিহিত হইবেন কেননা তাহা শ্রুতিশাস্ত্র সম্মত ॥ ৬৬ ॥

হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতীব বধিরঃ সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—যিনি হিতই হউক অথবা অহিতই হউক, মনের প্রীতিদায়ক হউক বা অপ্রীতিদায়ক হউক, কোনকথা শুনিয়াও অশ্রুতবৎ থাকিতে পারেন, তিনি বধির বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ৬৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে যতি হিতবাক্য বা অহিতকরবাক্য, মনের প্রীতিদায়ক-কথা অথবা অপ্রীতিদায়ক-কথা শ্রবণ করিয়াও তাহার কোনটীতে কর্ণক্ষেপ না করিয়া অর্থাৎ অশ্রুতবৎ থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তনে মনকে নিবিষ্ট রাখিতে পারেন, কিছুতেই ভগবচ্চিন্তন হইতে বিচলিত হন না, তিনি বধির বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ৬৭ ॥

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং যঃ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—যে ভিক্ষু অবিকলেন্দ্রিয় বলিয়া ভোগ্যবস্তু-সকল ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াও এবং ঐ সকল বস্তু সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও নিদ্রিতেরন্যায় অবস্থান করেন. তিনি মুগ্ধ বলিয়া কথিত হন ॥ ৬৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মন, একাদশেন্দ্রিয় এবং অপর দশটী ইন্দ্রিয়ের রাজা বা চালক। মনের ইঙ্গিতভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়ের কোনকার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। যে ভিক্ষুর মন নির্ব্বিষয় হইয়া নিয়ত-ব্রহ্মধ্যানে ও চিন্তনে তন্ময় হইয়া গিয়াছে, সদাই অন্তর্মুখভাবে অবস্থিত, তাঁহার নিকট ভোগ্যবিষয় গুলির সন্নিকর্ষ ঘটিলেও তিনি এমন উদাসীনভাবে থাকেন যে, বাহির

হইতে দেখিলে বোধ হইবে যে তিনি যেন ঘুমাইয়া আছেন, অথবা এইসব বস্তু যে ভোগোপকরণ—এই জ্ঞানই তাঁহার নাই। তাদৃশ ভিক্ষু বা যতিকে মুগ্ধ বলে ॥ ৬৮ ॥

যতীনাং বর্জ্জনীয়ানি।

(যতিদিগের বর্জ্জনীয়)

নটাদিপ্রেক্ষণং দ্যুতং প্রমদাসুহৃদং তথা।
ভক্ষ্যং ভোজ্যমুদক্যাংচ ষণ্ন পশ্যেৎ কদাচন ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—যতি নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্যুতক্রীড়া (পাশা খেলা), প্রমদাসুহৃৎ (স্ত্রৈণব্যক্তি), ভক্ষ্য (মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি), ভোজ্য (ষড়্‌বিধ রসযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি), রজস্বলানারী, এই ছয়টী কদাপি দর্শন করিবে না ॥ ৬৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সাধকমাত্রেরই নানাপ্রকার সংস্কার সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অনুকূল ভোগ্যবিষয়ের সান্নিধ্যে তাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়া চিত্তেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ জন্মায়। সুতরাং তাহা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। নৃত্যগীত ও অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি দর্শনে যতি মুগ্ধ হইয়া পড়িলে, উত্তমভক্ষ্য ও ভোজ্যদর্শনে লুব্ধ হইলে, স্ত্রৈণব্যক্তি ও রজস্বলানারী দর্শনে চিত্তবিকার জন্মিলে যতির অধঃপতনের ও সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকায় ঐ ছয়টী দর্শনে যতিকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। ঐ ছয়টী চিত্তবিকারের হেতু বলিয়াই শ্রুতি "কদাচন ন পশ্যেৎ", কখনও দর্শন করিবে না, এই রূপ বিধান করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

রাগং দ্বেষং মদং মায়াং দ্রোহং মোহং পরাত্মসু।
ষড়েতানি যতির্নিত্যং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—যতি পরদেহের প্রতি অনুরাগ, দ্বেষ, গর্ব্ব, মমতা, দ্রোহ (অনিষ্টচিন্তা) এবং মোহ এই ছয়টীকে কদাচ মনে স্থান দিবেন না ॥ ৭০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কোন জীবের প্রতি অনুরাগ হইলে ভগবৎ-বিস্মৃতি আসিবেই, কোন ব্যক্তি-বিশেষের-প্রতি দ্বেষভাব আসিলেই সংসার বন্ধনে পড়িতে হইবে, মনস্তাপ আসিবে, সুতরাং মোক্ষের বিঘ্ন হইবে। দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারাই গর্ব্বভাবের সঞ্চার হয়। মমত্ববুদ্ধিই ভগবদ্বিস্মৃতির নিদান, অন্তর্য্যামী-ইষ্টদেবকে ভুলিয়া গেলেই পরের অনিষ্ট-চিন্তা মনে স্থান পায় এবং পরদেহে মোহ, যথা—মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গেহম্। এতদন্যৎ মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥" আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গহ—এইসব মোহ গৃহীর পক্ষে সম্ভবে, কিন্তু যতির পক্ষে আমার সেবাকারী প্রিয়শিষ্য, আমার মঠ ও মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দ্বারা মোহ আসিয়া থাকে। এইজন্য উক্ত শাস্ত্রবাক্যে "এতদন্যৎ মমত্বং যৎ" কথাটাতে যতিকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য মোহগুলির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। রাগ-দ্বেষাদি ছয়টী সন্ন্যাসীর পক্ষে পরম সাধন-বিঘ্নকর, ইহা বিচার দ্বারা ঠিক করিয়া মনে মনেও ঐ ছয়টী চিন্তা করিবেন না। ইহাই ফলিতার্থ ॥ ৭০ ॥

মঞ্চকং শুক্লবস্ত্রং চ স্ত্রীকথা লৌল্যমেব চ।
দিবাস্বাপং চ যানং চ যতীনাং পাতকানি ষট্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—মঞ্চকে শয়ন, শুভ্রবস্ত্র পরিধান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ভোগ্যবিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা, দিবানিদ্রা এবং যানারোহণ, এই ছয়টী যতিদের পক্ষে পাপজনক ॥ ৭১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মঞ্চ অর্থ খাট, এখানে তজ্জাতীয় চৌকী, চেয়ার, আরামকেদারা প্রভৃতিও লক্ষিত হইয়াছে। যতির ইহা ব্যবহার করা বিধিবিরুদ্ধ, পাপজনক। স্ত্রীপ্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা যতির পক্ষে সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য, উহা শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত অষ্টপ্রকার মৈথুনের অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার মৈথুনবিশেষ। ভোগতৃষ্ণা যতির পক্ষে পতনের কারণ। দিবানিদ্রা সকলের পক্ষেই অনিষ্টকারক; এইজন্য শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বশাস্ত্রেই উহা নিষেধ করিয়াছেন। উহা সাধকেরপক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। যতি পদব্রজে ভ্রমণ করিবেন, তীর্থ-ভ্রমণও পদব্রজেই করিবেন। গোশকট ও পালকী প্রভৃতি আরোহণ যতির পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। যতির কষায়বস্ত্র পরিধান ব্যবস্থা, শুক্লবস্ত্র নহে ॥ ৭১ ॥

যতিভিঃ অনুষ্ঠেয়ানি।

(যতিগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্য)

দূরযাত্রাং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েদাত্মচিন্তকঃ।
সদোপনিষদং বিদ্যামভ্যসেন্মুক্তিহৈতুকীম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—আত্মচিন্তাপরায়ণ যতি যত্নসহকারে দূরদেশ যাত্রা ত্যাগ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা মুক্তিপ্রদায়িনী উপনিষদ্ বিদ্যার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিবেন ॥ ৭২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার সার এবং ইহাই মুক্তির সোপান স্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর সমস্তই অবিদ্যা। সদ্গুরু-মুখে এই আত্মবিদ্যার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া (অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া) মননদ্বারা উহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপিত হইলে শ্রদ্ধাসহ নিয়ত উহা অভ্যাস করিতে পারিলে মুক্তি সহজসাধ্য হইবে ॥ ৭২ ॥

ন তীর্থসেবী নিত্যং স্যান্নোপবাসপরো যতিঃ।
ন চাধ্যয়নশীলঃ স্যান্ন ব্যাখ্যানপরো ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—যতি সর্ব্বদা তীর্থযাত্রা অর্থাৎ তীর্থপর্য্যটন করিবেন না। নিত্য উপবাস পরায়ণও হইবেন না। অধিক অধ্যয়নশীল কিংবা ব্যাখ্যাপরায়ণও হইবেন না ॥ ৭৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই শ্লোকের 'নিত্যং' পদটী প্রত্যেককথার সহিতই সংযোজিত হইবে। নিত্য—সর্ব্বদা। তীর্থসেবা, উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যান এই চারিটী দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রে উহার বিধান আছে এবং ফলশ্রুতিও দেখা যায়। অধিকারিভেদে উহা স্থলবিশেষে কাহারও পক্ষে নিত্যকরণীয়, কাহারও নৈমিত্তিক করণীয়, কাহারও পক্ষে লোকসংগ্রহার্থ করণীয়, কাহারও পক্ষে অকরণীয়। যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত উহা নিষ্কামভাবে নিত্য করণীয়। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখা যায়। নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন "যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। যথা—"ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্।" তৎপরেই বলিয়াছেন—"ওঁ অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া" অন্যথা পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। যিনি সর্ব্বদা আত্মস্থ, যাঁহার চিত্তবিক্ষেপ হয় না এবং যিনি দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য তাঁহার পক্ষে কিছুই করণীয় নাই। তাঁহার করণীয় মধ্যে মাত্র চারটী—ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা ও একান্তশীলতা। এতল্লক্ষণাক্রান্ত যতির পক্ষে ঐ চারটী ভিন্ন আর কিছুই করণীয় থাকিতে পারে না। কিন্তু লোক-শিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। নারদ প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মারাও লোকশিক্ষার্থ ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া লোককে শিক্ষা দেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

এই সব আলোচনা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—নিত্য আত্ম-সংস্থ যতির কিছুই করণীয় নাই। তদ্ভিন্ন যতিরা তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধ্যান ধারণারূপ মুখ্য সাধনের ব্যাঘাত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাবকাশ তীর্থাটন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, অধ্যয়ন, উপবাসাদি নিষ্কামভাবে করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণকে শিক্ষা দিবেন। পরাবিদ্যা ব্যাখ্যান ও অধ্যয়ন সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য। উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষ শাস্ত্রের টীকাকার ও ভাষ্যকার প্রায়ই সন্ন্যাসী। এইজন্যই মূল শ্লোকে নিত্য শব্দ দ্বারা উহা বিশেষ করা হইয়াছে। এই নিষেধবাক্য সাধককে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, যে সব কার্য্য স্বপরহিতকর, তাহাতেও আসক্তি বা নেশা উৎপন্ন হইলে বিপদ্ আছে, সৎকার্য্যে আসক্তিও মোক্ষের অন্তরায় হইয়া থাকে। এমন অনেক সাধু দেখা যায়, যাঁহারা তীর্থদর্শনই একটা বড় সাধনা মনে করেন; খুব কঠিন কঠিন তীর্থে পর্য্যটন করিতে পারিলেই যেন মোক্ষ তাঁহাদের করতলগত হয়। অনেকে চিরকালই এই সংস্কারবশে ঘুড়িয়া বেড়ান। অনেক সাধু মনে করেন, উৎকট ব্রতোপবাস তপস্যাদি দ্বারা শরীরকে ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্পেষণ করিতে পারিলেই আধ্যাত্মিকতার উন্নততম সোপানে আরোহণ হইল। অনেক বিদ্বান্ সাধু সারাজীবন অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া ও জটিল দার্শনিক সমস্যাসমূহের সমাধানে নিপুণ হইয়াই সাধনা শেষ করেন। শ্রুতি এই সকলের ভ্রম নির্দ্দেশ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

অপাপমশঠং বৃত্তমজিহ্মং নিত্যমাচরেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি সমাহৃত্য কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ ।। ৭৪ ।।

অনুবাদ—কূর্ম্ম (কচ্ছপ) যেমন স্বীয় হস্তপদাদি অঙ্গ সকল শরীর মধ্যে লুকাইয়া রাখে, যতিও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকারে নিজ ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া অন্তর্মুখ করিবেন এবং

অপাপ হইয়া অর্থাৎ পাপপুণ্য-শূন্য হইয়া শঠতা ও কুটিলতা ত্যাগ করতঃ লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন ॥ ৭৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—প্রকৃতির বিধানে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃই বহির্মুখ থাকে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যতিরা সেইগুলিকে অন্তর্মুখ করিবেন। যম ও নিয়ম পালন ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধিলাভ হয় না। চিত্তশুদ্ধি লাভ না হইলে শ্রবণ ও মননের দৃঢ়সংস্কার হৃদয়ে সংরূঢ় না হওয়ায় নিদিধ্যাসনের স্থায়ী ফল লাভের আশা নাই। শঠতা সাধনপথের চরম অন্তরায়। তজ্জন্যই যতিকে অশঠ হইতে বলিয়াছেন। টীকায় ব্রহ্মযোগী 'অশঠং' অর্থ—"সাধুজনসেব্যব্রহ্মগোচরম্" করিয়াছেন। 'অজিহ্মং'—মৌনমিত্যর্থঃ, অর্থাৎ নিয়ত ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ। 'অপাপং'—"পাপপুণ্য তৎফল বিমুক্তম্" পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি পুণ্যলোক লাভ হয়, নিষ্কাম যতি স্বর্গকামনা ও পাপানুষ্ঠান উভয়কেই সংসার বন্ধের কারণ বলিয়া জানেন। কাজেই টীকাকার পাপপুণ্য উভয়শূন্য হওয়াকেই অপাপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে না হয় তাহাই অপাপ ॥ ৭৪ ॥

ক্ষীণেন্দ্রিয়মনোবৃত্তির্নিরাশীর্নিষ্পরিগ্রহঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ ॥ ৭৫ ॥
নির্ম্মমো নিরহংকারো নিরপেক্ষ নিরাশিষঃ।
বিবিক্তদেশসংসক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ইতি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলি তাহাদের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়াছে, যাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি পরিগ্রহ-শূন্য হইতে

পারিয়াছেন, যিনি শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, যিনি কাহাকেও নমস্কার করেন না, যিনি স্বধাকার শূন্য হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকার্য্য হইতে যতি ধর্ম্মানুসারে বিরত, যিনি নির্ম্মম অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপরে যাঁহার মমত্ব বুদ্ধি নাই, যিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ বৈরাগ্য বশতঃ কাহারও নিকট কোন প্রত্যাশা করেন না, 'নিরাশিষ' অর্থাৎ যাঁহার ঐহিক পারত্রিক কোন কামনা নাই, যিনি নিরহংকার হইতে পারিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হইয়াছে, যিনি বিজন প্রদেশে নিয়ত নিবাস করেন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইয়া থাকাই যাঁহার রুচিকর, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে সন্ন্যাসী উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন হইতে পারিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবেন। নিরাশীঃ ও নিষ্পরিগ্রহ এই উভয় শব্দের ভাবার্থ একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিরাশীঃ অর্থ—এই সংসারে যাঁহার কাহারও নিকট কোন কামনা বা প্রার্থনা এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখেরও কামনা নাই। নিষ্পরিগ্রহ অর্থ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাভিন্ন অর্থ-সম্পত্তি, বস্ত্রাদি লোভজনক কোন দ্রব্য শ্রদ্ধাসহ কোন সজ্জন দান করিতে ইচ্ছুক হইলেও তিনি তাহা যতিধর্ম্মানুসারে কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। তিনি উহা তাঁহার সাধনের বিঘ্নকর বোধে পরিহার করিবেন। একান্তবাস সাধক মাত্রেরই পরম সহায়। এইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মপরায়ণ যতি জানেন এইদেহ দেবালয় বিশেষ, ইহার মধ্যে যে জীব বাসকরেন তিনি শিব-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় তিনি শ্রুত্যুক্ত "সোহহং" ভাবেই আত্ম দেবতাকে পূজা করেন অর্থাৎ "শিবোহহং" বলিয়াই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। তিনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া জানেন সুতরাং তিনি

পূজা করিবেন কাহার? ব্যুত্থিত অবস্থায় তিনি তো মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদিতেও নিজেকেই দেখিতে পান। এই প্রকার অভেদদর্শি-যতিকে "নির্নমস্কার" বলা হইয়াছে। এই লক্ষণসম্পন্ন যতিকে গৃহস্থমাত্রেই দর্শন করিয়া জাত্যভিমান ভুলিয়া গিয়া "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার করিবেন। কিন্তু শাস্ত্রবিধানে যতি সকলকেই "নারায়ণ" জানিয়া অর্থাৎ সকলের ভিতরেই পরমাত্মরূপী বিশুদ্ধ-চিদ্রূপ-নারায়ণ নিত্য বিদ্যমান ইহা স্মরণ করিয়া "নারায়ণ" শব্দদ্বারা প্রতিবচন দিবেন। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র সকল শাস্ত্রে একইরূপ বিধান করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ৮ম উল্লাসে সদাশিব বলিয়াছেন—

"সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ।
যতের্দ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ"॥

বহুশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বে ধৃত—

"দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বাপ্যদণ্ডিনম্।*
নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ"॥ (জমদগ্নি)।

ভগবচ্ছরণাগতি বা ব্রহ্মস্থিতিই যতির একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয় হইবে। তদ্ভিন্ন যতির অন্যলক্ষ্য থাকিলে তিনি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবেন॥ ৭৫।৭৬॥

আশ্রমানুসারেণ পারিব্রাজ্যম্
(আশ্রমানুসারে সন্ন্যাস)

অপ্রমত্তঃ কর্ম্মভক্তিজ্ঞানসম্পন্নঃ স্বতন্ত্রো বৈরাগ্যমেত্য ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো বাহমুখ্যবৃত্তিকা চেদ্ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা

* "ত্রিদণ্ডিনমিতি" বঙ্গবাসী সংস্করণ-সম্মতঃ পাঠান্তরঃ।

ব্রতী বা স্নাতকো বাস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ। তদ্ধৈকে প্রাজাপত্যা-মেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। অথবা ন কুর্য্যাৎ। আগ্নেয্যামেব কুর্য্যাৎ। অগ্নির্হি প্রাণঃ প্রাণমেবৈতয়া করোতি। তস্মাৎ ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ। এত এব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থাবলম্বী যদি আত্মতত্ত্ববিষয়ে অবধানশীল হন; কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে স্বতন্ত্র অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি তীব্রবৈরাগ্য সম্পন্ন না হন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবেন, গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া তদনন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন হন তাহা হইলে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই, অথবা গৃহস্থাশ্রম অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই (অর্থাৎ তিনি যে আশ্রমে আছেন সেই আশ্রম হইতেই) সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রতী হউন বা নাই হউন, স্নাতকই হউন অথবা নাই হউন, অগ্নি পরিত্যাগ করুন অথবা নিরগ্নি হউন, যেদিন তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইবে সেই দিনই তিনি (যে আশ্রমেই থাকুন সেখান হইতেই) সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রাজাপত্য-ইষ্টি মাত্রই করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে তাহা না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু

আগ্নেয় ইষ্টি সম্পাদন করিবে। কারণ অগ্নিই প্রাণ ; এই ইষ্টি দ্বারা প্রাণনিষ্পত্তি অর্থাৎ প্রাণের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। অতএব ধাতুত্রয় বিষয়ক ইষ্টি করিবে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটীকে ধাতুত্রয় বলা হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—"গৃহাদ্বা বনাদ্বা" এই স্থানে তীব্রবৈরাগ্য এবং মন্দ-বৈরাগ্য স্থলে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান আলোচিত হইয়াছে। বিদ্বৎ সন্ন্যাসের ভূমিকাতে এই সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন কিছু আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এইখানে পুনরালোচনা হইতে বিরত থাকিলাম। বর্ত্তমান প্রকরণে আমরা "বৈরাগ্য" শব্দ তীব্রবৈরাগ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। "মুখ্যবৃত্তিকা" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ পাঠ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য মনে হয় না। ভাষাগত অশুদ্ধি আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও "মুখ্য" শব্দের তাৎপর্য্য বিবক্ষিত অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। এইজন্য আমরা অনুবাদে "অমুখ্য" পাঠ মানিয়া লইয়া তদনুসারে অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য পূর্ব্ববর্ত্তী "বা" পদের সঙ্গে "অমুখ্য" পদের সন্ধি হওয়াতে "অ" কারের পৃথক্ সত্তা লুপ্ত হইয়াছে। টীকাকারদের মধ্যে কেহই এ বিষয়টী আলোচনা করিয়া ব্যাখ্যা বা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বানপ্রস্থের যথাক্রমে যে যে বৃত্তি প্রধান, তাঁহাদের মনোবৃত্তি যদি তৎকালে তদনুরূপ হয়, তাহাতে যদি বিতৃষ্ণা না হয়, তবে সেই সেই আশ্রমের কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুযায়ী বয়সে পর পর আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্থ বয়সে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। এই অর্থে "মুখ্যবৃত্তিক" পাঠও সুসঙ্গত হইতে পারে। তীব্র বৈরাগ্যবানের জন্যই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিযো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আরোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ৭৮ ॥

ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ, প্রাণং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। আহবনীয়াদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাজিঘ্রেৎ। যদগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াৎ। আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য তদুদকং প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষদমিতি। শিখাং যজ্ঞোপবীতং পিতরং পুত্রং কলত্রং কর্ম্ম চাধ্যয়নং মন্ত্রান্তরং বিসৃজ্যৈব পরিব্রজত্যাত্মবিৎ। মোক্ষমন্ত্রৈস্ত্রৈধাতবীয়ৈর্বিন্দেৎ। তদ্ব্রহ্ম তদুপাসিতব্যম্। এবমেবৈতদিতি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথা। তং জানন্নগ্ন আরোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্" এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে আঘ্রাণ করিবেন। প্রাণকেই অগ্নির যোনি বলা হইয়া থাকে। এইজন্য "প্রাণং গচ্ছ", "স্বাং যোনিং গচ্ছ" অর্থাৎ প্রাণকে প্রাপ্ত হও, নিজের যোনি বা উৎপত্তি স্থানকে প্রাপ্ত হও, অথবা প্রাণে প্রবেশ কর, স্বীয় যোনিতে প্রবেশ কর : এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিতে হয়। আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিকে আঘ্রাণ করিবে। যদি অগ্নিলাভ না হয় তবে জলে হোম করিবে। কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে—জলই সর্ব্বদেবতা স্বরূপ। "সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহা" (সকল দেবতাকে আহুতি দিতেছি) এই মন্ত্রে

হোম করিয়া সেই জল উদ্ধৃত করিয়া ঘৃত সহিত হবির্ভাগ ভক্ষণ করিবে। পানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—"সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষদম্" (অর্থাৎ সাজ্য হবিঃ দুঃখ ক্লেশ নাশক ও মোক্ষদায়ক)। আত্মজ্ঞানী-পুরুষ শিখা, যজ্ঞোপবীত, পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কর্ম্ম, অধ্যয়ন এবং অন্য মন্ত্র বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক অবস্থা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধাতুত্রয় সম্পর্কীয় মোক্ষ-মন্ত্র সমূহ দ্বারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধির চেষ্টা করিবে॥ ৭৮।৭৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো" ইত্যাদি মন্ত্রটী অথর্ব্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের ১ম অধ্যায়, ২০ সূক্ত, ১ম মন্ত্র। কিঞ্চিৎ পাঠান্তরসহ ইহা ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের অধ্যায়, ২৯ সূক্তের ১০ম ঋক্। এই মন্ত্রে অগ্নিকে আঘ্রাণ করিবার বিধান রহিয়াছে। মন্ত্রটীর অক্ষরার্থ এইরূপ—"হে অগ্নি এই অরণি অথবা যজমান তোমার উৎপত্তির কারণভূত গর্ভধারণযোগ্য যোনিস্বরূপ। ইহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। এই প্রকার নিজের উৎপত্তির কারণ স্মরণ করিয়া তুমি ইহাতে প্রবেশ কর—ইহাকে পরিত্যাগ করিও না এবং আমাদিগের ধন ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সমৃদ্ধি সাধন কর।" বলা বাহুল্য, ইহা মন্ত্রটীর আক্ষরিক ব্যাখ্যান মাত্র। ইহা অথর্ব্ববেদের সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রের গুহ্যার্থ অবশ্য অন্যরূপ। তবে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উহার আলোচনা আবশ্যক নহে। ত্রিধাতু সম্বন্ধীয় মোক্ষমন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যাইতে পারে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে ধ্যান সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে। এইরূপেই ব্রহ্মকে পাওয়া যাইতে পারে॥ ৭৮।৭৯ ॥

যতেরেব মুখ্যং ব্রাহ্মণ্যম্।

(যতিরই মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণত্ব)

পিতামহং পুনঃ পপ্রচ্ছ নারদঃ। কথমযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ ইতি। তমাহ পিতামহঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—নারদ পুনর্ব্বার পিতামহকে প্রশ্ন করিলেন, যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই যজ্ঞোপবীত হীন ব্যক্তি কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। পিতামহ নারদকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ॥ ৮০ ॥

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্‌বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥ ৮১ ॥

সূচনাৎস্থত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ মনুষ্য সন্ন্যাস গ্রহণকালে শিখা সহিত সমগ্রকেশ বপনপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে অক্ষর পরব্রহ্ম তাহাই যজ্ঞসূত্র এইরূপ মনে করিবেন, এবং ঐ যজ্ঞসূত্রই অন্তর্হৃদয়ে ধারণ করিবেন। পরমপদই সূত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই সূত্র ; যজ্ঞোপবীত এই সূত্রেরই প্রকাশক। এইজন্যই যজ্ঞোপবীতকে সূত্র বলা হইয়া থাকে। যিনি পরব্রহ্মসূত্র জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদপারগামী ব্রাহ্মণ ॥ ৮১।৮২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই প্রকৃত বেদপারগামী ব্রাহ্মণ। পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তিই ব্রাহ্মণের লক্ষ্য, এই লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য

ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। সূত্র শব্দের অর্থ পরব্রহ্মপদ। যতদিন পরব্রহ্ম তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারা যায় ততদিনই লক্ষ্য স্মরণের নিমিত্ত সূত্রধারণ প্রয়োজনীয়। সুতরাং পরব্রহ্মতত্ত্বরূপসূত্র হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে আর বহিঃসূত্র ধারণের প্রয়োজন হয় না॥ ৮১।৮২॥

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্ যোগী যোগবিত্তত্ত্বদর্শনঃ ॥ ৮৩॥
বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবমিদং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।
ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—যিনি সূত্রাত্মা স্বরূপ হইয়া নিজেতেই নিজকে মণির ন্যায় গ্রথিত করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন সেই পরব্রহ্মই সূত্র নামে কথিত হন। পরমাত্মদর্শী সমাধিসিদ্ধ নিদিধ্যাসনপরায়ণ যোগী সেই পরব্রহ্মরূপ সূত্রকেই স্বীয় অন্তরে ধারণ করিবেন॥ ৮৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যেরূপ মণিসকল সূত্রে গ্রথিত থাকে তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান এই সমগ্রজগৎ সদ্রূপ পরব্রহ্মের সত্তাদ্বারা গ্রথিত রহিয়াছে অর্থাৎ এই জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মসত্তারই বিদ্যমানতা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যোগবিৎ-তত্ত্বদর্শী-যোগী সেই সূত্র ধারণ করিবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তিনি ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করতঃ বহিশ্চিন্তা হইতে বিরত থাকিবেন॥ ৮৩॥

অনুবাদ—বিদ্বান্‌পুরুষ অত্যুৎকৃষ্ট যোগাবলম্বন করিয়া

ব্রহ্মভাবরূপ সূত্র ধারণ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে নিজের অভেদ-জ্ঞানরূপসূত্র ধারণ করিয়া বহিঃসূত্র—যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মভাব সূত্র অর্থাৎ অভেদদর্শন-রূপসূত্র ধারণ করেন তিনি চৈতন্যময় বা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হন। এই পরম পবিত্র সূত্রধারণকারী জ্ঞানীপুরুষ উচ্ছিষ্টের ন্যায় অগ্রাহ্য বা অশুচি হন না॥ ৮৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে বিদ্বান্ পুরুষ "অভেদদর্শনং জ্ঞানং" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বহিঃসূত্ররূপ যজ্ঞোপবীত ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই। বহিঃসূত্র ধারণ করিয়া যে সমুদয় কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়, সেই চিত্ত-শুদ্ধি যখন তিনি লাভ করিয়াছেন তখন বহিঃসূত্র নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু জ্ঞান না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে অশুচি হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার পক্ষে সবই ব্রহ্ম, সবই পবিত্র ॥ ৮৪ ॥

সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হেতু যাঁহাদের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র নিয়ত বিরাজমান তাঁহারাই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সূত্রতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতধারী ॥৮৫॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবরূপ জ্ঞানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহারাই এই পৃথিবীতে প্রকৃত জ্ঞানী ও তাঁহারা বাহিরের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেও তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী বলিয়া জানিবে, ইহাই ফলিতার্থ। নারদের প্রশ্নের ইহাই সুমীমাংসিত উত্তর ॥ ৮৫ ॥

জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানই যাঁহাদের শিখাস্বরূপ, জ্ঞানই যাঁহাদের যজ্ঞোপবীতস্বরূপ, যাঁহারা জ্ঞানেই সদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাদের এই জ্ঞানই পবিত্র শিখা ও যজ্ঞোপবীত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৮৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, সংযম, পূজা, পাঠ যে কিছু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং শাস্ত্রবিধি পালন করা হয় তৎ সমুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের স্বরূপনির্ণয়। যাঁহার সদ্গুরু-কৃপায় ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর কিছুই প্রাপ্তব্য নাই। গঙ্গোদক গঙ্গাসাগরে মিশিয়া গেলে তাহার যেমন আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ স্বরূপে স্থিত ব্যক্তির আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৮৬ ॥

অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অগ্নির যেমন অগ্নি ব্যতিরিক্ত শিখা থাকিতে পারে না, সেইরূপ সেই জ্ঞানীর জ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য শিখা থাকিতে পারেনা। সেই ব্রহ্মজ্ঞই প্রকৃত শিখী, যাঁহারা কেশসমূহরূপ শিখা ধারণ করেন তাঁহারা প্রকৃত শিখী নহে ॥ ৮৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অগ্নির শিখা অগ্নি, জ্ঞানীরও শিখা জ্ঞান। বস্তুর ঊর্দ্ধাংশই শিখা বলিয়া কথিত হয়। অগ্নির সকলঅংশই অগ্নি,

সুতরাং তাহার শিখাও অগ্নি। জ্ঞানীরও ব্রহ্মভিন্ন পৃথক্ সত্তার জ্ঞান না থাকায় সর্ব্বসত্তাই ব্রহ্মজ্ঞানময়; সুতরাং তাঁহার শিখাও ঐ ব্রহ্মজ্ঞান। "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"—এই শ্রুতি বাক্যানুসারে ব্রহ্মভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে যখন অন্য বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তখন শিখাও ব্রহ্ম, দেহটাও ব্রহ্ম। আমি চিন্ময় ব্রহ্ম, সুতরাং আমার শিখাও চিন্ময় ব্রহ্ম। এইরূপ জ্ঞানই প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান ॥ ৮৭ ॥

কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তেভির্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিবর্গ যাঁহারা বৈদিককর্ম্ম-মার্গের অধিকারী, তাঁহারা যজ্ঞোপবীতসূত্র এবং কেশসমূহরূপ শিখা অবশ্যই ধারণ করিবেন, যে হেতু এই শিখা ও সূত্র বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ॥ ৮৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এইটি শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য। যাঁহারা কর্ম্ম-কাণ্ডের অধিকারী তাঁহারা কখনই শিখাসূত্র ত্যাগ করিবেন না। সন্ন্যাসীর অধিকার আর মায়াবদ্ধ-অশুদ্ধ-চিত্ত-ব্যক্তির অধিকার একরূপ হইতে পারে না। সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াই শিখাসূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, তীব্র বৈরাগ্য ভিন্ন সে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। হঠকারিতা পূর্ব্বক বা উচ্চাধিকারীর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া নিম্নাধিকারী মান, বা প্রতিষ্ঠালাভার্থ সেই উচ্চাধিকারীর অনুষ্ঠান করিতে গেলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে না। ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের মত। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" গীতা ১৬শ অধ্যায় ॥২৩॥

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—যাহার শিখা জ্ঞানময়ী এবং যজ্ঞোপবীতও জ্ঞানময় হইয়াছে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রাহ্মণত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মবিদ্‌গণ জ্ঞাত আছেন।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যিনি সাধনবলে কর্ম্মকাণ্ডের অতীত হইয়াছেন, সর্ব্ববস্তুতে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান, যিনি আপনাকেও ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, যাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই অর্থাৎ যিনি "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মভবতি" এই লক্ষণাক্রান্ত, তিনি আর কাহাকে জানিবেন। তিনি যে "অবাঙ্মনসোগোচর" অর্থাৎ চিন্তা ও বাক্যের অতীত। "চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা।" (পরিব্রাজকের সঙ্গীত) ॥ ৮৯ ॥

পরমহংসস্য অবধূতাশ্রমস্য বা পরিগ্রহঃ।

তদেতদ্বিজ্ঞায় ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজ্য পরিব্রাডেকশাটী মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শরীরক্লেশাসহিষ্ণুশ্চেৎ। অথবা যথাবিধিশ্চেজ্জাতরূপধরো ভূত্বা স্বপুত্রমিত্রকলত্রাপ্তবন্ধ্বাদীনি স্বাধ্যায়ং সৎকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ সর্ব্বং কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ ত্যক্ত্বা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুর্নশীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন নিদ্রা, ন মানাবমানে চ ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জিতঃ, নিন্দাহংকারমৎসরগর্ব্বদম্ভের্ষ্যাসূয়েচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখকামক্রোধ লোভমোহাদীন্ বিসৃজ্য স্ববপুঃ শবাকারমিব স্মৃত্বা, স্বব্যতিরিক্তমন্তর্বহিরমন্যমানঃ, কস্যাপি বন্দনমকৃত্বা ন

স্বাহাকারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সুবর্ণাদীন্ন পরিগ্রহেৎ। নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রং নামন্ত্রং ন ধ্যানং নোপাসনং ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথঙ্ নাপৃথঙ্ নত্বন্যত্র অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ শূন্যাগারবৃক্ষমূলদেবগৃহতৃণকূটকুলালশালাগ্নিহোত্রশালাগ্নি-দিগন্তরনদীতটপুলিনভূগৃহকন্দরনির্ঝরস্থণ্ডিলেষু, বনে বা, শ্বেতকেতুঋভুনিদাঘঋসভদুর্ব্বাসঃসংবর্ত্তকদত্তাত্রেয়রৈবতকবদ-ব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারো বালোন্মত্তপিশাচবদনুন্মত্তোন্মত্ত-বদাচরংস্ত্রিদণ্ডং শিক্যং পাত্রং কমণ্ডলুং কটিসূত্রং কৌপীনং চ তৎসর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্য ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমী হইবেন। যদি শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে একবস্ত্র পরিধান করিবেন। শাটী অর্থ—পরিধেয় বস্ত্র। এখানে এক শাটী অর্থ বহির্বাস বা কন্থা অথবা ডোর কৌপীনও হইতে পারে। (অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যতীত অধিক বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না)। মস্তক মুণ্ডন করিবেন। অথবা সন্ন্যাস-বিধি অনুসারে সন্ন্যাসী গূঢ়ভাবেই (সদ্যোজাত বালকের ন্যায়) অবস্থান করিবেন। পুত্র, মিত্র, কলত্র, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতি, স্বাধ্যায় ও সৎকর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু. এমন কি দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন ও পরিধেয়বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ,

মান, অপমান, ও নিদ্রার বশীভূত না হইয়া, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ষড়ূর্ম্মির প্রবল তরঙ্গাঘাতে অবিচলিত থাকিবেন। নিন্দা, অহংকার, মৎসর, গর্ব্ব, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ইচ্ছা (কামনা), দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম (স্ত্রী সঙ্গেচ্ছা), ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন। নিজের শরীর শবদেহতুল্য মনে করিবেন। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয়পদার্থ নাই এইরূপ মনে করিবেন। কাহাকেও প্রণাম করিবেন না। কোনও যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন না ; শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃকার্য্য করিবেন না, অথবা নিজের নিন্দা বা প্রশংসায় নির্ব্বিকার থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন। অযাচিত-ভাবে যেরূপ অন্নাদি লাভ হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। স্বুবর্ণ প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন না। কাহারও আবাহন (নিমন্ত্রণ) পাইতে বা করিতে ইচ্ছা করিবেন না এবং বিসর্জ্জন (ত্যাগও) ইচ্ছা করিবেন না। কোনও মন্ত্র গ্রহণ করিবেন না এবং আত্মমন্ত্র বিহীনও হইবেন না। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত অন্য ধ্যান উপাসনা করিবেন না, আত্মানুসন্ধান ব্যতীত কোনও লক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না এবং আত্মানুসন্ধানরূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্টও হইবেন না ; আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করিবেন না, অথবা অপৃথক্ মনে করিবেন না। নিকেতন (গৃহ) শূন্য হইয়া স্বীয় মতি স্থির রাখিয়া আত্মানুসন্ধান ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন না। শ্বেতকেতু, ঋভু, নিদাঘ, ঋষভ, দুর্ব্বাসা, সংবর্ত্তক, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতকের ন্যায় বাহিরে অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার হইয়া স্বরূপ গোপন রাখিয়া শূন্যাগার (যেখানে কেহ বাস করে

না) বৃক্ষমূল, দেবগৃহ, তৃণরাশি, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রশালা, অগ্নিদিক্ (অগ্নিকোণ), নদীতট, পুলিন, ভূগৃহ, কন্দর, নির্ঝর, স্থণ্ডিল (যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত সমান ভূমি) অথবা বনে, যথেচ্ছ অবস্থান করিয়া উন্মত্ত না হইয়াও বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় আচরণ করিবেন ॥ ৯০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পরমহংসের পরিপক্কাবস্থাই অবধূতাবস্থা। অর্থাৎ সতত তৈলধারাবদবচ্ছিন্নভাবনাযুক্ত অর্থাৎ নিদিধ্যাসনবিশিষ্ট বা ব্রহ্মে স্থিতি সম্পন্ন অভেদদর্শী যতিকেই অবধূত বলা হইয়া থাকে। সেই অবধূতাবস্থা লাভ করিতে হইলে যথাশাস্ত্র যতিশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধগুলি পালন করিতে হয় এবং সদ্‌গুরু উপদিষ্ট ব্রহ্মধ্যানাদি শ্রদ্ধাসহ একান্তমনে করিতে পারিলে তবে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায়। তীব্র বৈরাগ্যবান্ হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য যথাশাস্ত্র নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়াই শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসের প্রথম সোপান। এই সোপানে আরূঢ় হইয়া সাধনপ্রভাবে ভগবৎকৃপায় দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ মন নির্ব্বিষয় হইলেই ধ্যানের অধিকার জন্মে। এই ধ্যানকালীন বিক্ষেপ আসিলে পুনরায় তাহাতে স্থিতিজন্য একাগ্রমনে শ্রদ্ধাসহ নিষ্কামকর্ম্ম করিতে পারিলে পুনরায় ধ্যানাবস্থা লাভ করা হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ॥ ৯০ ॥

চতুর্থোপদেশঃ।

যতিধর্ম্মাণাং তৎফলস্য চোপন্যাসঃ।

(অর্থাৎ যতিধর্ম্ম ও তৎফল)

ত্যক্ত্বা লোকাংশ্চ বেদাংশ্চ বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মন্যেব স্থিতো যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যে যতি লোক, বেদ, শব্দাদি বিষয়সকল ও ইন্দ্রিয়সেবা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসংস্থ হইয়াছেন, তিনি পরম-গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে যতিকে পুণ্যার্জ্জিত সমস্তলোক, বিধিনিষেধাত্মক সমস্তবেদ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাবতীয়বিষয় এবং বিষয়গ্রাহক যাবতীয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতি আসক্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মসমাহিত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। লোক বলিতে এখানে স্বর্গ, ব্রহ্ম, সূর্য্য ইত্যাদি লোক বুঝিতে হইবে। মানুষ যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি উর্দ্ধ লোকে গমন পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ বৎসর দিব্যদেহে যে সব সুখ সম্ভোগ লাভ করিতে পারেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, মুমুক্ষুযতি সেই সকল সুখকে অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মসমাহিত হইবেন। বেদ বলিতে এখানে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারিবেদ বুঝিতে হইবে। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত, এক কর্ম্মপ্রধান, অপর জ্ঞানপ্রধান। কর্ম্মপ্রধান উপদেশগুলি স্তব, স্তুতি, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়; এবং তাহাদের সমষ্টিকে বলা হয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। পক্ষান্তরে জ্ঞানপ্রধান উপদেশগুলি আত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে, এবং ইহাদের নাম উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষৎ বহু,

ইহাদিগকে আবার বেদান্তশব্দেও অভিহিত করা হয়। বেদের প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড এইজন্য জ্ঞানকাণ্ডের নাম বেদান্ত। অর্থাৎ বেদের অন্ত বা শেষ। উপনিষৎসমূহকে রহস্যও বলা হয়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ইহাদের নাম বেদ বা শ্রুতি। আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যাস এই সমস্ত উপদেশের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেদান্ত মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। আচার্য্য জৈমিনিও এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের একটী মীমাংসা প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "কর্ম্ম মীমাংসা" বা পূর্ব্ব মীমাংসা"। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম "উত্তর মীমাংসা"। সংহিতা বা ব্রাহ্মণ কর্ম্মপ্রধান বলিয়া অপরা বিদ্যা নামে কথিত হয়। উপনিষৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ করে বলিয়া উহা পরাবিদ্যা। উহার অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীবের নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বেদ বর্জ্জনের তাৎপর্য্য এই যে, ঐকান্তিক মুক্তিকামী যতি ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ আসক্তি বর্জ্জন করিবেন, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য বোধ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিবেন, কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি বাসনাও রাখিবেন না। একমাত্র আত্মচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। বিষয় বলিতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় বলিতে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশেন্দ্রিয়, উহাই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চালক। এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারাই লোকে বিষয় গ্রহণ ও ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। মন্ত্রোক্ত বা শ্লোকোক্ত এই চারিটী বিষয় ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। বিষয়বাসনা থাকিলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, আবার ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল থাকিলেই বিষয় বাসনা প্রবল হইয়া চিত্তকে অস্থির ও আত্মবিমুখ করে। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে যেমন বিষয়-বাসনা বিনাশের জন্য প্রবল বৈরাগ্য অবলম্বন করা আবশ্যক, তেমনি ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্যও সতত যত্নবান্ থাকা আবশ্যক ॥ ১ ॥

নামগোত্রাদি বরণং দেশং কালং শ্রুতং কুলম্‌ ।
বয়ো বৃত্তং ব্রতং শীলং খ্যাপয়েন্নৈব সদ্‌যতিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সদ্‌যতি (পূর্ব্বাশ্রমের) নাম, গোত্রাদি, বরণ, দেশ, কাল, শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান), কুল, বয়ঃক্রম, বৃত্ত (বৃত্তি), ব্রত (পুণ্যজনক উপবাস, চান্দ্রায়ণাদি), শীল (স্বভাব), এই সমুদয় কাহারও নিকট খ্যাপন অর্থাৎ প্রচার বা প্রকাশ করিবেন না ॥২॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—নাম, গোত্র, দেশ, শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম, স্বভাব ইত্যাদি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াই লোকে অন্যলোকের পরিচয় লইয়া থাকে। অথচ এই সমুদয় ত্যাগ করিয়াই অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধানানুসারে এই সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে তাঁহার কোন গোত্র, জাতি, বৃত্তি, ব্রত-নিয়ম কিছুই প্রশ্নের বিষয় থাকে না। দ্বিজাতিদের শিখা সূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহাদের জাতির কোন চিহ্ন না রাখিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে নূতননামে আখ্যাত করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাশ্রমের সমুদয় সংশ্রব ত্যাগ হইয়া যায়, তখন তাঁহার জন্মদাতা পিতার নাম কেহ জিজ্ঞাসা করেন না, গুরুই পিতৃস্থানীয় হন। সুতরাং সন্ন্যাসীকে গৃহস্থেরা কাহার শিষ্য বা (চেলা) ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় গ্রহণ করেন। তিনিও গুরুর নামই বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাশ্রমের সমুদয়কর্ম্ম (শ্রাদ্ধ তর্পণ, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতসমূহ) ত্যাগ হইয়া যায়। যতিকে কাহারও শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে হয় না এবং যতির দেহত্যাগ হইলেও তাঁহার দাহকার্য্য দশপিণ্ড দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ কিছুই পুত্র, কন্যা. জ্ঞাতিবর্গের করিতে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ত্যক্ত-বিষয়সম্পত্তিতে দায়ভাগমতে তাঁহার পুত্রাদির অধিকার হয়। এই জন্যই এই মন্ত্র বা শ্লোকে সদ্‌যতির পূর্ব্বাশ্রমের পরিচায়ক

কোন বিষয় খ্যাপন করিবেন না, এইরূপ বিধিবাক্য দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে :—

"জাতিনামাবধূতস্য ন পৃচ্ছেদ্ গৃহস্থঃ কচিৎ।
নৈব বাচ্যা বধূতেন পূর্ব্বনামকুলাদয়ঃ ॥"

ভারত বিখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন :—

"জাতি ন পুছো সাধুকী জো পুছোতো জ্ঞান।
মূলকরো তরোয়ারকা পরা রহনে দো ম্যান্ ॥"

অর্থাৎ সাধুকে তাঁহার জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না, যদি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কিছু জানিতে হয়, হে মায়ামুগ্ধ জীব! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান (ভক্তির) বিষয় জিজ্ঞাসা কর। তরোয়ার অর্থ অজ্ঞানধ্বংসকারী তত্ত্ব-জ্ঞান, ম্যান অর্থ তরোয়ায় রাখিবার কোষ অর্থাৎ যাহার মধ্যে তরোয়ার রক্ষিত থাকে, এখানে পঞ্চভূতাত্মক শরীর। সাধু কোন্ কুলে উৎপন্ন, কোন্ জাতি, তাহা জানিয়া কোন লাভ নাই। তিনি যে জাতি কুলের বাহির ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মের যেরূপ কোন জাতিকুল নাই, সাধুরও কোন জাতি-কুল নাই। সাধুকে তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশানু-যায়ী সাধন ভজন করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক কর, ইহাই ফলিতার্থ। অন্য পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে এই শ্লোকের নিষেধ বাক্যটী সাধুর নিজের সাধনার জন্য। কেননা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিচারশীল সদাচারসম্পন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ নরনারীগণের যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষণীয় পরমগতি লাভেচ্ছু মুমুক্ষু সন্ন্যাসীকে সেই সকল ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। এই শ্লোকে তাঁহাকে দেহাভিমান বর্জ্জন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দেহে আত্মাভিমান থাকিতে বাসনার সমূলক্ষয় অসম্ভব এবং ব্রহ্মাত্মবোধে প্রতিষ্ঠালাভও অসম্ভব। নাম, গোত্র, বয়স, জন্মস্থান, জন্মকাল, শুভাশুভকর্ম্ম প্রভৃতি সবই দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেইহেতু

দেহাভিমানের পোষক এবং দেহাত্মবোধের বাধক। এই সকলের স্মৃতিও যথাসম্ভব অন্তঃকরণ হইতে লুপ্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাম গোত্রাদি সম্বন্ধে, এমন কি সন্ন্যাসকালীন নাম, সম্প্রদায়, মঠ, সাধনপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও কোন প্রকার আলোচনা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় কোন প্রকার যোগদান করিলেই, নিজের মায়িক-উপাধির সংস্কারই প্রবলভাবে জাগ্রৎ হয় এবং ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করে। দেহ সম্পর্কে সকল প্রকার—কি গার্হস্থ্য-জীবনের কি সন্ন্যাস-জীবনের—উপাধি স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়া মুমুক্ষু সাধুকে নিত্যনিরন্তর ভাবনা করিতে হইবে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" ইত্যাদি। কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে নাম গোত্রাদির অতীত "চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং" এতদ্ভাব ব্যঞ্জক পরিচয়ই প্রদান করিবেন এবং জিজ্ঞাসুর মধ্যেও সেই চিদানন্দস্বরূপকে দর্শন করিতেই অভ্যাস করিবেন।

সদ্‌যতি বলিতে সদাচার সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান্ যতিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোত্র বলিতে বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, ধন্বন্তরি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। আদি শব্দ দ্বারা কোন্ শাখা, কোন্ প্রবর ইত্যাদি। বরণ পূজনাদি। দেশ শব্দদ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিভাগানুযায়ী দেশ,—যথা—ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিরাট, বিদর্ভ, সৌবীর, কাশ্মীর আদি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কোন দেশ জাত। কাল শব্দ দ্বারা জন্ম শকাব্দা, মাস, দিন, ইত্যাদি অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্মকুণ্ডলী জ্ঞাপক কাল। বৃত্তি—শব্দ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক বৃত্তি, যথা ব্রাহ্মণের বৃত্তি যজন, যাজন, অধ্যাপনা ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধাদি, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষাদি এবং শূদ্রের দ্বিজাতিবর্গের সেবা ॥ ২ ॥

ন সম্ভাষেৎ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং ন চ স্মরেৎ।
কথাং চ বর্জ্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি ॥ ৩ ॥
এতচ্চতুষ্টয়ং মোহাৎ স্ত্রীণামাচরতো যতেঃ।
চিত্তং বিক্রিয়তেঽবশ্যং তদ্বিকারাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যতি কোন স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, পূর্ব্বদৃষ্ট কোন স্ত্রীলোকের বিষয় স্মরণ করিবেন না, স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ নিয়া কোনরূপ আলোচনা করিবেন না, পটে অঙ্কিত কোন স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিও দর্শন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী মোহবশতঃ নারীসম্পর্কে এই চতুষ্টয় (অর্থাৎ সম্ভাষণ, স্মরণ, আলোচনা ও দর্শন) আচরণ করেন তাঁহার চিত্ত অবশ্যই বিকার প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই বিকার হইতেই তাঁহার বিনাশ ঘটিবে ॥ ৩।৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবিকার না আসে তদ্বিষয়েই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। তন্মধ্যে কামবিকার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশকর। সাধক যখন ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য ও একাগ্রতা অভ্যাস করেন তখন চিত্ত কোন দুর্যোগে বহির্ম্মুখ হইবার সুবিধা পাইলেই হঠাৎ বিকারগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। এই হেতু গৃহস্থদের অপেক্ষা তপস্বীদের অধিক সতর্কতা আবশ্যক। এইহেতু কোনরূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে চিত্তে কামের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে যতির পক্ষে বিশেষ সাবধান থাকা বিধেয়। তজ্জন্যই এই বিধান। রুদ্রকঠোপনিষদে এবং দক্ষসংহিতায় যে অষ্টপ্রকার মৈথুনের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে কায়িক একটী ভিন্ন আর সপ্তপ্রকার মৈথুনই মানসিক ও বাচিক। তাই গরুড়পুরাণে সংক্ষেপে ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ করিয়াছেন যথা :—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ২২৯।১৯ ॥*

সুতরাং নারীর সহিত শুধু দৈহিক সংসর্গ নয়, বাচিক ও মানসিক সংসর্গও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। এই অষ্ট প্রকার মৈথুনের কোন একটী উপলক্ষ করিয়া চিত্তে কামের উত্তেজনা হইলে ব্রহ্মভাব সুদূরপরাহত। তুরীয়াতীত ও অবধূত এই সন্ন্যাসীদ্বয় ষড়্‌বিধ সন্ন্যাসীর অন্তর্গত হইলেও তাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে স্থিত। তাঁহাদের জন্য এ অনুশাসন নহে। যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি লাভ না হয় ততদিন ধ্যান ধারণাদির সঙ্গে সঙ্গে নারীর সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেবতা, মুনি ও যোগীদের পতনের কথা বাহুল্যরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেটী প্রকৃতিরই বিধান। মনু বলিয়াছেন :—

"স্বভাব এব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥ ২ অঃ ২১৩ শ্লোঃ ॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ২ অঃ ২১৪ শ্লোঃ ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২ অঃ ২১৫ শ্লোঃ ॥

অর্থাৎ ইহলোকে পুরুষদের দূষণ (সম্মোহন) নারীদেহের স্বভাবের মধ্যেই গণ্য। এইজন্য পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকসম্বন্ধে অনবধান হয়েন না। ইহলোকে অবিদ্বান্ পুরুষদিগকে এমন কি বিদ্বান্ পুরুষদিগকেও কাম কিংবা ক্রোধের বশীভূত করিয়া কামিনীগণ উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়। অতএব আত্মকল্যাণার্থী মোক্ষকামি-ব্যক্তিবর্গ মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সহিতও নির্জ্জনগৃহে বাস করিবেন না। যেহেতু দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতির

---

* এই গ্রন্থের প্রথমোপদেশের ১০।১১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

বিধানে এতই বলবান্ যে উহারা জ্ঞানবান্ পুরুষদিগকেও আকর্ষণ করে। শাস্ত্রীয় এই বচন আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টিকালেই স্ত্রীলোকদিগকে এমন একটী মায়ামোহিনী শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে পুরুষগণ সহজেই তাহাদের মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ও পুরাণে বাহুল্যরূপেই দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ব্রহ্ম স্বয়ং কন্যার রূপে সম্মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'কেদারখণ্ড', "দেবী ভাগবত" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণা ক্রোধোঽনৃতং মায়া লোভ-মোহৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শিল্পং ব্যাখ্যান-যোগশ্চ কামো রাগঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৫ ॥
অহংকারো মমত্বং চ চিকিৎসা ধর্ম্ম-সাহসম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রবাসশ্চ মন্ত্রৌষধ-গরাশিষঃ ॥
প্রতিষিদ্ধানি চৈতানি সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৃষ্ণা, ক্রোধ, অনৃত, (অসত্য), মায়া, লোভ, মোহ, প্রিয়, অপ্রিয়, শিল্প, শাস্ত্রব্যাখ্যান, কাম, রাগ, পরিগ্রহ, অহংকার, মমত্ব, চিকিৎসা, ধর্ম্মসাহস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাস, মন্ত্র, ঔষধ, গর (বিষ); আশীর্ব্বাদ, এইসকল যতিদের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিলে যতি অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৫।৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কাম-বিকার সম্বন্ধে যতিকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়া শ্রুতি অন্যান্য সকল বিকারহেতু সম্বন্ধেও সাবধান হইতে আদেশ করিয়াছেন। তৃষ্ণা—বিষয় পিপাসা বা ভোগেচ্ছা। ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। ইহলোকে পুষ্প, মাল্য, চন্দন,

যোষিৎসঙ্গ প্রভৃতি ভোগের যে ইচ্ছা তাহাই ঐহিক, এবং জন্মান্তরে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সেই সেই লোকে উপস্থিত রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণ, পারিজাতপুষ্প প্রভৃতি সম্ভোগের বাসনা পারত্রিক ভোগেচ্ছা। এই উভয়বিধ ভোগেচ্ছাকেই তৃষ্ণা বলে। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন :—"বিষয়তৃষ্ণা অসৎকর্ম্মে সৎকর্ম্মজ্ঞান আরোপ করিয়া পরিধাবিত হয়। অনন্তর তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও তদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হয় না। প্রত্যুত তাহাতেই যত্নাতিশয় প্রকাশ করে। তৃষ্ণারূপিণী ভ্রমরী কখন পাতালে, কখন নভস্তলে, কখন বা দিক্‌কুঞ্জে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। সংসারে যতপ্রকার দোষ আছে সে সকলের মধ্যে তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখদায়িনী, হৃদয়াকাশে তৃষ্ণার উদয় হইলে জ্ঞানালোক অবরুদ্ধ হয়, বুদ্ধি জড়ীভূতা, ও মোহদুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকে। বিষয়তৃষ্ণা জীবের মায়ারূপ রোগের উৎপত্তিস্থান, দুর্ভাগ্যরূপ-দীনতার আকর ও পুরুষগণের হৃদয়ভেদকারিণী।" (যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যপ্রকরণ—১৭শ সর্গ। ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত মূলের অনুবাদ) ইহাই হইল তৃষ্ণার ফল ও পরিণাম। সুতরাং উহা সাধকের সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

ক্রোধ সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। ক্রোধের উদয় হইলে মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" গীতা ২।৬৩॥

"ক্রোধ হইতে সম্মোহ, এবং সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বোধ থাকেনা। সুতরাং মোহ উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির গুরু ও শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধানরূপ স্মৃতির ভ্রম হয়। এইরূপে স্মৃতিবিভ্রম হইলেই আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধিবিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে

বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" গীতার্থসন্দীপনী।
পুনরায় শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।" ৩।৩৭

অর্থাৎ কামই ক্রোধ স্বরূপ এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। এই রজোগুণ থাকিলে মুক্তি সুদূরপরাহত।

অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ৪র্থ সর্গে উক্ত আছে—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালে শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে মাতা কৈকেয়ীর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা।
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃ ভ্রাতৃ সুহৃৎ সখীন্ ॥ ৩৫ ॥
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্ম্মক্ষয়কর ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥
ক্রোধ এষ মহান্ শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেব ভবেন্ন তে ॥ ৩৮ ॥

অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির মধ্যে ক্রোধই মোক্ষমার্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিবন্ধক। কেবল ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মানব স্বীয় পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বন্ধুরও প্রাণসংহার করিয়া থাকে ॥ ৩৫, ক্রোধই মনস্তাপের কারণ এবং সংসারের প্রধান বন্ধন। ধর্ম্মের ক্ষয় এক ক্রোধ হইতেই হইয়া থাকে। অতএব ক্রোধকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই বিধেয় ॥ ৩৬ ॥ জগতে ক্রোধের ন্যায় শত্রু নাই এবং তৃষ্ণাই প্রকৃত বৈতরণী স্বরূপা, সন্তোষই নন্দনকানন এবং বাঞ্ছিত প্রদানে কামধেনু স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি শান্তিকে মনপ্রাণে ভজনা কর, সংসারে কেহ তোমার শত্রু থাকিবে না। (৩৮ শ্লোকের প্রথম চরণেরই ব্যাখ্যা)।

ক্রোধ সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে, তাহা মুক্তি ও

শান্তিকামি-সাধকবর্গের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল। "Be angry, sin not, let not the sun go down upon your wrath" ইহা বাইবেলের উক্তি।

অর্থাৎ প্রকৃতির বিধানে যদি কোন সময় কোন কারণবশতঃ তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, রাগ কর, কিন্তু রাগ করিয়া পাপানুষ্ঠান করিও না এবং তোমার রাগের উপর সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দিও না, অর্থাৎ এক দিনের বেশী ক্রোধ রিপুকে হৃদয়ে পোষণ করিও না। ক্রোধের কারণ ও স্মৃতি ভুলিয়া যাও। যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ তুমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার নিকট ও ভগবচ্চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর আর যেন তোমার হৃদয়ে ক্রোধের উদয় না হয় এবং তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, আর ক্রোধ করিব না। তবে নিশ্চয়ই ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রাণে শান্তিবিধান করিবেন; ইহাই ক্রোধ দমনের প্রকৃষ্ট উপায়।

অনৃত—মিথ্যা, মিথ্যার তুল্য আর পাপ নাই। সত্যের বিরুদ্ধই মিথ্যা। মায়া—মিথ্যাবুদ্ধি হেতু অজ্ঞানবিশেষ। লোভ=পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষ। "পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"। ইতি (পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে, ১৬ অধ্যায়)। শ্রীভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন :—

> ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

সুতরাং কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী সাধকের পক্ষে বিশেষ ভাবে ত্যাজ্য। মোহ—দেহাদিতে আত্মাভিমান। প্রিয়াপ্রিয়ে—এইটী ভাল এইটী মন্দ এই জ্ঞান। প্রিয়ত্ব বোধে আসক্তি এবং অপ্রিয়ত্ব বোধে বিদ্বেষের সৃষ্টি। শিল্প—কারুকার্য্য। জীবিকার্জ্জন বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কায়িক

প্রচেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োগ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। সেই জন্য শিল্প নিষিদ্ধ। ব্যাখ্যানযোগ—অনাত্মশাস্ত্র বিষয়ে ব্যাখ্যা করা। অথবা অর্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা।

কাম—কামনা, ইহা বিবিধ বিষয়ে হইয়া থাকে। রাগ—অনুরাগ, প্রীতি। ইহার লক্ষণ, যথা—সুখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজাতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ (উজ্জ্বলনীলমণি) ॥ অর্থাৎ আসক্ত্যাতিশয্যই রাগ বলিয়া কথিত হয়।

পরিগ্রহ—প্রতিগ্রহ। ইহার অন্য অর্থ থাকিলেও এস্থলে প্রতিগ্রহ অর্থই বুঝিতে হইবে।

"গুরু-ভৃত্যাংশ্চেজ্জিহীর্ষুরর্চ্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥
সাধুতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদথবা সাধুনা দ্বিজঃ।
গুণবানল্পদোষশ্চ নির্গুণো হি নিমজ্জতি ॥
এবং তস্করবৃত্ত্যা বা কৃত্বা ভরণমাত্মনঃ।
কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধিং পরতঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ইতি গারুড়ে ॥
"প্রতিগ্রহং ন গৃহ্ণীয়াদাত্মভোগবিধিৎসয়া।
দেবতাতিথিপূজার্থং যত্নাদ্ধনমুপার্জ্জয়েৎ ॥ ইতি প্রয়োগসারে ॥
কুটুম্বার্থে দ্বিজঃ শূদ্রাৎ প্রতিগৃহ্ণীত যাচিতম্।
ক্রত্বর্থমাত্মনে চৈব ন হি যাচেত কর্হিচিৎ ॥ অঙ্গিরাঃ ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রতীত হইবে যে গুরু ও ভৃত্যকে রক্ষা করিবার জন্য, দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবার জন্য প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রতিগ্রহ সর্ব্বত্র অবৈধ। সদুদ্দেশ্যে ও সদুপায়ে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। গুণবান্ বা নির্গুণ ব্যক্তিও অসদুপায়ে প্রতিগ্রহ করিলে চৌর্য্যাদি বৃত্তিদ্বারা নিজের ভরণ

পোষণ করায় পাপপঙ্কে লিপ্ত ও নিমগ্ন হন। অতএব নিজের ভোগ বিধানে প্রতিগ্রহ করা কোন মতেই উচিত নহে। এই সমস্ত বিধান সদগৃহস্থের জন্যই করা হইয়াছে, কিন্তু যতিদের পক্ষে ইহা সর্ব্বথৈব নিষিদ্ধ। তাঁহারা কেবল মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিতে পারেন, তাহা শাস্ত্রমতে প্রতিগ্রহ নহে। মমত্ব—ইহাই সংসারের পরম বন্ধন। 'আমি', 'আমার' বলিয়া জ্ঞানই মমত্ব বা আমিত্ব। ইহাকেই মায়ার বন্ধন বলে, ইহাই সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল ভিত্তি স্বরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত মমত্ব বুদ্ধি থাকিবে অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' এই বুদ্ধি ত্যাগ না হইবে ততদিন ভগবল্লাভ বা মোক্ষ সুদূরপরাহত। তাই পরিব্রাজক স্বামীজী বলিয়াছেন— "ও মন—তুই 'আমি' 'আমার' এই দুটো ছাড় তোর সকল দুঃখ যাবে ঘুচে"। (পরিব্রাজকের সঙ্গীত হইতে উদ্ধৃত)।

চিকিৎসা—রোগ আরোগ্যকর ব্যবসায় বিশেষ। ইহা দ্বারা অর্থ, মান, যশঃ ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে। অর্থ, মান, যশোলাভজনক কার্য্য যতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সাধনবিঘ্নকর ও পতনের মূল।

ধর্ম্মসাহস—যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান তামসিক বিধানে শ্রদ্ধা সহ করার নাম ধর্ম্মসাহস। ইহার ফলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি ফল লাভ হইয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত—চান্দ্রায়ণাদি সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহা যতির পক্ষে নিষিদ্ধ। আত্মার নিত্যশুদ্ধ স্বরূপের অনুধ্যানই যতির প্রধান প্রায়শ্চিত্ত।

প্রবাস—বিদেশে স্থিতি। যতির নিজের একান্ত বাসোপযোগী স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করা আত্মসমাধি অভ্যাসের বিশেষ প্রতিকূল।

মন্ত্র—মন্ত্রণা, পরামর্শ। ইহা গৃহস্থের কার্য্য, সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান ধারণাই পরামর্শস্থানীয় হওয়া দরকার। এখানে

মন্ত্র অর্থ গুরুদত্ত পরমার্থসাধক মন্ত্র ব্যতীত লৌকিক ও পারত্রিক বিভিন্ন অর্থ সাধক অন্য মন্ত্রের সাধনা।

ঔষধ—রোগ প্রতিকারার্থ ঔষধাদি প্রস্তুত করা ও লোককে ঔষধ দান করা।

গর—বিষ। পারদভস্ম, কুচিলাশোধন, মিঠাবিষশোধন ইত্যাদি-প্রক্রিয়াকরণানন্তর লোককে চিকিৎসা করা। অনেক সাধুরা ইহা করিয়াও থাকেন, ইহা জনসঙ্গপ্রিয় সাধুদের মধ্যে দেখাও যায়। অথবা বিষ-পানাদি বিভূতি অর্জ্জনের প্রচেষ্টা।

আশীষ—আশীর্ব্বাদ করা, অর্থাৎ ধনদৌলৎ, পুত্র, কন্যা, পৌত্রাদি লাভ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা। সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের প্রতি দয়া বশতঃ সময় সময় ভ্রম বশতঃ এইরূপ গৃহস্থের কল্যাণ কামনা করিয়া স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হন। গৃহস্থের দেবদ্বিজে গুরুতে ভক্তি হউক, প্রাণে বৈরাগ্য আসুক, ভগবৎসমীপে স্থিতি লাভ হউক, দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হউক, ভগবৎপদে মতি হউক, সৎপথে ও সৎসঙ্গলাভে মতি হউক, ভগবৎশরণাগতি হউক, ইহাই মাত্র মনে মনে প্রার্থনা করিতে পারেন। মুক্তিসাধক সাধনাবস্থায় লোককে জোরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াও নিজের তপঃশক্তি ক্ষয় করিবেন না এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা লোকের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন এরূপ অভিমানও রাখিবেন না ॥ ৫।৬ ॥

আগচ্ছ গচ্ছ তিষ্ঠেতি স্বাগতং সুহৃদোঽপি বা।
সংমাননং চ ন ব্রূয়ান্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মোক্ষপরায়ণ মুনি অর্থাৎ মোক্ষলাভেচ্ছু, মননশীল সন্ন্যাসী কোন সুহৃৎ ব্যক্তিকেও সম্মুখে আসিতে দেখিয়া

আগচ্ছ (আসুন) কিম্বা গচ্ছ (যাইতে ইচ্ছা করিলে চলুন) অথবা তিষ্ঠ (থাকুন অর্থাৎ এখানে অবস্থান করুন) অথবা স্বাগতং (শুভাগমন হউক) ইত্যাদি অভ্যর্থনাদি সূচক লৌকিক বাক্য প্রয়োগ করিবেন না ॥ ৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—লোকসঙ্গত্যাগী ও একান্তশীল সন্ন্যাসী হইয়া সাংসারিক লোকের ন্যায় ব্যবহারপরায়ণ হইলে তাঁহার পক্ষে সাধনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ এবং শ্রুতি এই সমস্ত বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। মুক্তিসাধক মানুষমাত্রের প্রতিই অন্তরে সুহৃদ্ভাব ও শুভেচ্ছা পোষণ করিবেন কিন্তু বাহিরে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করিলে বা করিতে গেলে বিক্ষেপ ও বহির্মুখতাই বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম-বুদ্ধির অনুশীলন অপেক্ষা ভেদবুদ্ধিরই বেশী অনুশীলন হয়। তাঁহারা যদি গৃহস্থের ন্যায় লৌকিক ব্যবহারপরায়ণ হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধ্যান, ধারণা, ব্রহ্মচিন্তনের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাদিগকে বাহ্যিক লোকব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন হইতে শিক্ষা দিয়াছেন ॥ ৭ ॥

প্রতিগ্রহং ন গৃহ্ণীয়ান্নৈব চান্যং প্রদাপয়েৎ।
প্রেরয়েদ্বা তথা ভিক্ষুঃ স্বপ্নেঽপি ন কদাচন ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যতি স্বয়ং কোন ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন না ও অপর ব্যক্তিকেও প্রতিগ্রহ দেওয়াইবেন না অর্থাৎ যতি নিজে কাহারও প্রদত্ত দান গ্রহণ করিবেন না এবং অন্য দ্বারা কাহাকেও দেওয়াইবেন না। ভিক্ষু স্বপ্নেও কোন সময়ে অপরকে প্রতিগ্রহ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন না ॥ ৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অন্তের সঙ্কল্পিত, সকাম ও ধর্ম্মার্থ দান গ্রহণ করাকেই প্রতিগ্রহ করা বলে। এই দান শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হইলে এবং যথোপযুক্ত ও যথাশাস্ত্র পাত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের গ্রহণীয় হইতে পারে। কিন্তু যতিগণ এরূপ দানও গ্রহণ করিবেন না। তজ্জন্তই এই মন্ত্র "প্রতিগ্রহং ন গৃহ্ণীয়াৎ" যতিদের প্রতি এইরূপ বিধান শ্রুতি করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাও অনুশাসন করা হইয়াছে, তিনি (যতি স্বয়ং প্রতিগ্রহ না করিয়া অন্যকে দেওয়ার জন্যও প্ররোচিত বা অনুরোধ করিবেন না। অর্থ্যাৎ তাঁহাকে কেহ কিছু দান করিতে আসিলে তিনি স্বয়ং তো গ্রহণ করিবেনই না, তাঁহার অনুগত ভক্তবর্গকেও দেওয়ার জন্য দাতাকে প্রেরণ বা আদেশ করিবেন না। এমন কি শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যতির কি জাগ্রদবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় এই কথা (প্রতিগ্রহ গ্রহণের বাসনা বা অন্যকে দেওয়ার বাসনা) মনেও জাগরূক না থাকে ॥ ৮ ॥

জায়াভ্রাতৃসুতাদীনাং বন্ধূনাং চ শুভাশুভম্ ।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা ন কম্পেত শোকমোহৌ ত্যজেদ্ যতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যতি জায়া, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয় প্রভৃতির শুভ বা অশুভ সংবাদ শুনিয়া বা দেখিয়া বিচলিত হইবেন না। তিনি শোক (ইষ্ট বিয়োগ জনিত দুঃখ) এবং মোহ (মমত্ব বুদ্ধি) ত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যতি (পূর্ব্বাশ্রমের) জায়া, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতির শুভ বা অশুভ সংবাদ শুনিয়া প্রফুল্ল বা বিষণ্ণ হইবেন না অর্থাৎ প্রিয়বর্গ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছেন জানিয়া উচ্ছ্বসিত হইবেন না এবং তাঁহাদের মৃত্যু বা দুঃখাদির কথা শুনিয়াও বিচলিত

হইবেন না। এই সমুদয় মায়া মমতার কার্য্য এবং দেহাত্মবুদ্ধি থাকিলেই এই সব আসিয়া থাকে। এই সমুদয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে না পারিলে যতির শ্রেয়োলাভরূপ মোক্ষ লাভ হইতে পারে না এবং প্রাণেও শান্তিলাভ আসিতে পারে না ॥ ৯ ॥

অহিংসাসত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
অনৌদ্ধত্যমদীনত্বং প্রসাদঃ স্থৈর্য্যমার্জবম্ ॥ ১০ ॥

অস্নেহো গুরুশুশ্রূষা শ্রদ্ধা শান্তির্দমঃ শমঃ।
উপেক্ষা ধৈর্য্যমাধুর্য্যে তিতিক্ষা করুণা তথা ॥ ১১ ॥

হ্রীস্তথা জ্ঞানবিজ্ঞানে যোগো লঘ্বশনং ধৃতিঃ।
এষ স্বধর্ম্মো বিখ্যাতো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অনৌদ্ধত্য, অদীনতা, প্রসাদ, স্থৈর্য্য, আর্জ্জব, অস্নেহ, গুরুশুশ্রূষা, শ্রদ্ধা, শান্তি, দম, শম, উপেক্ষা, ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, তিতিক্ষা, করুণা, হ্রী, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ, লঘ্বাহার, ধৃতি, এইগুলি সংযমপরায়ণ যতিদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ১০।১১।১২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অহিংসা হইতে অপরিগ্রহ পর্য্যন্ত পাঁচটীকে যোগশাস্ত্রে 'যম' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। **অহিংসা**—কেবল প্রাণিবধ ত্যাগ করিলেই অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না, কোন প্রাণীকে যন্ত্রণা দিলেও হিংসা করা হয়; ইহা কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারেই হইতে পারে। এই ত্রিবিধ হিংসা ত্যাগ করাই প্রকৃত অহিংসা। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—"সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামন-

ভিদ্রোহঃ—অহিংসা"। এখানে সর্ব্বথা শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকার অর্থাৎ কায়িক, বাচিক, মানসিক হিংসাকেই লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বথা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ প্রকারে হিংসা না করাই প্রকৃত অহিংসা।

সত্য—সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। (মুণ্ডক ৩।১।৬)।

অর্থাৎ সত্যপরায়ণ লোকই জয় লাভ করেন ও আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন, মিথ্যাবলম্বী নহে। প্রকৃতার্থ এই, মিথ্যাচারী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকদিগের অপুনরাবৃত্তিকারক দেবযান-মার্গ সত্যসাধন দ্বারাই প্রসারিত। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় সত্যের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি। কুমার পরিব্রাজক স্বামীজী প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি" নামক গ্রন্থে "সত্যম্" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে উহা এখানে উদ্ধৃত হইল না। সুধী পাঠকবর্গ তাহা পাঠে সত্য কাহাকে বলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

অস্তেয়—অচৌর্য্য। যাহা নিজের নয় তাহা মালিকের অজ্ঞাতসারে গ্রহণ না করাই অস্তেয় বা অচৌর্য্য। মনে মনে উহা নেওয়ার সংকল্প করাও চৌর্য্য মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মচর্য্য—এই সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অপরিগ্রহ—কেবল মাত্র প্রাণ ধারণের উপযুক্ত অন্ন ফলাদি যতি গ্রহণ করিলে তাহা যতির পক্ষে প্রতিগ্রহ হয় না। তদতিরিক্ত গ্রহণ যতির পক্ষে অশাস্ত্রীয় গ্রহণ। তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনৌদ্ধত্য—বিনীতভাব। প্রসাদ—প্রসন্নতা বা আত্মতুষ্টি। স্থৈর্য্য—স্থিরতা বা দৃঢ়তা। আর্জ্জব—সরলতা। অস্নেহ—স্নেহ বা

মায়াশূন্যতা। **গুরুশুশ্রূষা**—নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার ভাবে শ্রদ্ধাসহ গুরুর সেবা করা। **শ্রদ্ধা**—ভক্তি। **ক্ষান্তি**—ক্ষমা। **দম**—বহিরিন্দ্রিয়দমন। **শম**—অন্তঃকরণের স্থিরতা বা অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। **উপেক্ষা**—ঔদাসীন্য, ত্যাগ। **ধৈর্য্য**—সহিষ্ণুতা, অর্থাৎ যে গুণ থাকিলে ক্রোধ, শোক, ক্লেশ, বিপদ, যাতনা প্রভৃতি চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না তাহাই ধৈর্য্য।

মাধুর্য্য—মধুরতা। "চিত্তদ্রবীভাবময়োহ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।"

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। যথা :—

"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তাবিকল্পরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥"

করুণা—দয়া। **হ্রী**—লজ্জা। "হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা"—(শ্রীধরস্বামী)। (গীতার টীকা ১৬৷২)।

জ্ঞান—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এইরূপ জানার নাম পরোক্ষজ্ঞান, কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে, কিন্তু তবু যেন তৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, মাঝে যেন কি একটা আবরণ রহিল।

বিজ্ঞান—সদ্গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের নিগূঢ় তত্ত্ব শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটা অপূর্ব্ব অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই বিজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মদর্শনের ঈক্ষণ-যন্ত্র।

যোগ—পাতঞ্জল মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, যথা :—
"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—(পাতঞ্জল ১৷২)। বেদান্তমতে—অভেদ

দর্শনরূপ যে জ্ঞান তাহাই যোগ—অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদবুদ্ধি-রাহিত্যরূপ যে অপরোক্ষ-জ্ঞান, তাহাই যোগ। তীব্র বৈরাগ্য ও নিরন্তর ব্রহ্মভাবনা দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। ভক্তিমার্গে—ভগবচ্ছরণাগতিই যোগ।

লঘ্বশন—স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও গীতাদি শাস্ত্রানুসারে সংযতভাবে আহার।

ধৃতি—মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে শাস্ত্রনিষিদ্ধমার্গে বিচরণ করিতে না দিয়া যাহা নিবৃত্তির অনুকূল বৈধবিষয়ে তাহাদের কার্য্যচেষ্টাকে আবদ্ধ বা সমাহিত রাখাই ধৃতি বলিয়া কথিত হয়। এই গুণগুলি সংযমপরায়ণ যতিদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুমুক্ষু যতিদিগের ইহা অবশ্য পালনীয়॥ ১০।১১।১২॥

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।
তুরীয়ঃ পরমো হংসঃ সাক্ষান্নারায়ণো যতিঃ॥ ১৩॥

অনুবাদ—যে যতি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বন্দ্বভাববর্জ্জিত, সর্ব্বদাই পরমাত্মধ্যানমগ্ন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন সেই যতিই তুরীয়-পরমহংস। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ॥ ১৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে যতি শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা—ইত্যাদি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মকে একই ভাবে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ সহ্য করিতে পারেন তিনিই নির্দ্বন্দ্ব। যে যতি একান্তে ধ্যানকালে যেরূপ ব্রহ্মভাবে মগ্ন থাকেন, তিনি যদি উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবহারের মধ্যেও সহজ অভ্যাস দ্বারা ঠিক সেইভাবে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাঁহাকে নিত্যসত্ত্বস্থ বুঝিতে হইবে। প্রাতে, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে, রাত্রে কি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে ধ্যানাভ্যাস করা যায়, এই ধ্যানের প্রবাহ

যদি নিয়ত হৃদয়মধ্যে গুরুকৃপায় জাগরিত থাকে তাহা হইলে উহাও নিত্য সত্ত্বস্থ অবস্থা বুঝিতে হইবে অথবা ব্যুত্থিতাবস্থায় একান্তমনে ভগবৎসেবা, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন, সাধনানুকূল সদ্গ্রন্থপাঠ এবং ঐ গ্রন্থের অর্থানুসন্ধানাদি ভাবে লিপ্ত থাকিতে পারিলেও তাহাও একরূপ "নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা" বুঝিতে হইবে।

সমদর্শন—গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ গীতা ৬।৯ ॥

অর্থাৎ সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, ও বন্ধুতে এবং সাধু, অসাধু ও অন্য সর্ব্বপ্রাণীতে যে সমবুদ্ধি তাহাই সমদর্শন। এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী যে যতি তিনি তুরীয়পরমহংস, তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ভগবৎকৃপায় তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন ধন্য হইয়া যায়। তাঁহার আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে পারিলে জীবের ভবক্ষুধা মিটিয়া যায় ॥ ১৩ ॥

একরাত্রং বসেদ্গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকং।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যতি বর্ষাভিন্ন অন্যকালে গ্রামে একরাত্র, নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিবেন। কিন্তু বর্ষার চারি মাস একস্থানেই বাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এটী যতিদের জন্য বিধিবাক্য। ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কিরূপ ফল হইবে তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

দ্বিরাত্রং ন বসেদ্ গ্রামে ভিক্ষুর্যদি বসেত্তদা।
রাগাদয়ঃ প্রসজ্যেরংস্তেনাসৌ নারকী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভিক্ষু দুই রাত্রি কোন গ্রামে বাস করিবেন না, যদি বাস করেন, তবে যাহার গৃহে বাস করিবেন তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সঞ্চার-দ্বারা মায়াবদ্ধ হইবেন। এই রূপে মায়ামমতায় বদ্ধ হইলেই যতিকে নরকগামী হইতে হয় ॥ ১৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—মায়া-মমতাই হইল সংসারের বন্ধন। সেই মায়ামমতা ত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হয়। যদি পুনরায় তাহাতে আবদ্ধ হইতে হয়, তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া নরকগামী হইবেন ॥ ১৫ ॥

গ্রামান্তে নির্জ্জনে দেশে নিয়তাত্মানিকেতনঃ।
পর্য্যটেৎ কীটবদ্ ভূমৌ বর্ষাস্বেকত্র সংবসেৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যতি গ্রামপ্রান্তে নির্জ্জনপ্রদেশে সংযতচিত্ত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট নিকেতনে কীটের ন্যায় (অর্থাৎ নিরভিসন্ধি হইয়া) ভূমিতে বিচরণ করিবেন কিন্তু বর্ষায় চারিমাস একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন ॥ ১৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—নিকেতন (নি—কিৎ বাসকরা+অন অনট্; ন+নিকেতন=অনিকেতন) যাহা গৃহস্থের বাসস্থান নহে; দেবমন্দির বা যে স্থানে মুনিরা সময় সময় বাস করেন তাহাই অনিকেতন বলিয়া খ্যাত। চাতুর্মাস্য কালে (শ্রাবণাদি চারি মাসে) যতিরা নির্দ্দিষ্ট একস্থানে বাস করিবেন, অন্য সময়ে নহে। গ্রামে থাকিলেও গ্রামের একপ্রান্তে বাস

করিবেন, ইহাও এই শ্লোক দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কীটবৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নিরভিসন্ধি হইয়া বাস করিবেন। তিনি যেন কোন অভিসন্ধি নিয়া অর্থাৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাস না করেন ॥ ১৬ ॥

একবাসা অবাসা বা একদৃষ্টিরলোলুপঃ।
অদূষয়ন্ সতাং মার্গং ধ্যানযুক্তো মহীং চরেৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তিনি একবস্ত্র হইয়া অথবা বিবস্ত্র (দিগম্বর) হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। তিনি কখনও সন্মার্গ দূষিত করিবেন না ॥ ১৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যতিমাত্রই একবস্ত্র অর্থাৎ ডোর-কৌপীন-ধারী হইবেন অথবা উলঙ্গ থাকিবেন, ইহাই শাস্ত্রের মুখ্য বিধি। কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী প্রধান রিপু। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন :—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬:২১ ॥

অর্থাৎ জীবের অধোগতির প্রধান কারণ কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ। সুতরাং ইহা সাধকমাত্রেরই অবশ্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহারা রজোগুণ সমদ্ভূত; তাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, অধোগতির হেতুভূত ও নরকের দ্বারস্বরূপ লোভাদি ত্যাগ করিয়া যতি নিয়ত ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকিয়া সংসারে বিচরণ করিবেন। লোভ নানা প্রকারেরই হইতে পারে, স্ত্রীতে লোভ, খাদ্যে লোভ, ধনে লোভ, পরদ্রব্যে লোভ ইত্যাদি। পরেই বলা হইয়াছে "সতাং মার্গমদূষয়ন্"—অর্থাৎ

সাধুদের শাস্ত্রোক্ত আচরণ লঙ্ঘন করিয়া অশিষ্টাচরণ করিবে না। শাস্ত্রোক্ত বিধান পালনকারী ও নিয়ত আত্মরতিযুক্ত সন্ন্যাসীরা জগদ্গুরু, তাঁহারা নিজ আদর্শদ্বারা লোকশিক্ষা দিবেন। তাঁহারাই যদি অশাস্ত্রীয় আচরণ করেন তবে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণে সমাজ কলুষিত ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাঁহাদের প্রতিও লোকে বীতশ্রদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং জগদ্গুরু সন্ন্যাসীরা উন্মার্গগামী হইলে লোকের আর ধর্ম্মে শ্রদ্ধা থাকিবে না। ফলে নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী ও ভগবচ্ছরণাগত প্রকৃতভক্ত সাধুদিগের প্রতিও লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে। তাঁহারা খাঁটি সাধুকেও অসাধু মনে করিয়া, সাধু চিনিতে পারিবেন না। তাহার ফলে জনসমাজ সৎসঙ্গ লাভ ও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতে থাকিবে ॥ ১৭ ॥

শুচৌ দেশে সদা ভিক্ষুঃ স্বধর্ম্মমনুপালয়ন্ ।
পর্য্যটেত সদা যোগী বীক্ষয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ১৮ ॥
ন রাত্রৌ ন চ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োর্নৈব পর্যাটন্ ।*
ন শূন্যে ন চ দুর্গে বা প্রাণিবাধাকরে ন চ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) সর্ব্বদা পবিত্রস্থানে বাস করতঃ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন এবং তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদা ভূতলে দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক বিশুদ্ধ প্রদেশে পর্য্যটন করিবেন। কিন্তু তিনি রাত্রিতে, মধ্যাহ্নে, উভয়সন্ধ্যায় বিচরণ করিবেন না এবং শূন্যে (জনশূন্যস্থানে) দুর্গমস্থানে ও প্রাণিহানিকর স্থানে বিচরণ করিবেন না ॥ ১৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভিক্ষু সদা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যতির শাস্ত্রবিহিত

---

* পর্য্যটন্ ইত্যত্র পর্য্যটেৎ ইতি পাঠো যুক্তঃ।

ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। পবিত্রস্থান বলিতে যেখানে বাস করিলে অসৎসঙ্গের সম্ভাবনা নাই এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গ না ঘটে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যশালী ও স্বাস্থ্যকর ঈদৃশ শান্তিপ্রদ বৃক্ষমূল, নদীতট, গিরিগুহা, দেবালয়-প্রভৃতি পবিত্রস্থান বুঝিতে হইবে। দুর্গ বলিতে গড়কেও বুঝায় কিন্তু দুর্গকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিলে দুর্গমস্থান বুঝায়। ভিক্ষুর সাধনের প্রধান চারিটী সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্ন, সায়ং (সন্ধ্যা) ও রাত্রি। "সন্ধ্যয়োর্নৈব পর্যাটন্" মূলে যে পাঠ আছে, এইস্থানে "সন্ধ্যয়োঃ" বলিতে সূর্য্য-নক্ষত্র-বর্জ্জিত সময়কেই সন্ধ্যা বলে। যথা দক্ষঃ—অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ। সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্ববাদিভিঃ।" প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এই উভয়কেই "সন্ধ্যয়োঃ" বলিয়া উপলক্ষ্য করা হইয়াছে। এই উভয় সময় সাধু পর্য্যটন করিবেন না ইহাই মুখ্যার্থ। এই সকল সময় চিত্ত স্বাভাবিকভাবে স্থির থাকে; ধ্যান ধারণার অনুকূল হয়॥ ১৮।১৯॥

একরাত্রং বসেদ্গ্রামে পত্তনে তু দিন-ত্রয়ম্।
পুরে দিন-দ্বয়ং ভিক্ষুর্নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাস্বেকত্র তিষ্ঠেত স্থানে পুণ্যজলাবৃতে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভিক্ষু গ্রামে একরাত্রি, পত্তনে দিনত্রয়, পুরে দিবসদ্বয় ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিবেন। কিন্তু বর্ষায় চারিমাস পবিত্রজলাশয়যুক্ত কোনও একটী নির্দ্দিষ্টস্থানে বাস করিবেন॥২০॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—গ্রাম—গাঁ, লোকালয় অর্থাৎ প্রাকার পরিখাদি পরিশূন্য বহুলোকের বাসস্থান, যথা "বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি হি। স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তো শূদ্রাণাং গ্রাম এব বা।" পত্তন—

মহতী পুরী (ইতি শ্রীধরস্বামী)। পুরং—হট্টাদি বিশিষ্টস্থানম্ (ইতি শ্রীধরস্বামী), বহু গ্রামীয় ব্যবহারস্থানম্ (ইত্যমর টীকায়াং ভরত)। নগর—শহর, "অনেকজাতিসম্বন্ধং নৈকশিল্পসমাকুলং। সর্ব্বদৈবত সম্বন্ধং নগরন্ত্বভিধীয়তে॥ শ্রীধরস্বামিধৃত ভৃগুবচনং। অর্থাৎ যেখানে অনেক জাতি বাস করে, নানাবিধ শিল্প কার্য্যের ব্যবসায় আছে এবং যেখানে নানাবিধ দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই নগর।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক বর্ষার এই চারিমাস চাতুর্মাস্য ব্রত পালন জন্য বিশেষ ভাবে সন্ন্যাসীরা পবিত্র জলাশয়যুক্ত একটী স্থানে বাস করিবেন, ইহাই যতিধর্ম্মের আচরণবিশেষ। অবধূত ও তুরীয়াতীত সন্ন্যাসীদের জন্য এ বিধি নহে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ইহা অবশ্য পালনীয়। তাহাদের জন্যই এই বিধান বুঝিতে হইবে॥ ২০॥

আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পশ্যন্ ভিক্ষুশ্চরেন্মহীম্।
অন্ধবজ্জড়বচ্চৈব বধিরোন্মত্তমূকবৎ॥ ২১॥

অনুবাদ—ভিক্ষু সমস্ত প্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। তিনি অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায়, বধিরের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় এবং মূকের (বোবার) ন্যায়—হইয়া অবস্থান করিবেন॥ ২১॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভিক্ষু নিজের ন্যায় সকলকে দেখিবেন। তিনি সুহৃৎ, শত্রু, মিত্র, পাপী, দুরাচার ব্যক্তিদিগকে একই ভাবে দেখিবেন। অর্থাৎ স্বীয় হৃদয় হইতে এ সুহৃৎ, এ মিত্র, এ শত্রু, এ পাপী, এ দুরাচার, এইরূপ ভাবসকল দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। ভগবৎকৃপায় ও সাধনপ্রভাবেই এইরূপ সমভাব আসিয়া থাকে। অথবা পাত্রভেদে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটী ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে

চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ সুখসম্ভোগযুক্ত সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী-ভাবনা করিবেন, দুঃখক্লিষ্ট প্রাণীতে করুণা, পুণ্যাত্মাতে মুদিতা (হৃষ্ট হওয়া বা থাকা) এবং অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা ভাবনা করিবেন। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, চিত্ত প্রসন্ন ও নির্ম্মল হয় এবং প্রসন্ন-চিত্ত একাগ্র হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। সকলের মধ্যেই শুদ্ধ-চিৎ-স্বরূপ-ব্রহ্ম আছেন এইরূপ ভাবনা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক্ রাখিবেন।

ভিক্ষুকে অন্ধবৎ, বধিরবৎ, মূকবৎ, জড়বৎও উন্মত্তবৎ হইতে শ্রুতি-শাস্ত্রে আদেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত রূপে বুঝিতে হইবে। যথা :—

১। অন্ধবৎ—অন্ধ যেমন জগতে বিভিন্নরূপ দর্শন করে না, যতিও তেমনি জগতের বিচিত্ররূপ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শনে সচেষ্ট হইবেন।

২। বধিরবৎ—বধির যেমন বিচিত্রশব্দ শ্রবণ করে না, যতিও বিষয়-জগতের শব্দবৈচিত্র্যসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, লোকের নিন্দা-প্রশংসাদি কোন কথাই তিনি কাণে তুলিবেন না, বিশ্বময় এক অনাহতপ্রণবধ্বনি শুনিতে যত্নবান্ হইবেন।

৩। মূকবৎ—বাক্‌শক্তি থাকিতেও তিনি বোবার ন্যায় কাহারও কোন কথার উত্তর না দিয়া কোন বিষয়কথা না বলিয়া—কেবলমাত্র প্রণব বা গুরুদত্ত নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তদ্‌বাচ্য ব্রহ্মস্মরণে মনোযোগী হইবেন।

৪। জড়বৎ—দেহেন্দ্রিয়মনে কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও বিষয় সম্পর্কে যতি জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিয়া সমস্তশক্তি আত্মসমাধি-অভ্যাসে নিয়োজিত করিবেন।

৫। উন্মত্তবৎ—চিত্তে কোনপ্রকার বিকার না থাকিলেও যতি উন্মত্তবৎ নিজের দেহাদির প্রয়োজনসম্পর্কে, অশনবসনাদিসম্পর্কে ও লৌকিকব্যবহারসম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া জগতে বিচরণ

করিবেন এবং অন্তরে পরমার্থসম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাদশূন্য হইবেন। ইহাই ফলিতার্থ ॥ ২১ ॥

স্নানং ত্রিষবণং প্রোক্তং বহূদকবনস্থয়োঃ।
হংসে তু সকৃদেব স্যাৎ পরহংসে ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বহূদক ও বনবাসী সন্ন্যাসীর স্নান তিনবার বিধেয়; হংসসন্ন্যাসী একবার মাত্র স্নান করিবেন। পরমহংসের পক্ষে স্নানের কোন বিধান নাই ॥ ২২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সন্ন্যাসীদের স্নানবিষয়ে বিধান করিয়াছেন। বহূদক ও বনস্থ সন্ন্যাসী প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় তিনবার স্নান করিবেন। এখানে বনস্থ সন্ন্যাসীর অর্থ বানপ্রস্থাশ্রম হইতে তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া যাঁহারা সন্ন্যাসী হইবেন তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। এ বিষয়ে টীকাকারগণ কোনই মীমংসা করেন নাই। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া যাঁহারা ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন তাহাদিগকেও বনস্থ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ভিক্ষার্থ গৃহস্থাদির গৃহে গমন করেন না, বরাবরই বনেই বাস করিয়া বনজাত ফলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাই বনস্থ। হংসসন্ন্যাসী একবার মাত্র স্নান করিবেন। পরমহংস সন্ন্যাসী মনের মলত্যাগকেই স্নান বলিয়া জানেন। যথা শ্রুতি—"স্নানং মনোমলত্যাগঃ"। পরমহংসদের পক্ষে জল-স্নান স্বেচ্ছাধীন ॥ ২২ ॥

মৌনং যোগাসনং যোগস্তিতিক্ষৈকান্তশীলতা।
নিঃস্পৃহত্বং সমত্বং চ সপ্তৈতান্যেকদণ্ডিনাম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা মৌনী থাকিবেন,

যোগানুকূল পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনাদিতে স্থিত হইবেন। যোগাসনে স্থিত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ যোগাভ্যাসে নিরত থাকিবেন। তিতিক্ষু অর্থাৎ দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবেন, একান্তশীল হইবেন, সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য হইবেন, এবং সমত্ব অবলম্বন করিবেন। মৌন, যোগাসন, যোগ, তিতিক্ষা, একান্তশীলতা, নিঃস্পৃহত্ব ও সমত্ব এই সাতটী একদণ্ডী সন্ন্যাসীদের মুখ্য ধর্ম্ম॥ ২৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—একদণ্ডী সন্ন্যাসী অর্থাৎ একমাত্রব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ সন্ন্যাসী নিয়ত ব্রহ্মধ্যান জন্য মৌনব্রতাবলম্বী হইবেন। প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ পদ্মাসন, সিদ্ধাসনাদিতে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া আত্মধ্যাননিরত থাকিবেন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও একান্তশীল হইবেন। কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। সর্ব্বাবস্থায় সমত্ব অবলম্বন করিবেন অর্থাৎ কার্য্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা স্বাস্থ্য, ব্যাধি, নিন্দা, প্রশংসা, মান, অপমান প্রভৃতি সমভাবে গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণকে আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত নিত্যযুক্ত রাখিতে অভ্যাস করিবেন। উপরোক্ত সাতটী লক্ষণের কোনটীর অভাব হইলেই একদণ্ডী সন্ন্যাসী বলা যায় না ॥ ২৩॥

পরহংসাশ্রমস্থো হি স্নানাদেরবিধানতঃ।
অশেষচিত্তবৃত্তীনাং ত্যাগং কেবলমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পরমহংসাশ্রমস্থ সন্ন্যাসীদের বাহ্যিক স্নানাদির বিধান না থাকায় অশেষচিত্তবৃত্তি সকলের ত্যাগ বা নিরোধই তাঁহাদের একমাত্র আচরণীয়: অর্থাৎ চিত্তকে সমাহিত করিয়া

ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভবরূপ ধ্যানদ্বারা আত্মসংস্থ হইতে নিয়ত চেষ্টা করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ॥ ২৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে "অশেষচিত্তবৃত্তীনাং ত্যাগঃ" বাক্য দ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তিসমুদয়-নিরোধের কথাই বুঝাইতেছে। চিত্ত-বৃত্তিনিরোধই যোগ—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত স্বরূপ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এস্থলে অশেষ বিশেষণ থাকাতে সম্প্রজ্ঞাতস্বরূপ যোগ-লক্ষণ প্রাপ্তি হওয়া যায় না। কারণ সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে অর্থাৎ তখনও চিত্তের দ্বারা উপহিত ব্রহ্মেতে "অহংব্রহ্মাস্মি" এইরূপ অহংজ্ঞানপূর্ব্বিকা ব্রহ্মাকারা-কারিতা চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে। তখনও স্বরূপতালাভ হয় না। জ্ঞাতৃ-জ্ঞানাদি-ভেদের লয় হয় না। অতএব এখানে অশেষ চিত্তবৃত্তি নিরোধ বলিতে ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তিভিন্ন অপর সমস্তপদার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ অবস্তুবিষয়ক চিত্তবৃত্তি সমুদয়ই বুঝিতে হইবে। এইজন্য পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়াছেন—যেরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ ক্লেশকর্ম্মাদির বিনাশক হয় তাহাকে যোগ বলে। তাদৃশ চিত্তবৃত্তি নিরোধই পরমহংসাশ্রমী সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

ত্বঙ্‌মাংসরুধিরস্নায়ুমজ্জামেদোঽস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং ক্রিমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ত্বক্, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মজ্জা, মেদ ও অস্থির সম্মিলনে সমুৎপন্ন এবং বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ অপবিত্র দেহে যাহারা রমণ করিয়া আনন্দানুভব করে, বিষ্ঠা, মূত্র ও পূয়ে সমুৎপন্ন এবং তন্মধ্যে বাসকারী ক্রিমিদের সহিত তাহাদের পার্থক্য কি? ॥ ২৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—আহারজাতরস হইতেই শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হয়। মনুষ্যগণ পিতামাতার শুক্র-শোণিত দ্বারা সংযুক্ত হইয়া মাতৃগর্ভে জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ শুক্র-শোণিত দ্বারা ক্রমে ত্বক্‌, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মজ্জা, মেদ ও অস্থিপ্রভৃতির সমবায়ে সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করতঃ দশমাস পর্য্যন্ত—বিষ্ঠা, মূত্র, পূতিগন্ধময় ঐ জরায়ুমধ্যে বাস করিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। এই ন্থক্কারজনক দেহে যাহাদের প্রীতি এবং ইহাতে রমণ করিয়া যাহারা আনন্দ অনুভব করে, বিষ্ঠামূত্রপূর মধ্যে উৎপন্ন ও তাহাতে প্রীতিযুক্ত ক্রিমির সহিত তাহাদের পার্থক্য কি? অর্থাৎ কোনই পার্থক্য নাই ॥ ২৫ ॥

ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব চাঙ্গশোভাসৌভাগ্যকমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্লেষ্মাদির (কফ, পিত্ত, বায়ু ও রক্তের) সমবায়ে বা সম্মিলনে সমুৎপন্ন এই শরীরই বা কোথায়? আর শরীরের অঙ্গশোভা, সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা-প্রভৃতি গুণই বা কোথায়? বস্তুতঃ শরীরের মত বস্তুতে ঐ সকল গুণ কোনও ক্রমেই সম্ভব নহে ॥ ২৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কফ, পিত্ত, বায়ু ও রক্ত এই বস্তু চতুষ্টয় ভিন্ন দেহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন-দেহ ইহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে। শারীরশাস্ত্রেও লিখিত আছে :—

"নর্ত্তে দেহং কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহমেতৈস্তু ধার্য্যতে॥"

সুতরাং 'শ্লেষ্মাদীনাং' বলিতে কফ, পিত্ত, বায়ু ও রক্ত এই চারিটী

বুঝাইতেছে। আহারজাত রস হইতেই কফ, পিত্ত ও রক্ত উৎপন্ন হয়। এই তিনটী অচল। বায়ু দ্বারা ইহারা চালিত হয়। যথা :—

"পিত্তঃ পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তিমেঘবৎ॥"

এই সকল অপবিত্র দ্রব্যের সম্মিলনে এই শরীরের সৌন্দর্য্যই বা কি? সৌভাগ্যই বা কি এবং কমনীয়তাই বা কোথায়? ইহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং ইহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া এবং মায়ামুগ্ধ হইয়া অবোধ-জীব অশেষ-ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাতে মজিয়া, ইহাতে আনন্দানুভব করিয়া জীব অনন্তদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এক সময় আক্ষেপ করিয়া বশিষ্ঠদেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন—"এই দেহ কেবল অপবিত্র মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা ও অসার মাংস শোণিতে পরিপূর্ণ, তাহার উপর আবার অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিকার্য্য নিয়তিবশে সহসা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহার রমণীয়তা ও উপাদেয়তা কি? সুতরাং কোন বুদ্ধিমান পুরুষ ঈদৃশ কৃতঘ্ন ও নশ্বর দেহের প্রতি প্রীতিমান্ বা আস্থাবান্ হইতে পারে? (বৈরাগ্য প্রকরণ) শ্রুতিও তাহাই পরশ্লোকে বলিতেছেন॥ ২৬॥

মাংসাসৃক্পূয়বিণ্-মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥ ২৭॥

অনুবাদ—মাংস, রুধির, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থি সংঘাতে নির্ম্মিত শরীরের প্রতি যে মূঢ় প্রীতিযুক্ত হয় সে নরকগামী হয়॥ ২৭॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব দুইটী মন্ত্রে এই দেহের নশ্বরত্ব ও অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া পুনরায় এই শরীর যে মাংস, রুধির, পূয, বিষ্ঠা,

মূত্র, অস্থির সম্মিলনে নির্ম্মিত তাহা সাধককে স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্রুতি বলিতেছেন ঈদৃশ শরীরের প্রতি যে সাধক প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহাতেই আমিত্ববুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাহাতে রমণ করিতে ইচ্ছুক সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং তাহার দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম ধারণ করা ব্যর্থ হইয়া গেল বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

স্ত্রীণামবাচ্যদেশস্য ক্লিন্ননাড়ীব্রণস্য চ।
অভেদেঽপি মনোভেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্চ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—স্ত্রীলোকদিগের অবাচ্যদেশ অর্থাৎ অবাচ্য স্থান এবং ক্লেদযুক্ত নাড়ীব্রণের কোনও প্রভেদ নাই। তথাপি লোক ভ্রান্তিবশতঃ সুখবুদ্ধিতে উহাতে রত হইয়া প্রায়ই আত্ম-বঞ্চিত হয় ॥ ২৮ ॥

চর্ম্মখণ্ডং দ্বিধা ভিন্নমপানোদ্গারধূপিতম্।
যে রমন্তি নমস্তেভ্যঃ সাহসং কিমতঃ পরম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ একখণ্ডচর্ম্ম দ্বিধাবিভক্ত, সর্ব্বদা অপানবায়ুর সম্পর্কে দুর্গন্ধযুক্ত ও যাহা অপান বায়ুর উদ্গিরণ দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত তাহাতে যে মূঢ় প্রীতিযুক্ত হইয়া একান্ত রত হয় তাহার সাহসকেও ধন্যবাদ এবং তাহাকেও নমস্কার। এই মন্ত্রে গ্রাম্য ধর্ম্মের কীর্ত্তন করা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ।
নির্ম্মমো নির্ভয়ঃ শান্তো নির্দ্বন্দ্বোঽবর্ণভোজনঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশ মন্ত্রোক্ত পরমহংস যতির সম্বন্ধে এই মন্ত্র বুঝিতে হইবে)।

বিপশ্চিৎ (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী) পরমহংস যতির কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য থাকে না, কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থাকে না ; তিনি নির্ম্মম, নির্ভীক, প্রশান্ত ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া থাকেন এবং অবর্ণের (অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য বহির্ভূত জাতিসমূহের) অন্নও তিনি ভোজন করিতে পারেন। (অর্থাৎ তাঁহার কোন বর্ণাবর্ণ বিচার রাখিবারও আবশ্যকতা নাই)।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যে যতি সাধনপ্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য হইতে পারিয়াছেন এবং যাঁহার অহং মমেতি-বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ভগবন্নির্ভরতাহেতু যিনি নির্ভয় হইতে পারিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত সমতাপ্রাপ্ত বা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা আত্মধ্যাননিরত, সাধনপ্রভাবে এতাদৃশ গুণসম্পন্ন হইতে পারিলে, তখন তাঁহার জাতিবিচার থাকিবে না। ব্রহ্মের যেমন জাতি-বিচার নাই নিয়ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত পরমহংসের পক্ষেও কোন উচ্চ নীচ ভেদ থাকে না। সাধারণ যতির পক্ষে এ নিয়ম নহে। যিনি ভ্রমবশতঃ স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহার অন্যথা করেন তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গিয়া অধঃপতিত হইবেন। ভগবানের দৃষ্টিতে তিনি নির্দ্দোষী নহেন। শাস্ত্রজ্ঞানরহিত অনভিজ্ঞগণ তাঁহার একার্য্যকে বাহবা দিতে পারেন, প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজের কল্যাণেচ্ছু প্রকৃত সাধকেরা তাঁহার এ কার্য্য কিছুতেই শাস্ত্রদৃষ্টিতে ও বিচার দ্বারা অনুমোদন করিবেন না। স্বেচ্ছাচারই বলিবেন। শাস্ত্রোক্ত পরমহংস-অবধূত সন্ন্যাসীর ও খাঁটী বৈষ্ণবের পক্ষেই জাতিবিচার থাকিবে না। তাঁহার পক্ষেই "সর্ব্ববর্ণেষু ভৈক্ষাচরণং কুর্য্যাৎ" এই শ্রুতিবিধি প্রযোজ্য। সাধকগণ

অধিকারি ভেদ বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। যাহা লিখিলাম তাহাও দিগ্‌দর্শন মাত্র। অবিপক্ক-কষায় সাধনশীল সাধারণ যতি বা সন্ন্যাসীরা বা বৈষ্ণবেরা ভ্রমবশতঃ এই আচরণ করিতে গেলে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন। বর্ত্তমান যুগের মহোৎসব আদি ইহার দৃষ্টান্তস্থল, উহাও স্বেচ্ছাচারিতা। মনে করুন, একজন সন্ন্যাস নিয়াই কি উচ্চাঙ্গের সন্ন্যাসীর আচরণ করিতে পারেন? কখনই না। একজন সামান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ একজন সিদ্ধ-ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা নিয়াই একজন চণ্ডালের অন্ন খাইতে পারেন কি? ইহা কি সমাজ ধ্বংসকারী ব্যাপার নহে ॥ ৩০ ॥

মুনিঃ কৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ।
এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যোগী কৌপীনবস্ত্রও ধারণ করিতে পারেন অথবা উলঙ্গও থাকিতে পারেন। এইরূপ ত্যাগশীল ও নিত্যজ্ঞানানুশীলননিরত যোগীই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তযোগীর আচ্ছাদ-নাদির (পরিধেয়াদির) বিষয় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। এই বিষয় পূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ থাকিলেও ইহাকে কেহ পুনরুক্তিদোষ বলিয়া মনে করিবেন না। সন্ন্যাসিগণ নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভোগপরায়ণ গৃহস্থদের ন্যায় বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাদির অক্ষমতা, লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহার ফলে তাঁহারা সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে চ্যুত হন। এই জন্যই উপনিষদে পুনঃ পুনঃ যতিদিগকে

পরিধেয়াদি সম্বন্ধে যথাসম্ভব ত্যাগশীল হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রে কোন বিষয়ে দৃঢ়তা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিবার বিধিও দেখা যায়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ একই প্রকার উপদেশের পারিভাষিক নাম 'অভ্যাস'। কাষায়বস্ত্রধারণ, মস্তকমুণ্ডন, শিখাসূত্রত্যাগ এবং গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কতগুলি কর্ম্মত্যাগ (সন্ধ্যা, তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি) প্রভৃতি দ্বারা সন্ন্যাসীদের একটা চিহ্ন প্রকাশিত হয় বটে, এবং গৃহস্থাদি অন্যাশ্রমিগণ তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতেও পারেন, কিন্তু এই সকল বাহ্যিকলিঙ্গের (চিহ্নের) উদ্দেশ্য কি ? ত্যাগ। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। ত্যাগের সংস্কার ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে, প্রয়োজন (অপ্রতুল বা অভাব) ক্রমশঃ কমাইতে হইবে, ইহাই সন্ন্যাসের বিধি। প্রথমাবস্থায় কাষায়বস্ত্রপরিধান, কম্বলাদিব্যবহার, সুরক্ষিত কুটীরে বাস, সামাজিক নীতি কতকটা রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক। ক্রমশঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, অনপেক্ষতা, একতত্ত্বাভ্যাসিতা প্রভৃতিও বর্জ্জন করিয়া কাষায়বস্ত্রস্থলে কৌপীন মাত্র ও তৎপর আরও উচ্চস্তরে আরূঢ় হইলে দিগম্বর অবস্থা, কম্বলাদিও পরিত্যাগ, অনিকেত ভাবে স্থিতি ও গতি, সামাজিক নীতিসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা সন্ন্যাসীর পক্ষে বিধেয়। যেরূপ অলাবু পরিপক্ক হইলে ফুলটী আপনি ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ পরিশেষে সন্ন্যাসীর সবই ত্যাগ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থা প্রকৃতির বিধানেই হইয়া থাকে। সংসারে তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। অন্ন-বস্ত্র-কুটীরাদি সব সম্বন্ধেই তিনি উদাসীন হন। জীবন ও মরণ তাঁহার নিকট সমান হইয়া যায়। তখনই তিনি সার্থকনামা সন্ন্যাসী হন অর্থাৎ সম্যক্ ত্যাগী হন। কর্ম্মভোগময় জগৎসম্পর্কে সম্যক্ ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সাধক সম্যক্ সিদ্ধ হন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত হন, সচ্চিদানন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাহিরে বস্ত্রত্যাগ, গৃহত্যাগ, এমন কি অন্নত্যাগ অভ্যাস করিলেই, লোক-

সমাজে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতে লজ্জা বোধ না করিলেই, যথার্থ সন্ন্যাস হয় না, ব্রহ্মভাবও আসে না। দম্ভাদির অনুপ্রাণতাতেও এসব অনুশীলন সম্ভব হয়। অন্তরে ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মধ্যানের নিয়ত অনুশীলন দ্বারাই যথার্থ সন্ন্যাস হয়, সম্যক্ ত্যাগের প্রতিষ্ঠা হয়। বাহিরের ত্যাগ এই আন্তর ত্যাগের সহায়ক মাত্র ॥ ৩১ ॥

লিঙ্গে সত্যপি খল্বস্মিন্ জ্ঞানমেব হি কারণম্।
নির্ম্মোক্ষায়েহ ভূতানাং লিঙ্গগ্রামো নিরর্থকঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাসোচিত লিঙ্গ ধারণ করিলেও বস্তুতঃ একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই ইহলোকে জীবগণের মোক্ষলাভের নিশ্চিত হেতু। (কৌপীনাদি বা দিগম্বরত্বাদি) লিঙ্গ সমূহের স্বতন্ত্র কোন সার্থকতা নাই ॥ ৩২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—"স্বীকার করিলাম তুমি শরীরে ভস্ম মাখিয়া সাধু হইয়াছ, জটামণ্ডল বাড়াইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, মরিলেই মুক্ত হইবে এইজন্য কাশীবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছ ও কঠোরসাধন করিবার জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া কেবল ফলমূলমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ, মানিলাম তুমি গৈরিক বসন পরিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ডী হইয়াছ, সত্যই তুমি বাক্‌সংযম পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়াছ, দিবারাত্রি ধুনি জাগাইয়া কাহারও গৃহে আশ্রয় না লইয়া বৃক্ষতলে শীত-বর্ষা যাপন করিতেছ, দেখিলাম তুমি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি", "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম", "মায়াময়মিদমখিলঞ্চরাচরম্," ভগবদ্দর্শন, সিদ্ধি সাধন আদি ব্যঞ্জক বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিতেছ, তুমি সাধু-সন্ত-বড়মহান্ত মহারাজ হইয়া অনেক শিষ্যসেবক সমভিব্যাহারে রাখিয়াছ। বুঝিলাম ধন্য ভাগ্য তোমার যে, গৃহদ্বার পরিবারাদি ছাড়িয়া

বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছ, সাধুমণ্ডলী লইয়া প্রধান আখড়াধারী হইয়াছ, বহুতর ব্যক্তির ভোজন জন্য উত্তম ভাণ্ডারা দিয়াছ ও প্রকাণ্ড গগনভেদী ঝাণ্ডা— বিশাল পতাকা তোমার আখড়ায় পৎপৎ শব্দে উড়িতেছে ; আর তুমি যোনি, খেচরী আদি মুদ্রা, উচাটন, বশীকরণ আদি মন্ত্র, আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিহোত্রাদি যাগ আদি যত কিছু শিক্ষা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ বলিতেছেন সমস্তই ভাল কিন্তু ভগবৎপ্রেম ব্যতীত এই সাধন সমস্ত বিবর্ণ ও সৌষ্ঠবশূন্য জানিবে। যাঁহার জন্য এত সাধন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে না পারিলে সুন্দর দেখায় না ও শোভাও পায় না এবং আনন্দযুক্ত বলিয়াও বোধ হয় না"। ঐ ভক্ত সাধক সিদ্ধমহাত্মা সেই ভাবকে মধুর ভাষায় ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত্ত করিয়া গাহিয়াছেন :—

"খাক্ চঢ়ায়ো জটা বঢ়ায়ো, ভয়ো ব্রহ্মচারী।
কাশীবাসী ভয়ো সন্ন্যাসী, ফল মূল ভিক্ষাহারী ॥
বসন রঙ্গায়ো মূড় মুড়ায়ো, ভয়ো দণ্ডধারী।
মৌনী ভয়ো ধুনী জগায়ো, তরুতল নিবাসকারী ॥
বেদপুরাণ পঢ় ছাটো জ্ঞানকী, লম্বী চৌড়ী বাত।
ভয়ো সন্ত্ বড়ে মহান্ত্ চেলা চপেটা সাথ ॥
অহোভাগ্য লিয়ে বৈরাগ্য, ছোড় ঘরবাড় নারী।
বড় আখাড়া দিয়ো ভণ্ডারা, ফহরা ঝাণ্ডা ভারি ॥
মুদ্রা, মন্ত্র, যোগ, যাগ্, যন্ত্র, জো কুছ্ সাধন শিখা।
প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণানন্দ, রঙ্গ ঢঙ্গ সব ফিকা" ॥

পরিব্রাজক স্বামীজী প্রণীত (শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী)

"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃসতাম্"—শ্রীমদ্ভাগবত

পূর্ব্বমন্ত্রে, কৌপীন ও নগ্নতারূপ বাহ্যলিঙ্গ এবং জ্ঞান ও ধ্যানরূপ আভ্যন্তরীণ সাধনা উভয়েরই উপদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যলিঙ্গ বাহ্যিক বেশ ব্যবহারাদি যে সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের কারণ নয়, মোক্ষ-

সাধনার আনুকূল্য করে মাত্র, এবং জ্ঞান ও ধ্যানই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বাহ্যলিঙ্গ ব্যতীতও যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরস পানে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তবে বাহ্যতঃ সন্ন্যাসলিঙ্গের অভাবে তাঁহার মোক্ষলাভের বাধা হইবে না, ইহাও এখানে সূচিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

যং ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞো ব্রহ্মবৃত্ত* মনুব্রতম্।
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বানজ্ঞাতচরিতং চরেৎ ॥ ৩৪ ॥

সন্দিগ্ধঃ সর্ব্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ।
অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যে যোগীকে (বাহ্যিক লিঙ্গ বা আচরণ দেখিয়া) কেহই সৎ বা অসৎ বলিয়া বুঝিতে পারে না, শাস্ত্রজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া বুঝিতে পারেনা, সদ্বৃত্তিসম্পন্ন বা দুর্বৃত্ত বলিয়াও বুঝিতে পারেনা; এরূপ অলিঙ্গ (অর্থাৎ সন্ন্যাসের বিশেষ চিহ্ন যিনি বর্জ্জন করিয়াছেন এরূপ অত্যাশ্রমী) বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত) যতি (সন্ন্যাসোচিত সর্ব্বত্যাগ-মূলক) ধর্ম্মের নিগূঢ়রহস্য অবগত হইয়া সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত থাকিলেও (প্রত্যেক ব্রত বা আচরণের পশ্চাতে তাঁহার ব্রহ্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও) তিনি গূঢ়ধর্ম্ম (আত্মগোপন ব্রত)

---

* "ব্রহ্মব্রতমনুব্রতম্"—ইতি পাঠান্তরম্।

অবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাতচরিত্র হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। তিনি বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিত হইয়া, (অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভহেতু ভেদমূলক বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন ও আচার পরিত্যাগ করিয়া) পৃথিবীতে অন্ধের মত (ভেদদর্শনবর্জ্জিত হইয়া), জড়ের মত (ভেদমূলক সদাচার ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উদাসীন হইয়া) এবং মূকের মত (ভেদাশ্রয়ী বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া) বিচরণ করেন, এবং সেইহেতু সকল লোকের সন্দেহের পাত্র হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত ধারণা করিতে পারে না) ॥ ৩৩।৩৪।৩৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অতঃপর কতিপয়মন্ত্রে অত্যাশ্রমী অবধূত সিদ্ধ যোগীদের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যিকলিঙ্গ বা আচার দেখিয়া তাঁহাদিগকে চেনা যায় না, তাঁহাদের আন্তর অবস্থা বোঝা যায় না। এই মন্ত্রে কোন বিধি নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কারণ এরূপ অত্যাশ্রমী গূঢ়-ধর্ম্মাশ্রিত সাধুগণ বিধি-নিষেধের অতীত। তাঁহাদের স্বভাব বলা হইতেছে। শাস্ত্র ও সৎসঙ্গপ্রদর্শিত সাধনপ্রভাবে যাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিগলিত হইয়া গিয়াছে, যিনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া আছেন, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরত্রয়ের অতীত অবস্থায় অবস্থিত। তিনি অন্তরে সাধুত্বের পরাকাষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাহিরে স্থূলদৃষ্টির সমীপে অসাধুর ন্যায় আচরণ করিয়া অসাধুবৎ প্রতীয়মান হইতে পারেন, শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য অবগত হইয়াও শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খের মত কথাবার্ত্তা বলিয়া (আত্মগোপনার্থ) স্বেচ্ছায় লোকের অবজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন, অন্তরে সদ্ভাব অত্যুজ্জ্বল রাখিয়াও দুর্ব্বৃত্তরূপে পরিচিত হইতে পারেন। এই মত অবস্থায় তাঁহার পক্ষে কোন বর্ণাশ্রমের চিহ্ন ধারণ করা নিষ্প্র-য়োজন। কেননা বর্ণাশ্রমের শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ সামাজিক ও

আধ্যাত্মিক স্তরভেদ অবলম্বনেই উপদিষ্ট, পক্ষান্তরে এইরূপ মহাপুরুষ সকলভেদাতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বদাই ব্রহ্মে স্থিত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিয়ম থাকিতে পারে না। তিনি সাধনকালে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম ও অসদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধাবস্থায় বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত ভেদমূলকধর্ম্ম ও সদাচারও পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়াছেন। তিনি মহীমণ্ডলে অন্ধ, জড় ও মূকেরন্যায় অর্থাৎ চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায় বিচরণ করেন অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু স্বসংযুক্ত দৃশ্যকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে না, কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীনের ন্যায়, মন থাকিতেও অমনস্কের ন্যায়, প্রাণ থাকিতেও নিষ্প্রাণের ন্যায় বিচরণ করেন। তিনি বাহ্যকর্ম্ম করিয়াও অন্তঃকরণে নিষ্কর্ম্মা (তিনি কেবল পূর্ব্বসংস্কারের বলে অভ্যাস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, অভিমানপূর্ব্বক করেন না)। লোকে এই জাতীয় মহাপুরুষদিগকে বাহ্যিক আচার ব্যবহার দেখিয়া চিনিতে বা বুঝিতে পারে না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ ও কল্পনা জল্পনা করিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে কখনও সাধু কখনও বা অসাধু, কখনও জ্ঞানী, কখনও মূর্খ, কখনও প্রেমিক, কখনও নির্দ্দয় বলিয়া মনে করে। তাঁহাদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব"। "সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ। তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়" ইতি। ইহাই মন্ত্রত্রয়ের ফলিতার্থ॥ ৩৩।৩৪।৩৫॥

তং দৃষ্ট্বা শান্তমনসং স্পৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ।
লিঙ্গাভাবাত্তু কৈবল্যমিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥৩৬॥

অনুবাদ—সেই শান্তচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগীকে

দেখিয়া দেবগণও ঐরূপ হইতে অভিলাষ করেন। কোনও প্রকার লিঙ্গ থাকিতে কৈবল্যলাভ হয় না। ব্রহ্মা নারদকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বিচিত্র বিভূতি, ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্পাদনের সৌভাগ্য এবং প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াও দেবতাগণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মুক্তপুরুষগণের নিকট নতশির হন। ব্রহ্মজ্ঞান ও কৈবল্যের তুলনায় স্বর্গরাজ্য তুচ্ছ, সব দৈবশক্তি ও বিভূতি তুচ্ছ, আকল্পস্থায়ী পরমায়ুঃ তুচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরাশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু দেবতাগণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও অন্তরে পরাশান্তি লাভ করেন না। দেবতারা মুক্ত পুরুষ নন। তাঁহারাও মনুষ্যগণের ন্যায় মুক্তিলাভেচ্ছু। এইরূপ শান্তচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগী কৈবল্যমুক্তি লাভ করেন। এইজন্য দেবতারাও ঐরূপ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে অভিমান থাকিলে কাহারও নির্ব্বাণমুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যখন যোগী ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়াই অনুভব করেন না; সমস্তই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান যখন তাঁহার হইয়াছে তখনই তাঁহার কৈবল্যমুক্তি হয় ইহাই ব্রহ্মার অনুশাসন ॥ ৩৬ ॥

ক্রমসন্ন্যাসবিধি নিরূপণম্।

(ক্রমসন্ন্যাসের নিয়ম নিরূপণ)

অথ নারদঃ পিতামহং সন্ন্যাসবিধিং নো ব্রূহীতি পপ্রচ্ছ। পিতামহস্তথেত্যঙ্গীকৃত্যাতুরে বা ক্রমে বাপি, তুরীয়াশ্রমস্বীকারার্থং কৃচ্ছ্রপ্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকমষ্টশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ দেবর্ষি-দিব্যমনুষ্যভূতপিতৃমাত্রাত্মেত্যষ্টশ্রাদ্ধানি কুর্য্যাৎ।

প্রথমং সত্যবসুসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ দেবান্, দেবশ্রাদ্ধেব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশ্বরান্, ঋষিশ্রাদ্ধে দেবর্ষিক্ষত্রিয়র্ষিমনুষ্যর্ষীন্, দিব্য-শ্রাদ্ধে বসুরুদ্রাদিত্যরূপান্, মনুষ্যশ্রাদ্ধে সনক-সনন্দন-সনৎ-কুমার-সনৎসুজাতান্, ভূতশ্রাদ্ধে পৃথিব্যাদিপঞ্চমহাভূতানি চক্ষুরাদিকরণানি চতুর্ব্বিধভূতগ্রামান্, পিতৃশ্রাদ্ধে পিতৃ-পিতামহপ্রপিতামহান্, মাতৃশ্রাদ্ধে মাতৃপিতামহীপ্রপিতা-মহীঃ, আত্মশ্রাদ্ধে আত্মপিতৃপিতামহান্, জীবৎ-পিতৃক-শ্চেৎ পিতরং ত্যক্ত্বা আত্মপিতামহপ্রপিতামহানিতি। সর্ব্বত্র যুগ্মক্লৃপ্ত্যা ব্রাহ্মণানর্চ্চয়েৎ। একাধ্বরপক্ষেঽষ্টাধ্ব-রপক্ষে বা স্বশাখানুগতমন্ত্রৈরষ্টশ্রাদ্ধান্যষ্টদিনেষু বা একদিনে বা পিতৃযাগোক্তবিধানেন ব্রাহ্মণানভ্যর্চ্য ভুক্ত্যন্তং * যথা-বিধিং নির্বর্ত্য পিণ্ডপ্রদানানি নির্বর্ত্য, দক্ষিণাতাম্বূলৈ-স্তোষয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ প্রেষয়িত্বা, শেষকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং সপ্ত-কেশান্ বিসৃজ্য শেষকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কেশান্ সপ্তাষ্ট বা দ্বিজঃ সংক্ষিপ্য বাপয়েৎ কেশশ্মশ্রুনখানি চেতি সপ্তকেশান্ সংরক্ষ্য কক্ষোপস্থবর্জ্জং ক্ষৌরপূর্ব্বকং স্নাত্বা, সায়ং সন্ধ্যা-বন্দনং নির্বর্ত্য, সহস্রগায়ত্রীং জপ্ত্বা ব্রহ্মযজ্ঞং নির্বর্ত্য, স্বাধীনাগ্নিমুপস্থাপ্য, স্বশাখোপসংহরণং কৃত্বা, তদুক্ত-প্রকারেণাজ্যাহুতিমাজ্যভাগান্তং হুত্বাহুতিবিধিং সমাপ্য,

---

* মুক্ত্যন্তং—বম্বে নির্ণয়সাগরযন্ত্রাগারে মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তরং।

আত্মাদিভিস্ত্রিবারং সক্তু প্রাশনং কৃত্বা, আচমনপূর্ব্বকমগ্নিং সংরক্ষ্য স্বয়মগ্নেরুত্তরতঃ কৃষ্ণাজিনোপরি স্থিত্বা, পুরাণ-শ্রবণপূর্ব্বকং জাগরণং কৃত্বা, চতুর্থযামান্তে স্নাত্বা তদগ্নৌ চরুং শ্রপয়িত্বা, পুরুষসূক্তেনান্নং ষোড়শাহুতীর্হুত্বা, বিরজা-হোমং কৃত্বা, অথাচম্য, সদক্ষিণং বস্ত্রং সুবর্ণং পাত্রং ধেনুং দত্ত্বা, সমাপ্য ব্রহ্মোদ্বাসনং কৃত্বা

"সং মা সিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সং বৃহস্পতিঃ।
সং মায়মগ্নিঃ সিঞ্চত্বায়ুষা চ ধনেন চ বলেন চায়ুষ্মন্তং*
করোতু মা" ইতি ॥

"যা তে অগ্নে যজ্ঞিয়া তনূস্তয়েহ্যারোহাত্মাত্মানম্।
অচ্ছা বসূনি কৃণ্বন্নস্মে নর্যা পুরূণি ॥

যজ্ঞোভূত্বা যজ্ঞমাসীদ স্বাং যোনিম্।
জাতবেদো ভুব আজায়মানঃ সক্ষয় এহি" ॥

ইত্যনেনাগ্নিমাত্মন্যারোপ্য, ধ্যাত্বাগ্নিং প্রদক্ষিণ নমস্কার-পূর্ব্বকমুদ্বাস্য, প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্য, সহস্রগায়ত্রীপূর্ব্বকং সূর্যোপস্থানং কৃত্বা নাভিদঘ্নোদকমুপবিশ্য, অষ্টদিক্পাল-কার্ঘ্যপুর্ব্বকং গায়ত্র্যুদ্বাসনং কৃত্বা, সাবিত্রীং ব্যাহৃতিষু প্রবেশয়িত্বা,

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো

* নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় মুদ্রিত গ্রন্থে চায়ুষ্মন্তঃ ইতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং * সবর্চসং। সুমেধা অমৃতো-ঽক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্"।

"যচ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব।
স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্" ॥

"শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াপিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়" ॥

"দারেষণায়াশ্চ ধনেষণায়াশ্চ লোকেষণায়াশ্চ ব্যুত্থিতোঽহম্"

"ওঁ ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া" "ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" "ওঁ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া", "ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" ইতি মন্দ্রমধ্যতার-ধ্বনিভির্মনসা বাচোচ্চার্য্য, "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে স্বাহা" ইত্যনেন জলং প্রাশ্য, প্রাচ্যাং দিশি পূর্ণাঞ্জলিং প্রক্ষিপ্য "ওঁ স্বাহা" ইতি শিখামুৎপাট্য,

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" ॥
"যজ্ঞোপবীতং বহির্ন নিবসেৎ ত্বমন্তঃ প্রবিশ্য মধ্যে হ্যজস্রম।
পরমং পবিত্রং যশো বলং জ্ঞানবৈরাগ্যং মেধাং প্রযচ্ছ ॥"

ইতি যজ্ঞোপবীতং ছিত্ত্বা, উদকাঞ্জলিনা সহ "ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" ইত্যপ্সু জুহুয়াৎ; "ওঁ ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া" "ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" "ওঁ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" ইতি ত্রিরুক্ত্বা ত্রিবারমভিমন্ত্র্য তজ্জলং প্রাশ্যাচম্য, "ওঁ ভূঃ

---

* "দ্রবিণং মে সবর্চসং"—নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় মুদ্রিত পাঠঃ।

স্বাহা” ইত্যপ্সু বস্ত্রং কটিসূত্রমপি বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্ম-নিবর্ত্তকোঽহমিতি স্মৃত্বা জাতরূপধরো ভূত্বা স্বরূপানুসন্ধান-পূর্ব্বকমূর্দ্ধবাহুরুদীচীং গচ্ছেৎ ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর নারদ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, আপনি আমা-দিগকে সন্ন্যাস বিধি বলুন। তাহা শুনিয়া পিতামহ ব্রহ্মা তাহাই বলিতেছি এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের প্রশ্নের অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত কথার উত্তরে বলিলেন, আতুর সন্ন্যাসই হউক অথবা ক্রমসন্ন্যাসই হউক, যিনিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন তিনি প্রথমতঃ কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। অনন্তর দেবশ্রাদ্ধ, ঋষি-শ্রাদ্ধ, দিব্যশ্রাদ্ধ, মনুষ্যশ্রাদ্ধ, ভূতশ্রাদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, এবং আত্মশ্রাদ্ধ এই অষ্টবিধ শ্রাদ্ধ করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ সত্য ও বসুসংজ্ঞক বিশ্বদেবগণের শ্রাদ্ধ করিবে; তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শ্রাদ্ধ করিবে। ঋষিশ্রাদ্ধে ক্রমশঃ দেবর্ষি, ক্ষত্রিয়র্ষি ও মনুষ্যর্ষিদিগের শ্রাদ্ধ করিবে। দিব্যশ্রাদ্ধে বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের শ্রাদ্ধ করিবে। মনুষ্যশ্রাদ্ধে সনক, সনন্দন, সনৎকুমার এবং সনৎসুজাতের শ্রাদ্ধ করিবে। ভূতশ্রাদ্ধে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটী মহাভূত, চক্ষু প্রভৃতি দশটী ইন্দ্রিয় এবং স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার প্রাণিজাতের শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ করিবে। মাতৃশ্রাদ্ধে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ করিবে। আত্মশ্রাদ্ধে নিজের, পিতার এবং পিতামহের শ্রাদ্ধ করিবে। যদি পিতা জীবিত থাকেন তাহা হইলে পিতাকে

ত্যাগ করিয়া নিজের পিতামহের ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ করিবে। সকল শ্রাদ্ধেই যুগ্ম যুগ্ম করিয়া ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিবে। এক যজ্ঞপক্ষে অথবা অষ্টযজ্ঞ পক্ষে স্বীয়শাখোক্ত মন্ত্র সহকারে আট দিন আটটী শ্রাদ্ধ করিবে অথবা এক দিনেই আটটী শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃযাগোক্ত বিধানানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিয়া ভোজন করাইতে হইবে।

অনন্তর পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা ও তাম্বুল দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবে অর্থাৎ এখন যাইতে পারেন বা যাইতে আজ্ঞা হউক এইরূপ অনুজ্ঞা করিবে। শেষকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত ক্ষৌরী হইতে হইবে, ক্ষৌরী হওয়ার কালে মস্তকস্থ সাতটী অথবা আটটী কেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট কেশ ও শ্মশ্রু বপন করিবে এবং নখগুলিও কাটিয়া ফেলিবে। কক্ষ ও উপস্থকেশ বপন নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে স্নান করিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অতঃপর সহস্র গায়ত্রী জপের অবসানে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া স্বশাখোক্ত বিধানানুসারে স্বাধীন অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঐ অগ্নিতে আজ্যাহুতি ও আজ্যভাগান্ত হোম* সম্পাদন করিতে হইবে। "আত্মাদিভিঃ" এই মন্ত্রে তিনবার সক্তুপ্রাশন করিয়া আচমন পূর্ব্বক যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হয় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অগ্নির উত্তর দিকে কৃষ্ণসার (মৃগবিশেষ অর্থাৎ নানাবর্ণযুক্ত মৃগ) চর্ম্মে উপবেশন করিবে। এইরূপে বসিয়া

---

* আজ্যভাগঃ—ঋগ্বেদিনাং অগ্নেরুত্তরভাগে স্রুবেণাগ্নিসম্প্রদানকমাহুতিঃ। তদ্দক্ষিণভাগে সোমসম্প্রদানকাহুতিশ্চ। ইতি কালেসিঃ॥ যজুর্ব্বেদিনাস্তু অগ্নেরুত্তরদক্ষিণয়োঃ পশ্চিমাদি-প্রাচ্যান্ত ঘৃতধারা। ইতি পশুপতিঃ॥ (শব্দকল্পদ্রুমধৃতঃ)

সমস্ত রাত্রি পুরাণ, শ্রবণ করিয়া জাগিয়া থাকিবে। পরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিয়া ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে চরুপাক করিয়া ঐ চরুদ্বারা ষোলটী পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ষোলটী আহুতি দিতে হইবে। অনন্তর বিরজা হোম সমাপনান্তে আচমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহিত বস্ত্র, সুবর্ণ, রজতাদি পাত্র এবং ধেনুদান করিয়া ব্রহ্মোদ্বাসন (বেদপাঠ ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় মন্ত্রাদি বিসর্জ্জন) করিবে। অনন্তর "সংমা সিঞ্চন্ত..............এহি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বহৃদয়ে অগ্নিকে আরোপিত করা হইল, এইরূপ মনে মনে ভাবনা করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর প্রাতঃসন্ধ্যোপাসনা করিয়া সহস্র সংখ্যক গায়ত্রী জপান্তে সূর্য্যোপস্থান করিয়া নাভিপরিমিত জলে * দাঁড়াইয়া অষ্ট দিক্‌পালের অর্ঘ্য প্রদানানন্তর গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। গায়ত্রী মন্ত্রটিকে ব্যাহৃতিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে এবং "অহং......অমৃতোঽক্ষিত" এই ত্রিশঙ্কুর বেদানুবচন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে!

তৎপরে ধীর গম্ভীর স্বরে "যশ্ছন্দসা..... ভূয়াসম্" "শরীরং মে...গোপায়" † ॥ "দারেষণায়াশ্চ...ময়া" এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে এবং ইহাদের অর্থ মনে ধ্যান করিবে। "অভয়ং...স্বাহা"। এই মন্ত্র পড়িয়া আচমনান্তে এক অঞ্জলি জল পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ব-

---

* কেহ কেহ 'নাভিদঘ্নোদকমুপবিশ্য' ইহার অর্থ এইরূপ করেন—'নাভিপরিমিত জলে উপবেশন অসম্ভব বলিয়া উপবিশ্য শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়া'। আর কেহ কেহ এইরূপ বলেন—'যে স্থানে বসিলে জল নাভি পর্য্যন্ত পৌছায় সেই স্থানে বসিয়া'।

† "যশ্ছন্দসা......গোপায়" পর্য্যন্ত মন্ত্র দুইটী তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১।৪।১ মন্ত্রে আছে। ইহার সম্যক্ অর্থ মাধুকরী ব্যাখ্যার শেষে দেওয়া হইল।

দিকে নিক্ষেপ করিবে। "ওঁ স্বাহা" এই মন্ত্রে শিখা উৎপাটন করিয়া ও "যজ্ঞোপবীতং···প্রযচ্ছ" এই দুইটী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত ছেদন করিয়া "ওঁ ভূঃ সমুদ্রংগচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল সহ শিখা ও যজ্ঞোপবীত জলে হোম করিবে। "ওঁ ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া", "ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া", "ওঁ স্বুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" এই তিনটী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিবে। "ওঁ ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্র ও কটী-সূত্র জলে বিসর্জ্জন করিয়া আমি "সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম" এই রূপ চিন্তা করিয়া জাতরূপধারী হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ আত্মস্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে উত্তরদিকে প্রস্থান করিবে ॥ ৩৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ সমাপনান্তে বৈরাগ্য হউক বা না হউক আশ্রমধর্ম্ম পালনার্থ যাঁহারা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন তাঁহারা ক্রমসন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যাত হন। আতুরসন্ন্যাসে ক্রম-সন্ন্যাসের বিধি পালন করিতে হয় বলিয়া তাহাও ক্রম সন্ন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্রম সন্ন্যাসীরা কি বিধি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়ক কর্ম্মকাণ্ডের বিষয়ই এখানে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। মূলেই তাহা বিশেষভাবে ব্যক্ত আছে। সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছন বলিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত বস্ত্র, সুবর্ণ ও রজতাদি পাত্র এবং ধেনুদান দেওয়ার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাসীর কর্ম্মকাণ্ডের এইখানেই পরিসমাপ্তি। কাজেই তিনি যথাসাধ্য দক্ষিণার সহিত সুবর্ণ ধেনুদানাদি করিবেন বলিয়া শাস্ত্রে বিধান করা হইয়াছে। এখানে আর একটু বিষয় বক্তব্য যে এখানে যে কটিসূত্র ত্যাগ করা হইল পরে সন্ন্যাসী ডোরকেই কটিসূত্র বলিয়া জানিবেন, আর পৃথক্ কটিসূত্র ধারণ করিবেন

না। পরবর্ত্তী ৩৮ মন্ত্রে দেখা যায় "কৌপীনাধারং কটিসূত্রং ওঁ" এই মন্ত্র পড়িয়া কটীসূত্র গ্রহণ করিবেন এবং "গুহ্যাচ্ছাদনং কৌপীনং ওঁ" এই মন্ত্র পড়িয়া কৌপীন গ্রহণ করিতে হইবে।

"যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব।
স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্।"

"শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাম্ ভূরি বিশ্রবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াপিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়॥"
তৈত্তিরীয় আরণ্যক—৭।৪।১ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—১।৪।১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য

অর্থ—যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রীপ্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যশ্ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে। কেননা, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধা সম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধা প্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রীলাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃ সমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষরস্বরূপ: কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারা সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; এই সমস্তই ওঁকার স্বরূপ'। এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তু রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে: কারণ, নিত্য ওঙ্কারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশগুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা প্রকৃষ্টজ্ঞান দ্বারা প্রীতকরুক, অথবা বলশালী করুক ; এখানে প্রজ্ঞাবল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণে সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু ব্রহ্মজ্ঞান: কেন না, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। অপিচ, আমার শরীর বিচর্যণ—বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হউক ; আমার জিহ্বা মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুভাষিণী হউক ; কর্ম্ম দ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হউক ; অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোষ যেমন (অসির স্থান;) তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান ; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোষস্বরূপ ; অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা সাধারণ লৌকিকজ্ঞান-দ্বারা আবৃত ; অর্থাৎ তুমি এবম্বিধ মহিমাসম্পন্ন হইলেও সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণ পূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিস্মৃতি-দোষ নিবারণ কর ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্ববদ্বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী চেৎ। গুরোঃ প্রণবমহাবাক্যোপদেশং প্রাপ্য, যথাসুখং বিহরন্ মত্তঃ কশ্চিন্নান্যো ব্যতিরিক্ত ইতি, ফলপত্রোদকাহারঃ, পর্ব্বত-বন-দেবতালয়েষু সঞ্চরেৎ। সন্ন্যস্যাথ দিগম্বরঃ সকল-সংচারকং সর্ব্বদানন্দ-স্বানুভবৈক-পূর্ণ হৃদয়ঃ কর্ম্মাতিদূরলাভঃ প্রাণধারণ-পরায়ণঃ

২৫

ফলরসত্বক্‌পত্রমূলোদকৈর্মোক্ষার্থী গিরিকন্দরেষু বিসৃজেদ্দেহং স্মরংস্তারকম্‌ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যদি পূর্ব্বোক্ত বিদ্বৎসন্ন্যাসী হন তাহা হইলে তিনি গুরুর নিকট প্রণব ও মহাবাক্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া "এজগতে আমা হইতে ব্যতিরিক্ত (অতিরিক্ত বা পৃথক্‌কৃত) অন্য কিছু নাই" এইরূপ ধারণা করিয়া পর্ব্বত, বন ও দেবালয় সমূহে অবস্থান পূর্ব্বক ফল, মূল, পত্রাদি ভোজন ও জল পান করিয়া যথেচ্ছ ভাবে বিচরণ করিবেন। অনন্তর সম্পূর্ণ ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দিগম্বর হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ অতিদূরবর্ত্তী, সুতরাং আত্মজ্ঞানই একমাত্র অবলম্বনীয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদাই আত্মধ্যানের আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ করিবেন। কোনও রূপে ফল পত্রাদি রস, বৃক্ষ-পত্র, মূল এবং জল দ্বারা প্রাণ ধারণ করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে অবস্থান করিবেন এবং তারক ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—তৃতীয়োপদেশের ৩৭শাদি মন্ত্রে বিদ্বৎ সন্ন্যাসের যে লক্ষণ করা হইয়াছে তিনি যদি তদ্রূপ বিদ্বৎ সন্ন্যাসী হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত ক্রমসন্ন্যাস ও পরবর্ত্তী মন্ত্রোক্ত বিবিদিষা সন্ন্যাসে যে সমুদয় বিধি নিষেধ উক্ত হইয়াছে তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবে কর্ম্মকাণ্ডের অধীন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবেনা। কেননা চতুর্থাশ্রমীর এই সমুদায় করণীয় বিধি থাকিলেও বিদ্বৎ সন্ন্যাসী তাঁহার ঊর্দ্ধস্তরের হওয়ায় তাঁহার পক্ষে এইসব করার দরকার হয় না। অভেদদর্শী ব্যক্তিই বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। তিনি যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সিদ্ধান্ত পদে অধিষ্ঠিত।

তাঁহার কাছে স্ত্রী পুরুষ ভেদ বুদ্ধি নাই, তাই তিনি দিগম্বর কি সাম্বর এ জ্ঞানও তাঁহার নাই। তিনি যে ব্রহ্মানন্দে সদা নিমগ্ন। আহার সম্বন্ধেও তিনি স্বাধীন। ফল, মূল, পত্র, তোয় যাহা কিছু দেবালয় রূপ শরীরটাকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রহণ করেন। এবং তারকব্রহ্ম নাম প্রণব প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতে করিতে যে কোন স্থানে নশ্বর দেহ রাখিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া যান। ইহাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৩৮ ॥

বিবিদিষা সন্ন্যাসী চেচ্ছতপথং গত্বাচার্য্যাদিভির্বিপ্রৈঃ 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাভাগ, দণ্ডং বস্ত্রং কমণ্ডলুং গৃহাণ, প্রণব-মহাবাক্যগ্রহণার্থং গুরুনিকটমাগচ্ছেৎ' ইত্যাচার্য্যৈর্দণ্ড-কটিসূত্র-কৌপীনং শাটীমেকাং কমণ্ডলূং, পাদাদিমস্তক-প্রমাণমব্রণং সমং সৌম্যমকাকপৃষ্ঠং সলক্ষণং বৈণবদণ্ড-মেকমাচমন পূর্ব্বকম্।

"সখা মা গোপায়ৌজঃ সখা যোঽসীন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নঃ শর্ম্ম মে ভব যৎপাপং তন্নিবারয়"। ইতি দণ্ডং পরিগ্রহেৎ। 'জগজ্জীবনং জীবনাধারভূতং মাতে মা মন্ত্রয়স্ব সর্ব্বদা সর্ব্ব সৌম্য' ইতি প্রণবপূর্ব্বকং কমণ্ডলুং পরিগৃহ্য, 'কৌপীনাধারং কটিসূত্রমোম্' ইতি 'গুহ্যাচ্ছাদকং কৌপীনমোম্' ইতি 'শীতবাতোষ্ণত্রাণকরং দেহৈকরক্ষণং বস্ত্রমোম্' ইতি কটিসূত্র-কৌপীনবস্ত্রম্, আচমন পূর্ব্বকম্ যোগপট্টাভিষিক্তো ভূত্বা, কৃতার্থোঽমিতি মত্বা স্বাশ্রমাচার-পরো ভবেৎ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যদি বিবিদিষা সন্ন্যাসী হন তবে শতহস্ত পরিমিত পথ চলিয়া যাওয়ার পর গুরুকর্তৃক "মহাশয় দাঁড়ান দাঁড়ান; দণ্ড, বস্ত্র ও কমণ্ডলু গ্রহণ করুন"; এইরূপে আহুত হইয়া প্রণব ও মহাবাক্যোপদেশ গ্রহণের জন্য গুরুর নিকটে আগমন করিবেন। অনন্তর আচমন করিয়া দণ্ড, কটিসূত্র, কৌপীন, একখানি বহির্ব্বাস এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। স্বীয় পাদ হইতে মস্তক পরিমিত দীর্ঘ, কীটদংশনরহিত; সরল, সুদৃশ্য, ত্বক্ ছাড়ান না হয়, এরূপ শুভলক্ষণযুক্ত বংশদণ্ড গ্রহণীয়। "সখা……তন্নিবারয়" এই মন্ত্রটী দণ্ড গ্রহণ কালে পাঠ্য। "জগজ্জীবনং……সর্ব্বসৌম্য" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক কমণ্ডলুগ্রহণ করিতে হইবে। "কৌপীনাধারং কটিসূত্রমোম্" এই মন্ত্রটী পড়িয়া কটিসূত্র গ্রহণ করিবেন। "গুহ্যাচ্ছাদকং কৌপীনমোম্" এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া কৌপীন গ্রহণ করিতে হইবে। "শীত……বস্ত্রমোম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। তৎপরে আচমন করিয়া যোগপট্ট দ্বারা অভিষিক্ত হইতে হইবে। এইরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "আমি কৃতার্থ হইয়াছি" এইরূপ মনে করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত আচরণ পরায়ণ হইতে হইবে। ইহাই উপনিষৎ ॥ ৩৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বেদান্ত শাস্ত্রে সন্ন্যাসের বিশেষ আলোচনা বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থ এবং আচার্য্যগণের উপদেশ পরম্পরা আলোচনা করিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী তাঁহার "জীবন্মুক্তি বিবেক" গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে এ বিষয়ে যে সকল সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি দেখাইয়াছেন যে মুক্তি সাধনের

জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার সন্ন্যাসেরই আবশ্যকতা আছে। বিবিদিষা সন্ন্যাস যেমন দেহ মুক্তির কারণ তেমনি বিদ্বৎসন্ন্যাস জীবন্মুক্তির কারণ। বেদনের অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই বিবিদিষা। ইহা হইতে যে সাধন সহিত কর্ম্মাদির ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের উদয় হয় তাহাই বিবিদিষা সন্ন্যাস। তদ্রূপ অপরোক্ষব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন জ্ঞানী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাধন সহিত কর্ম্মাদির বিধিপূর্ব্বক ত্যাগই বিদ্বৎসন্ন্যাসের স্বরূপ।

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে এবং "জ্ঞানসমকালঃ মুক্তঃ" ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভাবীদেহের বীজরূপ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই জন্যই জ্ঞানের উদয় হইলে ভবিষ্যতে আর দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। এই ভাবী দেহের অভাবই বিদেহমুক্তি শব্দের তাৎপর্য্য। এই অবস্থা জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই স্বতঃ এব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভবপর হয় না। যে জ্ঞানের আবির্ভাবের কথা এখানে বলা হইল উহা চতুর্থ ভূমিস্থ সাধকের জ্ঞান বুঝিতে হইবে। যখন সাধক পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ভূমিতে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার অবস্থা জীবন্মুক্তি বলিয়া পরিচিত হয় অর্থাৎ বিদেহমুক্তিলাভ করিয়াও মনের নাশ, বাসনাক্ষয় প্রভৃতি সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি দশার উদয় হয় না। পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি হইতে অসম্ভাবনা (সংশয়) প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের সম্যক্ বিচারের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া বিদেহমুক্তি নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু মনের নাশ ও বাসনাক্ষয় পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত না হইলে পঞ্চম ও তদুত্তর ভূমি সকলের উপলব্ধি হয় না এবং ফলতঃ জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। বৈরাগ্যই সন্ন্যাসের হেতু ইহা বলাই বাহুল্য। তবে উহা তীব্র অথবা তীব্রতর হওয়া আবশ্যক। মন্দ বৈরাগ্য স্থলে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বৈরাগ্য তীব্র হইলে এবং দৈহিক সামর্থ্য না থাকিলে

কুটীচক নামক সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান আছে, অর্থাৎ যে গৃহস্থ অধিকারী কাম্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তীব্র বৈরাগ্যের সহিত দৈহিক সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে বহূদক নামক সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্য আরও অধিক তীব্র অথচ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই তাঁহারা হংস নামক সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকারী। এই সকল সন্ন্যাসী বর্ত্তমান দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলেও মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেইখানে যথা সময়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপ্রাপ্ত হন। কিন্তু যে সকল সাধক ব্রহ্মলোকে ভোগাদির আকাঙ্ক্ষা হইতেও মুক্ত এবং মুমুক্ষু তাঁহারা পরমহংস তুরীয় সন্ন্যাসের :অধিকারী। ইহাঁদিগকে লোকান্তরে গমন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে হয় না। ইঁহারা এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন।

গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার পরমহংসের বিবরণ শাস্ত্রে উপলব্ধ হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ বর্ণাশ্রমোচিত আচারে নিষ্ঠাবান এবং কেহ কেহ তাদৃক্ নিষ্ঠাবান্ নহেন। বস্তুতঃ জ্ঞানিগণের স্থিতি নানাপ্রকারেই লক্ষিত হয়। এই উভয়বিধ পরমহংসের মধ্যে গৌণ পরমহংসের সন্ন্যাস বিবিদিষা সন্ন্যাসের অন্তর্গত। মুখ্যসন্ন্যাসী যে বিদ্বৎ সন্ন্যাসী তাহা বলাই বাহুল্য। বিবিদিষা এবং বিদ্বৎ এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসের প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। "তস্মাৎ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেৎ ইহ বুদ্ধিমান্" এই বচন বিবিদিষা সন্ন্যাসের প্রমাণ এবং "জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ" এই বচন বিদ্বৎ সন্ন্যাসের প্রমাণ। যে প্রকার ক্ষুধা অত্যন্ত তীব্র হইলে ভোজন ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না এবং ভোজনের বিলম্ব সহ্য হয় না তদ্রূপ পুনরাবৃত্তির কারণ ভূত কর্ম্ম সকলে অত্যন্ত অরুচি হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এই তীব্র রুচিকেই

বিবিদিষা বলে। সাধারণ ঔৎসুক্য নিবন্ধন জিজ্ঞাসা হইতে সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে না। এই প্রকার সাধারণ জ্ঞানের উদয় হইলে বিদ্বৎসন্ন্যাস বিষয়ক অধিকার জন্মে না। আত্মবিষয়ক অপরোক্ষ এবং সংশয় বিরহিত অনুভূতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধারণ নিয়মে বিদ্বৎসন্ন্যাস হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যাবতীয় দ্বৈতাধ্যাস ও তাহার কারণভূত অবিদ্যার বাধক ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চমোপদেশঃ।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস স্বাশ্রমাচরণয়োরবিরোধঃ।

অথ হৈনং পিতামহং নারদঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ সর্ব্ব-কর্ম্মনিবর্ত্তকঃ সন্ন্যাস ইতি ত্বয়ৈবোক্তঃ [ং] পুনঃ স্বাশ্রমা-চারপরো ভবেদিত্যুচ্যতে। ততঃ পিতামহ উবাচ। শরীরস্য দেহিনো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতুর্য্যাবস্থাঃ সন্তি। তদধীনাঃ কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য প্রবর্ত্তকাঃ পুরুষা জন্তবস্তদনুকূলাচারাঃ সন্তি। তথৈব চেদ্ভগবন্ সন্ন্যাসাঃ কতিভেদাস্তদনুষ্ঠানভেদাঃ কীদৃশাস্তত্ত্বতোঽস্মাকং বক্তুমর্হসীতি। তথেত্যঙ্গীকৃত্য তং পিতামহেন ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণে সর্ব্ব কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, আবার এখন বলিতেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের উপযুক্ত কর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। (এই পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের কি প্রকারে সঙ্গতি হইতে পারে তাহাই বলিয়া আমার সংশয় নিরাস করুন।) তখন পিতামহ ব্রহ্মা নারদের সংশয় নিরাসার্থ বলিলেন—শরীর-ধারী জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটী অবস্থা আছে। এই চারিটী অবস্থার অধীন থাকিয়া জীবগণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তদনুকূল আচরণ করিয়া থাকে। পুনরায় নারদ প্রশ্ন করিলেন হে ভগবন্!

যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এই অবস্থা ভেদে সন্ন্যাসেরও অবশ্য কতিপয় ভেদ আছে। অতএব আপনি সেই সকল সন্ন্যাসের প্রকার ভেদ ও কোন্ সন্ন্যাসের কি প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা আমাদিগকে বিশদ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা নারদের প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তদুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—জীবন্মুক্ত পুরুষেরা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ও যে যেরূপ অধিকারী তাহাকে তদ্রূপ উপদেশ দিয়া তাহাদের সংশয়রাশি নিরাস করিয়া দেন। এখানে নারদ প্রমুখ শৌনকাদি ঋষিবর্গ শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা। সর্ব্বজীবের সংশয় নিরাসার্থ এই রূপ প্রশ্ন, তাহাও বলা যাইতে পারে। জীবন্মুক্ত নারদ প্রশ্নকর্ত্তা ও শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রোতা। সুতরাং সর্ব্বসংশয় নিরাসকর্ত্তা ব্রহ্মা নারদকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণের উদ্ধারের পথ বলিয়া দিতেছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ"—মনু ২।১১০। তাই নারদ ন্যায়-পূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ গুলি লোক কল্যাণার্থ শুনিয়া লইতেছেন মাত্র। কোন স্থানে তাঁহারও সংশয় উচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে। অজ্ঞানগণ কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্ম্মসন্ন্যাস করিবে। শ্রুতিতে উক্ত আছে:—

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"। বৃঃ আরণ্যক—৪।৪।২২

সন্ন্যাসিগণের উপযোগী আত্মরূপ লোকলাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করা বেদবিরুদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য,

পরে গার্হস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিরও তাহাই মত। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তবে তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানগণ ক্রমানুসারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থা ভেদে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা শ্রীভগবান্ গীতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই শ্রুতিতেও তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। অর্জ্জুন দেখিলেন ভগবান্ আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম্ম ও সন্ন্যাস তেজ ও তিমিরবৎ পৃথক্ ও বিরুদ্ধ দেখাইলেন। তাই অর্জ্জুন ভাবিলেন আমার পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কোনটা কর্ত্তব্য? এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্‌কে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! এক ব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ তোমার কথিত কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই এক জন অধিকারী এক সময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না। অতএব এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যে সাধনটী আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।" (কুমার পরিব্রাজক স্বামীজীর গীতার্থ সন্দীপনী হইতে উদ্ধৃত)। এখানে নারদও পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন, হে দেব! সন্ন্যাস গ্রহণে সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি হয় ইহা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, আবার এখন বলিতেছেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত কর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের কি প্রকারে সমাধান হইতে পারে তাহাই আমাকে বলিয়া আমার সংশয় নিরাস করুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা, শরীরধারী জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটী অবস্থা আছে প্রথমে বলিয়া পরেই অবস্থা ভেদে সন্ন্যাসেরও যে ভেদ আছে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ দ্বারা বিশদ ভাবে বলিয়া নারদের সর্ব্ব-

সংশয় নিরাস করিয়া দিলেন। গীতায়ও অর্জ্জুন প্রশ্নকর্ত্তা এবং শ্রীভগবান্ সংশয়চ্ছেদকর্ত্তা। এখানেও নারদ প্রশ্নকর্ত্তা এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মা সংশয়চ্ছেদকর্ত্তা। ব্রহ্মা প্রথমে অধিকারী ভেদে সন্ন্যাসচাতুর্ব্বিধ্যং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন অপেক্ষা নারদ উচ্চাধিকারী সুতরাং তাঁহাকে সেই ভাবেই ব্রহ্মা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসভেদৈরাচারভেদঃ কথমিতিচেৎ—তত্ত্বতস্ত্বেক এব সন্ন্যাসঃ, * অজ্ঞানেনাশক্তিবশাৎ কর্ম্মলোপতশ্চ ত্রৈবিধ্যমেত্য, বৈরাগ্য-সন্ন্যাসো জ্ঞানসন্ন্যাসো জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসো কর্ম্মসন্ন্যাসশ্চেতি চাতুর্ব্বিধ্যমুপাগতঃ ॥ ২ ॥

---

* এই স্থলে মূলের পাঠ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে হইতেছে। প্রচলিত গ্রন্থে "অজ্ঞানেন" এইরূপ পাঠ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর "অশক্তিবশাৎ" এবং "কর্ম্মলোপতশ্চ" এই দুইটী পদ সর্ব্বত্রই উপলব্ধ হয়। বলা বাহুল্য মূলের এই অংশ পরবর্ত্তী "ত্রৈবিধ্যমেত্য" এই অংশের প্রতি হেতুরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সন্ন্যাস প্রথমতঃ তিনভাগে কোন কোন কারণ বশতঃ বিভক্ত হয়; "অজ্ঞানেন" প্রভৃতি পদ সমূহের দ্বারা তাহাই নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সন্ন্যাসের এই প্রাথমিক তিন ভেদের নাম মূল উপনিষদে নাই, কিন্তু টীকাকার উপনিষৎ-ব্রহ্মযোগী তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে এই তিন সন্ন্যাস বিদ্বৎ, বিবিদিষা ও আতুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে এই তিন সন্ন্যাসের প্রত্যেকটীর কারণ নির্দ্দেশ ও মূলের "অজ্ঞানেন" ইত্যাদি অংশ আছে বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞান, অশক্তি এবং কর্ম্মলোপ এই তিনটী কারণকে বিদ্বৎ প্রভৃতি তিন সন্ন্যাসের হেতু বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ আতুর সন্ন্যাসের কারণ কর্ম্মলোপ হইলেও বিবিদিষা সন্ন্যাসের কারণ অশক্তি বা অসামর্থ্য কি প্রকারে হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, এই ব্যাখ্যানুসারে অজ্ঞানকে বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের প্রতি কারণ বলিতে হয়, তাহা উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইবার যোগ্য। এইস্থলে মূল পাঠগত কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা তাহা অবধারণ

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—সন্ন্যাসের প্রকার ভেদে আচার ভেদ কি প্রকার তাহা বলিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে সন্ন্যাস এক প্রকারই। জ্ঞান, অজ্ঞান এবং শক্তির অভাব নিবন্ধন কর্ম্মলোপ এই তিন প্রকার কারণ বশতঃ এক সন্ন্যাসই (ক্রমশঃ) বিদ্বৎসন্ন্যাস, বিবিদিষাসন্ন্যাস এবং আতুরসন্ন্যাস এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তদনন্তর উহা বৈরাগ্যসন্ন্যাস, জ্ঞান সন্ন্যাস, জ্ঞান বৈরাগ্য সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম সন্ন্যাস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে ॥ ২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ত্রিবিধ সন্ন্যাসের অন্তর্গত বিবিদিষা সন্ন্যাস বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যথাক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্মসন্ন্যাস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কথা মূল উপনিষদেই আছে। বলা বাহুল্য আতুরসন্ন্যাস কর্ম্ম-সন্ন্যাসেরই প্রকারভেদ মাত্র। আতুরসন্ন্যাসে অসামর্থ্য বশতঃ অষ্টশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মলোপ হইলেও সন্ন্যাসের জন্য একান্ত আবশ্যক প্রৈষ মন্ত্রের ও অন্যান্য আবশ্যক মন্ত্রের আবৃত্তির লোপ হয় না। যথা—আতুরেঽপি ক্রমেচাপি

করিবার জন্য আমরা বর্ত্তমান উপনিষদের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতা "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী", "পুনা ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউট্," "বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী." "তাঞ্জোর সরস্বতী মহল" এবং "মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্ক্রিপস লাইব্রেরী" এই কয়েকস্থানে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। সকলেই উত্তর দিয়াছেন বটে কিন্তু কোন স্থান হইতেই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। তবে Dr. H. Otto Schrader P. H. D ১৯১২ সনে তাঁহার সম্পাদিত সন্ন্যাস উপনিষদের অন্তর্গত নারদ পরিব্রাজক উপনিষদের এই অংশে একটী টিপ্পনী যোজনা করিয়াছেন—"অজ্ঞানেন। জ্ঞানাজ্ঞান-নিমিত্তেন বিদ্বদ্বিবিদিষা সন্ন্যাসাবিতি দ্বৌ, অশক্তিবশাৎ কর্ম্মলোপতশ্চ অশক্তি নিমিত্তক কর্ম্ম সঙ্কোচাচ্চ তৃতীয়ঃ আতুর সন্ন্যাস ইতি ত্রৈবিধ্যম্"। এই টিপ্পনী হইতে বুঝা যায় যে বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের কারণ জ্ঞান, বিবিদিষা সন্ন্যাসের কারণ অজ্ঞান এবং আতুর সন্ন্যাসের কারণ অশক্তি-নিমিত্তক কর্ম্মলোপ। এই ব্যাখ্যানুসারে সন্ন্যাসের পৃথক্ পৃথক্ কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু

প্রৈষভেদো ন কুত্রচিৎ। ন মন্ত্রং কর্ম্মরহিতং কর্ম্ম মন্ত্রমপেক্ষতে॥ অকর্ম্ম মন্ত্ররহিতং নাতো মন্ত্রং পরিত্যজেৎ। মন্ত্রং বিনা কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ ভস্মন্যাহুতিবদ্ ভবেৎ॥ বিধ্যুক্ত কর্ম্মসংক্ষেপাৎ সন্ন্যাসস্ত্বাতুরঃ স্মৃতঃ। তস্মাদাতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রাবৃত্তিবিধির্মুনে॥ (নাঃ পঃ উঃ ৩য় উপদেশ ৭।৮।৯ শ্লোক)॥ কর্ম্মসন্ন্যাসের আর একটী ভেদ আছে, তাহাকে ক্রমসন্ন্যাস বলে। গুরুমুখ হইতে প্রণব এবং মহাবাক্যাদি গ্রহণই ক্রমসন্ন্যাসের স্বরূপ ॥ ২ ॥

বৈরাগ্য-সন্ন্যাসঃ।

তদ্‌যথেতি। দুষ্টমদনাভাবাচ্চেতি বিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য প্রাক্‌পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সন্ন্যস্তঃ স বৈরাগ্যসন্ন্যাসী ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যসন্ন্যাসের লক্ষণ।

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ কি প্রকার এবং ভেদের কারণ কি—বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম বৈরাগ্যসন্ন্যাস কি ? অতিপ্রবল কামবিকারের অভাব হইলে বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে ; এই প্রকারে যে বিষয় বৈরাগ্য উৎপন্ন

কথা এই—টিপ্পনীকার "অজ্ঞানেন" এই পাঠ হইতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই উভয়ের নিষ্কর্ষ কি প্রকারে করিলেন ? আমাদের মনে হয় মূলের পাঠ এই প্রকার ;—এক এব সন্ন্যাসো জ্ঞানেন ইত্যাদি। এইস্থলে সন্ন্যাসঃ জ্ঞানেন এবং সন্ন্যাসঃ অজ্ঞানেন এই উভয় প্রকারেই সন্ধিচ্ছেদ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারে সন্ধিচ্ছেদ করিলে "অজ্ঞানেন পদের অকার লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সন্ধিচ্ছেদ উভয় প্রকারে সম্ভব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান অথবা অজ্ঞান একই পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে কোন কোন স্থানে তাৎপর্য্যত উভয়ই গ্রহণ করা হয় দেখা যায়। শিবসূত্রের জ্ঞানং বন্ধঃ অথবা অজ্ঞানং বন্ধঃ এই সূত্রের আলোচনা করিলে এই বিষয়ের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়।

হয় তাহার ফলে পূর্ব্ব-পুণ্য পরিপাক বশতঃ কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাই বৈরাগ্যসন্ন্যাস। এইরূপ সন্ন্যাসী বৈরাগ্য-সন্ন্যাসী ॥ ৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কাম অতি দুষ্পূরণীয়। এই কাম দ্বারাই লোকে মোহিত হইয়া সংসারচক্রে নিয়ত ঘুরিতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। নিষ্কাম-কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ বিষয়ে বিতৃষ্ণা সমুদ্ভূত হইলে সদ্‌গুরুর নিকট তত্ত্ব-মস্যাদি মহাবাক্যের গূঢ়রহস্য অবগত হইয়া ভগবৎকৃপায় এই কামের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও তপস্যার বলও থাকা চাই। উক্তরূপে কাম (অষ্টপ্রকার মৈথুন) সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইলে এবং মন নির্ব্বিষয় হইলে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই বৈরাগ্যবলে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহাই বৈরাগ্য-সন্ন্যাস নামে অভিহিত হয় ॥ ৩ ॥

জ্ঞান-সন্ন্যাসঃ।

শাস্ত্রজ্ঞানাৎ পাপপুণ্যলোকানুভবশ্রবণাৎ প্রপঞ্চো-পরতঃ ক্রোধের্ষ্যাসূয়াহঙ্কারাভিমানাত্মকসর্ব্বসংসারং নির্ব্বৃত্য দারৈষণাধনৈষণালোকৈষণাত্মকদেহবাসনাং শাস্ত্রবাসনাং লোকবাসনাং চ ত্যক্ত্বা বমনান্নমিব প্রাকৃতিকং সর্ব্বমিদং হেয়ং মত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো যঃ সন্ন্যস্যতি স এব জ্ঞান-সন্ন্যাসী ॥ ৪ ॥

জ্ঞান-সন্ন্যাসের লক্ষণ।

অনুবাদ—কেহ কেহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বা সদ্‌গুরু-মুখে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য শ্রবণ করিয়া পাপ ও পুণ্য তাহার ফল

স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি লোকে গমনের বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রপঞ্চোপরত মায়াবিরহিত অর্থাৎ মায়াময় সাংসারিক সমস্ত ভোগে বিরক্ত হন এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অহঙ্কার ও অভিমানপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করেন। অনন্তর দেহবাসনাত্মক দারৈষণা (দারগ্রহণের ইচ্ছা), ধনৈষণা (ধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা), লোকৈষণা (পুত্রাদি প্রাপ্তির কামনা), শাস্ত্রবাসনা (শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভের বা শাস্ত্রব্যাখ্যানের ইচ্ছা), লোকবাসনা (ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তির কামনা) বমনান্নের ন্যায় অগ্রাহ্য মনে করিয়া এই সমুদয়ই ত্যাগ করেন। তিনি জানেন, সত্ত্ব. রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামই সমস্ত বস্তু, এবং তাহা নশ্বর ; সুতরাং তিনি তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া সমস্ত ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তাহাই জ্ঞান-সন্ন্যাস নামে অভিহিত হয় ॥৪॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কেহ কেহ শাস্ত্রপাঠ করিয়া অথবা সদ্‌গুরু বা সাধুমুখে শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি লোকে গমন ও পাপের ফল নরকপ্রাপ্তি, ইহা বুঝিয়া পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্ম হইতে বিরত হন। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অহঙ্কার ও অভিমান সাধন-পথের ও ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় জানিয়া তাহাও ত্যাগ করেন। এইরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া সমুদয় ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহারই নাম জ্ঞান-সন্ন্যাস। বস্তুতঃ জ্ঞানের পরিপাক বশতঃ ইঁহার সংসারী হওয়ার শক্তি নাই বলিয়াই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রধানতঃ জ্ঞানই সন্ন্যাসের কারণ, ইহা বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-পরিপাক বশতঃই উৎপন্ন হয় ; এইজন্যই এইরূপ সন্ন্যাস জ্ঞান-সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত হয়।

দেহধারী হইলেই দারৈষণা, ধনৈষণা ও পুত্রাদি প্রাপ্তির কামনা স্বতঃ এব হইয়া থাকে। শাস্ত্র-বাসনা,—শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান লাভ করতঃ বিদ্যার গৌরব, রাজ সম্মানলাভ, মান, প্রতিষ্ঠা আদি প্রাপ্তির ইচ্ছা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসঃ।

ক্রমেণ সর্ব্বমভ্যস্য সর্ব্বমনুভূয় জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং স্বরূপানুসন্ধানেন জাতরূপধরো ভবতি সোঽয়ং জ্ঞান-বৈরাগ্য সন্ন্যাসী ॥ ৫ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসের লক্ষণ।

অনুবাদ—কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান-সন্ন্যাসী হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞ হন এবং আত্মধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও পরমবৈরাগ্য-বান্ হন। অনন্তর কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপরায়ণ হইয়া সমস্তই ত্যাগ করেন। এইরূপ সন্ন্যাসকে জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্ন্যাস বলে। এইভাবে যিনি সন্ন্যাসী হন তিনি জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্ন্যাসী ॥৫॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ শ্রবণ ও মনন দ্বারা প্রথমতঃ পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন, ক্রমে শ্রদ্ধাসহ সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে আত্মধ্যান ও আত্মানুসন্ধান করিতে করিতে যখন স্বরূপানুভূতি হইয়া থাকে তখনই তিনি সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ করতঃ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহাই জ্ঞান-বৈরাগ্য-সন্ন্যাস নামে অভিহিত হয় ॥ ৫ ॥

কর্ম্মসন্ন্যাসঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভূত্বা বানপ্রস্থাশ্রমমেত্য বৈরাগ্যাভাবেঽপ্যাশ্রমক্রমানুসারেণ যঃ সংন্যস্যতি স কর্ম্মসন্ন্যাসী ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যিনি যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন এবং যথাবিধি গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন; তদনন্তর যথাবিধি বানপ্রস্থধর্ম্ম পালন করিয়া বৈরাগ্য না জন্মিলেও আশ্রমক্রমানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাকেই কর্ম্মসন্ন্যাসী বলে। এই সন্ন্যাসই কর্ম্মসন্ন্যাস ॥ ৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে কর্ম্মসন্ন্যাসের বিধি বলা হইয়াছে। বৈরাগ্যই সন্ন্যাসের মুখ্যকারণ, ক্রমসন্ন্যাসে বৈরাগ্যের তীব্রতা অল্প। বৈরাগ্য না থাকিলেও যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা চলে এই মন্ত্র দ্বারা তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাকে ক্রমাশ্রম গ্রহণ-জনিত সন্ন্যাসও বলা যাইতে পারে। ক্রমসন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, শাস্ত্রবিধি পালন করা হয় মাত্র, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা মাত্র হইল ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মচর্য্যেণ সংন্যস্য সন্ন্যাসাজ্জাতরূপধরো বৈরাগ্যসন্ন্যাসী। বিদ্বৎসন্ন্যাসী জ্ঞানসন্ন্যাসী। বিবিদিষাসন্ন্যাসী কর্ম্মসন্ন্যাসী ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান কালে তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ জাতরূপধর হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন তিনিই বৈরাগ্যসন্ন্যাসী। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (জ্ঞানসন্ন্যাস লক্ষণে

যেরূপ কথিত হইয়াছে সেইরূপ) জ্ঞানবান্ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনিই বিদ্বৎসন্ন্যাসী। এই বিদ্বৎসন্ন্যাসীই জ্ঞানসন্ন্যাসী নামে কথিত হন। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (কর্ম্মসন্ন্যাস লক্ষণে যেরূপ কথিত হইয়াছে সেইরূপ) কর্ম্মসন্ন্যাসী হন, তিনি বিবিদিষাসন্ন্যাসী নামে অভিহিত হন ॥ ৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান কালেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ যিনি সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যবান্ হইয়া ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা এই জ্ঞানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি বৈরাগ্য সন্ন্যাসী। অন্যপক্ষে যিনি সংসারে প্রবেশ ও দার পরিগ্রহ করিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ বিশুদ্ধ চিত্তে নিয়ত ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকিয়া বৈরাগ্যোদয়ে বানপ্রস্থাশ্রমী না হইয়াই সংন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৭ ॥

নিমিত্তানিমিত্তভেদেন কর্ম্মসন্ন্যাসস্য দ্বৈবিধ্যম্।

কর্ম্মসন্ন্যাসোঽপি দ্বিবিধঃ নিমিত্তসন্ন্যাসোঽনিমিত্ত-সংন্যাসশ্চেতি। নিমিত্তস্ত্বাতুরঃ, অনিমিত্তঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ। আতুরঃ সর্ব্বকর্ম্মলোপঃ প্রাণস্যোৎক্রমণকালসন্ন্যাসঃ স নিমিত্তসন্ন্যাসঃ। দৃঢ়াঙ্গো ভূত্বা সর্ব্বং কৃতকং নশ্বরমিতি দেহাদিকং সর্ব্বং হেয়ং প্রাপ্য ॥ ৮ ॥

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মব্যতিরিক্তং সর্ব্বং নশ্বরমিতি নিশ্চিত্য ক্রমেণ যঃ সন্ন্যস্যতি স সন্ন্যাসোঽনিমিত্তসন্ন্যাসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বিবিধ, সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত। আতুর সন্ন্যাসই সনিমিত্ত কর্ম্মসন্ন্যাস এবং পূর্ব্বোক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে আশ্রমক্রমানুসারে যে ক্রমসন্ন্যাস অভিহিত হইয়াছে উহাই অনিমিত্ত ক্রমসন্ন্যাস। মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে জানিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ পূর্ব্বক যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহাই আতুর সন্ন্যাস, ইহাই সনিমিত্ত কর্ম্মসন্ন্যাস। শরীর সুদৃঢ় করিয়া এবং সংসারের সমস্ত প্রাকৃত বস্তু (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামে সমুৎপন্ন বস্তু) নশ্বর, অতএব দেহাদিও হেয়, এইরূপ স্থির করিয়া আত্মার সর্ব্বশরীরে তুল্যরূপে সম্বন্ধ আছে, ইহা জানা যায়। তাহাই এই মন্ত্রদ্বারা কথিত হইয়াছে। সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য্য উভয়ই 'হংস' পদবাচ্য। এই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'শুচিষৎ'; সর্ব্বলোকের স্থিতি সাধক বলিয়া 'বসু'; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'হোতা'; পৃথিবীরূপ বেদিতে (পূর্ব্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে) বাস করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরসরূপে দুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ'; নৃতে (মনুষ্যে) অবস্থান করায় 'নৃষৎ'; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'বরসৎ'; ঋত বা যজ্ঞে অবস্থান করেন বলিয়া 'ঋতসৎ': আকাশে অবস্থান করেন বলিয়া

'ব্যোমসৎ' ; শঙ্খ ও মৎস্যাদিরূপে জলে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া 'অব্জা', গোরূপা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া 'গোজা' ; ঋত অর্থাৎ সত্য,—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া 'ঋতজা' ; এবং পর্ব্বতে প্রকাশ পান বলিয়া 'অদ্রিজা' (শব্দে অভিহিত হন)। আরতিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ এবং মহৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সংসারের সমস্তই নশ্বর ইহা নিশ্চয় জানিয়া আশ্রম ক্রমে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহাই অনিমিত্ত সন্ন্যাস ৮।৯।১০॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শাঙ্করভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। তাহা এই—"সেই আত্মা কেবল একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা নহে,—অর্থাৎ তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন। তাহা কি প্রকারে হয় তাহাই বলা যাইতেছে। তিনি হনন অর্থাৎ (সর্ব্বত্র) গমন করেন বলিয়া 'হংস'—পদবাচ্য। শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্য্য-রূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'শুচিষৎ'। সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন এই কারণে 'বসু'। অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'। শ্রুতিতে যে অগ্নিকে 'হোতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সেই অগ্নিরূপ 'হোতা'। পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই যে যজ্ঞপ্রসিদ্ধ বেদী, ইহা পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে'। তিনিই আবার—সোমরূপী অতিথি হইয়া দুরোণে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে (দুরোণে) উপস্থিত হন বলিয়া 'অতিথি ও দুরোণসৎ'। নৃ—মনুষ্যসমূহে অবস্থান করেন বলিয়া 'নৃষৎ'। দেবাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া 'বরসৎ'। 'ঋত' অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ, তাহাতে থাকেন বলিয়া—ঋতসৎ। আকাশে অবস্থিতি হেতু 'ব্যোমসৎ'। শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক) ও মকরাদি-রূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া 'অব্জা'। পৃথিবীতে ধান্যযবাদি রূপে

উৎপন্ন হন বলিয়া 'গোজা'। যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যরূপে জন্মলাভ করেন বলিয়া 'ঋতজা'। পর্ব্বত হইতে নদী প্রভৃতিরূপে জন্মলাভ হেতু 'অদ্রিজা' শব্দ-বাচ্য হন। তিনি সর্ব্বাত্মক সর্ব্বময় হইয়াও স্বয়ং 'ঋত' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ থাকেন (বিকৃত হন না)। তিনি সর্ব্বজগতের কারণ, এইজন্য 'বৃহৎ'—মহৎ। কঠ-ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্রে সূর্য্যকে অভিধেয় বা বর্ণনীয় বলিয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করায় ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যারও কোন বিরোধ হইতে পারে না। ফল কথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা, আত্মভেদ নাই ইহাই প্রমাণিত হইল।" (শাঙ্করভাষ্যে শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত) ॥ ৮।৯।১০ ॥

কুটীচকাদিভেদেন সন্ন্যাসঃ ষড়্‌বিধঃ। সন্ন্যাসঃ ষড়্-বিধো ভবতি, কুটীচকো, বহূদকো, হংসঃ, পরমহংস স্তুরীয়া-তীতোঽবধূতশ্চেতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সন্ন্যাস ছয় প্রকার। কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত এবং অবধূত ॥ ১১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সাধারণতঃ অধিকাংশ শ্রুতি ও স্মৃতির মতে সন্ন্যাস চারি প্রকার বলিয়াই উক্ত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান উপনিষৎ ও সন্ন্যাস উপনিষদে সন্ন্যাস ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই উপনিষদে পরমহংস সন্ন্যাসকে গুণ ও অবস্থাভেদে তিন প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বিবিদিষা পরমহংস, তুরীয়াতীত পরমহংস এবং অবধূত পরমহংস। এই গ্রন্থে বিবিদিষা সন্ন্যাসীকে সাধারণ পরমহংসরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্তরভেদে তুরীয়াতীত ও অবধূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। তন্নিমিত্তই লক্ষণও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়াছেন ইহাই বোদ্ধব্য ॥ ১১ ॥

কুটীচক লক্ষণম্।

কুটীচকঃ শিখাযজ্ঞোপবীতী দণ্ডকমণ্ডলুধরঃ কৌপীন-কন্থাধরঃ পিতৃমাতৃগুর্ব্বারাধনপরঃ পিঠরখনিত্রশিক্যাদিমন্ত্র-সাধনপর একত্রান্নাদনপরঃ শ্বেতোর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ত্রিদণ্ডঃ ॥১২॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসী শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন ; দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন ও কন্থা ধারণ করিবেন ; পিতা মাতা ও গুরুর আরাধন তৎপর হইবেন অর্থাৎ তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবেন ; পাকপাত্র হাঁড়ি ইতাদি, খনিত্র খননাস্ত্র অর্থাৎ খন্তা, শিক্য-শিকা—প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সংগ্রহ করিবেন ; তিনি সর্ব্বদা মন্ত্র সাধনে নিরত থাকিবেন ; একস্থানে ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন (অর্থাৎ কোনও একটীস্থানে প্রাত্যহিক ভিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ; বহুগৃহে ভিক্ষা নিষিদ্ধ) তিনি শ্বেত উর্দ্ধপুণ্ড্র (চন্দনাদি দ্বারা কপালে কৃত উর্দ্ধমুখ সরলরেখা, অর্থাৎ ললাটে লম্বা ফোঁটা), ও ত্রিদণ্ড—বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড এই ত্রিতয়—ধারণ করিবেন ॥ ১২ ॥

বহূদক লক্ষণম্।

বহূদকঃ শিখাদিকন্থাধরস্ত্রিপুণ্ড্রধারী কুটীচকবৎসর্ব্ব-সমো মধুকরবৃত্ত্যষ্টকবলাশী ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বহূদক সন্ন্যাসী কুটীচক সন্ন্যাসীর ন্যায় শিখা যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি সমস্তই ধারণ করিবেন। বিশেষ এই যে তিনি ত্রিপুণ্ড্র (ভস্মাদি কৃত কপালস্থ তির্য্যক্ রেখা) ধারণ

করিবেন এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। অর্থাৎ মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে অল্প অল্প মধু আহরণ করে সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে অল্প অল্প খাদ্য সংগ্রহ করিবেন ॥ ১৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজনই শাস্ত্রসিদ্ধ। তাহাতে পরিমিতাহার হয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়মে উদরের অর্দ্ধাংশ অন্ন দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অপর অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধেক জলদ্বারা। অপর অর্দ্ধাংশ বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখিবেন।

হংসলক্ষণম্।

হংসো জটাধারী ত্রিপুণ্ড্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারী অসংকৢপ্তমাধুকরান্নাশী কৌপীনখণ্ডতুণ্ডধারী ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হংসসন্ন্যাসী জটা, ত্রিপুণ্ড্র এবং উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। কখন কখন গৃহস্থদের নিকট হইতে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবেন এবং কৌপীনখণ্ড সমূহ ধারণ করিবেন, তুণ্ডধারী হইবেন ॥ ১৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কৌপীন ধারণের বিধি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তুণ্ড অর্থ বর্ত্তুলাকার অলাবু পরিপক্ক বা পুষ্ট হইলে তাহার মধ্যস্থ শাস বিচি আদি ফেলিয়া দিলে যে তুম্বী আকার পাত্র থাকে তাহাই তুণ্ড নামে খ্যাত। জনকপুরে উহা সহজ লভ্য। আজকাল কাশী প্রভৃতি তীর্থে তাম্র ও পিত্তল দ্বারাও কমণ্ডলু ও তুণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা সাধারণে ব্যবহার করেন।

পরমহংস লক্ষণম্।

পরমহংসঃ শিখাযজ্ঞোপবীতরহিতঃ পঞ্চগৃহেম্বেকরাত্রান্না-দনপরঃ করপাত্রী এককৌপীনধারী শাটীমেকামেকং বৈণবংদণ্ডমেকশাটীধরো বা ভস্মোদ্ধূলনপরঃ সর্ব্বত্যাগী ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পরমহংস শিখা ও যজ্ঞোপবীত রহিত হইবেন; পঞ্চগৃহ হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া রাত্রে একবার মাত্র অন্ন ভোজন করিবেন; হস্ত তাঁহার ভিক্ষাপাত্র হইবে; একখানি বস্ত্র (বহির্ব্বাস) ও একখানি মাত্র কৌপীন ধারণ করিবেন অথবা একখানি মাত্র বস্ত্র ধারণ করিবেন; একটী বংশদণ্ড ধারণ করিবেন এবং গাত্রে ভস্ম লেপন করিবেন; ইনি সর্ব্বত্যাগী হইবেন।

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ইহাই পরমহংসের সাধারণ লক্ষণ।

তুরীয়াতীত লক্ষণম্।

তুরীয়াতীতো গোমুখঃ ফলাহারী, অন্নাহারী চেদ্‌গৃহত্রয়ে দেহমাত্রাবশিষ্টো দিগম্বরঃ কুণপবচ্ছরীরবৃত্তিকঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী গরুর ন্যায় মুখদ্বারা অন্ন ভোজন করিবেন, অথবা ফল ভক্ষণ করিতে পারেন; যদি অন্ন ভোজন করেন তবে তিন গৃহে মাত্র ভোজন করিবেন; তিনি শুধু দেহরক্ষা ব্যতীত কিছুতে অভিলাষ করিবেন না; বস্ত্র পরিধান করিবেন না; এবং স্বীয় দেহকে মৃত দেহের তুল্য মনে করিবেন ॥ ১৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—দেহমাত্র বিশিষ্ট অর্থাৎ নিজ দেহই তাঁহার সাক্ষী হইবে। আর কেহ সাক্ষী হইবেনা।

অবধূত লক্ষণম্।

অবধূতস্ত্বনিয়মোঽভিশস্তপতিতবর্জ্জনপূর্ব্বকং সর্ব্ববর্ণেষ্বজগরবৃত্ত্যাহারপরঃ স্বরূপানুসন্ধানপরঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অবধূত সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীদের মত ভোজনাদি কোনও বিষয়ে কোনও নিয়ম অবলম্বন করিবেন না। নিন্দিত ও পতিত ব্যতীত সকলের অন্নই গ্রহণ করিবেন; অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আহার করিবেন (অর্থাৎ অজগর যেমন একস্থানে পড়িয়া থাকে, আহার সংগ্রহের জন্য কোথাও যায় না বা চেষ্টা করেনা; মুখের সম্মুখে আগত পশ্বাদি ভক্ষণ করে; সেইরূপ একস্থানে অবস্থান করিবেন; আহার সংগ্রহের জন্য কোনও চেষ্টা করিবেন না; অযাচিতভাবে কেহ কিছু খাইতে দিলে তাহাই মাত্র আহার করিবেন)। তিনি সর্ব্বদা স্বরূপ-অনুসন্ধানে নিরত থাকিবেন ॥ ১৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—তুরীয়াতীত ও অবধূত এই দুইটী পরমহংসের শ্রেষ্ঠাবস্থা বা চরমাবস্থা বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে ধৃত হইয়াছে। মুখ্য সন্ন্যাসী চারি প্রকারই ॥ ১৭ ॥

২৮

জীবতঃ আতুরস্য ক্রমসন্ন্যাসঃ।

আতুরো জীবতি চেৎ ক্রমসন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ।

(আতুর সন্ন্যাসীর ক্রমসন্ন্যাস বিধি)

অনুবাদ—আতুর সন্ন্যাসী যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ক্রমসন্ন্যাসের বিধি ও অনুবাদ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

কুটীচকাদীনাং সন্ন্যাসবিধিঃ।

কুটীচক বহূদকহংসানাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতুরীয়াশ্রমবৎ কুটীচকানাং সন্ন্যাসবিধিঃ ॥ ১৯ ॥

(কুটীচক, বহূদক ও হংস সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসবিধি।)

অনুবাদ—কুটীচক, বহূদক এবং হংস এই সন্ন্যাসিত্রয়ের (পরস্পর সম্বন্ধ) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে চতুর্থাশ্রম পর্য্যন্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধের সদৃশ। কুটীচক প্রভৃতির সন্ন্যাস গ্রহণ একই প্রকার ॥ ১৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় যেমন ক্রমবদ্ধ ভাবে ব্যবস্থিত আছে কুটীচকাদি সন্ন্যাসত্রয়ের ব্যবস্থাও ঠিক তদ্রূপই ক্রমবদ্ধ জানিতে হইবে। সাধারণতঃ যেমন ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ ইত্যাদি ক্রমে নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্রূপ কুটীচকের পর বহূদক এবং তারপর হংস, এই ক্রমও নির্দ্দিষ্টই আছে। ইহাই উভয়ের সাদৃশ্য। শুধু তাহাই বিশেষ কারণে (যথা তীব্র বৈরাগ্য স্থলে) যেমন উক্ত ক্রমের লঙ্ঘন

আশ্রম বিষয়ে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, ঠিক সেই প্রকার অনুজ্ঞা বিশেষ কারণ থাকিলে কুটীচকাদি সন্ন্যাসিত্রয়ের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন বিষয়ে জানিতে হইবে। যেমন দৈহিক সামর্থ্য থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া বহূদক সন্ন্যাস গ্রহণ চলে।

বর্ত্তমান শ্রুতিবাক্যের অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট, টীকাকারেরা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই। নারায়ণ স্বামী আয়ারের ইংরাজী অনুবাদ এবং শাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ ঠিক্ ঠিক্ মূলের অনুগামী বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য যথামতি নিজের বিবেক অনুসারে শ্রুতি বা মুনিবচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়া অনুবাদ করা হইল ॥ ১৯ ॥

পরমহংসাদিত্রয়াণাং সন্ন্যাসবিধিঃ।

পরমহংসাদিত্রয়াণাং ন কটিসূত্রং ন কৌপীনং ন বস্ত্রং ন কমণ্ডলুর্ন দণ্ডঃ সর্ব্ববর্ণৈকভৈক্ষাটনপরত্বং জাতরূপধরত্বং বিধিঃ। সন্ন্যাসকালেঽপ্যলংবুদ্ধিপর্য্যন্তমধীত্য তদনন্তরং কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডং বস্ত্রং কমণ্ডলুং সর্ব্বমপ্সু বিসৃজ্যাথ জাতরূপধরশ্চেন্নকন্থালেশো নাধ্যেতব্যো ন বক্তব্যো ন শ্রোতব্য মন্যৎকিঞ্চিৎ। প্রণবাদন্যং ন তর্কং পঠেৎশব্দমপি। বহূঞ্ছব্দান্যাধ্যাপয়েন্ন মহদ্বাচো বিগ্লাপনং গিরা, পাণ্যাদিনা সম্ভাষণং, নান্যভাষাবিশেষেণ, ন শূদ্রস্ত্রীপতিতোদক্যা-সম্ভাষণম্, ন যতের্দেবপূজানুৎসবদর্শনং তীর্থযাত্রাবৃত্তিঃ ॥২০॥

(পরমহংস তুরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসবিধি।)

অনুবাদ—পরমহংসাদি সন্ন্যাসীত্রয় কটিসূত্র, কৌপীন,

বস্ত্র, কমণ্ডলু ও দণ্ডধারণ করিবেন না। সর্ব্ব বর্ণের নিকট হইতেই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া আহার করিবেন। উলঙ্গ হইয়া বালকবৎ অবস্থান করিবেন। সন্ন্যাস গ্রহণকালেও যে পর্য্যন্ত অপ্রয়োজন বুদ্ধি না হয় (অর্থাৎ আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই এরূপ বুদ্ধি না হয়) ততদিন অধ্যয়ন করিবেন। অনন্তর কটীসূত্র কৌপীন, দণ্ড, বস্ত্র, কমণ্ডলু, সমস্তই জলে বিসর্জ্জন দিয়া উলঙ্গ হইয়া বালবৎ অবস্থান করিবেন। কন্থালেশও ধারণ করিবেন না; অধ্যয়ন করিবেন না, প্রণব ভিন্ন বাক্য উচ্চারণ করিবেন না এবং শুনিবেন না। তর্কশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন না। বহুভাষী হইবেন না। অধিক কথা বলিলেই বাক্য দূষিত হয় (অর্থাৎ মিথ্যাদি বলিতে হয়)। পাণি প্রভৃতি দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন না। অন্য ভাষা বিশেষ দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন না। শূদ্র, স্ত্রী, পতিত ও রজস্বলা নারীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। দেবপূজা ও উৎসব দর্শন করিবেন না। একাধিকবার তীর্থযাত্রা করিবেন না ॥ ২০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বিবিদিষা সন্ন্যাসকে গৌণ বিদ্বৎ সন্ন্যাস বা বিদ্বৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবস্থা বলা যাইতে পারে। এইজন্য ইহাকেও পরমহংসাবস্থায় আখ্যাত করা হয়। অন্যপক্ষে কুটীচক, বহূদক, ও হংস সন্ন্যাসে শিখাসূত্র ত্যাগের বিধি নাই কিন্তু বিবিদিষা সন্ন্যাসে শিখাসূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন আদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরুর কাছে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মনন, নিদিধ্যাসনের নিয়ত অনুশীলন দ্বারা ভগবৎ কৃপায় অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইলেই বিদ্বৎ পরমহংসাবস্থা। বিবিদিষা সন্ন্যাস পর্য্যন্ত পরোক্ষ জ্ঞান থাকে, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধনাভ্যাস করিতে করিতে বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ

হয়। এই মন্ত্রে যে "পরমহংসাদিত্রয়াণাং" বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা বিদ্বৎ পরমহংস তুরীয়াতীত পরমহংস এবং অবধূত পরমহংসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই তিন প্রকার পরমহংসাবস্থাতেই, কটিসূত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, কাঁথা, দণ্ড আদি ত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া তীব্রাতি-তীব্র বৈরাগ্যোদয় হইলে এবং নিয়ত আত্মানুসন্ধানে নিরত হইলে দেহাত্মবুদ্ধি বিগলিত হইয়া যায় তখন আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তখন সাধক বিধি নিষেধের অতীত হন। তখন তিনি সর্ব্ববর্ণের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, বালকবৎ উলঙ্গ থাকেন, তর্কশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। তিনি মৌনাবলম্বন করেন, তীর্থযাত্রা, উৎসবাদি দর্শনের বাসনা থাকে না। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। ইহাই তুরীয়াতীত ও অবধূতাবস্থা॥ ২০॥

কুটীচকাদীনাং ভিক্ষাবিশেষঃ।

পুনর্যতিবিশেষঃ। কুটীচকস্যৈকত্র ভিক্ষা, বহূদকস্যাসংকৢপ্তং মাধুকরম্, হংসস্যাষ্টগৃহেষ্বষ্টকবলম্, পরমহংসস্য পঞ্চগৃহেষু করপাত্রম্, ফলাহারো গোমুখং তুরীয়াতীতস্য, অবধূতস্যাজগরবৃত্তিঃ সার্ব্ববর্ণিকেষু। যতির্নৈকরাত্রং বসেৎ। নৈকস্যাপি নমেৎ। তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্ন জ্যেষ্ঠঃ। যো ন স্বরূপজ্ঞঃ স জ্যেষ্ঠোঽপি কনিষ্ঠঃ। হস্তাভ্যাং নদ্যুত্তরণং ন কুর্য্যান্ন বৃক্ষমারোহেন্ন যানাধিরূঢ়ো ন ক্রয়বিক্রয়পরো ন কিঞ্চিদ্বিনিময়পরো ন দাম্ভিকো নানৃতবাদী। ন যতেঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি। অস্তি চেৎ সাঙ্কর্য্যম্। তস্মান্মননাদৌ সন্ন্যাসিনামধিকারঃ॥ ২১॥

(কুটীচক প্রভৃতির ভিক্ষাবিশেষ।)

অনুবাদ—পুনরায় যতিগণের সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বলা হইতেছে। কুটীচক-সন্ন্যাসী একস্থানেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। বহূদক সন্ন্যাসী মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। হংস-সন্ন্যাসী অষ্টগৃহে অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। পরমহংস সন্ন্যাসী পঞ্চ গৃহে পঞ্চগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। হস্তই তাঁহার ভিক্ষাপাত্র হইবে। তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী ফল ভোজন করিবেন এবং গরুর ন্যায় মুখদ্বারা ভক্ষণ করিবেন। অবধূত-সন্ন্যাসী অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববর্ণের গৃহেই ভোজন করিবেন। যতি এক রাত্রির অধিক একস্থানে বাস করিবেন না ও কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী ও অবধূত সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ নহে। যিনি স্বরূপজ্ঞ নহেন (অর্থাৎ আত্মার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন নাই) তিনি বয়সে বড় হইলেও কনিষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ কনিষ্ঠ)। যতি হস্তদ্বারা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবেন না ; বৃক্ষে আরোহণ করিবেন না ; যানে আরোহণ করিবেন না ; ক্রয় বিক্রয় করিবেন না ; বিনিময় ব্যবহার করিবেন না ; দাম্ভিক (ছল পরায়ণ অথবা কপটাচারী) ও মিথ্যাবাদী হইবেন না। যতির কোনই কর্ত্তব্য নাই : কর্ত্তব্য করিতে গেলে সাঙ্কর্য্য দোষ ঘটে। অতএব সন্ন্যাসীদিগের কেবলমাত্র মনন প্রভৃতি কর্ম্মেই অধিকার ॥ ২১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বান-প্রস্থাশ্রমে যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ও কর্ম্ম বিহিত আছে এবং

জীবিকাদির জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত সে সমস্ত কর্ম্ম যতির পক্ষে বিহিত নহে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও ঐ সমস্ত কর্ম্ম করিতে গেলে যতির সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ধর্ম্মের সহিত অন্যের আশ্রমোচিত ধর্ম্মের মিশ্রণজনিত প্রত্যবায় ঘটে। শাস্ত্রীয়বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনও ধর্ম্মই আচরণীয় নহে। কাহাকেও নমস্কার করিবেন না, টীকাকার ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—তুরীয়াতীত অবধূত জ্ঞান জ্যেষ্ঠ বলিয়া কেহই তাঁহার প্রণম্য নাই ॥ ২১ ॥

তেষাং প্রাপ্যস্থানানি।

আতুরকুটীচকয়োর্ভূর্লোকভুবর্লোকৌ, বহূদকস্য স্বর্গলোকো, হংসস্য তপোলোকঃ, পরমহংসস্য সত্যলোকঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ স্বাত্মন্যেব কৈবল্যং স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমরকীটন্যায়বৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আতুর সন্ন্যাসীর ভূর্লোক প্রাপ্তি হয়; কুটীচক সন্ন্যাসীর ভুবর্লোক প্রাপ্তি হয়; বহূদক সন্ন্যাসীর স্বর্লোক প্রাপ্তি হয়। হংস সন্ন্যাসীর তপোলোক প্রাপ্তি হয়; এবং পরমহংস সন্ন্যাসীর সত্যলোক প্রাপ্তি হয়। তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী এবং অবধূত সন্ন্যাসীর আত্মানুসন্ধান জনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে ভ্রমরকীটন্যায়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ কৈবল্যলাভ হয় ॥ ২২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এক জাতীয় ভ্রমর এক জাতীয় কীটকে ধরিয়া স্বীয় গর্ত্তে লইয়া যায়, ঐ কীট ধৃত হইবা মাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ভ্রমর ধ্যানে তন্ময় হইয়া যায়; অনতিবিলম্বে এই কীটের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং ঐ কীট ভ্রমরে পরিণত হয়, ইহাকেই ভ্রমর কীট ন্যায় বলে। স্বরূপানুসন্ধান পরায়ণ যতি ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভ

করিয়া অনবরতই তন্ময় হইয়া ব্রহ্মভাবের ধ্যানে রত থাকে বলিয়া মরণ সময়ে তাঁহার আত্মা ব্রহ্মভাবে ভাবিত থাকে, সেইজন্য তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না ও লোকান্তর গমনও হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেব সমাপ্নোতি নান্যথা শ্রুতিশাসনম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে যে লোক যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে সেই সেই লোক সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়; ইহার অন্যথা ঘটিতে পারে না; এইরূপ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যেরূপ ভাবনা করা যায় তাহারই প্রবল সংস্কার চিত্তে আহিত থাকে, ইন্দ্রিয়সকল শক্তিহীন হইয়া পড়িলে প্রবল সংস্কারযুক্ত ভাবই স্মরণ করিতে বাধ্য হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, কেহই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। এইজন্য সমস্ত জীবন ধরিয়া ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বর ধ্যান কর্ত্তব্য ॥ ২৩॥

ব্রহ্মানুসন্ধানমেব কর্ত্তব্যম্ নান্যৎ ।

তদেবং জ্ঞাত্বা স্বরূপানুসন্ধানং বিনান্যথাচারপরো ন ভবেৎ। তদাচারবশাত্তল্লোকপ্রাপ্তির্জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নস্য স্বস্মিন্নেব মুক্তিরিতিন সর্ব্বত্রাচারপ্রসক্তিস্তদাচারঃ। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষ্বেকশরীরস্য জাগ্রৎকালে বিশ্বঃ স্বপ্নকালে তৈজসঃ সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞঃ। অবস্থাভেদাদবস্থেশ্বরভেদঃ। কার্য্য-

ভেদাৎ কারণভেদঃ। তাস্থ চতুর্দ্দশকরণানাং বাহ্যবৃত্তয়োঽন্তর্বৃত্তয়স্তেষামুপাদানকারণম্। বৃত্তয়শ্চত্বারো মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি। তত্তদ্বৃত্তিব্যাপারভেদেন পৃথগাচারভেদঃ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যতির স্বরূপানুসন্ধানই একমাত্র কর্ত্তব্য, অন্য কর্ত্তব্য নাই। এইরূপ জানিয়া যতি স্বরূপানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোনও রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ করিবেন না। কুটীচক, বহূদক প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ স্ব স্ব আচারপরায়ণ হইয়া সেই সেই লোক প্রাপ্ত হন। কেবল আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া যে সন্ন্যাসী আত্মার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন; সুতরাং সকল সন্ন্যাসীর পক্ষেই স্ব স্ব আচারে নিরত থাকাই উচিত। অন্যথাচরণ করা অকর্ত্তব্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই একই শরীরধারী জীব জাগ্রদবস্থায় বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থায় তৈজস এবং সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ নামে কথিত হয়। এইরূপে অবস্থাভেদে অবস্থার অধীশ্বর, জীবের তিন প্রকার ভেদ হয়। কার্য্যভেদে কারণেরও ভেদ হয়। সেই সকল জাগ্রদাদি অবস্থাগুলিতে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকলও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিসকল ঐ সকল বৃত্তির উপাদান। অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তি চারিপ্রকার যথা—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত ইহাদের বৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল বৃত্তি ও ভেদ বশতঃই আচার ভেদ হয়॥ ২৪ ॥

নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যাৎকণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্ধ্নি সংস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আত্মচৈতন্য জাগ্রদবস্থায় নেত্রস্থ, স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠস্থ, সুষুপ্ত্যবস্থায় হৃদয়স্থ এবং তুরীয়াবস্থায় মস্তকস্থ বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥

তুরীয়মক্ষরমিতি জ্ঞাত্বা জাগরিতে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন ইব যদ্ যচ্ছ্রুতং যদ্ যদ্দৃষ্টং তত্তৎসর্ব্বমবিজ্ঞাতমিব যো বসেত্তস্য স্বপ্নাবস্থায়ামপি তাদৃগবস্থা ভবতি। স জীবন্মুক্ত ইতি বদন্তি। সর্ব্বশ্রুত্যর্থপ্রতিপাদনমপি তস্যৈব মুক্তিরিতি। ভিক্ষুর্নৈহিকামুষ্মিকাপেক্ষঃ। যদ্যপেক্ষাস্তি তদনুরূপো ভবতি। স্বরূপানুসন্ধান ব্যতিরিক্তান্যশাস্ত্রাভ্যাসৈঃ উষ্ট্রকুঙ্কুমভারবদ্ব্যর্থঃ। ন যোগশাস্ত্রপ্রবৃত্তির্ন সাংখ্যশাস্ত্রাভ্যাসো ন মন্ত্রতন্ত্রব্যাপারঃ। ইতরশাস্ত্রপ্রবৃত্তির্যতেরস্তি চেচ্ছবালঙ্কারবৎ। চর্ম্মকারবদতিবিদূরকর্ম্মাচারবিদ্যাদূরঃ। ন প্রণবকীর্ত্তনপরঃ। যদ্‌যৎকর্ম্ম করোতি তত্তৎফলমনুভবতি। এরণ্ডতৈলফেনবদতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তৎপ্রসক্তং মনোদণ্ডং করপাত্রং দিগম্বরং দৃষ্ট্বা পরিব্রজেদ্ভিক্ষুঃ। বালোন্মত্তপিশাচবন্মরণং জীবিতং বা ন কাঙ্ক্ষেত, কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশভৃতকন্যায়েন পরিব্রাড়িতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যে যতি জাগ্রদবস্থায় যাহা কিছু শোনেন ও যাহা কিছু দেখেন, সেই সকল দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না, জানিয়াও জানেন না, এইরূপভাবে বাস করিতে পারেন, তাঁহার স্বপ্নাবস্থাতেও ঐরূপ অবস্থাই ঘটে, অর্থাৎ জাগ্রৎ

ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল তাঁহার অজ্ঞাতই থাকে। এইরূপ যতিকেই পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত বলেন। সকল শ্রুতিই 'তাঁহার মুক্তি হয়' এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যতি ঐহিক ও আমুষ্মিক (পরকালের) কোনও প্রকার সুখই পাইতে ইচ্ছা করিবেন না। যতি ঐ প্রকার ইচ্ছা করিলেই তদনুরূপ হইবেন অর্থাৎ দেবকুলে বা মনুষ্যকুলে তাঁহাকে জন্মিতে হইবে। স্বরূপানুসন্ধান ব্যতীত অন্যশাস্ত্র অভ্যাস করিলে উষ্ট্রের কুঙ্কুমভার বহনের ন্যায় ঐ শাস্ত্রাভ্যাস ব্যর্থ হয়। যতির যোগশাস্ত্রাভ্যাসে, সাংখ্যশাস্ত্রাভ্যাসে অথবা মন্ত্র তন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যতি যদি ঐরূপ কার্য্য করেন তবে তিনি শবালঙ্কার সদৃশ হন। অর্থাৎ মৃতদেহকে দিব্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করা যেমন নিরর্থক ও হাস্যজনক যতির ঐরূপ কর্ম্ম করাও সেইরূপ নিরর্থক ও হাস্যজনক হয়। স্বরূপানুসন্ধান ব্যতীত শাস্ত্রান্তরাভ্যাসাদিতে অথবা মন্ত্র তন্ত্র সাধনাদিতে নিরত যতি চর্ম্মকার সদৃশ কুৎসিতাচার সম্পন্ন এবং প্রকৃত সদাচার ও জ্ঞান হইতে অনেকদূরে অবস্থিত। তিনি প্রণবকীর্ত্তনের অধিকারী হন না। এরণ্ড তৈলের ফেন যেমন স্বতঃই বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ ঐ প্রকার যতি যাহা কিছু কর্ম্ম করেন তৎসমস্তই নিষ্ফল হয়। অতএব যিনি সমস্ত শাস্ত্রাভ্যাস ও মন্ত্র সাধনাদি ত্যাগ করিয়া মনোরূপ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন হস্তমাত্রই যাঁহার ভিক্ষাপাত্র, যিনি দিগম্বর এই প্রকার যতিকে দেখিয়া তাহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পরিব্রাট্ আত্মার অপরোক্ষানুভূতি লাভ হইলে বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় বিচরণ করেন। জীবন

বা মরণ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করে সেইরূপ প্রারব্ধ ক্ষয়ে মোক্ষকাল প্রতীক্ষা করেন ॥ ২৬ ॥

অননুসন্ধানে পাতিত্যম্।

(যতির স্বরূপসন্ধান না করিলে পাতিত্য হয়)

তিতিক্ষাজ্ঞানবৈরাগ্যশমাদিগুণবর্জ্জিতঃ।
ভিক্ষামাত্রেণ জীবী স্যাৎ স যতির্যতিবৃত্তিহা ॥ ২৭ ॥
ন দণ্ড ধারণেন ন মুণ্ডনেন
ন বেষেণ ন দম্ভাচারেন মুক্তিঃ ॥ ২৮ ॥
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞিকান্* ॥ ২৯ ॥
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠাসমা গীতা মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদেনাং পরিত্যজ্য কীটবৎ পর্য্যটেদ্ যতিঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে যতি তিতিক্ষা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শমাদি গুণবর্জ্জিত কেবল সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া (অথবা সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়া) ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই যতি যতিগণের বৃত্তিঘাতক ॥ ২৭ ॥

কেবল দণ্ডধারণ করিলে মুক্তি হয় না ; কেবল মস্তক মুণ্ডন করিলে মুক্তি হয় না ; কেবল সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলে মুক্তি হয় না ; ছল পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর আচরণ করিলে মুক্তি হয় না ॥ ২৮ ॥

---

* নির্ণয়সাগর মুদ্রিত পুস্তকে "সংজ্ঞিতান্" ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

যে যতি জ্ঞানরূপ দণ্ড ধারণ করেন তাঁহাকে একদণ্ডী বলা যায় অর্থাৎ তিনিই একমাত্র প্রকৃত দণ্ডী। যিনি কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করেন, সর্ব্বভক্ষক অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারহীন ও জ্ঞানবর্জ্জিত, তিনি মহারৌরব নরকে গমন করেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষিগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরীর বিষ্ঠা সদৃশ বলিয়াছেন, সুতরাং যতি প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া কীটবৎ (অর্থাৎ কীটের ন্যায় নিরভিসন্ধি-পূর্ব্বক) বিচরণ করিবেন ॥ ৩০ ॥

ভূর্য্যাভীতানাং ভোজনাদিকম্ অন্যদীয়েচ্ছয়ৈব।

অযাচিতং যথালাভং ভোজনাচ্ছাদনং ভবেৎ।
পরেচ্ছয়া চ দিগ্বাসাঃ স্নানং কুর্য্যাৎপরেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যতিগণ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিবেন, অযাচিতভাবে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে ভোজন আচ্ছাদন জন্য যাহা কিছু দিবে তাহাই ভোজন ও আচ্ছাদন করিবেন এবং কেহ স্নান করাইয়া দিলে স্নান করিবেন।

ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠঃ।

স্বপ্নেঽপি যো হি যুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ।
ঈদৃক্‌চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্। ৩২ ॥
অলাভে ন বিষাদী স্যাৎ লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩ ॥
অভিপূজিতলাভাংশ্চ জুগুপ্সেতৈব সর্ব্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈস্তো* যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে ॥ ৩৪ ॥

---

* "অভিপূজিতলাভৈস্তু" ইতি নির্ণয়সাগর মুদ্রিত পাঠঃ।

(ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ কি প্রকার ?)

অনুবাদ—যে যতি যেমন জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্মে স্থিতিরূপ যোগযুক্ত থাকেন স্বপ্নেও সেইরূপই থাকিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

যতি কিছু লাভ না করিলেও বিষণ্ন হইবেন না এবং কিছু পাইলেও হৃষ্ট হইবেন না, ইন্দ্রিয় ভোগ্যরূপ রসাদির প্রতি আসক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তৎপরিমিত ভোজনাদি মাত্র গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩ ॥

যতি কাহারও কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কোনও দ্রব্য গ্রহণ নিন্দিত ও অনুচিত বলিয়া মনে করিবেন। কারণ এইরূপে কাহারও কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিলে জীবন্মুক্তও বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

যতীনাং ভোজনাদি নিয়মাঃ।

প্রাণযাত্রানিমিত্তং চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্ গৃহান্ ॥ ৩৫ ॥
পাণিপাত্রং চরন্ যোগী নাসকৃদ্ভৈক্ষমাচরেৎ।
তিষ্ঠন্ ভুজ্যাচ্চরন্ ভুজ্যান্ মধ্যে নাচমনং তথা ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—গৃহস্থদিগের পাকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে এবং সমস্ত লোকের ভোজন শেষ হইলে তখন অর্থাৎ দিবসের ষষ্ঠভাগে যতি (সন্ন্যাসী) উত্তম বর্ণের গৃহে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহে) স্বীয় জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। ইহাই যতির ভিক্ষার সময় ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যতি করপাত্রে অর্থাৎ হাতে করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ দাঁড়াইয়াই অথবা চলিতে চলিতে ভোজন করিবেন, ভোজন মধ্যে আচমন করিবেন না এবং একবারের অধিক ভিক্ষা করিবেন না ॥ ৩৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যতিদের গৃহস্থের ন্যায় ভোজনের পূর্ব্বে আচমনের বিধি নাই কিন্তু পঞ্চগৃহে বা অষ্টগৃহে মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণের বিধি থাকায় এবং দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে ভোজনের ব্যবস্থা থাকায় পুনঃ পুনঃ আচমনের অর্থাৎ জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালনের বিধি নাই, শেষ ভিক্ষা গ্রহণের পরই আচমন করিবেন। যতি একবার মাত্রই আহার করিবেন। বর্ত্তমানে কলিযুগপ্রভাব বশতঃ ঠিক এ নিয়ম প্রায়ই রক্ষিত হয় না। তীর্থাদিস্থানে সত্রে নিয়মিতভাবে আহারের ব্যবস্থা থাকায় এবং গৃহস্থেরা ঠিক্ ঠিক্ সময় উপস্থিত না হইলে ভিক্ষা দিতে অসমর্থ বলিয়া বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীরা একটা ঝুলি নিয়া কয়েকগৃহ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বাসস্থানে গিয়া আহার করেন, দুইবারও আহার করেন। আমি নিজেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অন্যপক্ষে এক শ্রেণীর দণ্ডী প্রকৃত দণ্ডের অর্থ না জানায় একখানি বংশদণ্ডকে সহায় করিয়া দণ্ডীনামে খ্যাত হন, তাঁহারা অগ্নি স্পর্শ করেন না বলিয়া নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রদ্ধালু ব্রাহ্মণ গৃহে একবারমাত্র ভোজন করেন ॥ ৩৬ ॥

অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি বিশদাশয়াঃ।
নিয়তিং ন বিমুঞ্চন্তি মহান্তো ভাস্করা ইব ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যতি সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় মর্য্যাদা পালন করিবেন অর্থাৎ সমুদ্র যেমন বেলা ভূমি অতিক্রম করেনা, যতিও তদ্রূপ স্বীয় যতি-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম বা লঙ্ঘন করিবেন না

অর্থাৎ স্বীয় ধর্ম্ম পালনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রত থাকিবেন। সূর্য্য যেমন শক্তিশালী বা মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও স্বীয় নিয়তি বশতঃ অস্তগমন ও রাহুগ্রাস উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না, যতিও সেইরূপ স্বীয় নিয়তি বা প্রারব্ধজনিত সুখ, দুঃখ রোগ ভোগাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। (সুতরাং যতি সুখ দুঃখ রোগাদিতে বিচলিত হইবেন না। প্রারব্ধভোগ কাটিয়া যাইতেছে ইহা মনে করিয়াই চিত্তকে সান্ত্বনা করিবেন) ॥ ৩৭ ॥

আস্যেন তু যদাহারং গোবন্মৃগয়তে মুনিঃ।
তদা সমঃ স্যাৎসর্ব্বেষু সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মুনি যখন গরুর মত স্বীয় মুখ দ্বারা আহার করেন (অর্থাৎ হস্ত দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহণ করিয়া ভোজন করেন না) এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন তখনই তিনি মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ৩৮ ॥

অনিন্দ্যং বৈ ব্রজন্ গেহং নিন্দ্যং গেহং তু বর্জ্জয়েৎ।
অনাবৃতে বিশেদ্দ্বারি গেহে নৈবাবৃতে ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—নিন্দিত গৃহস্থদের গৃহে যতি কখনও ভিক্ষার জন্য গমন করিবেন না। অর্থাৎ স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রয়ের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, অন্যত্র নহে)। ইহাদের গৃহদ্বার অনাবৃত থাকিলেই তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু গৃহদ্বার আবৃত থাকিলে তথায় যাইবেন না ॥ ৩৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—গৃহস্থদের ভিক্ষা দেওয়ার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট

থাকে, সেই সময় জানিয়াই সন্ন্যাসিগণ তথায় ভিক্ষা গ্রহণার্থ যাইবেন। সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা গ্রহণের সময় সদ্‌গৃহস্থেরা জানেন, সন্ন্যাসীরা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষার্থ যাইতে অভ্যস্ত থাকিলে আশ্রমপীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্রীয় ভিক্ষা গ্রহণের সময় ও নিয়ম কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসীর পালন করা কর্ত্তব্য। যদি না হয় সেটী কাল মাহাত্ম্যের ফল ॥ ৩৯ ॥

পাংশুনা চ প্রতিচ্ছন্নশূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্ব্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যতি সর্ব্বপ্রকার প্রিয়াপ্রিয় ত্যাগ করিয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন শূন্য দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ॥ ৪০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই স্থানে বাস করিলে আমার সুন্দররূপে ভিক্ষার সুবিধা হইবে, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল ইত্যাদি চিন্তাশূন্য হইয়া এবং দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যতি একান্তবাসের ও আত্মানুসন্ধানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥

ষড্‌ভির্জ্জিতেন্দ্রিয়ত্বম্।

যত্রাস্তমিতশায়ী স্যান্নিরগ্নিরনিকেতনঃ।
যথালব্ধোপজীবী স্যান্মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥
নিষ্ক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযজ্ঞো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কালকাঙ্ক্ষী চরন্নেব ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৪২ ॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
নির্মানশ্চানহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
নৈব ক্রুধ্যতি ন দ্বেষ্টি নানৃতং ভাষতে গিরা ॥ ৪৪ ॥

পুণ্যায়তনচারী চ ভূতানামবিহিংসকঃ।
কালে প্রাপ্তে ভবেদ্ভৈক্ষং কল্পতে ব্রহ্মভূয়সে ॥ ৪৫ ॥
বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং ন সংসৃজ্যেত কর্হিচিৎ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং লিপ্সেত ন চৈনং হর্ষ আবিশেৎ।
অধ্বা সূর্য্যেণ নির্দ্দিষ্টঃ কীটবদ্বিচরেন্মহীম্ ॥ ৪৬ ॥

(যতির জিতেন্দ্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য)

অনুবাদ—মুনি যে স্থানে সূর্য্যাস্ত হইবে সেই স্থানেই শয়ন করিবেন, অগ্নি পরিত্যাগ করিবেন ও নিকেতনবিহীন হইবেন। যেদিন যাহা পাইবেন তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, সর্ব্বদা অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন ॥ ৪১ ॥

যে যতি গৃহত্যাগ করিয়া, বনে অবস্থিত হইয়া, স্বীয় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে নিগৃহীত করিয়া জ্ঞানযজ্ঞে রত থাকেন এবং প্রারব্ধ ক্ষয়াবসানে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করেন ; তিনি মরণান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ৪২ ॥

যে মুনি সকল প্রাণীকে অভয়দান পূর্ব্বক বিচরণ করেন তাহার কখনও কোথাও কোন প্রাণী হইতে ভয় উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৩ ॥

যে যতি নির্ম্মান (অভিমান রহিত) নিরহঙ্কার ও নির্দ্বন্দ্ব, যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, যিনি কাহারও প্রতি ক্রোধ করেন না ; কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করেন না ; কখনও মিথ্যা বাক্য বলেন না ; পবিত্র দেবালয়াদিতে বিচরণ করেন ; কোনও

প্রাণীকে হিংসা করেন না ; যথাকালে ভিক্ষান্নমাত্র ভোজন করেন ; তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ৪৪।৪৫ ॥

যতি কখনও বানপ্রস্থাশ্রমী ও গৃহস্থাশ্রমীর সহিত সংসৃষ্ট হইবেন না ; সর্ব্বদা সকলের অজ্ঞাতসারে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ; কখনও কিছুতেই হর্ষোৎফুল্ল হইবেন না ; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পথে বিচরণ করিবেন (অর্থাৎ রাত্রিতে কোনস্থান হইতে কোথাও যাইবেন না) এবং কীটের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। (অর্থাৎ নিরভিসন্ধ হইয়া কীটবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন) ॥ ৪৬ ॥

যতেঃ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগঃ।

আশীর্যুক্তানি কর্ম্মাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ।
লোকসংগ্রহযুক্তানি নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
না সচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
অতিবাদাংস্ত্যজেত্তর্কান্ পথং কঞ্চন নাশ্রয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥
অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তার্থো মুনিরুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং তদ্দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥
ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিৎ ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ ৫১ ॥
একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ৫২ ॥

বুধো বালকবৎক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেতুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ৫৩ ॥
ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽপি বা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিতাপিতঃ ॥ ৫৪ ॥
বিষ্ঠিতো মুত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৫ ॥
সম্মাননং পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনামবতো যোগী যোগসিদ্ধিং চ বিন্দতি ॥ ৫৬ ॥
তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্ ॥ ৫৭ ॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
কামক্রোধৌ তথা দর্পলোভমোহাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাড্ ভয়বর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯ ॥

(যতির সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।)

অনুবাদ—যে সকল কর্ম্মে বৈষয়িক উন্নতি হয়, যে সকল কর্ম্মে অল্পবিস্তর হিংসা মিশ্রিত থাকে, যে সকল কর্ম্মে জনসাধারণের কল্যাণকর প্ররোচনা আছে, যতি ঐ সকল কর্ম্ম নিজেও করিবেন না অথবা অপরকেও করাইবেন না ॥ ৪৭ ॥

যতি অসৎশাস্ত্রগুলিতে সংসক্ত হইবেন না; (অর্থাৎ অপরা বিদ্যার অনুশীলন সর্ব্বথা ত্যাগ করিবেন) কোনওরূপ জীবিকা অবলম্বন করিবেন না। (অর্থাৎ যতিধর্ম্মানুসারে ভিক্ষা ব্যতীত কোনও জীবিকা অবলম্বনীয় নহে) কোনও বিষয় লইয়া কাহারও

সহিত অধিক আলোচনা অথবা তর্ক করিবেন না ; এবং কোনও তর্কস্থলে কোন পক্ষও অবলম্বন করিবেন না ॥ ৪৮ ॥

যতি শিষ্যদিগকে পাঠ দিয়া আকৃষ্ট করিবেন না ; স্বয়ংও বহুবিধ গ্রন্থ পাঠে আসক্ত হইবেন না ; শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিবেন না ; এবং সৎকর্ম্ম সকলও কদাচ অনুষ্ঠান করিবেন না (অর্থাৎ জনহিতকর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানও যতির কর্ত্তব্য নহে) ॥ ৪৯ ॥

(মননশীল—স্বরূপানুসন্ধাননিরত) যতি বিদ্বান হইয়াও লোকের নিকটে কোনওরূপ আত্মপ্রকাশ করিবেন না অথবা কোনওরূপ স্বীয় অন্তরের অভিপ্রায় কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবেন না ; বালক, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় অবস্থান করিয়া লোকে যাহাতে তাঁহাকে দেখিয়া ঐরূপই মনে করে সেইরূপভাবে বিচরণ করিবেন ॥ ৫০ ॥

মননশীল যতি আত্মস্বরূপে নিমগ্ন থাকিয়া ভালমন্দ কোনও কাজ করিবেন না ; ভাল মন্দ কোনও কথা বলিবেন না ও ভাল মন্দ কোনও বিষয়ের চিন্তা করিবেন না। এইরূপে জড়ের ন্যায় ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিবেন ॥ ৫১ ॥

যতি সর্ব্বদা আত্মধ্যানে নিরত হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করিবেন, আত্মধ্যানেই আনন্দানুভব করিবেন, আত্মদর্শনেই তৃপ্ত থাকিবেন, আত্মাকেই পরম ধন মনে করিবেন, এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া সংসারের সকলের প্রতি আসক্তি রহিত হইয়া, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ৫২ ॥

যতি পণ্ডিত হইয়াও অজ্ঞবালকের ন্যায় আচরণ করিবেন,

কর্ম্মপটু হইয়াও জড়বুদ্ধি অপটুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন, বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের মত কথাবার্ত্তা বলিবেন এবং সর্ব্বত্র নিরীহ গোবৎ অবস্থান করিবেন ॥ ৫৩ ॥

যদি অসৎলোকেরা যতিকে গালাগালি করে, অপমান করে, তিরস্কার করে, নিন্দা করে, প্রহার করে, আটকাইয়া রাখে, উৎপীড়ন করে, গাত্রে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করে, অথবা অন্য কোনও প্রকারে কষ্ট দেয় তাহা হইলেও জিতেন্দ্রিয়-যতি ক্ষুণ্ণ অথবা বিচলিত হইবেন না; এইরূপে বিপন্নযতি আপনার মঙ্গলার্থ সমস্তই সহ্য করিয়া নিজেকে উদ্ধার করিবেন ॥ ৫৪।৫৫ ॥

সম্মান যোগসিদ্ধির অন্তরায়স্বরূপ ও যোগীর অত্যন্ত হানি-জনক। যোগী লোকদিগের দ্বারা অপমানিত হইতে থাকিলে অনায়াসে যোগসিদ্ধিলাভে সমর্থ হন ॥ ৫৬ ॥

যোগী সৎলোকদিগের ধর্ম্ম দূষিত না করিয়া সেইরূপভাবে বিচরণ করিবেন, যাহাতে লোকেরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে ও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে ॥ ৫৭ ॥

যতি বাক্য, মন, শরীর ও কার্য্যদ্বারা স্বেদজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ চতুর্ব্বিধ প্রাণীর অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হইয়াও সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিবেন ॥ ৫৮ ॥

পরিব্রাট্ কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ, মোহ অহংকার প্রভৃতি দোষগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগকরিয়া ভয় বর্জ্জিত হইয়া (অর্থাৎ কোনও কিছু হইতে ভীত না হইয়া) বিচরণ করিবেন ॥ ৫৯ ॥

যতেরসাধারণধর্ম্মাঃ।

ভৈক্ষাশনং চ মৌনিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ।
সম্যগ্‌জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং ধর্ম্মোঽয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥ ৬০ ॥
কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বসেদ্দেবালয়েঽপি বা॥
ভৈক্ষেণ বর্ত্তেতে নিত্যং নৈকান্নাশী ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ৬১ ॥
চিত্তশুদ্ধির্ভবেদ্ যাবত্তাবন্নিত্যং চরেৎ সুধীঃ।
তত্র প্রব্রজ্য শুদ্ধাত্মা সংচরেদ্ যত্র কুত্রচিৎ॥ ৬২ ॥
বহিরন্তশ্চ সর্ব্বত্র সম্পশ্যন্ হি জনার্দ্দনম্।
সর্ব্বত্র বিচরন্ মৌনী বায়ুবদ্বীতকল্মষঃ॥ ৬৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ ক্ষান্তো হস্তপ্রাপ্তং চ ভক্ষয়ন্।
নির্ব্বৈরেন সমং পশ্যন্দ্বিজগোঽশ্বমৃগাদিষু॥ ৬৪ ॥
ভাবয়ন্ মনসা বিষ্ণুং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
চিন্তয়ন পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাহমিতি স্মরন্॥ ৬৫ ॥

জ্ঞাত্বৈবংমনোদণ্ডং ধৃত্বা আশানিবৃত্তো ভূত্বা আশাম্বরধরো ভূত্বা সর্ব্বদা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ সর্ব্বসংসারমুৎসৃজ্য প্রপঞ্চাবাঙ্‌মুখঃ স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমরকীটন্যায়েন মুক্তো ভবতি ইত্যুপনিষৎ॥৬৬॥

(যতির অসাধারণ ধর্ম্ম।)

অনুবাদ—ভিক্ষান্ন-ভোজন, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ধ্যান, সম্যক্‌জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই কয়টি যতির অসাধারণ ধর্ম্ম॥ ৬০ ॥

যতি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন; সতত ধ্যান পরায়ণ হইবেন; গ্রামের প্রান্তভাগে বৃক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে বাস করিবেন; ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; কিন্তু কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট একই স্থানে প্রত্যহ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন না॥৬১॥

যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (৬০।৬১ মন্ত্রে কথিত) অবস্থান করিবেন; অনন্তর চিত্তশুদ্ধি হইলেও স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হইলেও যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবেন ॥ ৬২ ॥

অন্তরে ও বাহিরে কেবল ব্রহ্ম দেখিতে সমর্থ হইবেন তখন যতি সর্ব্বদোষমুক্ত বায়ুর ন্যায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। ৬৩ ॥

যখন সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইবেন, শীতোষ্ণাদি সমভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, ব্রাহ্মণ-গো-অশ্ব-মৃগ প্রভৃতিতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন, সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষবুদ্ধিরহিত হইবেন, যদৃচ্ছালব্ধ ভক্ষ্য ভোজন করিবেন, (অর্থাৎ ভক্ষ্য সংগ্রহে ও স্বতঃ সচেষ্ট ভাবে ভোজনে প্রবৃত্তি থাকিবে না), তখনই যতি স্ব-স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভে কৃতকৃত্য হইবেন ॥ ৬৪ ॥

এইরূপে কৃতকৃত্য যতি সর্ব্বদাই মনে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা, পরব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে তন্ময়ভাবে ব্রহ্ম-স্মরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকেন ॥ ৬৫ ॥

উক্ত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়া যোগী মনোদণ্ড ধারণ করেন; সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন; দিগম্বর ধারণ করেন (অর্থাৎ উলঙ্গ থাকেন), মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করেন; সমস্ত-জগৎপ্রপঞ্চ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্ম্মুখ হন এবং স্বরূপানুসন্ধানে রত থাকিয়া ভ্রমরকীটন্যায়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন। ইহাই উপনিষৎ ॥ ৬৬ ॥

পঞ্চমোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

ষষ্ঠোপদেশঃ।

মোক্ষপ্রাপ্ত্যুপায়জিজ্ঞাসা।

অথ নারদঃ পিতামহমুবাচ। ভগবন্ তদভ্যাসাদ্* ভ্রমরকীট-ন্যায়বৎ তদভ্যাসঃ কথমিতি। তমাহ পিতামহঃ। সত্যজ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাং বিশিষ্টো দেহাবশিষ্টো ভবেৎ॥ ১॥

অনুবাদ—অনন্তর নারদ পিতামহকে বলিলেন—ভগবন্ স্বরূপানুসন্ধানের অভ্যাসে ভ্রমরকীটের ন্যায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যোগী মুক্ত হন। আপনি যে এইরূপ বলিলেন, সেই অভ্যাস কি প্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে হয় তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলুন। তদুত্তরে পিতামহ তাঁহাকে বলিলেন—সত্যজ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা বিশিষ্ট দেহাবশিষ্ট হইয়া বাস করিবেন॥ ১॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ভ্রমরকীট † ন্যায় কি তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় সহজে বোধগম্য হইবে। তাহা এই—এক জাতীয় ভ্রমর এক জাতীয় কীটকে ধরিয়া স্বীয় গর্তমধ্যে লইয়া যায়। ঐ কীট ধৃত হইবা মাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ভ্রমর ধ্যানে তন্ময় হইয়া যায়; অনতিবিলম্বে ঐ কীটের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং ঐ কীট ভ্রমরে পরিণত হয়। ইহাকেই ভ্রমরকীটন্যায় বলে। স্বরূপানুসন্ধান-পরায়ণ যতি ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া অনবরতই তন্ময়

---

* তদভ্যাসবশাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

† জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ। সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ভজেদ্ভ্রমরকীটবৎ॥ (শঙ্করাচার্য্য-কৃত আত্মবোধ, ৪৮ শ্লোক)

অর্থ:—যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত মনুষ্য পূর্ব্ব উপাধির সকল গুণ পরিত্যাগ করেন এবং ভ্রমরকীটের ন্যায় সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দরূপের ধ্যান করিয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হন।

হইয়া ব্রহ্মভাবের ধ্যানে রত থাকেন বলিয়া মরণ সময় তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-ভাবে ভাবিত থাকে, সেইজন্য তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকেনা ও লোকান্তর গমনও হইতে পারে না। এই প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যোগী মোক্ষ প্রাপ্ত হন। স্বরূপানুসন্ধানপরায়ণ যতির শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা সত্যবাক্ অর্থাৎ সত্যবাদী হওয়া চাই। আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা চাই এবং তীব্রাতিতীব্র বৈরাগ্যবান্ হওয়া চাই। তাহাকেই বিশিষ্ট দেহাবশিষ্ট বলা হয়। পরবর্ত্তী ২য় মন্ত্রে বিদ্বদ্দেহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট দেহলাভ কি প্রকারে হইতে পারে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ থাকায় এতদ্বিষয়ে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। অব্যবহিত পরমন্ত্রেই ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বিদ্বদ্দেহশরীরবর্ণনাদিকম্।

(অর্থাৎ জ্ঞানীর দেহ ও শরীর প্রভৃতির বর্ণনাদি)

জ্ঞানং শরীরং, বৈরাগ্যং জীবনং বিদ্ধি, শান্তিদান্তী নেত্রে, মনোমুখম্, বুদ্ধিঃ কলা, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বান্যবয়বানি, অবস্থা পঞ্চ মহাভূতানি, কর্ম্ম-ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যং শাখা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়াঃ চতুর্দ্দশকরণানি, পঙ্কস্তম্ভাকারাণি ইত্যেবমপি নাবমপি পঙ্কং কর্ণধার ইব, যন্তেব গজম্, স্ববুদ্ধ্যা স্ববশীকৃত্য, অস্মাদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং কৃতকং নশ্বরমিতি মত্বা, বিরক্তপুরুষঃ সর্ব্বদা ব্রহ্মাহমিতি ব্যাহরেন্নান্যৎ কিঞ্চিদ্বেদিতব্যং স্বব্যতিরেকেণ জীবন্মুক্তো ভূত্বা বসেৎ কৃতকৃত্যো ভবতি। ন নাহং ব্রহ্মেতি ব্যবহরেৎ কিন্তু ব্রহ্মাহমস্মীত্যজস্রং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু তুরীয়াবস্থাং প্রাপ্য তুর্য্যাতীতত্বং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(অব্যবহিত পূর্ব্ব মন্ত্রে যে বিশিষ্ট দেহের

কথা বলা হইয়াছে সেই দেহের) জ্ঞানই শরীর, বৈরাগ্যই জীবন, শমদমই নেত্রদ্বয়, মনই মুখ, বুদ্ধিই কলা, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই অবয়ব সমূহ, পঞ্চভূতই অবস্থা, কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যই শাখা সমূহ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় পঙ্কস্তম্ভ সদৃশ বলিয়া মনে করিবে। নাবিক যেরূপ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে পঙ্ক পতিত নৌকাকে উদ্ধার করে এবং মাহুত যেমন পঙ্কমগ্ন হস্তীকে স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উদ্ধার করে সেইরূপ বিদ্বান্ যতি স্বীয় বুদ্ধিবলে উক্ত প্রকার দেহকে স্বীয় বশে স্থাপিত বা আনয়ন করিবেন। সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত যোগী আত্মা ভিন্ন সমস্তই নশ্বর এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই জ্ঞাতব্য নহে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মধ্যানে রত হইবেন। এইরূপ ধ্যানের ফলে আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হইলেই সাধনশীল যোগী কৃতকৃত্য হন এবং জীবন্মুক্ত হন। আমি ব্রহ্ম নহি এইরূপ ভাবনা কখনও করিবে না। সর্ব্বদাই (অর্থাৎ উঠিতে খাইতে, শুইতে, বসিতে চলিতে সর্ব্বাবস্থায় নিরন্তর অপরিচ্ছিন্নভাবে) আমিই ব্রহ্ম (সোঽহং) ভাবিতে থাকিবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই এইরূপ ব্রহ্মভাবনা প্রভাবে যতি জীবন্মুক্ত তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত থাকেন। অনন্তর প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে দেহান্তে তুর্য্যাতীতত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষে (ভেদরহিত) জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত "অভেদ দর্শনং জ্ঞানং" এবম্বিধ জ্ঞানস্বরূপ। তদ্ব্যতিরিক্ত জাগতিক প্রপঞ্চ (মায়া) অসৎ। "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" সাধনাসম্ভূত ইত্যাকার প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞানই তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। সুতরাং

মায়া প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য সমূহ পরমার্থ দৃষ্টিতে অসৎ। সংসারে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই পরব্রহ্মের মায়িক ঐশ্বর্য্য, এইরূপ সাধনাভ্যাস দ্বারা নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে না পারিলে এই বিশিষ্ট বিদ্বদ্দেহের নিঃসন্দিগ্ধ সংস্কার বা সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল হয় না। এইজন্য এই মন্ত্রে দেহটাকে কিরূপ মনে করিয়া ভাবনা করিতে হইবে তাহাই রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। দেহাত্মবুদ্ধি বিনাশ করিবার জন্যই এইরূপ ভাবনার উপদেশ। যতি সর্ব্বদাই মনে করিবেন যে পরব্রহ্মের মায়িক ঐশ্বর্য্য মায়া প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতির পরিণামে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি, মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংকার, অহংকারের পরিণাম পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চারিটী অন্তরিন্দ্রিয় ও পাঁচটী তন্মাত্রা পাঁচটী তন্মাত্রার পরিণাম পঞ্চভূত। পঞ্চভূত পঞ্চীকরণে পঞ্চমহাভূত। এইরূপে পরব্রহ্মের মায়িক ঐশ্বর্য্যের, মায়া প্রকৃতির, পরিণামে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট। এতাবৎ সমস্তই ইন্দ্রজাল সদৃশ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। সুতরাং আমার দেহেন্দ্রিয়াদিও ব্রহ্মের মায়াকল্পিত। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ দ্বারা নানাকারে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই দেহাভিমানী আমিও ঐ কল্পনা প্রসূত সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মেই এই কল্পিত আমির কল্পিত শরীর, ঐ কল্পিত শরীরে যাহা কিছু আছে সমস্তই পরব্রহ্মের মায়াকল্পিত, মায়াপ্রকৃতি ও তৎপরিণাম দ্বারা বিরচিত, অতএব এই মায়াকল্পিত আমি ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সদ্‌গুরুমুখে এই বিচার প্রসূত সত্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাহা নিয়ত মনন পূর্ব্বক "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিলেই, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহা বুঝিতে পারিলেই, মনুষ্যজন্ম কৃতকৃত্য হইতে পারে। এখন তুরীয়াবস্থা কি তাহা বলা যাইতেছে :—নির্ব্বিকল্প (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা ভেদশূন্য) সমাধিকালে ব্রহ্মভাবে স্থিত হইলে আত্মার যে অবস্থা তাহাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়াবস্থা শাশ্বতিক (নিত্য) নহে *। জাগ্রৎ, স্বপ্ন

*জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা পর পর অজ্ঞান ভূমিতেই উদিত হইয়া থাকে।

ও সুষুপ্তি অবস্থাগুলি যেমন একটীর পর একটী করিয়া উদিত হয়, তেমনি এই অবস্থার পরেও জাগ্রৎ অবস্থা উদিত হয়। জীবন্মুক্ত যোগীর জাগ্রদাদি অবস্থা গুলিতেও তুরীয়াবস্থার সংস্কার প্রবল থাকে বলিয়া আত্মহারার মত একটা অবস্থা হয়। এই অবস্থাটা অনেকটা তুরীয়াবস্থার অনুরূপ, সেই জন্যই এইরূপ ব্যপদেশ করা হইয়াছে মাত্র। নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গে জীবন্মুক্ত যোগীর জাগ্রদবস্থা সাধারণের তুল্য নহে। জীবন্মুক্তের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাও অসাধারণ। দেহ বিদ্যমানে শাশ্বতিক তুরীয়াবস্থা হইতে পারে না। প্রারব্ধ ভোগাবসানে জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে শাশ্বতিক তুরীয়াবস্থা হয়; কারণ দেহ না থাকিলে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় ঘটিতে পারে না। যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন মৃত্যু হইলেও সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে, বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় ঘটিলেও সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে। মহাপ্রলয়েও সূক্ষ্ম শরীর ভবিষ্যদ দেহোৎপত্তির কারণরূপে প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য মহাপ্রলয়াবসানে পুনঃ সৃষ্টিকালে পুনরাবৃত্তি ঘটে। পুনরাবৃত্তি ঘটিলেই জাগ্রদাদি অবস্থাও ঘটে। জীবন্মুক্তের সূক্ষ্ম শরীর কারণে অবিভক্তভাবে লয় প্রাপ্ত হয়; কারণরূপে থাকিলেও

ব্যাবহারিক ভাষায় এই অবস্থাত্রয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনকেই সংসার বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই তিনটি অবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে উদিত হয় অর্থাৎ একটি অবস্থার পর অন্য একটী অবস্থার উদয় হয় এবং দুইটি অবস্থার একসঙ্গে সমভাবে অবস্থান হইতে পারে না। অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলেই তুরীয় অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে বলা চলে। বস্তুতঃ তুরীয় এবং তুরীয়াতীত এই দুইটি ভিন্ন অবস্থা নহে—একই অবস্থার অপরিপক্কতা এবং পরিপক্কতা নিবন্ধন দুইটি পৃথক নাম মাত্র। এইজন্য এক হিসাবে তুরীয় অবস্থাকেও নিত্য বলা চলে। কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে অনিত্যও বলিয়া থাকেন, কারণ ঐ অবস্থায় পুর্ব্বসংস্কার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হওয়ার দরূণ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় পুর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে হইলেও বিদ্যমান থাকে, উহাদের সম্যক্ প্রকার নিবৃত্তি হয়না। তুরীয়াবস্থা পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ যখন উহা হইতে অজ্ঞানবৃত্তির ন্যায় অজ্ঞান সংস্কারও পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন ঐ তুরীয়াবস্থাই তুরীয়াতীত নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মভূত অবস্থা এবং ব্যবহারের অতীত। যেখানে

জীবন্মুক্তের সূক্ষ্মদেহ স্বীয় জন্মের প্রতি কারণরূপে থাকেনা ; সেইজন্য জীবন্মুক্তের আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। জীবন্মুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন, ইহাই তুর্য্যাতীতত্ব। শাশ্বতিক তুরীয়াবস্থা ও তুর্য্যাতীতত্ব একই কথা। দেহ সত্ত্বে তুরীয়াবস্থার পরে পুনরায় জাগ্রদাদি থাকে বলিয়া এবং তুর্য্যাতীতত্বে পুনরায় জাগ্রদাদি থাকে না বলিয়াই এই পঞ্চম অবস্থা কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা তুরীয়াবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থা নহে। এক অবস্থার পর এক অবস্থা না হইলে ভেদ কল্পনা করা যায় না। তুরীয়াবস্থার পরে জাগ্রদাদি হয় বলিয়াই ভেদ কল্পনা করা হয়। তুর্য্যাতীতত্বে একাবস্থা শাশ্বতিক সুতরাং ভেদ অকল্পনীয় ॥ ২ ॥

তুর্য্যাতীতত্ব প্রাপ্ত্যুপায়ঃ।

দিবং জাগ্রন্নক্তং সুষুপ্তমর্দ্ধরাত্রং গতমিতি। একাবস্থায়াং চতস্রোঽবস্থাঃ। একৈককরণাধীনানাং চতুর্দ্দশকরণানাং ব্যাপারা-শ্চক্ষুরাদীনাম্। চক্ষুষো রূপগ্রহণম্, শ্রোত্রয়োঃ শব্দগ্রহণম্,

---

জ্ঞানের সপ্তভূমির বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে এই তুরীয়াতীত অবস্থাকেই সপ্তমভূমি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা সাধারণতঃ দেহ থাকিতে হয় না, তবে কোন কোন স্থলে না হইতে পারে এমন নহে। অতি বিরল দুই একটি মহাপুরুষের এই অবস্থালাভের কথা শুনা যায়। তবে তাঁহারা জাগতিক ব্যবহারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারবিবর্জ্জিত। বর্ত্তমান শ্রুতিতেও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তুরীয়াতীত অবস্থা প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। তুরীয় শব্দের অর্থ চতুর্থ। যদি তুরীয়াতীত অবস্থা তুরীয় হইতে পৃথক্ হইত তাহা হইলে উহাকে পঞ্চম বলিয়া বর্ণনা করা হইত, কিন্তু তাহা দেখা যায়না। তবে বক্তার বিবক্ষা অনুসারে শ্রোতাকে বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য উহাকে একটি পৃথক্ অবস্থারূপে কখনও কখনও দেখান হয়। তুরীয়াতীত অবস্থায় এক অখণ্ডভাব বর্ত্তমান থাকে। উহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পরস্পর পার্থক্য অপগত হইয়া এক মহাভাবের প্রকাশ অবিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বক্ষণের জন্য বিদ্যমান থাকে। ইহা তুরীয়জ্ঞানপ্রাপ্ত সাধকের দেহান্তে অবশ্যম্ভাবী। তবে কাহারও কাহারও দেহ থাকিতেও হইতে পারে।

জিহ্বায়া রসাস্বাদনম্, ঘ্রাণস্য গন্ধগ্রহণম্, বচসো বাগ্ব্যাপারঃ, পাণেরাদানম্, পাদয়োঃ সঞ্চারঃ, পায়োরুৎসর্গঃ, উপস্থস্যানন্দগ্রহণম্, ত্বচঃ স্পর্শ গ্রহণম্। তদধীনা চ বিষয়গ্রহণা বুদ্ধিঃ। বুদ্ধ্যা বুধ্যতি। চিত্তেন চেতয়তি। অহংকারেণাহঙ্করোতি। বিসৃজ্য জীব এতান্ দেহাভিমানেন জীবো ভবতি। গৃহাভিমানেন গৃহস্থ ইব শরীরে জীবঃ সঞ্চরতি। প্রাগ্দলে পুণ্যাবৃত্তিরাগ্নেয্যাং নিদ্রালস্যৌ দক্ষিণায়াং ক্রৌর্য্যবুদ্ধির্নৈঋত্যাং পাপবুদ্ধিঃ পশ্চিমে ক্রীড়ারতির্বায়ব্যাং গমনে বুদ্ধিরুত্তরে শান্তিরীশান্যে জ্ঞানং কর্ণিকায়াং বৈরাগ্যং কেশরেম্বাত্মচিন্তা ইত্যেবং বক্ত্রং জ্ঞাত্বা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দিবসে জাগ্রদবস্থা, রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থা, অর্দ্ধরাত্রে সুষুপ্তি অবস্থা। বস্তুতঃ আত্মার ঐ সকল অবস্থা এক একটী ইন্দ্রিয়ের অধীন অর্থাৎ পরস্পর আশ্রিত। চক্ষুরাদি চতুর্দ্দশটী† ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা কার্য্য এই প্রকার। যথা—রূপ গ্রহণ চক্ষুর্দ্বয়ের ব্যাপার, শব্দ গ্রহণ কর্ণদ্বয়ের, রসাস্বাদন জিহ্বার, গন্ধ গ্রহণ নাসিকাদ্বয়ের, কথা বলা বাগিন্দ্রিয়ের, গ্রহণ হস্তদ্বয়ের, সঞ্চারণ পাদদ্বয়ের, উৎসর্গ বা মলত্যাগ পায়ুর, আনন্দগ্রহণ* উপস্থের এবং স্পর্শ গ্রহণ ত্বকের ব্যাপার জানিতে হইবে। এই

---

*মূলস্থ আনন্দ গ্রহণ শব্দে স্ত্রী সংযোগ জনিত আনন্দের ন্যায় মূত্রোৎসর্গ জনিত আনন্দও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ এই উৎসর্গ ব্যাপার পায়ুর স্বাভাবিক কার্য্যমধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারেনা।

† শ্রুতিতে চতুর্দ্দশ করণের সংখ্যা নির্দ্দেশ থাকিলেও নাম গ্রহণকালে তেরটিরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং অন্তরিন্দ্রিয় তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের (অন্তরিন্দ্রিয় চারিটির) মধ্যে মনের উল্লেখ নাই, কিন্তু উল্লেখ না থাকিলেও উহা শ্রুতির অভীষ্ট বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ সংখ্যা পূরণ হইতে পারে না।

সকল ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করে। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা বিষয়ের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করে, চিত্ত দ্বারা চিন্তা করে এবং অহঙ্কার দ্বারা 'আমি' 'আমি' এই প্রকারে অভিমান প্রকাশ করে। আত্মা এই সকলকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া এবং সমষ্টি রূপে দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া জীবভাবাপন্ন হন। গৃহের অভিমান বশতঃ যেমন গৃহস্থ পদের ব্যবহার হয়, ঠিক সেই প্রকার এই শরীরের (অভিমান বশতঃ) জীব সঞ্চরণ করিয়া থাকে। দেহাবচ্ছিন্ন অষ্টদল বিশিষ্ট (হৃদয় কমলের) পূর্ব্বদলের অভিমান-বশতঃ পুণ্যভাবের উদয়, পূর্ব্ব-দক্ষিণদলে অভিমানের ফলে নিদ্রা এবং আলস্যভাবের প্রাদুর্ভাব, দক্ষিণদলে ক্রূরতার উন্মেষ, দক্ষিণ-পশ্চিম দলে পাপবুদ্ধির বিকাশ, পশ্চিমদলে ক্রীড়াদি বিষয়ের অভিলাষ, পশ্চিম-উত্তর দলে বুদ্ধির উৎকর্ষ, উত্তর দলে শান্তির প্রাদুর্ভাব এবং উত্তর-পূর্ব্ব দলে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ হৃদয় দলের কর্ণিকায় বা মধ্য বিন্দুতে অভিমান স্থিত হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং কেশর সমূহে সঞ্চারণের ফলে অনাত্মভাব অপসারিত হইয়া শুধু আত্মবিষয়িণী চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে চৈতন্যস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তুর্য্যাতীত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়॥ ৩॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় যথা—পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। এখানে হৃদয়কে অষ্টদল কমল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্রগ্রন্থে বহু স্থানেই অষ্টদল কমলের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই হৃদয় রূপ

কমল বস্তুতঃ দহরাকাশ এবং ব্রহ্মপুর নামে উপনিষৎ প্রভৃতিতে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীব চৈতন্য এই আকাশেই সঞ্চরণ করেন এবং শুদ্ধাবস্থায় (মায়াবিরহিত অবস্থায় অর্থাৎ মনের সান্নিধ্যত্যাগাবস্থায়)

হৃদয় কমল।
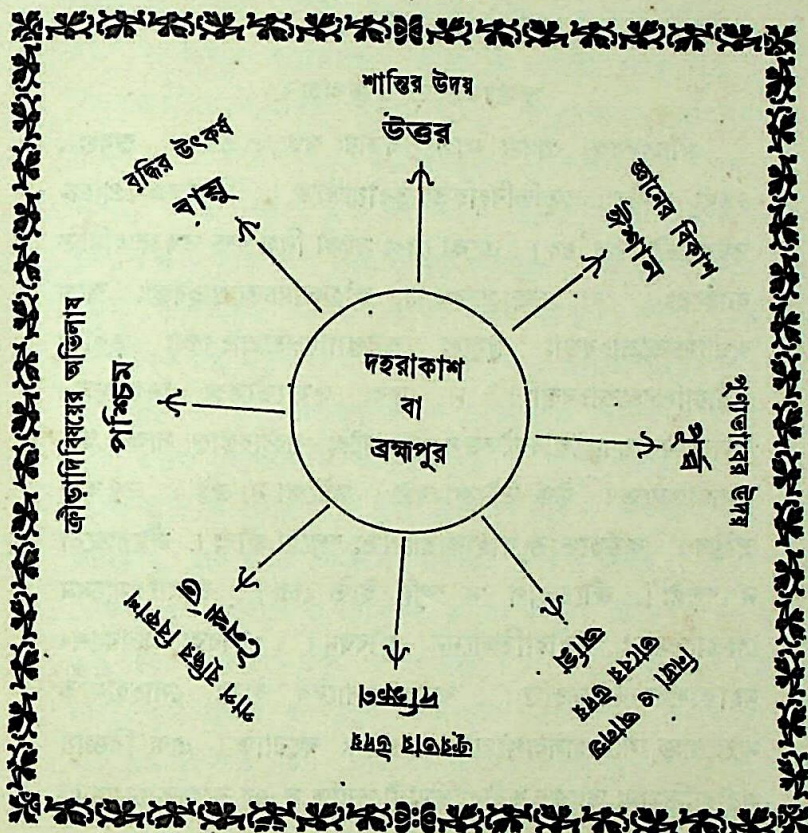
নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন চঞ্চল থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভিমান এই কমলের (হৃৎ কমলের) কোন না কোন দলে নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অনাত্মাতে আত্মা-

ভিমান নিবৃত্ত হইতে পারেনা। জীব যে সকল পুণ্য পাপাদি বৃত্তির বশীভূত থাকে সেই সকল বৃত্তি বস্তুতঃ হৃদয়াকাশে মনের সঞ্চারের তারতম্য বশতঃই হইয়া থাকে। বৃত্তিসকলের নিরোধ হইয়া আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া এবং অন্তঃকরণ নিশ্চল হইয়া হৃদয়ের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত হওয়া একই কথা ॥৩॥

তুর্য্যাতীত স্বরূপম্।

জীববদবস্থা প্রথমং জাগ্রদ্ দ্বিতীয়ং স্বপ্নং, তৃতীয়ং সুষুপ্তং, চতুর্থং তুরীয়ং, চতুর্ভির্বিরহিতং তুরীয়াতীতং। বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ-তটস্থভেদৈরেক এব। একো দেবঃ সাক্ষী নির্গুণশ্চ তদ্ব্রহ্মাহমিতি ব্যাহরেৎ। নো চেজ্জাগ্রদবস্থায়াং জাগ্রদাদিচতস্রোঽবস্থাঃ স্বপ্নে স্বপ্নাদিচতস্রোঽবস্থাঃ সুষুপ্তে সুষুপ্ত্যাদিচতস্রোঽবস্থাঃ তুরীয়ে তুরীয়াদিচতস্রোঽবস্থাঃ। ন ত্বেবং তুর্য্যাতীতস্য নির্গুণস্য। স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপৈর্বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেশ্বরৈঃ সর্ব্বাবস্থাসু সাক্ষী ত্বেক এবাবতিষ্ঠতে। উত তটস্থো দ্রষ্টা। তটস্থো ন দ্রষ্টা। দ্রষ্টৃত্বান্ন দ্রষ্টৈব। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাহংকারাদিভিঃ স্পৃষ্টো জীবঃ। জীবেতরো ন স্পৃষ্টঃ। জীবোঽপি ন স্পৃষ্ট ইতি চেন্ন। জীবাভিমানেন ক্ষেত্রাভিমানঃ, শরীরাভিমানেন জীবত্বম্। জীবত্বং ঘটাকাশ-মহাকাশবদ্ব্যবধানেঽস্তি। ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসব্যপদেশেনানুসন্ধানং করোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং ত্যজেন্ন শরীরাভিমানী ভবতি স এব ব্রহ্মেত্যুচ্যতে ৪॥

তুর্য্যাতীত অবস্থার স্বরূপ।

অনুবাদ—দেহে জীব অধিষ্ঠিত থাকিলে চারিটী অবস্থা হয়। প্রথম জাগ্রৎ অবস্থা, দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থা, তৃতীয় সুষুপ্তাবস্থা,

চতুর্থ তুরীয়াবস্থা। এই চারিটী অবস্থা দূর হইলে তুরীয়াতীত অবস্থা হয়। উক্ত চারি অবস্থায় অবস্থিত একই জীবের বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তটস্থ এই চারি প্রকার সংজ্ঞা হয়। একই দেব সাক্ষী ও নির্গুণ ; সেই দেব আমি এইরূপ ভাবনা করিবে। তাহা না করিলে জাগ্রদবস্থায় জাগ্রদাদি চারিটী অবস্থা ঘটে ; স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নাদি চারিটী অবস্থা ঘটে ; সুষুপ্তাবস্থায় সুষুপ্ত্যাদি চারিটী অবস্থা ঘটে ; এবং তুরীয়াবস্থায় তুরীয়াদি চারিটী অবস্থা ঘটে। কিন্তু নির্গুণ তুর্য্যাতীতের এই চারিটী অবস্থা ঘটে না। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বরভাবে সকল অবস্থাতেই সাক্ষিচৈতন্য একরূপই থাকে। তটস্থ ঈশ্বর সোপাধিক দ্রষ্টা নহেন। তিনি সাক্ষী চৈতন্য হইতে পারেন না। তিনি দ্রষ্টা না হইলেও কিন্তু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানরহিত। জীব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত। সাক্ষিচৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান নাই এবং উপাধিও নাই। জীবের ক্ষেত্রে অভিমান, এই শরীর অভিমান বশতঃই তাহার জীবত্ব। জীব-চৈতন্যে ও সাক্ষিচৈতন্যে ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় ব্যবধান। এই ব্যবধান বশতঃই জীব প্রতিনিয়ত হংস ও সোঽহং এই মন্ত্র দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ব্যপদেশে অনুসন্ধান করে অর্থাৎ আমি কি এই তত্ত্ব জানিতে চায়। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া জীব শরীরাভি-মান অর্থাৎ আমি আমার এই ভাব ত্যাগ করে। তখন আর শরীরাভিমানী হয় না। তখন জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ গঙ্গা মহাসাগর হইতে আসিয়া পুনরায় মহাসাগরে মিশিয়া স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ৪॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—"সাধারণতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে। স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাবে স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই ভোগানুকূল কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হন, তখন জাগ্রৎ কালীন মানস-সংস্কার বলে সূক্ষ্মবিষয়রাশি ভোগ করেন। স্বপ্নজনক সেই কর্ম্ম রাশির ক্ষয় হইলে সুষুপ্তিদশা উপস্থিত হয়, তখন কোন ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থাকে না, সমস্তই কারণে বিলীন হইয়া যায়। আত্মা যখন উক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হন তখন তাহাকে তুরীয় বলা হইয়া থাকে।"

এই মন্ত্রে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই, উপাধি ভেদে ভেদ প্রতীয়মান হয়। জীব ও ঈশ্বর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব) সোপাধিক ব্রহ্ম, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নিরুপাধিক। দেহবিশেষাভিমানে ব্রহ্মের জীবত্ব, এবং জীবত্ব থাকিলেই দেহাভিমান। বিভিন্নদেহে এইরূপ অভিমানবশতঃই জীব বহু। ঈশ্বরের কোন দেহবিশেষে অভিমান নাই, কিন্তু সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণত্বের এবং সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বের অভিমান আছে। এই হেতু ঈশ্বর সোপাধিক হইলেও এক। ঈশ্বরের অভিমান ও জীবের অভিমানে পার্থক্য এই যে, জীবের অভিমান তাহার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের অভিমানে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান নিত্য অনাবৃত ও সমুজ্জ্বল থাকে। দেহাভিমান জীবের শক্তি ও জ্ঞানকে খণ্ডিত ও মলিন করে, করণাধীন করে, দেশকালাবচ্ছিন্ন করে ও জীবকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখতাপাদির বশীভূত করে; কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বকারণত্বের অভিমান তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানকে অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন, নিরাবিল, করণনিরপেক্ষ ও দেশ কালানবচ্ছিন্ন রাখিয়াই বিশ্ব-বিধান সুসম্পন্ন করে; জীবজগতের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখতাপাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে না; তিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধান অনাদিঅনন্তকাল সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াও এইসব ব্যাপারের

ঊর্দ্ধে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজিত থাকেন। জীব মায়াধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ ; জীব অবিদ্যাগ্রস্ত ; ঈশ্বর অবিদ্যাময় জগতের একমাত্র কারণ, অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা হইয়াও অবিদ্যাদ্বারা অস্পৃষ্ট, কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কারাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট। তিনি যেন অবিদ্যা-বারিময় কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের তটদেশে দাঁড়াইয়া স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সব নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং নিরীক্ষণ মাত্রদ্বারাই সব সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত করিতেছেন। দেহাভিমানী জীবের জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে অভিমান, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে অভিমান, সুষুপ্তাবস্থায় কারণ দেহে অভিমান প্রবহমান থাকে। বিশ্বকারণত্বাভিমানী ঈশ্বরের জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত স্থূলসৃষ্টি ও বিরাট বিশ্বদেহে অভিমান। স্বপ্না-বস্থায় সূক্ষ্মভাবময় সৃষ্টি ও অনন্তভাবময় তৈজস হিরণ্যগর্ভদেহে অভিমান এবং সুষুপ্তাবস্থায় মহাপ্রলয় ও অব্যক্ত-শক্ত্যাত্মক কারণদেহে অভিমান। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই অবস্থাত্রয়,—এবং তত্তদুপাধি-যোগে বিশ্বভাব, তৈজসভাব ও প্রাজ্ঞভাব, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই আছে ; কিন্তু এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই ঈশ্বরের তুরীয়ভাব ও তটস্থভাব নিরাবিল থাকে সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার ব্রহ্মাত্মবোধ ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাহংকাররাহিত্য অক্ষুণ্ণ থাকে ; জীবের তাহা থাকেনা। জীব অবিদ্যাবশতঃ তত্তদবস্থায় তত্তদ্ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উভয়ই উপাধি ;—এই উভয়বিধ উপাধির যিনি নিত্য নির্গুণ অবিক্রিয় সাক্ষী, যিনি সর্ব্ববিধ অবস্থা ভেদের প্রতি জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অভিমান বিবর্জ্জিত, যিনি এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য তুরীয়াতীতস্বরূপে বিরাজমান, তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিও নাই, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ভাবও নাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থার অভিমানও নাই ; সর্ব্বজ্ঞত্ব বা অল্পজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা বা অল্পশক্তিমত্তা, কার্য্যকারণত্ব, স্রষ্টৃসৃজ্যত্ব, নিয়ন্তৃনিয়ম্যত্ব প্রভৃতি কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না। এই ব্রহ্ম জীবেরও আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরেরও আত্মস্বরূপ। ঘটাকাশ ও মহাকাশের তুলনা জীব

ও ঈশ্বর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; এবং নির্ব্বিশেষ আকাশের সহিত তুলনীয়। এই সর্ব্ববিধ ভেদ-রহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আত্মভাবনাদ্বারা সর্ব্ববিধ উপাধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই জীবের জীবত্ব নাশ ও তুরীয়াতীত ভাব লাভ হয়। তখন তাহার ব্রহ্মত্বেই নিত্য প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

এই ৪র্থ মন্ত্রের শেষে বলা হইয়াছে "ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছাসনিঃশ্বাস ব্যপদেশেনানুসন্ধানং করোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং ত্যজেন্ন শরীরাভিমানী ভবতি স এব ব্রহ্মেত্যুচ্যতে" এই মন্ত্রাংশ দ্বারা যোগ-শাস্ত্রোক্ত অজপা-সাধনের কথাই বলা হইয়াছে। এই অজপা-সাধন বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকলশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারাই সার্ব্বভৌমিক নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হইতে পারে। সম্প্রদায়-বিশেষে ইহার ক্রিয়া-প্রণালীর কিছু কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় মাত্র, মূলতঃ একই। মৈত্রেয় ঋষি মহাদেবের নিকট পরমতত্ত্ববিষয় জানিতে চাহিলে তিনি সংক্ষেপে যে উত্তর দিয়াছেন মৈত্রেয্যুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে তাহা ব্যক্ত আছে, যথা—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ২ ॥

অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

এই দেহকে দেবালয় বলিয়া ভাবনা করিবে এবং এই দেহমধ্যস্থ জীবকে শিবস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিবে। দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞাননির্ম্মাল্যকে ত্যাগ করিয়া সেই দেহমধ্যস্থ শিবকে সোঽহংভাবে পূজা করিবে অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইভাবে ধ্যান করিবে। অভেদদর্শনই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্ম-রূপী ব্রহ্ম উভয়েই এক এইরূপ ভাবে ধ্যান বা চিন্তা করাই অভেদ দর্শন। মন বিষয়চিন্তা বিরহিত অর্থাৎ বিষয়চিন্তাশূন্য হইয়া নিরাবিল ভাবে

ভগবচ্চিন্তনে নিরত হইলেই তাহাকে ধ্যান বলে, মনের মলিনতা ত্যাগ করাই প্রকৃত স্নান, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করাই প্রকৃত শৌচ। যোগচূড়ামণি উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্রে অজপা-জপের শুধু ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া আছে। তদ্দ্বারা সাধনতত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। এই গুহ্য সাধনতত্ত্ব অনুশীলনপরায়ণ সিদ্ধ-সদ্‌গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যদ্বারা শ্রবণ করিয়া মনন অর্থাৎ বিচার—পূর্ব্বক উহার গুহ্যরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিদিধ্যাসন রূপ ধ্যান নিয়ত অভ্যাস করিতে হয়। গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া দীর্ঘকাল এই ধ্যান করিতে পারিলে তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা, বহুশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু এই আত্মা উপাসিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যে মুমুক্ষু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন সেই মুমুক্ষু সাধক কর্ত্তৃকই আত্মা লব্ধ হইয়া থাকেন। এই আত্মা (বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সেই মুমুক্ষু-সাধকের শুদ্ধবুদ্ধিতে প্রকাশিত হন)। সাধকের একান্ত-শরণাগতি ও ভগবানের কৃপাই আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। এই কথাই কঠোপনিষদের ১।২।২৩ মন্ত্রে এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৩ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

আত্মা সাধন-বলহীন, আত্মজ্ঞানলাভে উদ্যমহীন অথবা আত্মনিষ্ঠা-জনিতশক্তিবিহীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক লভ্য নয় অর্থাৎ শারীরিক বল দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না অথবা হঠযোগাদি কৃত্রিমউপায়দ্বারা শারীরক্রিয়া রুদ্ধ করিলেও আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। আত্মলাভে একনিষ্ঠা বশতঃ সানুরাগ-আগ্রহজাত মানসিক বলব্যতীত আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তিবশতঃ আত্ম-নিষ্ঠার অভাব হইলেও আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া কেবল জ্ঞানের সাধনা করিলেও

আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু বিবেকী সাধক আত্ম-নিষ্ঠাজনিত মানসিক বল, বিষয়াসক্তিরহিত আত্মানুরাগ ও সন্ন্যাসসহ আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য যদি জ্ঞানের সাধনা পরায়ণ হন সেই আত্মানুরক্ত ও আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীই জ্ঞান সাধনা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারেন। মুণ্ডকোপনিষদের ৩৷২৷৪ মন্ত্রে এই কথাই উক্ত আছে :—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।"

গীতায় শ্রীভগবান্ যে যোগের কথা বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত রাজযোগ। অজপা-জপ রহস্যও তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট। সদ্‌গুরুমুখে তাহা জানিয়া লইতে হয়। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় উক্ত আছে,—"বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী।" হে দেবেশি জপ না করিয়াও মন্ত্রিগণের দ্বারা জপ হয় বলিয়া ইহার নাম অজপা। এই অজপা ভববন্ধন মোচন করে।

কুমার পরিব্রাজক স্বামিজী প্রণীত "যোগ ও যোগী" নাম গ্রন্থে অজপা সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"ঘোর নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে একবার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে চারি সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। এই গণনায় প্রতি মিনিটে আমাদের ১৫বার, প্রতি ঘণ্টায় ৯০০বার, ২৪ ঘণ্টায় বা দিবারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে হয়। যোগাভ্যাসী প্রতি নিশ্বাসে ও প্রতি প্রশ্বাসে গুরুদত্ত আত্ম-মন্ত্র অভ্যাসের প্রতি বিশেষ অভিনিবিষ্ট হইবেন। এইরূপ মানসিক জপকে অজপা কহে। যদি কাহারও এরূপ সংশয় হয় যে, আমরা তো দিবারাত্রির মধ্যে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যখন আমরা অচেতন ও ঘোর নিদ্রিত থাকিব তখন কিরূপে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে মন্ত্রের ধ্যান হয়। সত্য বটে, সুষুপ্তিকালে মন নিজ কারণে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু জাগ্রদবস্থার বাসনা নিদ্রাকালেও কার্য্য করিতে থাকে, নচেৎ জাগ্রৎ হইলে নিদ্রার পূর্ব্বের কথা সকল আমরা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।

জাগ্রদ্দশার মন্ত্র সাধন অভ্যস্ত হইয়া গেলে স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সেইরূপ প্রবাহ চলিতে থাকে।

অসচ্চর্য্যাত্যাগঃ সচ্চর্য্যানুষ্ঠানং চ।

ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যতি সর্ব্বসঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধ জয় করিয়া লঘু আহার করতঃ জিতেন্দ্রিয় হইবেন। অতঃপর বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বার গুলিকে আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত বা অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করিবেন ॥ ৫ ॥

শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যযুক্তঃ সদাযোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যোগী শূন্যঅবকাশে—নির্জ্জন-স্থানে, গুহায় পর্ব্বত-গহ্বরে এবং বনে সর্ব্বদা সংযত হইয়া সম্যক্‌রূপে ধ্যানের উপক্রম করিবেন অর্থাৎ ধ্যানের অভ্যাস করিবেন ॥ ৬॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এখানে শূন্য অর্থ নির্জ্জন, অবকাশ অর্থ স্থান অর্থাৎ নির্জ্জনস্থানে (একান্তেপ্রদেশে) গিরি গহ্বরে বা বনে স্থিত হইয়া সংযত ভাবে ধ্যানের অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ ধ্যানস্থ হইবেন। শূন্যেষ্ব-বকাশেষু পদটীকে গুহা ও বনের বিশেষণ করাও যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

আতিথ্যশ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু চ।
মহাজনেষু সিদ্ধ্যর্থী ন গচ্ছেদ্ যোগবিদ্ ক্বচিৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধকামী-যোগতত্ত্ববিদ্‌যোগী কোথাও আতিথ্য

গ্রহণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে অথবা যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে যাইবেন না, দেবযাত্রা ও উৎসবাদি দর্শনে এবং মহাজনদের নিকটও গমন করিবেন না ॥ ৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যোগসিদ্ধি-লাভেচ্ছু যোগী লঘু ও মিতাহারী হইবেন। যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানে যে সমুদয় দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ তাহা ভোজন করিবেন না। আতিথ্যগ্রহণ করিলে সে নিয়মের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া আতিথ্যগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ নিমন্ত্রণে গেলে বহুলোকের সঙ্গ হয় বলিয়া একান্তবাসী যোগীর তাহা ত্যাজ্য। এক এক যোগী এক এক পথাবলম্বনে সাধন করেন; নিজের সাধন প্রণালীতে দৃঢ়তর আস্থাবান্ বা গুরুবাক্যে নিষ্ঠাবান্ যোগী অন্য পথাবলম্বী মহাজনের কাছে গিয়া কিছুই লাভ করিতে না পারিলে এবং বিচার বুদ্ধি না থাকিলে ঐ মহাজনের কাছে যাওয়া নিরর্থক, অধিকন্তু বীতশ্রদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অতএব প্রত্যেক সাধক এরূপ সাবধান থাকিবেন যেন সকল সম্প্রদায়ের অনুমোদন করিতে গিয়া নিজ গুরুদত্ত সাধনের উচ্চাসন হইতে বিচলিত না হন। তাই একজন মহাজন বলিয়াছেন—

> "সব্ সে রসিয়ে সব্ সে বসিয়ে লীজিয়ে সব্ কা নাম্।
> হাঁজি হাঁজি কর্‌তা রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম" ॥ ৭ ॥

> যথৈনমবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
> তথাযুক্তশ্চরেদ্ যোগী সতাং বর্ত্ম ন দূষয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যাহাতে জনসাধারণ অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে;—যোগী সংযত হইয়া সেইভাবে বিচরণ করিবেন এবং সাধুদিগের পন্থা দূষিত করিবেন না ॥ ৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—নিঃসঙ্গ থাকিবার জন্যই যোগী জনসাধারণের কাছে এইরূপ আচরণ করিবেন, নচেৎ অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সাধারণে

অবজ্ঞা করিলে ক্ষুব্ধ হইলে বা তাহার প্রতিবিধানে তৎপর হইলে যতি স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তাহার ফলও সাধু-বিগর্হিত হইবে। আরও বুঝিতে হইবে—এই মন্ত্রের অর্থ এরূপ নয় যে যোগী জন-সাধারণের নিকট অবমাননা ও লাঞ্ছনা অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কোনপ্রকার অসঙ্গত আচরণ বা কপট ব্যবহার করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে লোকের সপ্রশংস দৃষ্টি যোগাবলম্বীর প্রতি আকৃষ্ট যত কম হয় ততই ভাল ; নচেৎ অভিমান ও বিক্ষেপ জয় করা কঠিন। এইহেতু ধ্যানাভ্যাস ও অন্যান্য যোগাঙ্গের অনুশীলন খুব গোপনে করা বিধেয়। আচরণেও "সতাং বর্ত্ম ন দূষয়েৎ" এটী বিশেষ সাবধান বাণী। ইহা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আচরণের ভিতর চিন্তনাতীত অবস্থা লাভের রাজপথ ॥ ৮ ॥

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ— যে যতির বাগ্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড সংযত হইয়াছে সেই ত্রিদণ্ডী মহাযতি নামে খ্যাত হন ॥ ৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যিনি বাক্য সংযম করিয়াছেন অর্থাৎ বৃথা বাক্য বলেন না অথবা মৌনী হইয়া নিয়ত ভগবদ্ধ্যানে নিরত তিনি বাগ্‌দণ্ডী ; যে যতি নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ধ্যান ধারণা ও স্বাধ্যায়নিরত তাঁহাকে কর্ম্মদণ্ডী বলে ; আর যে যতি মনঃসংযম, মনঃশুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে মনোদণ্ডী বলে। যে যতি উক্ত ত্রিবিধ দণ্ড ধারণ করেন তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী বলা হয়। বংশদণ্ড ধারণ এই দণ্ডের প্রতীক বা প্রতিনিধি স্বরূপ। বর্ত্তমানে যে দণ্ডি-প্রথা দেখা যায়, ইহা আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের পর হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এরূপ প্রথা আচার্য্যদেবের অভিমত কিনা সে বিষয়েও

সন্দেহ আছে। বাগ্‌দণ্ড (বাক্য সংযম বা মৌনব্রতাবলম্বন), কায়দণ্ড (শরীর সংযম অর্থাৎ আহার, বিহার ও ইন্দ্রিয়সেবা হইতে সংযত হওয়া); মনোদণ্ড (মনকে নিয়ত ভগবচ্চিন্তনে নিরত করা—মনকে নির্ব্বিষয় করা) [ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ]। লোকে সাধন বিহীন হইয়া পড়ায় এখন প্রকৃত "দণ্ডের" অনুগামী হইতে পারে না, কাজেই কল্পিত দণ্ডের পূজা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৮শ অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্। ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ"। অর্থাৎ বাগ্‌দণ্ডরূপ মৌন, দেহ দণ্ডরূপ কাম্যকর্ম্মত্যাগ এবং মনোদণ্ডরূপ অনিলায়াম বা প্রাণায়াম যিনি শিক্ষা করেন নাই, তিনি বেণুদণ্ড (বংশদণ্ড) সকল ধারণেই কেবল যতি বলিয়া কথিত হইতে পারেন না। তবে বংশদণ্ড গ্রহণের প্রথা নাই একথা বলা চলে না। উপনয়ন কালে যেমন দণ্ড গ্রহণের প্রথা আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ও সেইরূপ দণ্ড কমণ্ডলু আদি গ্রহণের প্রথা আছে। সন্ন্যাসী মাত্রেই অগ্নিস্পর্শ করিবেন না অর্থাৎ স্বয়ং পাক করিয়া খাইবেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রিতয়ের ঘরে প্রস্তুতপক্কান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, যথাশাস্ত্র ও যথাসময়ে ভিক্ষার্থ সদগৃহস্থের বাড়ী পর্য্যটন করিবেন। বিবিদিষু পরমহংস ও দণ্ডীদের জন্য এই ব্যবস্থা। তুরীয়াতীত অবধূত ও সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা নহে ॥ ৯ ॥

বিধূমে চ প্রশান্তাগ্নৌ যস্তু মাধুকরং চরেৎ।
গৃহে চ বিপ্রমুখ্যানাং যতিঃ সর্ব্বোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে যতি গৃহস্থের গৃহে পাকাগ্নি নিবিয়া গিয়া নির্ধূম হইলে উত্তম বিপ্রগৃহে (ব্রাহ্মণ গৃহে) মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন তিনি সর্ব্বোত্তম যতি ॥ ১০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত ত্রিদণ্ডীই সর্ব্বোত্তম যতি।

সর্ব্বোত্তম যতিরা (বিবিদিষু শিখাসূত্রত্যাগী গৌণ পরমহংসেরা) সদাচারী বিপ্রগৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি-দ্বয়ের গৃহেও মুখ্য পরমহংসেরা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, "বিপ্রমুখ্যানাং" পদ দ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করা হইল। আবার এই বিবিদিষু পরমহংসেরা সাধনের উচ্চস্তরে উপনীত হইলে অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অবধূতাবস্থায় পরিণত হইলে তাঁহাদের সর্ব্ববর্ণের (দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রাদিরও) পক্কান্ন গ্রহণেও বাধা নাই, উহাও শ্রুতিবাক্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধেও উচ্চ ও নিম্ন অধিকারী ভেদ আছে। শাস্ত্র-জ্ঞানের ও বিচারের অভাবেই ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছান্দোগ্য ২৬ মন্ত্র) অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্ব (অন্তঃকরণ) শুদ্ধি হয়। এই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মোক্ষমার্গের অধিকারী হওয়া যায় না। হিন্দুর যত ক্রিয়া-কাণ্ড, পাঠ, পূজা ও তপস্যা সমুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই চিত্তশুদ্ধি ; ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে। মুমুক্ষু সর্ব্বস্ব দ্বিতীয় প্রকরণে ধৃত হইয়াছে যথা—

"অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি পুংসাং পাপানি বৈ যতঃ।
তস্মাৎ সত্ত্ববিশুদ্ধার্থী দুষ্টান্নস্যাশনং ত্যজেৎ" ॥ ১১ ॥
অন্নদোষেণ চিত্তস্য কালুষ্যং সর্ব্বদা ভবেৎ।
কলুষাক্রান্তচিত্তানাং ধর্ম্মং সম্যঙ্ ন ভাষতে" ॥ ১৩ ॥

এই সকল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির বচন দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে সন্ন্যাসি-বর্গও সাত্ত্বিকগুণ সম্পন্ন গৃহস্থের পক্কান্নই গ্রহণ করিবেন, কদাচ রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিবেন না, বা তথায় ভিক্ষা গ্রহণ জন্য যাইবেন না। আজকাল এই সব বিচার নাই বলিয়াই সাধু সন্ন্যাসীদের অধঃপতন। শ্রীভগবান্ গীতার ষোড়শাধ্যায়ের শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্" (গীতা—১৬।২৩) ॥ ১০॥

দণ্ড ভিক্ষাং চ যঃ কুর্য্যাৎ স্বধর্ম্মে ব্যসনং বিনা।
যস্তিষ্ঠতি ন বৈরাগ্যং যাতি নীচযতির্হি সঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে যতি ব্যসন (কামাদিদোষ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া দণ্ড ধারণ করতঃ ভিক্ষা করেন, কিন্তু বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, তিনি নীচ যতি ॥ ১১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বৈরাগ্যই সন্ন্যাসীর প্রধান অবলম্বন। যে যতি সেই বৈরাগ্যহীন তিনি নাম মাত্র যতি অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর যতি মধ্যে পরিগণিত। ব্যসন সাধারণতঃ কামজ ও কোপজ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, বেশ্যাসক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ ও মদ্যপান—এই দশ প্রকার কামজ দোষ এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ—এই আট প্রকার কোপজ দোষ ॥ ১১ ॥

যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিহীনং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
পারমার্থিকবিজ্ঞানং সুখাত্মানং স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ১২ ॥

পরতত্ত্বং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।
বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ ॥ ১৩ ॥

নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে যতি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, সর্ব্বসাক্ষী, পারমার্থিক বিজ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দময় ও স্বপ্রকাশ এবং অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরমতত্ত্ব সম্যগ্‌জ্ঞাত হইয়াছেন, যে যতি অনুভব করেন যে আমার দেহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকল মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছিল, বোধস্বরূপ

আত্মার বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম হইতে পারে না, সুতরাং আমার কোনও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম নাই, তিনি অতিবর্ণাশ্রমী ॥ ১২।১৩।১৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—এই তিনটী মন্ত্রে অতিবর্ণাশ্রমী কাহাকে বলে তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে যতি ভগবৎ কৃপায় সাধনাভ্যাস দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় নির্লেপ হইতে পারিয়াছেন, পরমার্থ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দাত্মা অর্থাৎ আনন্দস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন এবং স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ হইতে পারিয়াছেন, যিনি বর্ণাশ্রমাদি দেহধর্ম্মগুলি অবিদ্যা-পরিকল্পিত বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তিনিই অতি বর্ণাশ্রমী অর্থাৎ তাঁহাতে কোনপ্রকার বর্ণাভিমান কিম্বা আশ্রমাভিমান থাকে না। ইহাই সাধনার পরিপক্কাবস্থা। জীবন্মুক্তি কেবলমাত্র সাধনানুশীলন দ্বারা হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহারই ঐরূপ অবস্থা লাভ হইতে পারে। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা বা অবধূতাবস্থা ॥ ১২।১৩।১৪ ॥

যস্য বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ।
স বর্ণান্ আশ্রমান্ সর্ব্বান্ অতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আত্মদর্শন হেতু যাঁহার বর্ণাশ্রমাচার বিগলিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ তৎপ্রতি যিনি শ্রদ্ধাবান্ নন তিনি সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন ॥১৬

যোঽতীত্য স্বাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ সর্ব্ববেদার্থবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বীয় আশ্রম ও বর্ণ বিধি বা ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করিয়া-

ছেন, সর্ব্ববেদার্থবিৎ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অতিবর্ণাশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৭ ॥

তস্মাদন্যগতা বর্ণা আশ্রমা অপি নারদ।
আত্মন্যারোপিতাঃ সর্ব্বে ভ্রান্ত্যা তে নাত্মবেদিনঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেইজন্য হে নারদ! আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি-বর্গ ভ্রান্তি বশতঃ অন্যগত (দেহস্থিত) বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মগুলিকে আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় আরোপিত করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি নশ্বর দেহের ধর্ম্ম, কিছুতেই শাশ্বত আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারেনা। সেটী আত্মতত্ত্ব না জানা হেতু ভ্রান্তি বশতঃই বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

ন বিধির্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্যাবর্জ্যকল্পনা।
ব্রহ্মবিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্যচ্চ নারদ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের পক্ষে কোনও বিধি নিষেধ নাই, (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকেন), প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বর্জ্জনীয় বা অবর্জ্জনীয় কল্পনা অথবা অন্য কিছুই থাকিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শুদ্ধ-সাত্ত্বিক আচরণের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় পরম কল্যাণার্থী মানব মাত্রেরই আচরণীয়), এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বর্ণের ও বিশেষ বিশেষ আশ্রমের স্বধর্ম্ম, (যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আচরণীয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ বা সন্ন্যাসীর আচরণীয়)। ব্রহ্ম বিজ্ঞানার্থী যতির পক্ষে সার্ব্বভৌম মানব-ধর্ম্ম অবশ্য আচরণীয় ;—যথা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ,

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ইত্যাদি। এইরূপ সদাচার স্বভাবে পরিণত হইলেই ব্রহ্মভাবে আত্মসমাধান সহজ হয়। সদাচার দ্বারা দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মলদোষ তিরস্কৃত হইলেই ব্রহ্ম ভাবনার আবরণদোষ ও বিক্ষেপদোষ সহজে বিনষ্ট হয়। অসদাচারীর চিত্ত স্থির হয় না, ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয়—কোন আচার বিষয়ে অত্যাসক্তি কিম্বা কতকগুলি কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকেই যথার্থ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ ব্রহ্মজ্ঞানসাধনার অন্তরায়। সদাচার ও অনাচার সবই দেহাভিমানপ্রসূত। দেহাভিমানের সুদৃঢ় সংস্কার ক্রমশঃ শিথিল ও বিনষ্ট করিবার অনুকূল যে সব কায়িক, বাচিক ও মানসিক আচরণ তাহাই বস্তুতঃ মুমুক্ষুর সদাচার। মুমুক্ষু-যোগীর সর্ব্বদাই স্মরণ করা উচিত যে, আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, আচারানুষ্ঠানাদি সবই দেহ-সংশ্লিষ্ট, কোন আচারই আমার নয়, ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, গৃহস্থত্ব, যতিত্ব প্রভৃতিও আমার নয়, দেহাভিমান নষ্ট করিবার জন্যই অনুকূল-আচার সাধনাকালে অবলম্বনীয়। অতএব অসদাচার বর্জ্জন ও সদাচারপালন করিতে হইবে, তৎসঙ্গে এ সব বিচার অনাসক্তির অনুশীলন করিতে হইবে, চিত্তকে সকল আচার ও অভিমানের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে হইবে ॥ ৯—১৯ ॥

বিবিদিষোঃ শ্রবণাদিবিধিঃ।

বিরজ্য সর্ব্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চিপদাদিভিঃ।
ঘৃণাং বিপাট্য * সর্ব্বস্মিন্ পুত্রবিত্তাদিকেষ্বপি † ॥ ২০ ॥
শ্রদ্ধালুর্মুক্তিমার্গেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্সয়া।
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥ ২১ ॥

---

* বিপাঠ্য ইতি পাঠান্তরং। † পুত্রমিত্রাদিকেষ্বপি পাঠান্তরং।

৩৪

অনুবাদ—যাঁহারা মুক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান্ ও বেদান্তজ্ঞান-লাভেচ্ছু এবম্বিধ বিবিদিষু মানবগণ ব্রহ্মপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভূতপদে বিরাগ উৎপাদন করতঃ, আমার কোন পদেই প্রয়োজন নাই, সব অনিত্য, এমন কি পুত্র বিত্ত প্রভৃতি সমস্তই হেয় এইরূপ স্থির করিয়া সর্ব্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইবেন এবং বেদান্তবিজ্ঞান লাভের জন্য উপায়ন (উপঢৌকন) হস্তে লইয়া ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সমীপে গমন করিবেন। এই মন্ত্রে ঘৃণা শব্দের অর্থ দয়া, স্নেহ ও তজ্জনিত আসক্তি। সর্ব্ববিষয়ে এমন কি পুত্র-বিত্তাদিতেও স্বাভাবিক যে ঘৃণা (অর্থাৎ স্নেহ, আসক্তি) তাহা বিপাটিত বা উৎপাটিত করিয়া বৈরাগ্যবলে তাহার মূলোচ্ছেদ করতঃ ব্রহ্মবিদ্ গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করিবেন ॥ ২০।২১ ॥

সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ।
সদা বেদান্তবাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সংযতভাবে বহুকাল গুরুর সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ সর্ব্বদা মনোনিরোধ সহকারে বেদান্তবাক্যার্থ শ্রবণ করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ইহার তাৎপর্য্য এরূপ নয় যে—দীর্ঘকাল সেবা না করিলে গুরু পরিতুষ্ট হইবেন না এবং তত্ত্বোপদেশ করিবেন না, তজ্জন্য গুরুর নিকট হইতে উপদেশ আদায় করিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া গুরুসেবা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্ গুরু সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন এবং সকলের প্রতিই স্বভাবতঃ প্রেম-সম্পন্ন। তিনি মুমুক্ষু-জিজ্ঞাসুদিগকে মুক্তিপথ প্রদর্শনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার পরিচর্য্যা বা তোষামোদ আবশ্যক

হয় না ; কিন্তু গুরুসেবা ব্যতীত গুরূপদিষ্ট তত্ত্বধারণ করিবার যোগ্যতা সম্পাদিত হয় না। গুরুসেবা দ্বারা জ্ঞানলাভের বহুবিধ অন্তরায় বিনষ্ট হয়, চিত্ত নির্ম্মল, ভক্তিযুক্ত ও আগ্রহসম্পন্ন হয়, তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা তীব্রতর হয়। গুরুর ভাব ও শক্তি অনেক পরিমাণে শিষ্য-জীবনে সংক্রমিত হয়। এই হেতু প্রেম-ভক্তির সহিত গুরুসেবা ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। গুরু-সেবা দ্বারা গুরুর প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি দৃঢতর হইলে, সংসারের আত্মীয়-বর্গের প্রতি ও সম্ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সহজেই চিত্ত হইতে তিরস্কৃত হয়, বৈরাগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রধান সহায়রূপেই শ্রুতি গুরুসেবার বিধান করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নাত্মন্যাত্মানমীক্ষতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যিনি নির্ম্মম (মমতাশূন্য) ও অহঙ্কার বিরহিত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ পুরঃসর শম-দমাদি গুণসম্পন্ন হইতে পারিয়াছেন তিনিই আপনার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন॥২৩

সংসারদোষদৃষ্ট্যৈব বিরক্তির্জায়তে সদা।
বিরক্তস্য তু সংসারাৎ সন্ন্যাসঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা বিবেক ও বিচার দ্বারা সংসারের অসারত্ব ও নশ্বরত্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যোদয় হইয়া যখন মনে অনাসক্তি ভাব আসে. তখনই সন্ন্যাস হয়। ইহাতে কিছুই সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

মুমুক্ষুঃ পরহংসাখ্যঃ সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
অভ্যসেৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানং বেদান্তশ্রবণাদিনা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মুমুক্ষু পরমহংস (সদ্‌গুরু মুখে) তত্ত্বমস্যাদি

বেদান্তবাক্য শ্রবণানন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মোক্ষের একমাত্র সাধন ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিবেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরহংসসমাহ্বয়ঃ।
শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিজ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভের জন্য পরমহংসাখ্য মুমুক্ষু সন্ন্যাসী শমদমাদি অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাধন সম্পন্ন হইবেন ॥২৬॥

বেদান্তাভ্যাসনিরতঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়ো নির্ম্মমো নিত্যং * নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বেদান্তাভ্যাসে নিরত থাকিয়া শম ও দম গুণান্বিত এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্ভয়, নির্ম্মম, নিত্যদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও পরিগ্রহশূন্য হইবেন অর্থাৎ মুক্তি লাভেচ্ছু সন্ন্যাসী সর্ব্বদা বেদান্তাভ্যাস-পরায়ণ শম ও দম গুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, নিঃশঙ্ক, মমতাশূন্য, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং পরিগ্রহশূন্য হইবেন ॥ ২৭ ॥

জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্যান্মুণ্ডী নগ্নোঽথবা ভবেৎ।
প্রাজ্ঞো বেদান্তবিদ্ যোগী নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বেদান্তবিদ্ যোগী জীর্ণ কৌপীনধারী হইবেন অথবা নগ্ন (উলঙ্গ) থাকিবেন। তিনি মুণ্ডিত মস্তক, জ্ঞানী, মমতাবিহীন ও অহঙ্কারবিরহিত হইবেন ॥ ২৮ ॥

মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু।
একো জ্ঞানী প্রশান্তাত্মা স সন্তরতি নেতরঃ ॥ ২৯ ॥

---

* নিত্যো ইতি পাঠান্তরঃ।

অনুবাদ—যাঁহার মিত্র ও অমিত্রে সমজ্ঞান এবং সমস্ত জীবের প্রতি যাঁহার মৈত্রীভাব, যিনি একাকী স্থিত অর্থাৎ একান্তবাসী, জ্ঞানী ও প্রশান্তহৃদয় (নিশ্চলচিত্ত), এবম্বিধ জ্ঞানীই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অন্যে নহে ॥ ২৯ ॥

গুরূণাং চ হিতে যুক্তস্তত্র সম্বৎসরং বসেৎ।
নিয়মেষ্বপ্রমত্তস্তু যমেষু চ সদা ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—মুমুক্ষু ব্যক্তি সম্বৎসরকাল পর্য্যন্ত গুরুর হিতকামনা পূর্ব্বক গুরুর সেবাতৎপর থাকিয়া স্থিরচিত্তে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বর প্রণিধান রূপ পাঁচটী নিয়ম অথবা বক্ষ্যমাণ ৭ম উপদেশের যতির নিয়মগুলি এবং অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যমের অনুশীলন বা অভ্যাস তৎপর হইয়া গুরুগৃহে বাস করিবেন ॥ ৩০ ॥

প্রাপ্য চান্তে ততশ্চৈব জ্ঞানযোগমনুত্তমম্।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য সঞ্চরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সেই মুমুক্ষু অত্যুত্তম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) জ্ঞানযোগ লাভ করিয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থাৎ সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ৩১ ॥

ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে জ্ঞানযোগমনুত্তমম্।
আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তশ্চ পরমাশ্রমম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে একবৎসর অতীত হইলে (ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ) এই আশ্রমত্রয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

অনুজ্ঞাপ্য গুরূংশ্চৈব চরেদ্ধি পৃথিবীমিমাম্ ।
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গুরুর অনুমতিক্রমে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও লঘ্বাহারী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ৩৩ ॥

দ্বাবিমৌ ন বিরাজেতে* বিপরীতেন কর্ম্মণা ।
নিরারম্ভো গৃহস্থশ্চ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মারম্ভহীন গৃহস্থ ও কর্ম্মবান্ সন্ন্যাসী উভয়েই বিপরীত কর্ম্মকারী। উভয়েই স্বধর্ম্ম পালন পরাঙ্মুখ হেতু নিন্দনীয় ॥ ৩৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—গৃহস্থগণ গৃহকর্ম্মে হতোৎসাহ হইলে তাঁহার গৃহস্থধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং সন্ন্যাসী নানা কার্য্যে বিব্রত থাকিলে তাঁহার ব্রহ্মধ্যান ও আত্মানুসন্ধান নষ্ট হয় তাই উভয়েই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হন। গৃহস্থগণ সংকল্প পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সর্ব্ব সংকল্প বা কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতে হয়। সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। গৃহীর পক্ষে কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সন্ন্যাসীর ত্যাগই ধর্ম্ম। সুতরাং গৃহস্থ যদি সন্ন্যাসীর ন্যায় কর্ম্মত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী যদি গৃহস্থের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হন, তবে উভয়েই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ জন্য নিন্দনীয় হন, ইহাই ফলিতার্থ ॥ ৩৪ ॥

মাদ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট্বা সুরাং পীত্বা চ মাদ্যতি ।
তস্মাদ্দৃষ্টিবিষাং নারীং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—স্ত্রীলোক দর্শন করিয়া মানুষ কামাতুর হইয়া আত্মহারা হয় এবং বিহ্বল হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়; মদ্যপান করিলেও লোক মত্ততা বশতঃ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। সুতরাং

বিষের ন্যায় কার্য্যকারিণী স্ত্রী জাতিকে দূর হইতেই বর্জ্জন করিবেন ॥ ৩৫ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—অষ্টপ্রকার মৈথুনের বিষয় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং স্ত্রী সংসর্গ যে মনুষ্য মাত্রকে, এমন কি বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও, কামাতুর করিয়া তুলে ইহা প্রকৃতির বিধান। সুতরাং আত্মকল্যাণার্থীর স্ত্রী জাতির সংসর্গ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য ॥ ৩৫ ॥

সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিরালাপঃ প্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সহাসং চ পরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ ও বাক্যালাপ, এবং তাহাদের দর্শন (সরাগ), নৃত্য, গীত, হাস্যকৌতুক ও নিন্দা বর্জ্জন করিবেন ॥ ৩৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—স্ত্রীলোকের সহিত সম্যক্‌রূপে কথোপকথনকে অর্থাৎ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা, কোন জাতি, কাহার কন্যা ও কাহার স্ত্রী, এখানে আসিবার কারণ কি, বয়ঃক্রম কত, ইত্যাদি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া কথোপকথনকে সম্ভাষণ বলে। স্ত্রীলোকের সহিত এই প্রকার আলাপ করিলে তাহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয় বা হইতে পারে। স্ত্রীলোকের হাব, ভাব, কটাক্ষ, বেশভূষা সৌন্দর্য্যাদি দেখাই এখানে দর্শন বলিয়া বুঝিতে হইবে, স্ত্রীলোকের সহিত হাস্য কৌতুক করিলে সহজেই কামের সঞ্চার হয়। ইহা হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আত্মকল্যাণার্থী যতি সর্ব্বদা ইহা ত্যাগ করিবেন এবং ইহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিবেন ॥ ৩৬ ॥

ন স্নানং ন তপঃ পূজা ন হোমো নৈব সাধনম্।
নাগ্নিকার্য্যাদি কার্য্যং চ নৈতস্যাস্তীহ নারদ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! সন্ন্যাসীর স্নান, তপঃ, পূজা, হোম,

মন্ত্রসাধন, অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য—কিছুই করণীয় নাই অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা এবং স্বরূপানুসন্ধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ৩৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তে বাস করতঃ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আত্মধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবেন এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথাশাস্ত্র ও যথাসময়ে সদ্‌গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র করণীয় ॥ ৩৭ ॥

নার্চ্চনং পিতৃকার্য্যং চ তীর্থযাত্রা-ব্রতানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং নাস্তি ন বিধির্লৌকিকী ক্রিয়া ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসীর দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃ-কার্য্য, তীর্থযাত্রা, চান্দ্রায়ণ আদি ব্রত, নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি ধর্ম্ম, বিধিনিষেধাদিপালন, লৌকিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাজ্য ॥ ৩৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বিবিদিষু সন্ন্যাসীকে তাঁহার উচ্চাঙ্গের সাধন ও কর্ত্তব্য কি তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই সব বলা হইয়াছে। তিনি তীর্থযাত্রা ও বিধিনিষেধ পালন পরায়ণ হইবেন। লোক শিক্ষার জন্য লৌকিক কর্ত্তব্যও কতকটা পালন করিবেন। ইহা বিবিদিষু সন্ন্যাসীর শ্রবণাদি বিধির অন্তর্গত ॥ ৩৮ ॥

সন্ত্যজেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি লোকাচারং চ সর্ব্বশঃ।
কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ তথা যোগী বনস্পতীন্ ॥ ৩৯ ॥
ন নাশয়েদ্বুধোজীবান্ পরমার্থমতির্যতিঃ।
নিত্যমন্তর্মুখঃ স্বচ্ছঃ প্রশান্তাত্মা স্বপূর্ণধীঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আত্মধ্যানাদিরত, প্রশান্তচিত্ত, আত্মতৃপ্ত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, সতত অন্তর্ম্মুখ যোগী সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম এবং লোকাচার সম্পুর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেন এবং কৃমি, কীট,

পতঙ্গ, বনস্পতি (পুষ্প ব্যতিরেকে ফল জনক বৃক্ষ) ও অন্যান্য জীবদিগকে বিনষ্ট করিবেন না ॥ ৩৯।৪০ ॥

অন্তঃসঙ্গ পরিত্যাগী লোকে বিহর নারদ।
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! সন্ন্যাসী অন্তঃকরণে সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মনে মনে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ে একাকী বিচরণ করিবেন, অরাজক রাজ্যে বা স্থানে যাইবেন না ॥ ৪১ ॥

নিঃস্তুতি র্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যতি কাহারও প্রশংসা করিবেন না, কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবেন না, শূন্যাগার ও পর্ব্বতগুহায় যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবেন ॥ ৪২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শূন্যাগার অর্থাৎ অব্যবহার্য্য গৃহাদি শীঘ্র ক্ষয়শীল বলিয়া চল অর্থাৎ অস্থির। পর্ব্বতাদি অধিককাল স্থিতিশীল বলিয়া তাহা অচল অর্থাৎ স্থির। আসক্তিবিহীন যতিগণ মনুষ্য পরিত্যক্ত গৃহে কিম্বা পর্ব্বতাদিতে যাদৃচ্ছিক হইয়া অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবেন অর্থাৎ শূন্যাগারেই হউক অথবা পর্ব্বতাদিতেই হউক চলিতে চলিতে যেখানেই উপস্থিত হউন না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। "যদৃচ্ছাক্রমে" শব্দের অর্থ "স্বেচ্ছানুরূপ" নহে, কারণ যতির প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও সঙ্কল্প থাকে না বলিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শব্দের অর্থ স্বেচ্ছানুরূপ হইতে পারে না। টীকাকার ব্রহ্মযোগীর অভিপ্রায়ও এইরূপ অর্থাৎ অন্তর্দেবতার প্রত্যাদেশানুযায়ী (Inspiration) বুঝিতে হইবে। ইহাই উপনিষৎ ॥ ৪২ ॥

ষষ্ঠোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তমোপদেশঃ।

যতি নিয়মাঃ।

অথ যতের্নিয়মঃ কথমিতি পৃষ্টং নারদং পিতামহঃ পুরস্কৃত্য। বিরক্তঃ সন্ যো বর্ষাসু ধ্রুবশীলোঽষ্টৌ মাস্যেকাকী চরেন্নৈকত্র নিবসেদ্ভিক্ষুর্ভয়াৎসারঙ্গবদেকত্র ন তিষ্ঠেৎ স্বগমননিরোধগ্রহণং ন কুর্য্যাৎ, হস্তাভ্যাং নদ্যুত্তরণং ন কুর্য্যাৎ, ন বৃক্ষারোহণমপি, ন দেবোৎসবদর্শনং কুর্য্যাৎ। নৈকত্রাশী ন বাহ্যদেবার্চ্চনং কুর্য্যাৎ। স্বব্যতিরিক্তং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মধুকরবৃত্ত্যাহারমাহরন্, কৃশো ভূত্বা, মেদবৃদ্ধিমকুর্ব্বন্, আজ্যং রুধিরমিব ত্যজেদেকত্র। অন্নং পললমিব, গন্ধলেপনমশুদ্ধলেপনমিব, ক্ষারমন্ত্যজমিব, বস্ত্রমুচ্ছিষ্টপাত্রমিব, অভ্যঙ্গং স্ত্রীসঙ্গমিব, মিত্রাহ্লাদকং মূত্রমিব, স্পৃহা গোমাংসমিব, জ্ঞাতচরদেশং চণ্ডালবাটিকামিব, স্ত্রিয়মহিমিব, সুবর্ণং কালকূটমিব, সভাস্থলং শ্মশানস্থলমিব, রাজধানীং কুম্ভীপাকমিব, শবপিণ্ডবদেকত্রান্নম্! দেহান্তরদর্শনং প্রপঞ্চবৃত্তিং পরিত্যজ্য, স্বদেশমুৎসৃজ্য, জ্ঞাতচরদেশং বিহায়, বিস্মৃতপদার্থপুনঃপ্রাপ্তিহর্ষ ইব স্বমানন্দমনুস্মরন্ স্বশরীরাভিমানদেশবিস্মরণং মত্বা স্বশরীরং শবমিব হেয়মুপগম্য কারাগৃহবিনির্ম্মুক্তচোরবৎ পুত্রাপ্তবন্ধুভবস্থলং বিহায় দূরতো বসেৎ। অযত্নেন প্রাপ্তমাহরন্ ব্রহ্মপ্রণবধ্যানানুসন্ধানপরো ভূত্বা, সর্ব্বকর্ম্মবিনির্ম্মুক্তকঃ, কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদিকং দগ্ধ্বা, ত্রিগুণাতীতঃ, ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ, ষড়্ভাববিকারশূন্যঃ, সত্যবাক্, শুচিঃ, অদ্রোহী, গ্রামৈকরাত্রম্, পত্তনে পঞ্চরাত্রম্,

ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রম্, তীর্থে পঞ্চরাত্রম্, অনিকেতঃ স্থিরমতির্নানৃতবাদী গিরিকন্দরেষু বসেৎ। এক এব দ্বৌ বা চরেৎ গ্রামং ত্রিভিঃ নগরং চতুর্ভির্নগরমিত্যেকঃ চরেদ্ভিক্ষুঃ চতুর্দ্দশকরণানাং ন তত্রাবকাশং দদ্যাৎ। অবিচ্ছিন্নজ্ঞানাদ্ বৈরাগ্যসম্পত্তিমনুভূয়, মত্তো ন কশ্চিন্নান্যো ব্যতিরিক্ত ইত্যাত্মন্যালোচ্য সর্ব্বতঃ স্বরূপমেব পশ্যঞ্জীবন্মুক্তিমবাপ্য, প্রারব্ধপ্রতিভাসনাশপর্য্যন্তং চতুর্ব্বিধং স্বরূপং জ্ঞাত্বা দেহপতনপর্য্যন্তং স্বরূপানুসন্ধানেন বসেৎ ॥ ১ ॥

যতির নিয়মসমূহ।

অনুবাদ—অনন্তর নারদ পিতামহকে যতির নিয়ম কি প্রকার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পিতামহ নারদকে পুরস্কৃত করিয়া অর্থাৎ নারদাভিমুখ হইয়া বলিলেন, যিনি সংসার বিরক্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া সংসার-বিরক্ত হইয়া কৈবল্যপ্রাপক যতি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বর্ষার চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিবেন। অপর আটমাস একাকী বিচরণ করিবেন। ধ্রুবশীল হইবেন অর্থাৎ স্বীয় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণ ত্যাগ করিবেন না। বর্ষাকাল ব্যতীত একস্থানে বাস করিবেন না। সারঙ্গ (হরিণ) যেমন জীবন-ভয়ে একস্থানে অবস্থান করে না, নানা বনে বিচরণ করে যতিও সেইরূপ সঙ্গভয়ে একস্থানে বাস না করিয়া নানা স্থানে বিচরণ করিবেন অথবা হরিণ যেমন ভয়ে লুকাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে সেইরূপ লুকাইয়া যতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিবেন। নিজের গতিপথে অর্থাৎ বিচরণ কালে কাহারও উপরোধে বা অনুরোধে কোথাও অবস্থান করিবেন না। যতি হস্তদ্বয় দ্বারা

সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবেন না। তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিবেন না। দেবোৎসব দর্শন করিবেন না, একস্থানে নিত্য ভোজন করিবেন না, বাহ্য দেবদর্শন করিবেন না অর্থাৎ যতি সর্ব্বদা অন্তর্দেবতা পরমাত্মাকেই দর্শন করিবেন বা দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইবেন। স্ব-ব্যতিরিক্ত, আত্মা ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান ব্যতীত, সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। শাস্ত্রানুযায়ী পরিমিত-ভোজী হইয়া কৃশ হইবেন। মেদ বৃদ্ধি করিবেন না। ঘৃত-ভোজন রুধিরভোজনের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, নিত্য একস্থানে ভোজন মাংসভোজনের ন্যায় মনে করিবেন অর্থাৎ একস্থানে নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। অন্নকে পলালের ন্যায় অর্থাৎ মাংস বা আমিষের ন্যায় মনে করিবেন। গন্ধলেপন অপবিত্র বস্তু লেপনের ন্যায়, ক্ষারদ্রব্য (কদলী বৃক্ষ পোড়ান ছাই বা সাজি মাটী) অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। বস্ত্র উচ্ছিষ্ট পাত্রের ন্যায়, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল বা ঘৃতাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন স্ত্রী সঙ্গের ন্যায়, মিত্র দর্শনে বা মিত্রসঙ্গে মিলন জন্য আহ্লাদ মূত্রের ন্যায় মনে করিবেন, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা গোমাংসের ন্যায়, পরিচিতস্থান চণ্ডাল বাড়ীর ন্যায় জ্ঞান করিবেন, সুবর্ণকে গরল বা স্থাবর বিষের ন্যায় মনে করিবেন। সভাস্থলকে শ্মশান স্থানের ন্যায় মনে করিবেন, রাজধানীকে কুম্ভীপাক নরকের ন্যায়, একস্থানে নিত্য অন্ন গ্রহণ শবমাংসবৎ মনে করিবেন। দেহান্তরদর্শন, প্রপঞ্চ (মায়া) অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যাপার, স্বদেশ ও পরিচিত স্থান এই সমুদয় যতি পরিত্যাগ করিবেন। অপহৃত দ্রব্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দলাভ হয় তদ্রূপ আত্মদর্শনজনিত আনন্দ

অনুভব করিতে করিতে স্বীয় শরীর ও দেশাদির প্রতি অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বীয় শরীরকে মৃত দেহের ন্যায় হেয় বুঝিয়া কারাগৃহ-বিনির্ম্মুক্ত চোরের ন্যায় পুত্র, আপ্ত, বন্ধু প্রভৃতি যেখানে বাস করে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে অবস্থান করিবেন। বিনা চেষ্টায় ভক্ষ্য আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই কয়েকটীকে দগ্ধ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের বশীভূত না হইয়া ত্রিগুণাতীত হইবেন। ক্ষুধাদি ষট্ উর্ম্মি রহিত হইবেন। উৎপত্তি প্রভৃতি ছয়টী ভাববিকার-বর্জ্জিত হইবেন। সত্যবাদী, শৌচ সম্পন্ন এবং সর্ব্বভূতে অদ্রোহী হইয়া, গ্রামে একরাত্রি, নগরে পাঁচরাত্রি, ক্ষেত্রে পাঁচরাত্রি ও তীর্থে পাঁচরাত্রি বাস করিবেন; যতির কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকিবে না। যতি স্থিরমতি হইবেন। কখনও মিথ্যা কথা বলিবেন না। একদিন বা দুইদিন গ্রামে, তিনদিন বা চারিদিন নগরে ভিক্ষু বিচরণ করিবেন। অথবা একাকী বা দুইজন মিলিয়া গ্রামে বিচরণ করিবেন, তিন বা চারিজন মিলিয়া নগরে বিচরণ করিবেন। যতি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগে অবকাশ দিবেন না। সর্ব্বদা জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক আমা হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নন অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তন দ্বারা আত্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার বোধ সম্পন্ন হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া দেহাবসান পর্য্যন্ত আত্মস্বরূপানু-সন্ধান পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—(ক) অনন্তর নারদ পুনরায় পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—আপনি আমাকে যতিদের আচরণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বা অনুক্ত সমস্ত বিষয় বলুন। তদনন্তর ব্রহ্মা যতির নিয়ম সমুদয় সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিটী মাস যতিরা স্থিরভাবে নির্দ্দিষ্ট একস্থানে বাস করিবেন। ইহাকেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত বলা হয়। ধর্ম্মালোচনার্থ ই একস্থানে বাসের ব্যবস্থা। এই প্রথা প্রাচীনকালে বহু সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। যাঁহারা পালি সাহিত্যে বর্ণিত বুদ্ধদেবের জীবন চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে স্বয়ং বুদ্ধদেবও এই প্রথা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম ইহা সকলেই জানেন। চরম আশ্রমী সন্ন্যাসীদের পক্ষে ইহা অবশ্য পালনীয়। ইহা কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুঝিতে হইবে। বর্ষায় চারি মাস যতি, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সাধুরা বিচরণ করিলে কীট পতঙ্গাদি প্রাণীবর্গের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, অন্যপক্ষে এই সময়ে হিংস্র জন্তুরা বাহিরে বিচরণ করে, তাহাদের কর্ত্তৃকও সাধুরা উপদ্রুত হইতে পারেন তাহাতে সাধুদের সাধন, ভজন ও আত্মানুসন্ধানে বাধা হইতে পারে ইহাই বুঝিতে হইবে।

১। "সারঙ্গবদেকত্র নতিষ্ঠেৎ"—সারঙ্গ (হরিণ) যেরূপ একস্থানে থাকে না, নানা বনে বিচরণ করে, যতিও সেইরূপ লোকসঙ্গ ভয়ে (চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস ভিন্ন) অপর আট মাস একস্থানে বাস না করিয়া নানা স্থানে বিচরণ করিবেন, অথবা হরিণ যেরূপ ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বিভিন্ন স্থানে বাস করে যতিও তদ্রূপ স্থিরমতি ও অনৃতবাদী হইয়া গিরীকন্দরে, বনে, নগরে, গ্রামে শাস্ত্রবিহিত বিধান অনুসারে কোথাও এক দিন, কোথাও দুই দিন, কোথাও তিন দিন, কোথাও চারি দিন, কোথাও বা পাঁচ দিন বিচরণশীল হইয়া আত্মানুসন্ধানে নিরত থাকিবেন।

২। "দেবোৎসবদর্শনং ন কুর্য্যাৎ" ও "বাহুদেবার্চ্চনং ন কুর্য্যাৎ"—জ্ঞান-মার্গে আত্মদর্শনই যতির প্রধান লক্ষ্য। দেবতাদি আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে

কল্পনীয় নহে, কারণ ঐ প্রকার কল্পনা করিলে শুদ্ধআত্মার অদ্বৈতভাব খণ্ডিত হয়। যতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আন্তর-দেবতার অর্থাৎ চিন্ময়—সাকারমূর্ত্তির উপাসনা করিতে পারেন। এই প্রকার উপাসনার ফলে নিরাকার বিশুদ্ধচৈতন্যে স্থিতিলাভ সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু গুণময় বাহ্যদেবতার উপাসনা আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু নিষ্কাম যতির পক্ষে অনাবশ্যক—শুধু অনাবশ্যক নহে হানিকারকও বটে। অবশ্য আত্মদর্শনের পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে সর্ব্বত্রই অখণ্ডরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া বাহ্যদেবতাদিতেও আত্মদর্শন হইয়া থাকে। তখন অর্চ্চনার প্রয়োজন থাকে না। অর্চ্চনা করিলেও উহা আত্মারই অর্চ্চনা হইয়া থাকে, দেবতা ঐ স্থানে নিমিত্ত মাত্র।. শ্রুতির বর্ত্তমান নিষেধ বাক্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধজ্ঞানী আত্মদর্শী সন্ন্যাসীর পক্ষে অর্থাৎ তুরীয়াতীত ও অবধূতের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। ইহা বলাই বাহুল্য। যতির দেবোৎসবাদি দর্শনের নিষেধ পক্ষে নানা প্রকার লৌকিক কারণও আছে তাহা পাঠকগণ সহজেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন।

যতি সর্ব্বত্যাগী হইয়া একান্ত বাস করতঃ নিয়ত আত্মানুসন্ধানে নিরত থাকিবেন। সেই যতি যদি দেবাৎসব দর্শনার্থ দেবমন্দিরে গমন করেন তাহা হইলে তাঁহার একান্তবাসের ও আত্মানুসন্ধানের ব্যাঘাত হইবেই ; অধিকন্তু সৎসঙ্গী সজ্জনগণ দেবোৎসব দর্শন করিতে গিয়া অপ্রত্যাশিতরূপে হঠাৎ নারায়ণের জীবন্ত প্রতিভূ যতিকে পাইয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিবেন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যর্থনাদি করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণা সরলপ্রাণা মহিলাবর্গ অসঙ্কোচে সাধুর সেবাতৎপর হইলে যতির চিত্তবিকার ও অহমিকা বুদ্ধির সঞ্চয় হওয়া বিচিত্র নহে, উহা প্রকৃতির নিয়মে হওয়াই সম্ভবপর, এইসব লৌকিক কারণেও অসিদ্ধ যতিদের দেবোৎসব দর্শন অবিধেয়।

৩। "নৈকত্রাশী", "মধুকরবৃত্ত্যাহারমাহরন্"—বর্ত্তমান শ্রুতি হইতেই

অর্থাৎ ৫ম উপদেশের ১২শ মন্ত্র এবং এই ৭ম উপদেশের ৫ম সংখ্যক মন্ত্র হইতেই জানিতে পারা যায় যে কুটীচক সন্ন্যাসীর পক্ষে একত্রান্ন বিধি রহিয়াছে, কিন্তু বহূদক, হংস ও পরমহংসের পক্ষে এই প্রকার বিধান বর্ত্তমান নাই। তাঁহারা মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রুতি প্রসঙ্গে যে নিষেধ ও বিধান অর্থাৎ একত্রান্ন ভোজনের নিষেধ ও মধুকরবৃত্তি গ্রহণের বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহা কুটীচক ভিন্ন সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝিতে হইবে।

৪। "স্বব্যতিরিক্তং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা"—এখানে "স্ব" অর্থ আত্মা। যতি পরমাত্মায় ধ্যানপরায়ণ ও আত্মানুসন্ধান তৎপর হইয়া প্রপঞ্চবিষয়কামনা ও ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহ ত্যাগ করতঃ মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে দেবালয়স্বরূপ দেহকে রক্ষা করিবেন।

৫। "কৃশো ভূত্বা" "মেদবৃদ্ধিমকুর্ব্বন্" "আজ্যং রুধিরমিব"—এই তিনটী বাক্যের পূর্ব্বোক্ত মধুকরবৃত্ত্যাহারমাহরন্ বাক্যের সহিত মিল রাখিয়া অর্থ করিতে হইবে। শরীর শোষণ করা অর্থাৎ শরীরকে কৃশ করা উত্তম তপস্যা। দেবী ভাগবত ১১শ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত আছে—"শরীরশোষণং প্রাহুস্তাপসাস্তপ উত্তমম্"—শাস্ত্রোক্ত বিধানে পরিমিতাহার করিয়া শরীরকে কৃশ বা শোষণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ঘৃত সাত্ত্বিকাহার হইলেও অতি মাত্রায় আহার করিলে মেদ, শুক্র ও তেজ বৃদ্ধি হয়। যথা আয়ুর্ব্বেদে "ঘৃতং বুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজোমেদঃ স্মৃতিকফাবহম্" (কফাবহম্—কফকরম্)। অন্যত্র—"শুক্রাগ্নিস্তেজো বৃদ্ধিকারি" সুতরাং মেদ তেজ ও শুক্র বৃদ্ধিকারী ঘৃত অত্যধিক পরিমাণে আহার সর্ব্বদৈব ত্যাজ্য। মেদ, শুক্র ও তেজ বৃদ্ধি হইলে প্রকৃতির নিয়মে প্রাণী মাত্রেরই কুমতি হইয়া থাকে। যতি এইজন্য মেদ বৃদ্ধিকর ঘৃতাদি দ্রব্য অতি অল্প খাবার ব্যবস্থা করিবেন। জলোকা, রাক্ষস ও হিংস্র জন্তুদের আহার্য্য রক্ত মনুষ্যের পক্ষে অপবিত্র বলিয়া ত্যাজ্য। এই জন্য রুধিরমিব বলা হইয়াছে। মেদবৃদ্ধি

হইলে শরীর অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে শরীর দ্বারা সাধন ও ভজন সুদূর-পরাহত, সেই জন্য কৃশোভূত্বা বলা হইয়াছে।

৬। "অন্নং পললমিব"—অন্ন বলিতে এখানে তণ্ডুল পক্ক অন্নই বুঝিতে হইবে। উহার রস মাদক ও তমোগুণ-জনক এবং তজ্জন্য নিদ্রাদি বিকারের উৎপাদক বলিয়া সত্ত্বশুদ্ধিপ্রার্থী সাধকের পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য।

৭। "গন্ধলেপনমশুদ্ধলেপনমিব"—অগুরু, চন্দন, আতর, ফুলেল-তৈল ইত্যাদি গন্ধপদবাচ্য। এই সমুদয় দ্রব্যকে যতি বিলাসিতার দ্রব্য বলিয়া পরিহার করিবেন এবং এই সমুদয় গাত্রে মর্দ্দন করাকে পুরীষ ও মূত্র মর্দ্দন সদৃশ মনে করিয়া ত্যাগ করিবেন।

৮। "ক্ষারমন্ত্যজমিব"—এখানে ক্ষার শব্দের অর্থ কদলীত্বক্‌ভস্ম বা সাজিমাটী। রজকেরা সাধারণতঃ এই ক্ষারদ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার করে। ইহা ছাড়া রজকেরা রজঃস্বলা নারীর বস্ত্র ও পাপজন্য কুষ্ঠাদি সংক্রামক রোগদুষ্ট ব্যক্তির বস্ত্রের সহিত একত্র করিয়া যতির বস্ত্রও ক্ষারসিদ্ধ করে। এইরূপ স্পর্শদোষে যতির চিত্তবিক্রিয়া ও দেহে রোগসংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। যতি রজককে বস্ত্র না দিয়া স্বয়ং ক্ষারসিদ্ধ করিয়া ধৌত করিলে তাঁহার তপস্যায় ব্যাঘাত জন্মায় অর্থাৎ কৌপীনাদি পরিষ্কার করিতে কিছু সময় নষ্ট হয় ও পরিশ্রমজনিত অবসাদের জন্যও কিছু সময় নষ্ট হয়। এই জন্যই ব্রহ্মচারী ও যতির বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। চণ্ডাল অস্পৃশ্য জাতি, তাহাকে স্পর্শ করিলে স্নানাদি দ্বারা যেমন শুদ্ধ হইতে হয়—ক্ষারকে তদ্রূপ অশুদ্ধ বস্তু বলিয়া যতিরা ত্যাগ করিবেন। জল দ্বারা ধৌত কাষায় বস্ত্রই যতিদের ব্যবহার্য্য।

৯। "বস্ত্রমুচ্ছিষ্টমিব"—ভুক্তাবশিষ্ট বা এঁটো উচ্ছিষ্ট পদবাচ্য। এই উচ্ছিষ্ট ভোজন বা স্পর্শ করিলে ব্রতপালন ও চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে "শ্বশূকরান্ত্যচাণ্ডালমদ্যভাণ্ডরজস্বলাঃ। যদ্যুচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেত্তত্র কৃচ্ছ্রংসান্তপনং চরেৎ।" অন্যচ্চ—"অন্ত্যানাং ভুক্তশেষস্তু

ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ। চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিধিঃ”। এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—যতির পক্ষে শাস্ত্র যে কৌপীন, বহির্বাস ও কন্থা ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন তদতিরিক্ত বস্ত্র স্পর্শ করা অবিধেয় অর্থাৎ ব্যবহার করিলে যতিকে নরকগামী হইতে হইবে, সুতরাং যতি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের ও স্পর্শের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া ত্যাগ করিবেন।

১০। “অভ্যঙ্গং স্ত্রীসঙ্গমিব”—যতির পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বথৈব শাস্ত্র নিষিদ্ধ, এবিষয়ে পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রে তৈল-ঘৃতাদি মর্দ্দন। ঘৃতাদি ভক্ষণে যেরূপ শরীর পুষ্ট হয় তৈল মর্দ্দনে তাহার অষ্টগুণ পুষ্ট হয়। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ঘৃত ভক্ষণে মেদ, শুক্র ও তেজ বর্দ্ধিত হয়। তৈল মর্দ্দনে তাহার অষ্টগুণ বর্দ্ধিত হয়, যথা—“ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ” সুতরাং তৈল মর্দ্দনে ঘৃত ভক্ষণের অষ্টগুণ শরীর পুষ্ট হইবে অর্থাৎ মেদ, শুক্র ও তেজ হইবে ; এতৎ মর্দ্দন দ্বারা ঘৃত ভক্ষণ অপেক্ষা আটগুণ মনুষ্য কামার্ত্ত হয়। সুতরাং উহাকে স্ত্রীসঙ্গ তুলাই বলা হইয়াছে। যতি ও ব্রহ্মচারী কখনও তৈল মর্দ্দন করিবেন না।

১১। “মিত্রাহ্লাদকং মূত্রমিব”—মূত্র অত্যন্ত অপবিত্র জিনিষ, তাহাকে যেমন মনুষ্য মাত্রেই ঘৃণার সহিত ত্যাগ করে, স্পর্শ করিলেও স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইতে হয়, তদ্রূপ মিত্রসঙ্গজনিত আহ্লাদকে যতি মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। মিত্র দর্শনে হৃষ্ট না হইয়া তাহাকে মোহ ও মায়ার নিদান বোধে মন হইতে ত্যাগ করিবেন। উহাতে আসক্তির সঞ্চার হইলে আর উদ্ধারের পথ থাকিবে না।

১২। “স্পৃহা গোমাংসমিব”—স্পৃহা অর্থ কামনা, লোভ। কামনা—(বিষয় বাসনা) সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, যোগবাশিষ্ঠাদি মোক্ষ-গ্রন্থে ইহা বিশেষ ভাব বর্ণিত আছে। ভগবান্ গীতায়ও পুনঃ পুনঃ সাধককে বাসনা-ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইতে বলিয়াছেন। গোমাংস অস্পৃশ্য, উহার নাম করিলেও পাপ স্পর্শ করে। লোকে কথায় কথায় শপথ করিয়া বলে

আমি যদি উহা ব্যবহার করি তবে উহা গোমাংস তুল্য। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে গোমাংস অত্যন্ত অপবিত্র জিনিষ। কাজেই স্পৃহাকে গোমাংসের সহিত উপমা দিয়া ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কামনা থাকিতে কিছুতেই মুক্তি হইতে পারে না। যতির পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ইহাই ফলিতার্থ।

১৩। "জ্ঞাতচরদেশং চণ্ডালবাটিকামিব"—চণ্ডাল অস্পৃশ্য জাতি, তজ্জন্য চণ্ডালবাটী কেহ যায় না। চণ্ডালবাটী গেলে স্নানাদি দ্বারা ও ব্রতপালন দ্বারা শুদ্ধ হইতে হয়। পরিচিত স্থানে গেলে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রৎ হইয়া যতি মায়াবদ্ধ হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পরমার্থভ্রষ্ট হইতে পারেন বলিয়া উহাকে চণ্ডাল বাড়ীর ন্যায় যতিকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

১৪। "স্ত্রিয়মহিমিব"—সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেরূপ ধীরে ধীরে অজ্ঞান হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যতিও স্ত্রী-মোহে পতিত হইলে আত্ম-লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আর কখনও উদ্ধার পান না, মনুষ্য জীবন-ধারণ ব্যর্থ হইয়া যায়। এইজন্য স্ত্রী জাতিকে বিষধর সর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। মোক্ষকামী সর্ব্বদা স্ত্রীলোক হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

১৫। "সুবর্ণং কালকূটমিব"—সুবর্ণ বলিতে ধন সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। কালকূট স্থাবর বিষ। এই স্থাবর বিষ খাইলে মনুষ্য যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয় সর্ব্বত্যাগী যতি পুনরায় ধন সম্পত্তির লোভে বা মোহে পতিত হইলে তদ্রূপ নরকগামী হন, তাঁহার আর মুক্তির আশা থাকে না।

১৬। "সভাস্থানং শ্মশানমিব"—শ্মশান যেরূপ ভীতিকর স্থান, সেজন্য তথায় সহজে কেহ যাইতে চায় না। সভাস্থানেও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সমাগম হয়, তথায় গেলে এইসব লোকের সঙ্গদোষ অনিবার্য্য। তদ্ব্যতীত যতিকে দেখিয়া অনধিকারী দুষ্ট ব্যক্তিগণ নানা প্রকার ব্যর্থ প্রশ্ন উত্থাপন

করিলে যতির শান্তিভঙ্গ ও চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে। কাজেই যতি সভা-স্থলকে শ্মশান তুল্য মনে করিয়া তথায় যাইতে বিরত থাকিবেন।

১৭। "রাজধানী কুম্ভীপাকমিব"—কুম্ভী পাক অতীব যন্ত্রণাদায়ক নরক। কুম্ভীপাক নরকের নাম শুনিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। রাজধানী ভোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসের চরম আদর্শ। ত্যাগী যতি ঐস্থানে ঐ সমুদয় দর্শন করিতে থাকিলে প্রকৃতির নিয়মে তাঁহার চিত্তে ঐ সব ভোগ বাসনার উদ্রেক হইতে পারে বলিয়া কুম্ভীপাকের তুল্য বলা হইয়াছে।

১৮।* "শবপিণ্ডবদেকত্রাশনং"—শবকে শ্মশানে নিয়া যে পূরক পিণ্ড দান করা হয়, তাহাকেই শবপিণ্ড বলে অর্থাৎ শবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড। বায়ু-ভূত-নিরাশ্রয় শবের সূক্ষ্মআত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পিণ্ড মনুষ্য মাত্রেরই ত্যাজ্য। যতির একস্থানে নিত্য আহারকে তদ্রূপ ত্যাজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যতির নিয়ম।

(খ) যতির নিয়ম। লক্ষ্য সিদ্ধির অনুকূল আচরণের নামই নিয়ম। যতির লক্ষ্য সংসারবিমুক্ত ব্রহ্মভাব-ভাবিত জীবন। যে প্রকার আচরণ দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ব্রহ্মভাবলাভের অনুকূল হয়, যতির পক্ষে তদ্রূপ আচরণই নিয়মরূপে অবলম্বনীয়। ব্রহ্মভাব সাধনার পথে প্রধান অন্তরায় সংসারে আসক্তি, সাংসারিক বিচিত্র পদার্থ-সমূহকে সত্য বলিয়া বোধ এবং ইন্দ্রিয় ও মনের ভোগ্য বিষয়ে ইষ্টতা বুদ্ধি। জন্ম-জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়প্রবণতা মানুষ মাত্রেরই অতিশয় সুদৃঢ়। যাঁহারা দীর্ঘকাল শাস্ত্রশ্রবণ ও বিচার দ্বারা যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের অনিত্যতা, তুচ্ছতা ও মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন, এরূপ বিচক্ষণ

* ১ হইতে ১৮ সংখ্যক টিপ্পনী (ক) চিহ্নিত ব্যাখ্যার অন্তর্গত। ইহার পরে (খ) (গ) (ঘ) দ্বারা যতির নিয়মসমূহ বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও দেহেন্দ্রিয় মনের বিষয় প্রবণতা হইতে অব্যাহতি পান না, তাঁহাদেরও ইন্দ্রিয় ও মন বিষয়ের সংস্পর্শে মাঝে মাঝে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহা পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য। তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাবধান-বাণী বলিয়াছেন :—"যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ"॥ দীর্ঘকাল সংযমাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়প্রবণতা নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিসমূহ নিগৃহীত করিয়া রাখিলেও দেহ থাকিতে তাহাদের সংস্কার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। বিষয়ের সংস্পর্শে এই সব সুপ্ত সংস্কার জাগ্রৎ হইয়া উঠে ও অনর্থ সৃষ্টি করে। প্রাচীন ও আধুনিক বহু তপস্বী সাধু জ্ঞানী সাধকদের জীবনে এ বিষয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত আছে। এই হেতু দেহেন্দ্রিয় মনের স্বভাবনিহিত বিষয়প্রবণতা ও ব্রহ্মভাব-প্রতিকূল সংস্কার সমূহ যাহাতে জাগ্রৎ হইবার সুযোগ না পায়, তৎসম্পর্কে সাধক গণের সারাজীবনই সাবধান থাকা উচিত, এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাদের অধিকারানুযায়ী শাস্ত্রবিহিত নিয়মসমূহ অবশ্য পালনীয়। কোন যতি সন্ন্যাসীরই হৃদয়ে এরূপ অভিমান পোষণ করা সঙ্গত নয় যে, আমি বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আমি সংসারের সব বিষয়কে তুচ্ছ ও মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, আমি বহুকাল সংযম ও তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছি, সুতরাং বিষয় আমার উপর কোন মোহ বিস্তার করিতে পারিবে না; বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়াও—চিত্তবিকারজনক অবস্থা-পুঞ্জের মধ্যে থাকিয়াও আমি তাহাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিব। এই প্রকার অভিমান সাধকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। জ্ঞানের অভিমান, তপস্যার অভিমান, সংযম শক্তির অভিমান, সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন-পূর্ব্বক ভক্তিনতশিরে শ্রদ্ধাসহ গুরু ও শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে ব্রহ্মভাবানু-শীলনের অনুকূল নিয়ম সমূহ সুনিয়তভাবে সতর্কতার সহিত পালন করা সাধকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"। এই প্রকার শাস্ত্র বাক্যের কুব্যাখ্যা করিয়া

নিজের "ধীরত্ব" প্রতিপাদনের জন্য 'বিকার হেতু' সকলকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়া কোন সাধকের পক্ষেই সঙ্গত নহে। ইহা নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি।

(গ) সর্ব্বপ্রকার চিত্তেন্দ্রিয় বিকারহেতু ভোগবিলাসসামগ্রী, আসক্তি-বর্দ্ধক কর্ম্মক্ষেত্র, কামক্রোধলোভাদির উত্তেজক বিষয়, এবং বিক্ষেপোৎ-পাদক আহার বিহারাদি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ও ব্রহ্মার্চ্চনায় নিরত থাকিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মা নারদকে সম্মুখে রাখিয়া উপস্থিত শৌনকাদি ঋষিবর্গকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বর্জ্জনীয় আচরণ গুলির প্রলোভন হইতে মুনি ও যতির চিত্তকে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি যে সব উপমার আশ্রয় লইয়াছেন, অনেক সময় সে গুলির কুব্যাখ্যা হইয়া থাকে। আপাততঃ ঐ সকল উপমা হইতে স্থূলদর্শীদের এই প্রকার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে, শ্রুতি যতিকে কোন বিষয়ের প্রতি ঘৃণা, কোন বিষয়ের প্রতি ভয়, কোন বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রুতির তাৎপর্য্য বিচারে অসমর্থ পাঠকদের ধারণা জন্মিতে পারে যে, শ্রুতি নারীজাতিকে সর্পের সহিত, সুবর্ণকে (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ্‌কে) কালকূট বিষের সহিত, জীবন্ত মনুষ্য-দেহকে শবের সহিত, বন্ধুবান্ধবদের সহিত সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ব্যবহারকে মূত্র-ত্যাগের সহিত, ভদ্রজনপরিষৎকে শ্মশানের সহিত তুলনা করিয়া অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই তাহাদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ভয়াদি পোষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির কুব্যাখ্যা। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলেই ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে শ্রুতি কোন ব্যক্তির বা জাতির প্রতি, কোন জাগতিক বিষয়ের প্রতি কোন অবস্থার প্রতি ঘৃণা, ভয়, বিদ্বেষ প্রভৃতি তামসিক মনোবৃত্তি পোষণ করিতে শিক্ষা দেন না। আসক্তি যতখানি বন্ধন জনক ও জ্ঞানপ্রতিবন্ধক, ঘৃণা-বিদ্বেষ-ভয়াদি তদপেক্ষাও অধিক বন্ধনজনক ও জ্ঞান প্রাপ্তি বন্ধক। চিত্তে

কাহারও প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ব ।ভয় থাকিতে তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন হয় না, গুরুশাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্ব হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হয় না। যতি-অবস্থায় যে সব নিয়মের প্রতিপালন অত্যাবশ্যক, তৎপ্রতি নিষ্ঠা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সব উপমার আশ্রয় গ্রহণ। গৃহস্থের পক্ষে যাহা আদরণীয়, যতির পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়, গৃহস্থের পক্ষে যে জাতীয় কর্ম্ম অবশ্য করণীয় এরূপ অনেক কর্ম্ম সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনুষ্য সমাজের স্থিতি ও উৎকর্ষের জন্য যে সব পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে, এরূপ অনেক পদার্থের সংস্পর্শ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের পিপাসু যতির দূরে থাকা আবশ্যক। অধিকার ও আদর্শ অনুসারেই বিধি ও নিষেধ নিরূপিত হয়। সংসারে কোন জিনিষই ঘৃণার্হ নয় এবং কোন জিনিষই সকলের আদরণীয় নয়। সর্ব্বত্র সমদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও কোন জিনিষের সহিত যুক্ত এবং কোন জিনিষের সহিত বিযুক্ত থাকিয়া ব্যবহারক্ষেত্রে যথোচিত নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। ইহাই শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের অভিপ্রেত।

(ঘ) নিয়ম সমূহের মধ্যে কতকগুলি 'বাহ্য নিয়ম,' এবং কতকগুলি আন্তর নিয়ম। আন্তর নিয়মসমূহ যথাযথ পালনের সৌকর্য্যার্থেই বাহ্য-নিয়মসমূহের ব্যবস্থা। আন্তর নিয়ম সম্বন্ধে শিথিল হইয়া যে সব সন্ন্যাসী শুধু বাহ্য নিয়ম সম্বন্ধেই কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের ভস্মেই ঘৃতাহুতি হয়, নিয়মের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সত্যপরায়ণতা, সমদর্শিতা, নিস্পৃহতা, চিন্তা-ভাবনার পবিত্রতা, সর্ব্বভূতে অদ্রোহিতা, সর্ব্ববিধ অভিমান-বর্জ্জন, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য দগ্ধীকরণ, কামক্রোধ লোভাদির উদ্রেককর বিষয়সমূহের স্মরণ অর্থাৎ স্ত্রী-ধনী-বৈরী-রাজা-বিলাসী, ভোগ্য-সামগ্রী প্রভৃতির স্মরণ ও চিন্তন সর্ব্বথা পরিত্যাগ, শত্রু মিত্র স্বজন পরজন প্রভৃতির ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ, সুখ দুঃখ প্রারব্ধজনিত বা ভগবদ্‌বিধানবিহিত জানিয়া উল্লাসোদ্বেগরহিত চিত্তে সমভাবে গ্রহণের অভ্যাস, নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মাত্মভাবের অনুশীলন– এই সকল আন্তর নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত

সর্ব্বদা প্রযত্নশীল থাকা আবশ্যক। চিত্তকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্য করিবার পক্ষে এই সব আন্তর নিয়মই মুখ্য সাধন। এই সব আন্তর নিয়ম সাধনের আনুকূল্যার্থেই লোকসঙ্গ ত্যাগ, একান্ত বাস, স্ত্রী, সুবর্ণ, ধনী, বিলাসী, রাজা প্রভৃতির সংস্রব পরিহার, সুখাদ্য, সুবস্ত্র, সুগৃহ, সুশোভনস্থান প্রভৃতির পরিত্যাগ এবং অন্যান্য বাহ্য নিয়মগুলি পরিপালনীয়।

কুটীচকাদীনাং স্নানাদিনিয়মেষু বিশেষঃ।

ত্রিষবণস্নানং কুটীচকস্য, বহূদকস্য দ্বিবারং, হংসস্যৈকবারং পরমহংসস্য মানসস্নানং, তুর্য্যাতীতস্য ভস্মস্নানং, অবধূতস্য বায়ব্য-স্নানং ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসী প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই তিনবেলা স্নান করিবেন, অর্থাৎ কুটীচকের তিনবার স্নান বিধি। বহূদক সন্ন্যাসী প্রাতে ও মধ্যাহ্নে দুইবার স্নান করিবেন। হংস সন্ন্যাসী প্রাতে একবার মাত্র স্নান করিবেন। পরমহংস সন্ন্যাসী মানস স্নান করিবেন। (মানসং বিষ্ণুচিন্তনং)। তুর্য্যাতীত সন্ন্যাসী ভস্মস্নান করিবেন। (ভস্মনা সংস্কৃত ভস্মনা সর্ব্বাঙ্গলেপ ইতি ছন্দোগাহ্নিকঃ)। অবধূত সন্ন্যাসী বায়ব্য স্নান করিবেন। (বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং) ॥ ২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—স্নান সপ্তবিধ, যথা—"মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং, দিব্যমেবচ। বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং"॥ মন্ত্র-স্নান কি তাহাই বলা যাইতেছে—আপোহিষ্ঠাদি ঋকৃত্রয় পাঠ করিয়া গাত্র-মার্জ্জনকে মন্ত্রস্নান বলে, ইহা বৈদিক। তান্ত্রিক মন্ত্রেও এইরূপ মার্জ্জন আছে। ভৌম স্নান কাহাকে বলে? ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ

করিয়া অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন। আগ্নেয় স্নান কি? দ্বিজাতিবর্গের যজ্ঞাদি-কৃত সংস্কৃত ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লেপনই আগ্নেয় স্নান। বারুণ স্নান কি? পবিত্র নদী বা সরোবরে মজ্জনরূপ স্নানই বারুণ স্নান। মানস স্নান কি? বিষ্ণু-স্মরণ, যথা—"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। অথবা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্"। দিব্যস্নান—"মেঘনিঃসৃততোয়েন স্নানং দিব্যস্নানং"—অভৌমমম্ভো বিসৃজন্তি মেঘাঃ পূতং পবিত্রং পবনৈঃ সুগন্ধি ইত্যুক্তং (যত্তু শঙ্খবচনং) ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং কুটীচকস্য, ত্রিপুণ্ড্রং বহূদকস্য, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ত্রিপুণ্ড্রং হংসস্য, ভস্মোদ্ধূলনং পরমহংসস্য, তুরীয়াতীতস্য তিলকপুণ্ড্রং, অবধূতস্য ন কিঞ্চিৎ তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসী ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, বহূদক সন্ন্যাসী ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, হংস সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র উভয়ই ধারণ করিতে পারেন, পরমহংস যজ্ঞাদির পবিত্র ভস্ম দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবেন। তুরীয়াতীত তিলক ধারণ করিবেন, অবধূত (অথবা মতান্তরে তুরীয়াতীত ও অবধূত উভয়েই) কিছুই ধারণ করিবেন না ॥ ৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—তুরীয়াতীত তিলক ধারণ করিবেন বলিয়া পুনরায় "অবধূতস্য ন কিঞ্চিৎ তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ" এইরূপ বলায় ইহাতে একটী "বা" শব্দ উহ্য করিয়া মতান্তরে তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ এইরূপ বুঝিতে হইবে। নচেৎ অর্থসঙ্গতি হয়না। অবধূত ও তুরীয়াতীত কোন কার্য্যই নিজেচ্ছায় করেন না; ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের সব কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। ভগবানের

প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তেরা তুরীয়াতীত ও অবধূতকে দেবতা বোধে সেবা করেন। তাই টীকাকার বলিয়াছেন—পরেচ্ছাচরণত্বাৎ ॥ ৩

ঋতুক্ষৌরং কুটীচকস্য, ঋতুদ্বয়ক্ষৌরং বহূদকস্য. ন ক্ষৌরং হংসস্য, পরমহংসস্য চ ন ক্ষৌরং, অস্তি চেদয়নক্ষৌরং, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্ন ক্ষৌরং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসীর এক ঋতুতে একবার মাত্র ক্ষৌরবিধি, বহূদক সন্ন্যাসীর দুই ঋতুতে একবারমাত্র ক্ষৌরবিধি। হংস ও পরমহংসের ক্ষৌর কর্ম্ম নাই, যদি থাকে অয়নে অর্থাৎ ছয়মাস অন্তর একবার মাত্র। তুরীয়াতীত ও অবধূতের ক্ষৌরকর্ম্ম মোটেই নাই ॥ ৪ ॥

কুটীচকস্যৈকান্নম্, মাধুকরং বহূদকস্য, হংস-পরমহংসয়োঃ করপাত্রম্, তুরীয়াতীতস্য গোমুখম্, অবধূতস্যাজগরবৃত্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসীর একস্থানে অন্ন ভিক্ষা বিধি অর্থাৎ নিত্যই একস্থানে গ্রহণ করিবেন। বহূদক সন্ন্যাসী মাধুকর-বৃত্তি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ মাধুকরী ভিক্ষা করিবেন। হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী করপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী গোগ্রাসে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। এবং অবধূত সন্ন্যাসী অজগরবৃত্তি অবলম্বনে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন ॥৫॥

শাটীদ্বয়ং কুটীচকস্য, বহূদকস্যৈকশাটী, হংসস্যখণ্ডম্, দিগম্বরং পরমহংসস্যৈককৌপীনং বা, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্জাতরূপধরত্বম্। হংসপরমহংসয়োরজিনং, ন ত্বন্যেষাম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কুটীচক সন্ন্যাসী দুইখানি বস্ত্র ধারণ করিতে পারেন, বহূদক সন্ন্যাসীর একখানি মাত্র বস্ত্র গ্রহণ বিধি, হংস

সন্ন্যাসীর বস্ত্রখণ্ড মাত্র, পরমহংস সন্ন্যাসী দিগম্বর থাকিবেন অথবা একখানি কৌপীন মাত্র ধারণ করিবেন। তুরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসী জাতরূপধর হইবেন অর্থাৎ উলঙ্গ থাকিবেন। হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী অজিন (মৃগচর্ম্ম) বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারেন। অন্য কোন সন্ন্যাসীর তাহাতে অধিকার নাই ॥ ৬ ॥

কুটীচক বহূদকয়োর্দেবার্চ্চনম্। হংস-পরমহংসয়োর্মানসার্চ্চনম্, তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ সোঽহং ভাবনা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসী দেবার্চ্চন, হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী মানসার্চ্চন করিবেন। তুরীয়াতীত ও পরমহংস সন্ন্যাসীদ্বয় সোঽহং ভাবে অর্চ্চনা বা ভাবনা করিবেন ॥ ৭ ॥

কুটীচক বহূদকয়োর্ম্মন্ত্রজপাধিকারঃ, হংস-পরমহংসয়োর্ধ্যানাধিকারঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্নত্বন্যাধিকারঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্মহাবাক্যোপদেশাধিকারঃ পরমহংসস্যাপি। কুটীচকবহূদকহংসানাং নান্যস্যোপদেশাধিকারঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর মন্ত্রজপে অধিকার, হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসীর ধ্যানে অধিকার, তুরীয়াতীত ও অবধূতের (সোঽহং ভাবনা বা ব্রহ্মপ্রণব চিন্তা ভিন্ন) অন্য জপ বা ধ্যানে অধিকার নাই। তুরীয়াতীত ও অবধূতের মহাবাক্যোপদেশে অধিকার আছে। কিন্তু কুটীচক, বহূদক ও হংস, এই সন্ন্যাসীত্রয়ের অন্যকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার নাই ॥ ৮ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীদ্বয় সদ্‌গুরুদত্ত কোন দেবতার সিদ্ধমন্ত্র বা গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রণব জপ করিতে পারেন। হংস ও গৌণ বিবিদিষুপরমহংসের ধ্যানে অধিকার। মন নির্ব্বিষয় না হইলে

প্রকৃত ধ্যান হয় না। বিষয়ে বৈরাগ্য ভাব আসিলে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একাগ্র মনে কোন মন্ত্রের জপ অভ্যাস করিতে পারিলে, মন ক্রমে নির্ব্বিকার হইতে পারে। তখন প্রকৃত ধ্যানের অধিকার লাভ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই চঞ্চল মন স্থির হয়, ইহা শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন এবং পাতঞ্জল দর্শনেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। তুরীয়াতীত ও অবধূতের মহাবাক্যোপদেশে অধিকার আছে ইহা পৃথক্‌ভাবে আগে বলিয়া পরে পরমহংসাদি বলায় ইহা বুঝা যাইতেছে যে—তুরীয়াতীত ও অবধূতই মহাবাক্যোপদেশে মুখ্যাধিকারী, পরমহংসেরা গৌণাধিকারী। 'অপি' শব্দ দ্বারা তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তুরীয়াতীতাবধূতপরমহংসানাং মহাবাক্যোপদেশে অধিকারঃ এইরূপও তো বলিতে পারিতেন, শ্রুতি তাহা না করিয়া 'অপি' শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে পরমহংসেরাও পারেন, তাঁহারা গৌণাধিকারী, ইহাই ফলিতার্থ। শ্রুতি যখন কুটীচক, বহূদক ও হংস, এই সন্ন্যাসীত্রয়ের মহাবাক্যোপদেশে অধিকার দেন নাই এবং পরমহংস সন্ন্যাসীকে সঙ্কুচিত ভাবে দিয়াছেন, তখন স্পষ্টই বুঝিতে হইবে গৃহস্থদের মহাবাক্যোপদেশ দেওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ। তবে কোন সিদ্ধ-মহাত্মা যদি উপযুক্ত পাত্র ও ক্ষেত্র বোধে মহাবাক্যরূপ বীজ গৃহস্থকে কৃপা করিয়া দিয়া থাকেন বা দেন তাহা তিনি গৃহী থাকিয়া অন্য গৃহস্থকে দিতে পারেন না ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বৈদান্তিক মহাবাক্যের উপদেশ প্রদান অতিশয় গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। অনধিকারীকে এই চরমতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলে অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং সাধনা দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজের উপলব্ধ সত্য অন্যের চিত্তে সংক্রামিত করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি এই সব মহাবাক্যে দীক্ষা দান করিতে অধিকারী। বিশেষতঃ এই মহতী সাধনার দীক্ষা প্রদানকালে

সাধনপ্রার্থীর অধিকার বিচার একান্ত আবশ্যক। এই বিচারের জন্য সাধন-প্রার্থীর আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে সাধনার্থী নিজেই নিজের অধিকার বুঝিতে সক্ষম হন না। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য থাকিলেই, শব্দার্থ ও বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি এবং বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্ববিচারের যুক্তিগুলি অনুধাবন করিবার যোগ্যতা থাকিলেই, মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক সাধনার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাকে নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতম সাধনায় দীক্ষা প্রদান করিলে ফল হয় এই যে প্রবৃত্তি মার্গের বিধি নিষেধে তাহার অনাস্থা হয়, অথচ বিবেক বৈরাগ্য শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি ও প্রবল মুমুক্ষুত্বের অভাবে নিবৃত্তি-মার্গে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে 'ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ' হইয়া ব্যর্থজীবন হয়। এই হেতু অব্যাহত অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা উপদেশ প্রার্থীর আধ্যাত্মিক অধিকার অবলোকনপূর্ব্বক উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজের অধিগত জ্ঞান সংক্রামিত করিতে যে মহাপুরুষ সমর্থ, তিনিই বেদান্ত বিজ্ঞানের সদ্‌গুরু পদে আসীন হইবার যোগ্য। অধিকন্তু গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি ও পূজা করা, ঈশ্বর বুদ্ধিতে গুরুর নিকট সরল ভাবে আত্ম নিবেদন করা, শিষ্যের পক্ষে বিধেয়। এইরূপ ভক্তি ও পূজা লাভ করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরভিমান ও অনাসক্ত রাখা উন্নত সাধকের পক্ষেও কঠিন। সুতরাং অভিমান, আসক্তি ও বহির্মুখতার সম্ভাবনা থাকিতে গুরুপদের সম্মান ও দায়িত্ব গ্রহণ করা সমীচীন নয়। এইজন্য শ্রুতি তুরীয়াতীত ও অবধূত যতিকেই মহাবাক্যোপদেশ প্রদানের অধিকার দিয়াছেন, পরমহংসকেও কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে এই অধিকার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাহাও গৌণ পরমহংসকে নহে, মুখ্য পরমহংসকে। কিন্তু কুটীচক, বহূদক ও হংস যতিকে পরমার্থোপদেষ্টার পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়াছেন, অতএব গৃহস্থের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অনধিকার বুঝিতে হইবে ॥ ৮॥

কুটীচক বহূদকয়োর্মানুষপ্রণবঃ, হংসপরমহংসয়োরান্তরপ্রণবঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্ব্রহ্মপ্রণবঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কুটীচক ও বহূদকের মানুষ প্রণব জপেই অধিকার, হংস ও পরমহংসের আন্তর প্রণব জপেই অধিকার, তুরীয়াতীত ও অবধূতেরই মাত্র ব্রহ্মপ্রণবে অধিকার আছে ॥ ৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সংসারতারক ব্রহ্মপ্রণব এক হইলেও অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া নিম্নস্তরের সন্ন্যাসিবর্গের তাহাতে অধিকার নাই। মানুষ প্রণব এবং আন্তর প্রণব ব্রহ্মপ্রণবেরই ঔপাধিক ভেদ মাত্র। চারি মাত্রা বিশিষ্ট সমষ্টি বাহ্য প্রণবকেই মানুষ প্রণব বলা হয়। ইহার অধিষ্ঠাতা অথচ বাচ্য বিশ্বনামক স্থূলাভিমানী পুরুষ। কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর এই প্রণবে অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহারা হংস তথা পরমহংস অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, শ্রুতি তাঁহাদিগকে অষ্টমাত্রাত্মক অন্তঃপ্রণবের অধিকার দিয়াছেন। অন্তঃপ্রণব একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহাতে "অ"কার, "উ"কার, "ম"কার, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা এবং শক্তি এই ৮টী মাত্রা আছে। ইহার অধিষ্ঠাতা পঞ্চব্রহ্ম বিরাট্, সূত্রাত্মা এবং ঈশ্বর। শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রণব ষোড়শ মাত্রাত্মক। ইহারই নামান্তর বিরাট্ প্রণব। ইহা ষট্‌ত্রিংশৎ অর্থাৎ ছত্রিশ্ তত্ত্বের অতীত। শ্রুতি অনুসারে যে ষোলটী মাত্রা ব্রহ্মপ্রণবের অবয়বভূত তাহাদের নাম এই প্রকার :—১। অকার, ২। উকার, ৩। মকার, ৪। অর্দ্ধমাত্রা, ৫। বিন্দু, ৬। নাদ, ৭। কলা, ৮। কলাতীত, ৯। শান্তি, ১০। শান্ত্যতীতা, ১১। উন্মনী, ১২। মনোন্মনী, ১৩। পুরী, ১৪। মধ্যমা, ১৫। পশ্যন্তী, ১৬। পরা। তুরীয়াতীত এবং অবধূত ভিন্ন অপর কোন সন্ন্যাসীর ইহাতে অধিকার নাই। আন্তর প্রণবের অন্তিম মাত্রা শক্তি। এই শক্তিমাত্রা পর্য্যন্তই শব্দব্রহ্মমার্গে পরমহংস উপনীত হইতে পারেন। এই স্থানেই তুরীয়াবস্থার পূর্ণবিকাশ হয়। ইহার ভেদ করিতে পারিলেই পরমহংস তুরীয়াতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রণবে

অধিকার লাভ করেন। শক্তিমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারিলে তদ্ব্যতীত ব্রহ্মপ্রণবের অধিকার লাভ হয় না ॥ ৯ ॥

কুটীচক বহূদকয়োঃ শ্রবণম্, হংস পরমহংসয়োর্মননম্, তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্নিদিধ্যাসঃ। সর্ব্বেষামাত্মানুসন্ধানং বিধিরিতি ॥১০॥

অনুবাদ—কুটীচক বহূদকের শ্রবণ বিধি, হংস ও পরমহংসের মনন বিধি, তুরীয়াতীত ও অবধূতের নিদিধ্যাসন বিধি। আত্মানুসন্ধান সকলের পক্ষেই বিধি ॥ ১০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—শ্রবণ কি? সদ্গুরু মুখে বেদান্ত শাস্ত্রের কথা কর্ণকুহরে স্থান দিলেই শ্রবণ করা হয় না। গুরু যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য নির্ণায়ক সাত প্রকার। ১। উপক্রম ২। উপসংহার, ৩। অভ্যাস, ৪। অপূর্ব্বতা, ৫। ফল, ৬। অর্থবাদ, ৭। উপপত্তি। এই সাতটি উপায়ের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা যায়। সুতরাং শাস্ত্রাক্ষর পাঠ করিয়া অক্ষরার্থ সকল জ্ঞাত হইয়া উল্লিখিত সাত প্রকারের আলোচনা করিয়া, একত্রিত সমুদয়ের তাৎপর্য্য কি তাহা অবধারণ করিতে পারিলেই যথার্থ শ্রবণ করা হয়। মনন কি? অদ্বৈত জ্ঞানের অবিরোধী যুক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর চিন্তা করার নাম মনন। নিদিধ্যাসন কি? মন মধ্যে দেহাদি জড় পদার্থ বিষয়ক বিজাতীয় প্রত্যয় উপস্থিত না হয় এরূপ সুনিয়মে অদ্বিতীয় সজাতীয় প্রত্যয় জ্ঞান ধারণার নাম নিদিধ্যাসন। অথবা তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছেদ ধ্যান। অথবা সাতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক অবিশ্রামে অনন্যচিত্তে ধারাবাহিক প্রগাঢ় ধ্যান। "বিজাতীয়দেহাদিবুদ্ধ্যন্তজড়পদার্থবিষয়কপ্রত্যয়নিরাকরণেন সজাতীয়াদ্বিতীয়বস্তুবিষয়কপ্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনমিত্যর্থঃ ॥ (বেদান্তসার-টীকা) ॥ ১০ ॥

এবং মুমুক্ষুঃ সর্ব্বদা সংসারতারকং তারকমনুস্মরঞ্জীবন্মুক্তো

বসেদধিকারবিশেষেণ কৈবল্যপ্রাপ্ত্যুপায়মন্বিষ্যেদ্ যতিরিত্যুপনিষৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে মুমুক্ষু যতি সর্ব্বদা সংসার-তারকব্রহ্ম প্রণব স্মরণ করিতে করিতে জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত বাস করিবেন এবং অধিকার অনুসারে কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকিবেন। ইহাই উপনিষদের রহস্য ॥ ১১ ॥

সপ্তমোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টমোপদেশঃ

তারকস্বরূপ জিজ্ঞাসা।

অথ হৈনং ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং নারদঃ পপ্রচ্ছ। সংসারতারকং প্রপন্নো ব্রূহীতি। তথেতি পরমেষ্ঠী বক্তুমুপচক্রমে। ওমিতি ব্রহ্মেতি ব্যষ্টিসমষ্টিপ্রকারেণ। কা ব্যষ্টিঃ কা সমষ্টিঃ। সংহারপ্রণবঃ সৃষ্টিপ্রণবশ্চান্তর্বহিশ্চোভয়াত্মকত্বাত্ত্রিবিধঃ। ব্রহ্মপ্রণবোঽন্তঃপ্রণবো ব্যাবহারিকপ্রণবঃ। বাহ্যপ্রণব আর্ষপ্রণব উভয়াত্মকো বিরাট্প্রণবঃ। সংহারপ্রণবো ব্রহ্মপ্রণবোঽর্দ্ধপ্রণবঃ॥ ১॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শ্রবণানন্তর নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! সংসার উদ্ধারক তারকব্রহ্ম কি? আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—“ওম্” এই মন্ত্রটি তারকব্রহ্ম, এই একাক্ষরই ব্রহ্মপ্রণব। এই একাক্ষর ব্রহ্মপ্রণবই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া কল্পিত হয়। ব্যষ্টি (পৃথক্), সমষ্টি (সাকল্য অর্থাৎ সংঘীভূত সমস্ত পদার্থ); এই ব্যষ্টি সমষ্ট্যাত্মক এক ব্রহ্মপ্রণবই অজ্ঞের দৃষ্টিতে ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা—(১) সংহার-প্রণব, (২) সৃষ্টিপ্রণব, ও (৩) অন্তর্বহিঃ এই উভয়াত্মক প্রণব। ব্যাবহারিক প্রণবকে অন্তঃপ্রণব বলে। আর্ষপ্রণবই বহিঃ বা বাহ্য প্রণব। বিরাট্প্রণব উভয়াত্মক।

অর্দ্ধমাত্রা প্রণবই সংহার প্রণব। এই সমস্ত প্রণবই একমাত্র ব্রহ্মপ্রণবের অন্তর্নিবিষ্ট ॥ ১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক হিসাবে 'ওম্' এই শব্দের কোনও ব্যুৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কিছুই নাই, ইহা অব্যুৎপন্ন অব্যয় শব্দ। ইহার কোন লিঙ্গভেদ নাই, ইহাকে পুং, স্ত্রী, ক্লীব বলিয়া ভেদ করাও চলে না। নির্গুণব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত। ব্যষ্টি শব্দের অর্থ এক একটী, সমষ্টি শব্দের অর্থ সমগ্রগুলি মিলিয়া এক। বনের এক একটী বৃক্ষ ব্যষ্টি এবং এই বৃক্ষ সমূহের সমষ্টি একটী বন। সেইরূপ জগতের সমস্ত বস্তুর সমষ্টি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্যষ্টিও পরব্রহ্মস্বরূপ। কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থান্তর নাই। পরব্রহ্মবাচক প্রণবও সেই জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে নানারূপ হইয়াছে। সিসৃক্ষাবশতঃ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাবশতঃ পরব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে ব্যক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় বিধান করেন। এই সৃষ্টির অভিপ্রায়েই প্রণবও ভিন্নরূপ হয় এবং উহাই সৃষ্টিপ্রণব। আবার কল্পান্তে যখন সৃষ্টি সংহৃত হয় তখন এই প্রণবই সংহারপ্রণব। ব্রহ্মপ্রণব রূপ এক প্রণবই সৃষ্টিপ্রণব ও সংহারপ্রণব এই ভেদদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিবিধ প্রণব হয়। ব্রহ্ম প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম যেরূপ এক অখণ্ড, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত। সেইরূপ ব্রহ্মপ্রণবও এক অখণ্ড ও সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত। সৃষ্টির দিক্ দিয়া দেখিলে ব্রহ্ম যেরূপ নানা, সেইরূপ ব্রহ্মপ্রণবকে নানা ভেদযুক্ত। যাঁহাদের ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা ব্রহ্মপ্রণবকে একরূপই জানেন। যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাঁহারাই সৃষ্টিপ্রণব, সংহারপ্রণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্নরূপে জানেন। সৃষ্টি-প্রণবরূপে ব্রহ্মপ্রণব আবার অন্তঃপ্রণব, বহিঃপ্রণব ও বিরাট্প্রণব রূপে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাবহারিক প্রণবকে অন্তঃপ্রণব বলে। ব্রহ্মই ব্যাবহারিক জগতে জীবাত্মা অর্থাৎ জীব; এই জীবরূপী ব্রহ্মের প্রণবই

ব্যাবহারিক প্রণব। প্রত্যেক জীবের অন্তরে এই প্রণবই অনাহতধ্বনিরূপে বিরাজমান। এই জন্যই ইহা অন্তঃপ্রণব। আর্ষপ্রণবই বহিঃপ্রণব। ঋষিগণ যে প্রণব মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাহিত হন, যে প্রণবের ধ্যান ও জপাদি করেন উহাই বাহ্যপ্রণব বা আর্ষপ্রণব অর্থাৎ ঋষিরূপে বিরাজমান যে ব্রহ্মরূপ তাঁহার প্রণব। যেরূপ অন্তঃপ্রণব ও বহিঃপ্রণবের সমষ্টি বিরাট্-প্রণব অর্থাৎ বিরাট্‌রূপে বিরাজমান ব্রহ্মের প্রণব বিরাট্‌প্রণব। কল্পান্তকালে জাগতিক বস্তুসকল কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। কারণ মহারুদ্ররূপ ব্রহ্ম, কারণ-অবস্থায় পদার্থসকল ক্রমশঃ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয়, এই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত পদার্থসকল সংহারকালীন মহারুদ্ররূপী ব্রহ্মের প্রণবই সংহারপ্রণব। এই সংহারপ্রণব সূক্ষ্ম ও অর্দ্ধমাত্রারূপ।

টীকাকার উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগী বিরচিত ব্যাখ্যানুসারে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—একাক্ষরস্বরূপ একই ব্রহ্মপ্রণব ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দুই প্রকার। বলা বাহুল্য, এই ভেদ কল্পনা অজ্ঞানীর দৃষ্টি অনুসারেই হইয়া থাকে, সুতরাং তদনুসারে ব্যষ্টি প্রণব, সমষ্টি প্রণব ও ব্রহ্ম প্রণব—প্রণবের এই তিন প্রকার বিভাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

১। সৃষ্টিপ্রণব—প্রণবের অকার, উকার, মকার এবং অর্দ্ধমাত্রা এই চারি প্রকার অবয়বের মধ্যে যখন "অ"কারের প্রাধান্য থাকে এবং অন্যান্য অবয়ব অঙ্গীভূত হইয়া যায় তখন উহাকে সৃষ্টিপ্রণব বলে। ইহার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এই একমাত্রাত্মক প্রণবকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন।

২। সংহারপ্রণব—যখন প্রণবের উক্ত চারি অবয়বের মধ্যে অকার মাত্রায় প্রাধান্য থাকে এবং অন্যান্য তিনটি গুণীভূত হয় তখন উহাকে সংহার প্রণব বলে। ইহার অধিষ্ঠাতা রুদ্র।

৩। একাক্ষর ব্রহ্মপ্রণব ষোড়শমাত্রাত্মক, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

তন্মধ্যে সংহারপ্রণবে তিন মাত্রায় প্রাধান্য। সৃষ্টি প্রণবে একমাত্রায় প্রাধান্য। অন্তঃপ্রণবে আট মাত্রায় প্রাধান্য এবং বাহ্যপ্রণবে চারি মাত্রায় প্রাধান্য। ব্রহ্মপ্রণব এই চতুর্বিধ প্রণবের সমষ্টিভূত বলিয়া ষোড়শ মাত্রাত্মক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৬। ব্যাবহারিকপ্রণব—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে একমাত্র অকার মধ্যেই সকল শব্দ নিহিত আছে। স্পর্শ ও উষ্মা দ্বারা অকারই নানারূপ ধারণ করে এবং পঞ্চাশৎ বর্ণরূপে পরিণত হয়। এই "অকার মাত্রা প্রধান প্রণবই ব্যাবহারিক প্রণব" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হইতেই বৈখরী-প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্থূল জগৎ প্রকটিত হয়। এই জন্যই ইহাকে ব্যাবহারিক বলা হইয়া থাকে। দুর্গা প্রভৃতি শক্তিত্রয় হইতে পঞ্চ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত দেবতানিচয় ইহার অধিষ্ঠাতা।

প্রণবতত্ত্ব *

সপ্তম উপদেশের শেষে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বলিলেন যে, সকল যতিরই আত্মানুসন্ধান বিধেয় এবং তদুদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় 'সংসারতারক' অনুস্মরণীয়। এই উপদেশ শুনিয়া সংসারতারকের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য নারদের জিজ্ঞাসা জন্মিল। অষ্টম উপদেশে সংসার-তারকের স্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা প্রথমতঃ বলিলেন, 'ওঁম্'ই সংসার-তারকব্রহ্ম। 'ওঁম্' অবলম্বনেই সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নিত্য নিরন্তর জ্ঞান ও নিষ্ঠার সহিত 'ওঁম্' ব্রহ্মের সাধনা করিলে, 'ওঁম্' ব্রহ্মই সাধককে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া পরব্রহ্মে পৌছাইয়া দেয়। 'ওঁম্' ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে তাহারই মধ্যে স্বয়ং-জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম পরমাত্মা আত্মপ্রকাশ করেন,

* মূলমন্ত্রানুসারে এবং টীকাকারের মর্ম্মানুসারে প্রণব সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা লিখা হইয়াছে। এক্ষণে প্রণবের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহাই দার্শনিক পণ্ডিত সাধকপ্রবর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত "প্রণব-তত্ত্ব" ব্যাখ্যাটী সুধীগণের চিত্ত বিনোদনার্থ এইখানে প্রকটিত হইল।

'ওঁম্' ব্রহ্মের কৃপায় সাধকের অবিদ্যান্ধকার তিরোহিত হয়, আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং মোক্ষ লাভ হয়।

ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ববস্তু, আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই,—ইহা পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। জীব ও জগৎ সবই ব্রহ্ম। কিন্তু অবিদ্যার মায়া দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ তাহাতে আচ্ছাদিত। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্ম, জগৎও অবিদ্যাবিবর্ত্তিত ব্রহ্ম। জীব অবিদ্যামুক্ত হইলেই আপনার ও সমস্ত জগতের ব্রহ্মস্বরূপতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। ওঁম্‌ব্রহ্ম বা প্রণবব্রহ্ম, বা শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্ম এই অবিদ্যা মোচনের উপায়। 'ওঁম্' ব্রহ্ম যেন জীবব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ। এই শব্দ ব্রহ্ম অবলম্বনেই পরব্রহ্মের মায়িক জীব জগদাকারে আত্মবিস্তার এবং এতদবলম্বনেই জীবের মায়িকরূপ হইতে নিস্তার ও পরব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং এই 'ওঁম'-তত্ত্ব বিশেষভাবে পর্য্যালোচ্য।

'ওঁম্' মূলতঃ এক অক্ষরমাত্র,—বহু অক্ষরের সমষ্টি নয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"ওঁমিত্যেকাক্ষরংব্রহ্ম"—(গীতা—৮।১৩)। 'ওঁম্' একমাত্র নিত্যশব্দ ; ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, আদি-অন্ত-মধ্য নাই। অ, উ, ম এই তিন অক্ষরের যোগে বা তদধিক অক্ষরের সংহতিতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই ; স্থূলরূপে যখন এই প্রণব শব্দ আপনাকে অভিব্যক্ত করে, তখনই ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া অকারাদি মাত্রা পৃথক্‌ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়। অকারাদি মাত্রার মধ্যে এক অখণ্ড অনাহত নিত্য প্রণবের আংশিক খণ্ডিত প্রকাশ। এই উৎপত্তি-বিনাশ-বিকাররহিত নিত্য প্রণব-ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান, বিশ্বপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান এবং পরিণামময় স্থিতি কালেও সকল উৎপত্তি-বিনাশ-পরিণামময় শব্দতরঙ্গের এক আধার ও আশ্রয়রূপে বিদ্যমান। এই নিত্য প্রণবশব্দ হইতেই শব্দ প্রবাহের সৃষ্টি, ইহাতেই শব্দ প্রবাহের লয় এবং ইহার কোলেই যাবতীয় শব্দ প্রবাহের

স্থিতি ও গতি। সব শব্দই ওঁম্‌কারের প্রকাশ,—ওঁম্ হইতে উদ্ভূত, ইহাতেই স্থিত এবং ইহাতেই বিলয়প্রাপ্ত।

শুধু তাহাই নয়, শ্রুতি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, সব জাগতিক সৃষ্টিই শব্দ বা নাম দ্বারা সমারব্ধ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" (ছান্দোগ্য—৬ষ্ঠ অঃ ১ম ও ৪র্থ খণ্ড)। শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত জগৎই বাক্‌রূপ দীর্ঘসূত্র দ্বারা নামসমূহরূপ রজ্জু সমুদয়ের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আছে, বস্তুতঃ সকলই 'নামে' প্রতিষ্ঠিত। "তদস্যেদং বাচাতন্ত্যা॥ নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্, সর্ব্বং হীদং নামনি"। সব বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূলে শব্দ বা নাম এবং সব নাম ও শব্দের মূলে একাক্ষর অখণ্ড অনাহত প্রণবশব্দ বা নামব্রহ্ম। সুতরাং প্রণবই বিশ্ব জগতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, প্রণবই সব ;—"ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্", "ওঁমিত্যেতদক্ষর-মিদং সর্ব্বম্"।

এই একই 'ওঁম্' সমস্ত বিশ্বের মধ্যে, আদ্যন্তবিহীন বিশ্বাকাশে, বিশ্বজগতের হৃদয়চক্রে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে ; ইহাই এই সংসার-তারক প্রণবব্রহ্মের সমষ্টিমূর্ত্তি। যোগিগণ বিশেষ যোগাভ্যাস দ্বারা বিশ্বময় এই অনাহত প্রণবধ্বনি শুনিতে পান এবং বিশ্বপ্রকৃতির এই অবিরাম প্রণব ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিতে পারেন। আবার এই নিত্য প্রণবব্রহ্মই প্রত্যেক জীবের হৃদাকাশে অনাহত নাদরূপে অনবরত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাই তাহার ব্যষ্টিমূর্ত্তি। বাহ্যজগতের শব্দ-তরঙ্গে উদাসীন হইয়া চিত্তসমাধান করিলে স্ব স্ব হৃদয়ে এই অনাহত প্রণবধ্বনি শ্রবণ করা যায়।

বাগাদি-কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ করিয়া অন্তরে যে প্রণব শ্রবণ করা যায়, যে প্রণব জীবের অন্তরে ও বিশ্বের অন্তরে স্বতঃই বিদ্যমান, তাহা অন্তঃপ্রণব। ঋষিগণ যে প্রণব উচ্চারণ

করিয়া এই অন্তঃপ্রণবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং সাধারণকে যে প্রণবোপাসনা উপদেশ করিয়াছেন তাহা বাহ্যপ্রণব। আন্তর ও বাহ্য, অনুচ্চারিত ও উচ্চারিত, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সব প্রণবকে পরিব্যাপ্ত করিয়া স্ব-মহিমায় বিরাজমান এক বিরাট্ প্রণব।

এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নামরূপময়। তত্ত্ববিদ্‌গণ সমস্ত রূপরাশি বা দ্রব্যসমূহকেও নাম বা শব্দের বিবর্ত্ত† বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক মহাসত্তা বা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই উপাধিভেদে বহুব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তারূপে—বহু চেতনা-চেতন পদার্থ ও বহুজাতিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নাম বা শব্দ দ্বারাই উপাধি রচিত। এই দৃষ্টি অনুসারে সব জীব জগৎই নামময় বা শব্দময়। আবার, সকল নাম বা শব্দই 'ওঁম্' নামের বিবর্ত্ত। 'ওঁম্'ই মূলনাম বা শব্দ। সুতরাং সকল ব্যক্তি ও সকল জাতিরই মূলীভূত এই প্রণব। অতএব প্রণব-তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয় লাভ হইলে চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগতের পরিচয় লাভ হয়, এবং প্রণব-স্বরূপের সহিত চিত্তের সম্যক্‌যোগ সংস্থাপিত হইলে বিশ্বপ্রপঞ্চের ঔপাধিক রূপবৈচিত্র্য অতিক্রমপূর্ব্বক যোগী সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যবোধ লাভ করেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ান্তে যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের দৈশিক ও কালিক খণ্ডীভূত সত্তা প্রতীয়মান হয় না, প্রণব তখন ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রণবের ভিতরে তখন কোন প্রকার শব্দভেদ বা অক্ষরভেদ বা

---

† বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্বস্বরূপা পরিত্যাগেণ স্বরূপান্তরেণ মিথ্যাপ্রতীতিঃ। যথা—রজ্জুঃ স্বস্বরূপা পরিত্যাগেণ সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতীয়তে (সুবোধিনী—বেদান্তসার টীকা)। ভাবার্থ এই—বস্তু যদি স্বকীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য-বস্তুরূপে মিথ্যা প্রতীত হয়, সেই মিথ্যারূপে প্রতীয়মান অন্য-বস্তুটাকে বিবর্ত্ত বলা হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই সর্প ভ্রমটাই বিবর্ত্ত, কারণ; রজ্জু সর্পরূপে প্রতীয়মান হইলেও এই সর্প প্রতীতি মিথ্যা। ভ্রম-জ্ঞানকালে রজ্জুর স্বীয়-স্বরূপ কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেবল মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা অন্য একটী বস্তু—সর্প কল্পিত হইয়াছে মাত্র।

ধ্বনিভেদ নাই। তখন ব্রহ্মই প্রণব ও প্রণবই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মপ্রণবই যথার্থ অক্ষর—তাহার কোন ক্ষরণ নাই, পরিণাম বা বিকার নাই, উৎপত্তি বা বিলয় নাই। "অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।" "ইত্থং নিরুক্ষ্যমানং যচ্ছব্দতত্ত্বং নিরঞ্জনম্। ব্রহ্মৈবেত্যক্ষরং প্রাহুস্তস্মৈ পূর্ণাত্মনে নমঃ" ॥ "ব্রহ্ম-তত্ত্বমেব শব্দস্বরূপতয়া ভাতি।" তখন শব্দের বা নাদের "পরা" অবস্থা বা স্বরূপপ্রকাশ। তখন শব্দ, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তখন ওঁঙ্কারের কোন মাত্রা—বিভাগ নাই, পাদ—বিভাগ নাই; এই ওঁঙ্কারে সকল দ্বৈতের উপশম; ওঁঙ্কার তখন শান্ত অদ্বৈত শিবস্বরূপ। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় বলিয়াছেন—"অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।" নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এই প্রণবস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

জাগতিক বা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্‌কালে—ব্রহ্মের বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হওয়ার পূর্ব্বাবস্থায়—ব্রহ্ম আপনাকে শক্তিমান্‌রূপে দর্শন করেন। তখন শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ কল্পিত হয়, এবং শক্তি মধ্যে সিসৃক্ষা বা বহুরূপে আপনাকে পরিণত করিবার ইচ্ছা জাগ্রৎ হয়। ব্রহ্ম এই সিসৃক্ষার দ্রষ্টাস্বরূপে বিরাজ করেন। প্রণব বা শব্দব্রহ্ম তখন শক্তির সহিত অভিন্নভাবে স্পন্দিত হয়; স্বীয়া অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির প্রতি ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ'ই প্রণবের "পশ্যন্তী"—অবস্থা। এই ঈক্ষণই সৃষ্টির মূলহেতু। তখন জ্ঞানশক্তিরূপে শব্দ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই জ্ঞানশক্তিরূপে প্রণবের সাক্ষাৎকার হইলে সাধকের সমস্ত সত্তা জ্ঞানময় বলিয়া অনুভূত হয় এবং সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় বলিয়া উপলব্ধিগোচর হয়। ঈক্ষণের পরে সিসৃক্ষার উদয় হয়। "একোঽহং বহুস্যাম্" (শ্রুতি)—এই প্রকার ইচ্ছার সমুদ্ভব হয়। জ্ঞানময় প্রণবই তখন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প বা সৃষ্টীচ্ছারূপে স্পন্দিত হয়। এই ইচ্ছারূপী প্রণব হইতেই কালপ্রবাহ উদ্ভূত হয়, সৃষ্টি-পরিণাম প্রবাহিত হয়। সুতরাং প্রণবের এই সৃষ্টীচ্ছারূপে অভিব্যক্তি

ইহার কলা অবস্থা (কলয়তি ইতি কলা) এই জ্ঞানঘন সঙ্কল্প আরও ঘনীভূত হইলে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বীজরূপে—একাকার ভাবরূপে—তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। তখন জ্ঞান-সংকল্প এবং জ্ঞান-সংকল্পের বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও, সমস্ত ভাবী বিষয় জগৎ অবিভক্ত অবস্থায় জ্ঞান সংকল্পের সম্মুখে বীজাকারে বিদ্যমান। বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতাহেতু তখন জ্ঞান সংকল্পেরও বৃত্তিবৈচিত্র্যের অভাব। প্রণব তখন অবিভক্ত বিষয়জগদুপহিত অখণ্ড সংকল্প বৃত্তিরূপে প্রকাশমান। ইহাই প্রণবের বিন্দু অবস্থা। অনন্তবিস্তার বিশ্বপ্রপঞ্চ তখন এক সংকল্পাত্মক বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত। প্রণবের এই তত্ত্ব অনুভূত হইলে সমস্ত বিশ্ব সংকল্পময় ও একীভূত বলিয়া উপলব্ধি গোচর হয়। বিশ্বপ্রপঞ্চের বহুত্ব তখন একত্বে এক বিন্দুতে পর্য্যবসিত দেখা যায়। বিন্দুর মধ্যেই বিশ্বসংসার বিরাজিত এবং বিন্দু হইতেই বিশ্ব-সংসারের বিস্তৃতি।

বিশ্বরূপে আত্মবিস্তারকালে বিন্দু-প্রণবের প্রথম অভিব্যক্তি নাদরূপে। এই অনাহত নাদপ্রণব বিশ্বজগতের প্রথম ব্যক্তরূপ। এই নাদই তরঙ্গায়িত হইয়া বিচিত্র শব্দ ও বিচিত্র অর্থরূপে প্রকটিত হয়। যাবতীয় খণ্ডশব্দ এই অখণ্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন, যাবতীয় খণ্ড শব্দ এই অখণ্ড শব্দের বুকেই একসূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রবহমান, এই অখণ্ড শব্দই যাবতীয় খণ্ড শব্দের সমষ্টিস্বরূপ এবং সমস্ত খণ্ড শব্দ বিলীন হইলে এই অখণ্ড শব্দই অবশিষ্ট থাকে। প্রণবের এই অনাহত নাদ-রূপই নাদ-যোগের অনুশীলন দ্বারা স্বহৃদয়ে ও বিশ্বহৃদয়ে শ্রুতিগোচর হয়। প্রণবের বিন্দু, কলা ও শক্তিরূপ শ্রুতির অতীত, তখন শ্রুতি ও শ্রাব্যের ভেদ নাই। নাদ দিব্য শ্রুতিগোচর ; এই অবস্থায় শ্রুতি ও শ্রাব্যের কথঞ্চিৎ ভেদ হয়। নাদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে সমস্ত বিশ্বজগৎ এক অনাদি অনন্ত অনাহত নাদ-স্বরূপ অনুভূত হয়। সাধকের চিত্ত বৃত্ত্যন্তর রহিত হইয়া এই নাদের মধ্যে ডুবিয়া যায়। এই নাদ-ব্রহ্মে চিত্তলয় হইলে পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা

লাভ হয়। এই নাদ-ব্রহ্ম সংহারমুখীন হইলে পরমকারণ জ্ঞানস্বরূপে লইয়া যায় এবং এই নাদই সৃষ্টিমুখীন হইয়া আরো স্থূলতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রণবের মাত্রা ভেদ প্রকটিত হয়, ব্রহ্ম বহুধা প্রবিভক্ত বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হয়। নাদ তখন চতুষ্পাৎ হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। প্রণবের তদনুসারিণী চারিমাত্রা প্রকাশ পায়, অ, উ, ম ও অর্দ্ধমাত্রা। স্থূলের দিক হইতে বিচার করিয়া মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলিয়াছেন—"জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমমাত্রা", "স্বপ্নস্থান তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা", "সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার স্তৃতীয়া মাত্রা", "অমাত্র চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঁকার আত্মৈব"। মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে অর্দ্ধমাত্রা উক্ত হয় নাই ; ত্রিমাত্রার পরেই অমাত্র। (মাত্রা বিভাগ রহিত) প্রপঞ্চোপশম অদ্বৈত শিবস্বরূপ আত্মাকেই প্রণবের তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা বলা হইয়াছে। আমাদের ব্যখ্যায়মান শ্রুতিতে অর্দ্ধমাত্রা উক্ত হইয়াছে এবং এই অর্দ্ধমাত্রা প্রপঞ্চেরই অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ মাত্রা। সৃষ্টি প্রকরণ অনুসারে নাদ হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে সুষুপ্তস্থান মকার এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ উকার ও অকারের অভিব্যক্তি। এইরূপ পূর্ণাভিব্যক্তি হইলেই উচ্চারণ যোগ্যতা হয়। সংহার বা লয় প্রকরণ অনুসারে জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক্ অকারের স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ সূক্ষ্মভুক্ উকারে লয়, উকারের সুষুপ্তস্থান আনন্দভুক্ প্রজ্ঞানঘন মকারে লয় এবং মকারের তুরীয় স্থান অর্দ্ধমাত্রায় লয়। এইরূপে অর্দ্ধমাত্রা নাদে, নাদ বিন্দুতে এবং বিন্দু কলায় ও কলা শক্তিতে বিলীন হয় এবং শক্তি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন স্বরূপে বিরাজিত হয়।

এইপ্রকার বিভাগ দ্বারা প্রণবেরই সৃষ্টিধারা ও সংহারধারা নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণবই সব, প্রণবই বিশ্বের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, প্রণবের ধারা অবলম্বনেই ব্রহ্মের জীবজগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ এবং প্রণবের ধারা অবলম্বনেই জীব জগতের ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়। সুতরাং

প্রণবের ধারা আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা অবিদ্যার আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আপনার ও বিশ্বজগতের ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। ধারণা ও সাধনার সৌকর্য্যার্থে প্রণবের এই মাত্রাবিভাগ বা ইহার অভিব্যক্তির স্তরবিভাগ বেশী বা কম করা যাইতে পারে। শ্রুতি তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে তাৎপর্য্যের কোন পার্থক্য হয় না। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ সকল বর্ণনার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—"ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বম্ ওঁঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঁঙ্কার এব, সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ॥ ১ ॥

অন্তঃপ্রণবাদীনাং স্বরূপকথনম্।

ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিত্যেকাক্ষরমন্তঃপ্রণবং বিদ্ধি। সা চাষ্টধা ভিদ্যতে। অকারোকারো মকার অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দুকলা-শক্তিশ্চেতি। তত্র চত্বারঃ, অকারশ্চাযুতাবয়বান্বিত উকারঃ সহস্রাবয়বান্বিতো মকারঃ শতাবয়বোপেতোঽর্দ্ধমাত্রাপ্রণবোঽনন্তাবয়-বাকারঃ। সগুণো বিরাট্প্রণবঃ সংহারো নির্গুণপ্রণব উভয়াত্মকোৎ-পত্তি প্রণবঃ। যথা প্লুতো বিরাট্প্লুতপ্লুতঃ সংহারঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—"ওম্" এই একাক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মন্ত্রই অন্তঃপ্রণব। ইহা আটপ্রকার। যথা—অকার, উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা ও শক্তি। তন্মধ্যে অকার অযুতাবয়ব-যুক্ত, উকার সহস্রাবয়বযুক্ত, মকার শতাবয়বযুক্ত ও অর্দ্ধমাত্রা অনন্ত অবয়বযুক্ত। বিরাট্প্রণব সগুণ, সংহারপ্রণব নির্গুণ ও উৎপত্তিপ্রণব উভয়াত্মক। বিরাট্প্রণব প্লুতস্বরবিশিষ্ট, সংহার-প্রণব প্লুতপ্লুত স্বরবিশিষ্ট ॥ ২ ॥

বিরাট্প্রণবস্য ষোড়শমাত্রাত্মকত্বম্।

বিরাট্প্রণবঃ ষোড়শমাত্রাত্মকঃ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বাতীতঃ। ষোড়শ-মাত্রাত্মকত্বং কথমিত্যুচ্যতে। অকারঃ প্রথমঃ, হ্যুকারো দ্বিতীয়ঃ, মকারস্তৃতীয়ঃ, অর্দ্ধমাত্রঃ চতুর্থঃ, বিন্দুঃ পঞ্চমী, নাদঃ ষষ্ঠী, কলা সপ্তমী, কলাতীতাষ্টমী, শান্তির্নবমী, শান্ত্যতীতা দশমী, উন্মন্যেকাদশী মনোন্মনী দ্বাদশী, পুরী ত্রয়োদশী, মধ্যমা চতুর্দ্দশী, পশ্যন্তী পঞ্চদশী, পরা ষোড়শী, পুনশ্চতুঃষষ্টিমাত্রঃ প্রকৃতিপুরুষদ্বৈবিধ্যমাসাদ্যাষ্টা-বিংশত্যুত্তরশতভেদমাত্রাস্বরূপমাসাদ্য সগুণনির্গুণত্বমুপৈত্যে-কোঽপি ব্রহ্মপ্রণবঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বিরাট্প্রণব ষোড়শমাত্রাত্মক এবং ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্বাতীত। ষোড়শমাত্রা কি প্রকার তাহা বলা হইতেছে। অকার প্রথম মাত্রা, উকার দ্বিতীয় মাত্রা, মকার তৃতীয় মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থ মাত্রা, বিন্দু পঞ্চম মাত্রা, নাদ ষষ্ঠ মাত্রা, কলা সপ্তম মাত্রা, কলাতীত অষ্টম মাত্রা, শান্তি নবম মাত্রা, শান্ত্যতীতা দশম মাত্রা, উন্মনী একাদশ মাত্রা, মনোন্মনী দ্বাদশ মাত্রা, পুরী ত্রয়োদশ মাত্রা, মধ্যমা চতুর্দ্দশ মাত্রা, পশ্যন্তী পঞ্চদশ মাত্রা, পরা ষোড়শ মাত্রা। ব্রহ্মপ্রণব এক হইলেও উহার চতুঃষষ্টি প্রকার ভেদ কল্পিত হয় এবং এই ব্রহ্মপ্রণব পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া একশত অষ্টাবিংশতি প্রকার ভেদযুক্ত হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রণব সগুণ ও নির্গুণ উভয় প্রকারই হইতে পারে ॥ ৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বরাহোপনিষদে ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্ব এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ ভূত, পঞ্চ পঞ্চীকৃত মহাভূত, চতুরন্তঃকরণ, মহৎ ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ॥৩॥

পরব্রহ্মানুসন্ধানম্
(পরব্রহ্মের অনুসন্ধান)

সর্ব্বাধারঃ পরং জ্যোতিরেষ সর্ব্বেশ্বরো বিভুঃ।
সর্ব্বদেবময়ঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চাধারগর্ভিতঃ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বাক্ষরময়ঃ কালঃ সর্ব্বাগমময়ঃ শিবঃ।
সর্ব্বশ্রুত্যুত্তমো মৃগ্যঃ সকলোপনিষন্ময়ঃ ॥ ৫ ॥

ভূতভব্যভবিষ্যদ্ যত্ত্রিলোকাদিতমব্যয়ম্।
তদপ্যোঙ্কারমেবার্য্য বিদ্ধি মোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাত্মানমিত্যেতদ্ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতম্।
তদেকমজরমমৃতমনুভূয় তথোমিতি ॥ ৭ ॥

সশরীরং সমারোপ্য তন্ময়ত্বং তথোমিতি।
ত্রিশরীরং সমাত্মানং পরংব্রহ্ম বিনিশ্চিনু ॥ ৮ ॥

পরংব্রহ্মানুসন্দধ্যাদ্বিশ্বাদীনাং ক্রমঃ ক্রমাৎ।

অনুবাদ—এই প্রপঞ্চে যাহা কিছু আছে ব্রহ্মই তৎ সমুদয়ের আধার; এই ব্রহ্মই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনিই সকলের ঈশ্বর এবং বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। ইনি সর্ব্ব দেবময় এবং সর্ব্ব জগতের আধারভূত মূল প্রকৃতিকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করেন॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই পরব্রহ্মই সমস্ত অবিনশ্বর বস্তু স্বরূপ, কাল স্বরূপ এবং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র স্বরূপ। ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল স্বরূপ এবং সমস্ত শ্রুতি হইতে উত্তম। ইনিই সকল উপনিষদের রহস্য এবং অনুসন্ধেয় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু আছে ইনি তৎসমুদয়স্বরূপ। ইনি ত্রিলোকের আদি, ইনি অব্যয়, ইনি মোক্ষ প্রদায়ক। হে আর্য্য! এই পরমব্রহ্মকেই "ওম্" বলিয়া অবধারণ কর ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই পরমব্রহ্মই আত্মা: এই আত্মাই ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। পরমব্রহ্মবাচক এই "ওম্" এক, অজর ও অমর এইরূপ অনুভব করিয়া এই শরীরে তন্ময়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মময়ত্ব আরোপণ করিবে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ শরীর এবং এই ত্রিবিধ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা—উভয়কেই পরমব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ কর ॥ ৭।৮ ॥

বিশ্বাদি অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুর্য্য এইরূপ ক্রমানুসারে পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিশ্বাদীনাং চাতুর্ব্বিধ্যম্
(বিশ্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ)

*স্থূলত্বাৎ স্থূলভুক্ত্বাচ্চ সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মভুক্ পরম্ ॥ ৯ ॥
ঐক্যত্বানন্দভোগাচ্চ সোঽয়মাত্মা চতুর্ব্বিধঃ।
চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানস্থূলপ্রজ্ঞো হি বিশ্বভুক্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পরমব্রহ্মই স্থূল বলিয়া স্থূলভূক, এবং সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্মভূক্। তিনি আনন্দ ভোগ করেন বলিয়া আনন্দভুক এবং এক বলিয়া ঐক্যভুক্। এইরূপে এক আত্মাই চতুর্ব্বিধ বলিয়া পরিগণিত হন। এই এক একটী ভেদই এক একটী পাদ

---

* ঐক্যত্বাদিতি প্রয়োগস্ত অসাধুতয়া আর্ষপ্রয়োগ ইত্যনুনীয়তে।

নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম পাদ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, এই পাদের নাম বিশ্বভূক্। ইহা স্থূলপ্রজ্ঞ জাগরিত স্থান ॥ ৯।১০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞাদিক্রমে পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবে। তিনি স্বয়ং বিশ্বরূপে স্থূল বলিয়া স্থূলভুক্ এবং তিনিই আবার তৈজস রূপে সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্মভুক্ এবং একত্ব ও আনন্দ ভোক্তৃস্বরূপে এই আত্মাই চতুর্ব্বিধরূপে প্রতীত হন। যিনি বিশ্বভুক্ বা যাঁহার কুক্ষিতে এই জগত্রয় বর্ত্তমান তিনি চতুষ্পাৎ জাগরিতস্থান স্থূলপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন ॥ ৯।১০ ॥

একোনবিংশতিমুখঃ সাষ্টাঙ্গঃ সর্ব্বগঃ প্রভুঃ।
স্থূলভূক্ চতুরাত্মাথ বিশ্বো বৈশ্বানরঃ পুমান্ ॥ ১১ ॥
বিশ্বজিৎ প্রথমঃ পাদঃ স্বপ্নস্থানগতঃ প্রভুঃ।
সূক্ষ্মপ্রজ্ঞঃ স্বতোঽষ্টাঙ্গ একো নান্যঃ পরন্তপ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই বিশ্বভুক্ আত্মার ১৯টী মুখ এবং আটটী অঙ্গ। ইনি সর্ব্বগামী প্রভু। ইনি স্থূলভুক্ চতুরাত্মা। ইনিই বিশ্ব, বৈশ্বানর এবং বিশ্বজিৎ। ইহাই প্রথম পাদ। হে জিতেন্দ্রিয়, এই প্রভু আত্মাই স্বপ্নস্থানগত সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ নামে কথিত হন। এই আত্মা এক এবং স্বতঃই অষ্টাঙ্গ, ইহার আর কোনও অঙ্গ নাই ॥ ১১।১২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ, যদ্ বা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, স এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ (শাঙ্করভাষ্য)। যিনি যাবতীয় মনুষ্যগণের বা জীবগণের অশেষ প্রকারে সুখাদি সম্পাদন করেন, তিনিই বিশ্বানর বা বৈশ্বানর; অথবা যিনি সর্ব্বনরস্বরূপ, যাবতীয় নররূপে বা জীবরূপে যিনি আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া সর্ব্বাত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বিশ্বানর বা

বৈশ্বানর। সকল পিণ্ডাত্মা বা দেহাত্মা হইতে তিনি অভিন্ন বলিয়াই বৈশ্বানর। এই স্থূল বিশ্বরূপে তিনিই বিরাজমান, এই বিশ্ব তাঁহারই ব্রহ্ম-প্রণবের স্থূলরূপ। "একাংশেন স্থিতো জগৎ," "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি," "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্" (ঋগ্বেদীয়)॥ "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ" ইত্যাদি।

এই বিশ্ব পুরুষের আটটী অঙ্গ ও উনিশটী মুখ উক্ত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুত্যন্তর উদ্ধৃত করিয়া সপ্ত অঙ্গের নির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন,— "তস্য হ এতস্য বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনা-শেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেন আহবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য, স সপ্তাঙ্গঃ। সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধাই সুতেজা (দ্যুলোক), চক্ষুই বিশ্বরূপ (সূর্য্য), প্রাণই পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা (বায়ু), মধ্যদেহই বহুল (আকাশ), বস্তিই (নাভির অধোদেশ) রয়ি (ভোগ্য পদার্থ সমূহ), পাদদ্বয়ই পৃথিবী এবং মুখই আহবনীয় অগ্নি। তৎসঙ্গে দিকসমূহ তাঁহার শ্রোত্ররূপে কল্পনা করিলে অষ্টাঙ্গ হয়।

উনিশটী মুখের ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ দিয়াছেন—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয় পঞ্চ, মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি"। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং চতুরন্তঃকরণ, ইহারা উপলব্ধিদ্বার বলিয়া মুখ নামে অভিহিত। সমগ্র বিশ্বজগতে বিশ্বপুরুষের সমষ্টি মনপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার চলিতেছে। ব্যষ্টিজীবের মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় সেই সমষ্টিরই খণ্ডীভূত প্রকাশ। বস্তুতঃ আমরা সেই বিরাট্ পুরুষের দর্শন শক্তি দ্বারাই দেখি, তাঁহারই শ্রবণ শক্তি দ্বারা শুনি, তাঁহারই শক্তিতে সর্ব্ববিধ ব্যাপার সম্পাদন করি॥ ১১।১২॥

সূক্ষ্মভুক্ চতুরাত্মাথ তৈজসো ভূতরাডয়ম্।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলোঽন্তর্দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে॥ ১৩॥

কামং কাময়তে যাবদ্ যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন।
স্বপ্নং পশ্যতি নৈবাত্র তৎ সুষুপ্তমপি স্ফুটম্ ॥ ১৪ ॥

একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনবান্ সুখী।
নিত্যানন্দময়োপ্যাত্মা সর্ব্বজীবান্তরস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

তথাপ্যানন্দভূক্ চেতোমুখঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
চতুরাত্মেশ্বরপ্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদসংজ্ঞিতঃ।

এষ সর্ব্বেশ্বরশ্চৈষ সর্ব্বজ্ঞঃ সূক্ষ্মভাবনঃ।
এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ইনি সূক্ষ্মভুক্, চতুরাত্মা, তৈজস, ভূতরাট্ এবং হিরণ্যগর্ভ। ইহাই দ্বিতীয় পাদ ॥ ১৩ ॥ যে সময় জীব সুপ্ত হইয়া কিছুই কামনা করে না এবং কোন স্বপ্নও দেখে না, এইরূপ নিদ্রাবস্থাই সুষুপ্তি ॥১৪॥ প্রজ্ঞানঘন এবং সর্ব্বজীবের অন্তরেস্থিত আত্মা নিত্যানন্দময় হইয়াও এই সুষুপ্ত্যবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন ॥ ১৫ ॥ এই সুষুপ্তিস্থানগত আত্মাই আনন্দভুক্, চেতোমুখ, সর্ব্বব্যাপী, অব্যয়, চতুরাত্মা, ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ। ইহাই তৃতীয় পাদ ॥ ১৬ ॥ এই আত্মাই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ সূক্ষ্মভাবন এবং অন্তর্য্যামী। ইনিই সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। ইহাই তৃতীয় পাদ ॥ ১৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—ব্রহ্মপ্রণবের তৃতীয় পাদ ম-কার, কারণ ব্রহ্ম প্রাজ্ঞ ঈশ্বর। অকার ও উকার মকারে বিলীন হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণে বিলীন হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সুষুপ্তিতে বিলীন হয়। সুষুপ্তি অবস্থাই কারণ

৪০

ব্রহ্মের স্থান। কারণ ব্রহ্মে স্থূল ও সূক্ষ্মের ন্যায়—জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ন্যায়—বহুত্বের অভিমান নাই, অবয়ববৈচিত্র্য ও উপলব্ধিবৈচিত্র্য নাই। সব একত্বে পর্য্যবসিত। প্রাজ্ঞ চেতনার বাসনাবৈচিত্র্যেরও অভিব্যক্তি নাই। তখন অখণ্ড চেতনাই উপলব্ধিদ্বার, আনন্দই ভোগ্য। এই সর্ব্বানন্দময় প্রাজ্ঞ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদিতে হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানরের কারণ, ব্যক্তাবস্থায় হিরণ্য-গর্ভ ও বৈশ্বানরের অন্তর্য্যামী, লয়াবস্থায় হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানরের লয়স্থান। তাহার মধ্যে সব বহুত্ব একীভূত এবং তিনি সব বহুত্বের মধ্যে অনুস্যূত। প্রণবের এই তৃতীয় পাদ আশ্রয় করিলে, দেহাভিমান ও অন্তঃকরণাভিমান বিনষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বের এক আনন্দঘন স্বরূপ প্রকাশ পায়, চিত্ত আনন্দে বিলীন হয়। এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বকারণ সগুণ ব্রহ্মই পরমতত্ত্বরূপে অনুভব গোচর হয়। নিজেকেও সেই কারণ ব্রহ্মেরই একটী ব্যষ্টি প্রকাশরূপে উপলব্ধি হয়॥ ১৪—১৭॥

ভূতানাং ত্রয়মপ্যেতৎ সর্ব্বোপরমবাধকম্।
তৎ সুষুপ্তং হি তৎ স্বপ্নং মায়ামাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৮॥

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রাণী-দিগের মুক্তিলাভের বাধক। এই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মায়ামাত্র। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত, এই ব্রহ্মাই ত্রিভুবন। এই ব্রহ্মাই সর্ব্বোপক্রম বাধক, এই ব্রহ্মাই পরমতত্ত্ব, কিন্তু এ সমস্ত জাগ্রদাদি ব্যাপারই মায়া মাত্র বলিয়া কথিত হয়॥ ১৮॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থাই তুরীয় অবস্থার আবরণ। এই তিনটীর কোন অবস্থাতেই সর্ব্বোপরতি হয় না, আত্মা বা ব্রহ্মের চরম স্বরূপ প্রকাশমান হয় না। প্রণবের এই তিনটী পাদ অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থপাদ হইতে ক্রমশঃ সর্ব্বভেদাতীত, অন্তর্বহির্ভেদ-শূন্য ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতি আরম্ভ হয়॥ ১৮॥

তুর্য্যাবস্থায়াঃ চাতুর্ব্বিধ্যম্।

(তুর্য্যাবস্থার চারিপ্রকার ভেদ)

চতুর্থশ্চতুরাত্মাপি সচ্চিদেকরসো হ্যয়ম্।
তুরীয়াবসিতত্বাচ্চ একৈকত্বানুসারতঃ ॥ ১৯ ॥

*ওতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাতৃ বিকল্পজ্ঞানসাধনম্।
বিকল্পত্রয়মত্রাপি সুষুপ্তং স্বপ্নমান্তরম্।
মায়ামাত্রং বিদিত্বৈবং সচ্চিদেকরসো হ্যথ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—চতুর্থপাদ চতুরাত্মা সচ্চিৎস্বরূপ, একরস, এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত। ইনি ওতৃ, অনুজ্ঞাতৃ, এবং অনুজ্ঞাতৃবিকল্প এই জ্ঞানত্রয়ের হেতু। ইহাতে ত্রিবিধ বিকল্প থাকিলেও এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয় থাকিলেও সে সমস্তই মায়া মাত্র, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া স্বয়ং সচ্চিৎস্বরূপ এবং একরস হইয়া যান ॥ ১৯।২০ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—চতুরাত্মা অর্থ চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের আত্মা অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণীর অন্তরাত্মা পরমেশ্বর। একরস অর্থ একমাত্র সারভূত পদার্থ। উহা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ত্রিবিধ বিকল্প এবং ত্রিবিধ অবস্থা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ জ্ঞান উদয় হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই সাধক স্বয়ং একরস হইয়া যান অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন ॥ ১৯।২০ ॥

---

* জ্ঞাতানুজ্ঞাত্র ইতি নির্ণয়সাগর মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তরঃ।

তুর্য্যতুরীয়ো ব্রহ্মপ্রণবঃ
(তুরীয়াতীত ব্রহ্মপ্রণব)

বিভক্তো হ্যয়মাদেশো ন স্থূলপ্রজ্ঞমন্বহম্।
ন সূক্ষ্মপ্রজ্ঞমত্যন্তং ন প্রজ্ঞং ন ক্বচিন্মুনে ॥ ২১ ॥

নৈবাপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞমান্তরম্।
নাপ্রজ্ঞমপি ন প্রজ্ঞাঘনং চাদৃষ্টমেব চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে মুনে নারদ! এই পরব্রহ্ম এক, কিন্তু আদেশ নানা ভাবে বিভক্ত। বস্তুতঃ তিনি স্থূলপ্রজ্ঞও নহেন, সূক্ষ্মপ্রজ্ঞও নহেন এবং প্রজ্ঞও নহেন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ— অপ্রজ্ঞও নহেন, উভয় প্রজ্ঞও নহেন, তুচ্ছ-প্রজ্ঞও নহেন এবং জ্ঞানঘনও নহেন। তিনি অদৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞেয়-স্বরূপ ॥ ২২ ॥

তদলক্ষণমগ্রাহ্যং যদব্যবহার্য্যমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স ব্রহ্মপ্রণবঃ স বিজ্ঞেয়ো নাপরস্তুরীয়ঃ সর্ব্বত্র ভানুবন্মুমুক্ষূণামাধারঃ স্বয়ংজ্যোতির্ব্রহ্মাকাশঃ সর্ব্বদা বিরাজতে পরব্রহ্মত্বাৎ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্ম অলক্ষণ অর্থাৎ কোন লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইবার বস্তু নহেন, অগ্রাহ্য অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ যোগ্য নহেন, অব্যবহার্য্য অর্থাৎ কোন প্রকারেই ব্যবহারের যোগ্য নহেন, অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত, অব্যপদেশ্য অর্থাৎ কোনরূপে নির্দ্দেশের বস্তু নহেন, একাত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ একমাত্র আত্ম-

স্বরূপানুভূতি দ্বারা অনুভবের যোগ্য, প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ শান্ত, শিব, অদ্বৈত ও চতুর্থ বা তুরীয় সেই ব্রহ্মপ্রণব, এবং তাঁহাকেই জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন অপর কোন তুরীয় নাই। সেই ব্রহ্ম ভানুর ন্যায় মুমুক্ষুদিগের আধার, এবং স্বয়ংজ্যোতিঃ। পরব্রহ্মই একমাত্র বস্তু বলিয়া এই ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বদা স্বতঃ বিরাজমান ॥ ২৩ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা, নাদ মাত্রা, বিন্দুমাত্রা, কলা মাত্রা ও শক্তি মাত্রা এ সবই গভীরতর অনুভূতির ব্যাপার। চরম অনুভূতিতে অমাত্র নিরুপাধিক প্রণব স্বরূপের বা ব্রহ্মস্বরূপের বা আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। তখন সকল প্রপঞ্চের ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক উপশম হয়। তখন কেবল "শিবং শান্তমদ্বৈতম্"।

অতএব প্রণব আশ্রয় করিয়াই চরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ও মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। ইহাই উপনিষৎ ॥ ২৩ ॥

অষ্টমোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

নবমোপদেশঃ

ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনম্।

অথ ব্রহ্মস্বরূপং কথমিতি নারদঃ পপ্রচ্ছ। তং হোবাচ পিতামহঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমিতি। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি যে বিদুস্তে পশবো ন স্বভাবপশবস্তমেবং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মস্বরূপবর্ণন।

অনুবাদ—অনন্তর নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার তাহা বলিলেন। ব্রহ্ম অন্য এবং আমি অন্য যাহারা এইরূপ জানে তাহারা পশু; তাহারা যে প্রকৃতই পশু, তাহা নহে। কিন্তু পশুর ন্যায় তাহাদের প্রবৃত্তি বলিয়া তাহারা পশুপদবাচ্য। যে বিদ্বান্ স্ব-স্বরূপকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া অপরোক্ষানুভূতিদ্বারা জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হন অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষলাভ হয়; ইহা ভিন্ন অর্থাৎ উক্তরূপে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত মুক্তিলাভের আর অন্য পথ নাই ॥ ১ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মা হ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পৃথিব্যাদি-পঞ্চভূত এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা—ইহারা জগতের কারণ কি

না, ইহা চিন্তনীয় অর্থাৎ ইহারা জগতের কারণ নহে। ইহাদের পারস্পরিক সংযোগও জগতের কারণ নহে। যেহেতু ; ইহাদিগের কার্য্যে চেতন আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত। সুখ এবং দুঃখের হেতুভূত কর্ম্মের অধীন জীবাত্মাও এই জগতের কারণ নহে ॥ ২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—সমস্ত ভূত পদার্থের পরিণাম বা বিকার যাহা দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাকে কাল বলে। প্রত্যেক পদার্থের নির্দ্দিষ্ট শক্তির নাম স্বভাব। পুণ্যাত্মক এবং পাপাত্মক কর্ম্মের নাম নিয়তি। আকস্মিক কোনও কিছু সংঘটনের নাম যদৃচ্ছা। মূলস্থ যোনিপদের ব্যাখ্যা কাহারও মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি। কাল ও স্বভাব প্রভৃতি প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ ; উহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। ব্যবহার ক্ষেত্রেও দেখা যায়—দেশ কাল প্রভৃতি সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, অসংহতভাবে নহে। কাল ও স্বভাব প্রভৃতি সম্মিলিত ভাবেও জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ *আত্মার উপকারের জন্যই জড়বস্তু সকল মিলিত হইয়া থাকে। জীবাত্মা স্বয়ংও এই জগতের কারণ নহে। যেহেতু সুখ ও দুঃখের কারণ স্বরূপ পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অধীন জীবাত্মা। কর্ম্মপরবশ বলিয়াই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাহার সামর্থ্য নাই। জীবাত্মা যদি কারণ হইত, তাহা হইলে আপনার অনুকূল করিয়াই

---

* জগতে যাহা কিছু সংহত—পরস্পরের সংযোগ সমন্বিত, সে সমস্তই পরার্থ—পরের উপকার বা অপকার সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। গৃহ প্রভৃতি বস্তুগুলি সংহত—কতকগুলি অবয়বের সম্মিলনে সম্ভূত ; অথচ সে সমস্তই চেতন মনুষ্যাদির উপকারে পরিসমাপ্ত, নিজের কোন প্রকার উপকারের অপেক্ষা রাখে না। এইরূপ কাল প্রভৃতির সংযোগজ সংঘাতও নিশ্চয়ই পরার্থ হইবে। সেই পরবস্তুটি অসংহত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অনবস্থাদোষ ঘটে। সেই অসংহত বস্তুই আত্মা। আত্মার উপকারার্থ ই জড়ের সংঘাত হইয়া থাকে। এই কারণে পরাধীন সংহতিকে মূল কারণ বলা অসঙ্গত হয়। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত।)

জগৎ সৃষ্টি করিত অর্থাৎ সুখপ্রদ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিত, দুঃখপ্রদ করিয়া নহে ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মের স্বকীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী মায়াশক্তিরূপা প্রকৃতি দ্বারা আবৃতা মহিমময়ী ব্রহ্মশক্তিকেই জগৎকারণরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন; ঐ শক্তিই একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই কালাদিরূপে প্রকটিত করে, কাল প্রভৃতির একমাত্র কারণ ঐ ব্রহ্মশক্তি; ব্রহ্মই ঐ শক্তির অধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্মই পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎকারণ ॥ ৩ ॥

তমেকস্মিন্† ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে একটী চক্ররূপে অবলোকন করিয়াছেন; যেন ঐ চক্র সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী মায়াপ্রকৃতিরূপ একটী নেমিদ্বারা বদ্ধ, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চভূত এই ষোড়শবিকাররূপ ষোলটী বিভাগ ঐ নেমিতে আছে; পাঁচটী বিপর্য্যয়, ২৮টী অশক্তি, ৯টী তুষ্টি, ও আটটী সিদ্ধি; এই পঞ্চাশটী অর যেন ঐ চক্রে সংলগ্ন, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়

---

† এই উপনিষদের ২য় মন্ত্র হইতে ১২শ মন্ত্র পর্য্যন্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তুল্য, কিন্তু স্থানে স্থানে পাঠের ব্যতিক্রম আছে। তবে অধিকাংশই একরূপ। ইহা টীকাকার ব্রহ্মযোগীও স্বীকার করিয়াছেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন।

"তমেকনেমিং" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পাঠ।

এবং উক্ত দশটী ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন ঐ সকল অরে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতার, ভূম্যাদি আটটী প্রকৃতি. ত্বগাদি আটটী ধাতু, ধর্ম্মাদি আটটী ভাব. অণিমাদি আটটী ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মাদি আটটী দেব, দয়াদি আটটী গুণ; এই ছয় অষ্টক এবং নানাবিধ কাম ঐ চক্রের বন্ধনরজ্জু স্বরূপ; ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান এই তিনটী চক্রের মার্গ (গতিপথ স্বরূপ); সুখ ও দুঃখ এই দুইটীকে নিমিত্ত করিয়া ঐ চক্র যেন মোহবশে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—তাঁহারা ধ্যানযোগে যে কয়েকটী দর্শন করিয়াছিলেন তাহা স্বরূপতঃ এক হইলেও মায়া দ্বারা অনেকরূপে প্রকটিত হয়। এইজন্য তাহার নির্দ্দেশ এই শ্লোকে সংসারচক্ররূপে করিতেছেন, এবং কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মারই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এখানে 'একস্মিন্' কথায় জগতের মূল-কারণ অব্যক্তাবস্থা অভিহিত হইয়াছে। অব্যক্তাবস্থা, অব্যাকৃতাবস্থা ও জীবাবস্থা একই পর্য্যায়বাচক শব্দ। এই অব্যক্তাবস্থা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তাবস্থা—সমষ্টিভূত বিরাট ও সূত্রাত্মা এই দুইটি। ইহারই ব্যষ্টিভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন; প্রপঞ্চরূপে বিদ্যমান এই সমস্ত যে পরমাত্মার অন্ত অর্থাৎ অবসান, তিনিই ষোড়শান্ত। দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—সুখ ও দুঃখ এই দুইয়ের নিমিত্ত যাহার মোহ, তিনি দ্বিনিমিত্তৈকমোহ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জাতি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে যে আত্মাভিমান (আত্মভ্রম), তাহাই মোহ। চক্রের পরিধিকে নেমি বলে; যেমন চক্রের প্রান্তভাগ নেমিদ্বারা আবৃত সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় মহিমময়ী মায়াশক্তিরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বারা আবৃত। চক্রের পরিধিতে যেমন কয়েকটী বিভাগ থাকে সেইরূপ ব্রহ্মচক্রের পরিধিতে ষোলটী বিভাগ আছে। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ,

পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়, সমুদায়ে এগারটী ইন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত—এই ষোলটীকে বিকার বলে। এই ষোলটী উক্ত নেমির ষোলটী বিভাগ। চক্রের নাভির সহিত যেমন চতুর্দ্দিকে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অর অর্থাৎ আরা সকল সংযুক্ত থাকে সেইরূপ এই ব্রহ্মচক্রে পঞ্চাশটী অর সংলগ্ন আছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটী বিপর্য্যয়, (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচটী নামেও উহারা ব্যবহৃত হয়); বিপর্য্যয় শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তু যাহা বা যদ্রূপ নহে সেই বস্তুকে তাহা বা তদ্রূপ বলিয়া জানা। অবিদ্যাই মূল বিপর্য্যয়, অস্মিতাদি উহারই পর্ব্বস্বরূপ: এইজন্য অবিদ্যাকে পঞ্চপর্ব্বা বলা হয়। অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিকে আমি বলিয়া জানা, অশুচি দেহেন্দ্রিয়াদিকে শুচি বলিয়া জানা, অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদিকে নিত্য বলিয়া জানা, দুঃখকর ভোগ্যবিষয়গুলিকে সুখকর বলিয়া জানার নাম অবিদ্যা। অন্তঃকরণ ও চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া চিচ্ছক্তির আভাস সমন্বিত অন্তঃকরণকেই চিচ্ছক্তি বলিয়া অবধারণ করাকে অস্মিতা বলে। কোনও বিষয় সুখকর বলিয়া বোধ হইলে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে স্পৃহা বিশেষ তাহাক রাগ বলে। জগতে বাস্তবিক কিছুই সুখকর বা দুঃখকর নহে, তথাপি জীব কোনও কোনও ভোগ্য শব্দাদি বিষয়কে সুখ-কর এবং কোনও ভোগ্য শব্দাদি বিষয়কে দুঃখকর বলিয়া বোধ করে। ক্রমশঃ ঐ সকল ভোগ্য বিষয় আহরণ করিয়া ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়; পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে সেই সেই ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে: ইহাই রাগ। দুঃখকর বিষয়ের প্রতিও ঐরূপ একটা বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহার ফলে দুঃখকর বিষয়কে জীব ত্যাগ করিতে বা নষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়; পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে সেই সেই বিষয়ের প্রতি বিরাগ জন্মে; ইহাই দ্বেষ। শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় শব্দাদি এবং তৎসাধন পুত্র, কলত্র, বন্ধু,

স্বজন, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতিতে জীবের প্রবল রাগ দেখা যায়; শরীরাদির অভাবের প্রতি জীবের প্রবল দ্বেষ দেখা যায়; যাহার প্রতি রাগ তাহার নাশাশঙ্কায় বা নাশে জীব অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং যাহার প্রতি দ্বেষ তাহার উপস্থিতিতে বা উপস্থিতির আশঙ্কায় জীব অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে; এই ব্যাকুলতাই অভিনিবেশ। একাদশ ইন্দ্রিয়বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধিবধ এই আটাশটীকে অশক্তি বলে। বধিরতা শ্রবণেন্দ্রিয়-বধ, কুষ্ঠিতা ত্বগিন্দ্রিয়-বধ, অন্ধতা দর্শনেন্দ্রিয়বধ, রসনার রসজ্ঞানহীনতা রসনেন্দ্রিয়বধ; নাসিকার ঘ্রাণশক্তিনাশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বধ, মূকতা বাগিন্দ্রিয়বধ, পাণীন্দ্রিয়-বিকলতা পাণীন্দ্রিয়বধ, পঙ্গুতা পাদেন্দ্রিয়বধ, ক্লীবতা উপস্থেন্দ্রিয়বধ, উদাবর্ত্তরোগ পায়ু-ইন্দ্রিয়বধ (এই রোগে মলমূত্র ও বায়ু নিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যায়), উন্মাদাদি রোগজন্য মনের বিক্ষিপ্ততা মনোবধ; এই এগারটী ইন্দ্রিয় বধ। নয়টী তুষ্টি ওআটটী সিদ্ধি বুদ্ধিধর্ম্ম। বুদ্ধির বৈকল্য বুদ্ধির ঐ সমস্ত তুষ্টি ও সিদ্ধির প্রতিরোধ করে। এইরূপে বুদ্ধি বৈকল্যরূপ বুদ্ধিবধ সপ্তদশপ্রকার। তুষ্টি নয়টী—প্রকৃতি তুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি এই চারিটী আধ্যাত্মিক তুষ্টি। প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞানের উপযুক্ত বুদ্ধি সৃষ্টি করে; সুতরাং প্রকৃতি তাদৃশ বুদ্ধি সৃষ্টি করিলেই মুক্তি হইবে; এইরূপ মনে করিয়া তুষ্ট থাকাই প্রকৃতি তুষ্টি। প্রব্রজ্যাদ্বারা মুক্তি ঘটে, সুতরাং প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলেই মুক্তি হইবে: এইরূপ মনে করিয়া তুষ্ট থাকাই উপাদান তুষ্টি। কালক্রমে মুক্তি হইবে, মুক্তির সময় একদিন না একদিন আসিবেই, এইরূপ মনে করিয়া তুষ্ট থাকাই কালতুষ্টি। ভাগ্যবশতঃই মুক্তি হয়; ভাগ্যই মুক্তি প্রাপ্তির হেতু; এইরূপ মনে করিয়া তুষ্ট থাকাই ভাগ্যতুষ্টি। বিষয়সমূহের প্রতি রাগাভাব হইলে যে বিষয়-বৈরাগ্য হয় তাহাই বাহ্যতুষ্টি; এই বাহ্যতুষ্টি পাঁচ প্রকার—শব্দাদিবিষয়-সমূহের অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসা এই পঞ্চবিধ দোষ দেখিয়া শব্দাদিবিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মে উহাই বাহ্যতুষ্টি। এই পঞ্চবিধ বাহ্য-

তুষ্টির অপর নাম যথা—পার, সুপার, পারাপার, অনুত্তমাম্ভ, উত্তমাম্ভ। সেবা প্রভৃতি ধন উপার্জ্জনের উপায় সেবককে দুঃখ দেয়, অতএব অর্থোপার্জ্জনের উপায় সকল দুঃখজনক বলিয়া বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মে তাহাই প্রথম বাহ্যতুষ্টি বা পার নামক তুষ্টি। উপার্জ্জিত অর্থ রাজা, চোর, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বিনষ্ট হইবে, অতএব উহাদের নিকট হইতে অর্থ রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃখজনক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মে তাহাই দ্বিতীয় বাহ্যতুষ্টি বা সুপার নামক তুষ্টি। অনেক কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিতে থাকিলে অর্থ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য হয় তাহাই তৃতীয় বাহ্যতুষ্টি বা পারাপার নামক তুষ্টি। শব্দাদি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উপভোগের দ্বারা কামনা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং কাম্য বস্তুর প্রাপ্তি না হইলে দুঃখ হয়, এইরূপ ভোগ্য বিষয়ের দোষ চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য হয় তাহাই চতুর্থী বাহ্যতুষ্টি বা অনুত্তমাম্ভ নামক তুষ্টি। ভূতবর্গকে (প্রাণিসমূহকে) পীড়া না দিয়া বিষয় উপভোগ করা সম্ভবপর নহে, অতএব বিষয়োপভোগে হিংসা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিতে করিতে যে বৈরাগ্য হয় তাহাই পঞ্চমী বাহ্যতুষ্টি বা উত্তমাম্ভ নামক তুষ্টি।

সিদ্ধি আট প্রকার—আধ্যাত্মিক দুঃখবিঘাত, আধিভৌতিক দুঃখবিঘাত, আধিদৈবিক দুঃখবিঘাত, অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী মুখ্য, অপর পাঁচটী গৌণ। শারীরিক রোগ জনিত ও মানসিক কাম ক্রোধাদি জনিত দুঃখের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধনই আধ্যাত্মিক দুঃখবিঘাত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে নিমিত্ত করিয়া যে দুঃখ হয় তাহার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধনই আধিভৌতিক দুঃখবিঘাত। ভূমিকম্প, অশনিপাত, ঝঞ্ঝা, জল-প্লাবনাদি ও যক্ষ রাক্ষস গ্রহ ভূতাদির আবেশ জনিত যে দুঃখ তাহার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদসাধনই আধিদৈবিক দুঃখবিঘাত। শাস্ত্রানুসারে গুরুমুখ

হইতে অধ্যাত্ম বিদ্যার কেবলমাত্র শ্রবণই অধ্যয়ন। উক্ত শ্রবণ জনিত শব্দার্থ জ্ঞানই শব্দ। আগমের অবিরোধী অর্থাৎ বেদান্তানুকূল তর্কের দ্বারা যথার্থ শাস্ত্রার্থের পরীক্ষাই (সংশয় এবং পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরোধিপক্ষ যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত করিয়া উত্তর পক্ষ অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থাপন করা) উহ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরু শিষ্য ও ব্রহ্মচারিগণের সহিত আলোচনা করা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক দ্বারা স্বয়ং নির্ণীত অর্থাৎ পরীক্ষিত যথার্থ শাস্ত্রার্থেও শ্রদ্ধা জন্মে না। অতএব আলোচনার জন্য গুরু, শিষ্য ও ব্রহ্মচারিগণের প্রাপ্তিই সুহৃৎপ্রাপ্তি। এইরূপে সুহৃৎপ্রাপ্তির দ্বারা বিবেক জ্ঞানের অর্থাৎ সমস্ত বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্ এইরূপ জ্ঞানের পরিশুদ্ধি হয়। এই পরিশুদ্ধিই দান*। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ গৌণ পাঁচটী সিদ্ধির অন্যরূপ ক্রম ও ব্যাখ্যা করেন তাহা এইরূপ—গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকেও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহাই উহ। অন্য ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ কেবল মাত্র শ্রবণ করিয়াই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ব্যতিরেকেও যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহাই শব্দ। গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহাই অধ্যয়ন। তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তির প্রাপ্তি হইলে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহাই সুহৃৎপ্রাপ্তি। গুরুকে তাঁহার প্রিয় বস্তু দানের দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তাহাই দান। এই পঞ্চাশটি ব্রহ্মচক্রের আরাস্বরূপ। দশটী ইন্দ্রিয় ও দশটী ইন্দ্রিয়ের দশটী বিষয় ঐ চক্রের মধ্যবর্ত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরা। (১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটী প্রকৃতি। ত্বগাদি আটটী ধাতু—(২) ত্বক, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র। (৩) ধর্ম্মাদি আটটী ভাব—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান। (৪) অণিমাদি আটটী ঐশ্বর্য্য—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব। (৫) দয়াদি আটটী গুণ—দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ,

---

*দৈপ্ শোধনে (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) দৈ ধাতুর অর্থ শোধন করা। দৈ+অনট=দান।

অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা। (৬) ব্রহ্মাদি আটটী দেব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও ইন্দ্র। এই ছয়টীকে ষড়ষ্টক বলে। এইগুলি চক্রের বন্ধন রজ্জু॥ ৪॥

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্ত্রাং*
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥ ৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যাঁহাকে সংসার চক্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এই শ্লোক দ্বারা তাঁহাকে নদীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে আমরা ব্রহ্মরূপ নদীকে স্মরণ করি। পাঁচটী চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এই নদীর জল-প্রবাহ স্বরূপ; সর্ব্ববস্তুর কারণস্বরূপ পঞ্চভূত দ্বারা এই নদী উগ্রা ও কুটীলা; প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এই নদীর ঊর্ম্মি স্বরূপ; চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়জন্য পঞ্চবিধ রূপাদি জ্ঞানের কারণ মন এই নদীর মূলস্বরূপ; শব্দাদি পাঁচটী বিষয় এই নদীর আবর্ত্তস্বরূপ; গর্ভ, জন্ম, জরা, রোগ ও মৃত্যু এই পঞ্চদুঃখ এই নদীর প্রবল বেগস্বরূপ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচটী এই নদীর পর্ব্ব অর্থাৎ শাখানদীস্বরূপ; এবং পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়াদি ৫০টী ঐ নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী স্বরূপ॥ ৫॥

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ ৬॥

অনুবাদ—ঐ ব্রহ্মচক্র জাগতিক সর্ব্ববস্তুর জীবনস্বরূপ;

* "পঞ্চ যোন্যুগ্রবক্রাং" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎধৃত পাঠঃ।

ঐ বৃহৎচক্রে জাগতিক সকল বস্তুই সংস্থিত আছে ; জীব ঐ ব্রহ্ম-চক্রে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতে থাকে এবং জন্মে ও মৃত্যুপথে সংসৃত হয় ; যতকাল পর্য্যন্ত জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এবং ব্রহ্মই আমাকে সংসার পথে প্রেরণ করিয়াছে—এইরূপ মনে করে ততকাল জীব ভ্রমণ করিতে থাকে ; যখন জীব অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া ব্রহ্ম-ভাবে স্থিত হয় তখনই মোক্ষ লাভ করে ॥ ৬ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—কার্য্যকারণভাবাপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে দুইটি শ্লোকে ব্রহ্মচক্ররূপে ও নদীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই ব্রহ্মচক্রে জীব কি কারণে সংসারী হয়, আর কি উপায়েই বা মুক্ত হয়, তাহা এই মন্ত্রে প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহাতে সকল জীবের আজীব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে সকল জীবের সংস্থা—সমাপ্তি অর্থাৎ নাশ বা মৃত্যু হয়, এমন এই সংসার চক্রে হংস (সংসার পথে গমন করে বলিয়া জীবাত্মার নাম হংস) প্রভৃতিকে পরমাত্মা মনে করিয়া সুর, নর, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে নিজেকে যিনি ভিন্ন মনে করেন তিনি বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন। আর যিনি "অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আমি" এইরূপ ভাবনা দ্বারা নিজেকে সমাহিত করেন, অর্থাৎ যিনি পূর্ণ আনন্দঘন ব্রহ্মরূপে আপনাকে অবগত হন, তিনিই একমাত্র মুক্তিলাভ করেন ॥ ৬ ॥

উদ্গীতমেতৎপরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ।
অত্রান্তরং* বেদবিদো বিদিত্বা লীনাঃ পরে ব্রহ্মণি তৎপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥

---

* "অত্রান্তরং বেদবিদো বিদিত্বা লীনাঃ পরে ব্রহ্মণি তৎপরায়ণাঃ"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অত্রস্থানে পাঠান্তরং দৃশ্যতে, তদ্যথা—"অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনি-মুক্তাঃ"।

অনুবাদ—এই পরব্রহ্মই সমস্ত বেদে বর্ণিত হইয়াছে; এই পরব্রহ্মেই বেদত্রয় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রণবও এই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত; বেদবিদ্‌গণ ব্রহ্ম ও জগৎ প্রপঞ্চের তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ ভাবে জানিতে সমর্থ হন এবং স্বীয় আত্মার সহিত পরব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া এই পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান এবং পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হন ॥ ৭ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—"ত্বমেকস্মিন্" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চ সমন্বিত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ পরব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য প্রতীতিস্থলেও প্রপঞ্চযুক্ত ব্রহ্মকেই আত্মারূপে অনুভব করা হয়। তাহা হইলে "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" অর্থাৎ তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতি অনুসারে তাহাদের প্রপঞ্চ যুক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তিই হইতে পারে। অথচ তাহারা যখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের পক্ষে প্রকৃত মোক্ষলাভ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্ব মন্ত্রের 'জুষ্টস্ততস্তেন' ইত্যাদি অনুপপন্ন হয়। এই আশঙ্কায় এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে—ব্রহ্মাদি যদি বাস্তবিক সপ্রপঞ্চ হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষের অভাব বা অনুপপত্তি হইত। কিন্তু তাহা হইতে পারেনা, যেহেতু উপনিষদে কার্য্য কারণ ভাবাপন্ন প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্‌জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥৮

অনুবাদ—এই ব্রহ্মই পরস্পর সম্বদ্ধভাবে বর্ত্তমান ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত মহদাদি ও অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ এই জগৎ প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; অজ্ঞ জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞানে আপনাকে ভোক্তা মনে করিয়া ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন স্বীয়

ঈশভাব হইতে চ্যুত হইয়া বিবিধ মায়াবশে জগৎপ্রপঞ্চে বদ্ধ হয়। যখন জীব স্ব-স্বরূপের সহিত ব্রহ্ম-স্বরূপের অভিন্নতা অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা অবগত হয়; তখন সর্ব্ববিধ পাশ হইতে মুক্ত হয়॥ ৮॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—পরমাত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলে জীবেশ্বর বিভাগ থাকে না, আর জীবেশ্বর বিভাগ না থাকিলে জীবগণের ব্রহ্মৈকত্ববোধক 'লীনা ব্রহ্মণি' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও অনুপপন্ন হয়। এইরূপ আশঙ্কা পরিহার করিয়া এই মন্ত্রে জীবেশ্বর বিভাগের উপাধিনিরূপণ ও পরমাত্মবিজ্ঞান হইতে অমৃতত্ব লাভ প্রদর্শন করিতেছেন। ক্ষর=বিনাশী, অক্ষর=চিরস্থায়ী। "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"॥ (গীতা ১৫ অঃ, ১৬) ভূতাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চই ক্ষর এবং কূটস্থ ব্রহ্মই অক্ষর। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ উপাধি-কৃত। এই প্রকার ঔপাধিক ভেদ বিদ্যমান থাকায় প্রথমে ঐ উপাধিযোগে উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ সোপাধিক উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভের পর নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়। সুতরাং জীব ও পরমাত্মার ঐক্য পক্ষে কিছুই অনুপপন্ন হইতেছে না। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলধারেম্বিবাংশুমান্॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি)। একই আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধিতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয় তদ্রূপ পরমাত্মা এক হইলেও উপাধি ভেদে নানা হন॥ ৮॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯॥

অনুবাদ—ব্রহ্ম ও জীব দুইই অজ অর্থাৎ স্বতঃ সিদ্ধ নিত্যবস্তু বলিয়া জন্মরহিত। ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপ সর্ব্বদাই জানেন

বলিয়া "জ্ঞ" অর্থাৎ বিজ্ঞাতা এবং কাহারও অধীন না হইয়া সর্ব্ব-নিয়ামক বলিয়া "ঈশ"। কিন্তু জীব স্ব-স্বরূপ জানেনা বলিয়া "অজ্ঞ" এবং ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বীয় পাপপুণ্যানুরূপ দুঃখ ও সুখভোগ করিতে বাধ্য বলিয়া অস্বতন্ত্র ; সুতরাং "অনীশ"। ব্রহ্মের মহিমময়ী মায়াশক্তিরূপা প্রকৃতিও স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু বলিয়া অজা অর্থাৎ জন্মরহিতা। এই প্রকৃতিই জীবকে স্বীয় পাপ-পুণ্যানুরূপ দুঃখ ও সুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত করায়। আত্মা কাহারও দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না বলিয়া অনন্ত। আত্মাই স্বীয় মহিমময়ী মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে নিজে আবৃত করিয়া জগদ্রূপ ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বিশ্বরূপ ধারণ ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ব্যাপার স্বীয় মহিমময়ী মায়াশক্তিরূপা প্রকৃতির প্রভাবেই সংঘটিত হয় বলিয়া আত্মা সকল ব্যাপারের কর্ত্তা নহে, সুতরাং অকর্ত্তা। এইরূপে এক ব্রহ্মই ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ত্রিরূপ। যিনি অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা ইহা অবগত হইতে পারেন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৯ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ ও সাম্য এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ আছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। অদ্বৈতবাদীর মতে যদি ভোক্তৃভোগ্যাত্মক প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বর এবং জীব অনীশ অর্থাৎ অপ্রভু, পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ আর জীব অসর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি ভেদ সিদ্ধ হইত। কিন্তু ভোক্তৃভোগ্যাদিরূপ প্রপঞ্চের অস্তিত্বইত পরমার্থতঃ অসিদ্ধ। কারণ ; যাহা স্বভাবতঃই কূটস্থ, অপরিণামী ও অদ্বিতীয়, তাহার ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। অপর বস্তুর সহযোগেও যে ব্রহ্মের ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হইবে, তাহাও হইতে পারেনা।

কারণ ; ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জন্মাইতে পারে, জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোন বস্তুই নাই ॥ ৯ ॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তদভিধ্যানাদ্*‌ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১০॥

অনুবাদ—প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মের মহিমময়ী মায়াশক্তি-রূপা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীলা। অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাত্মা অমৃত অর্থাৎ মরণ রহিত। একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ হর অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিনাশশীলা প্রকৃতি ও জীবাত্মার নিয়ন্তা। যে ব্যক্তি আমি ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যানযোগে অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন, তিনি জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করেন এবং প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া দেহপাত হইলেও তাঁহার আত্মস্বরূপাবস্থা থাকিয়া যায় বলিয়া বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মায়াবশে জীবভাবে তাঁহাকে আর সংসৃত হইতে হয় না ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং† মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলে জীব সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইয়া জন্ম মৃত্যু প্রভৃতিরূপ সংসার পাশে তাঁহাকে বদ্ধ হইতে হয় না। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর প্রহাণ হয় অর্থাৎ তিনি

---

*"তদভিধ্যানাদ্" ইতি পাঠস্থলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি "তস্যাভিধ্যানাদ্" ইত্যন্তঃ পাঠো দৃশ্যতে।

† "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ" ইতি পাঠঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে।

জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হন। যাঁহারা অনবরত সেই ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে ধ্যান করেন অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্নভাবে জানেন, তাঁহারা (প্রারব্ধ ভোগ শেষ হইলে) প্রথমে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক লাভ করেন, পরে আপ্তকাম হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা ক্রমমুক্তিলাভ করেন ॥ ১১ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—যাঁহারা ব্রহ্মলাভ করেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মধ্যান করেন, তাঁহাদের উভয়ের ফলভেদ এই মন্ত্রে দেখান হইয়াছে। যাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে জানেন, তাঁহাদের অবিদ্যা প্রভৃতি কারণে যে বন্ধন ঘটে, জ্ঞানোদয়ে সে সমস্ত পাশ ছিন্ন হইয়া যায়। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশরাশি ক্ষীণ হইলে পর অবিদ্যামূলক জন্ম-মৃত্যুর প্রহাণি হয় অর্থাৎ বিনাশ হয়। ইহা জ্ঞানের ফল। ধ্যানের ফল ক্রমমুক্তি। সাধক সেই পরমেশ্বরের পুনঃ পুনঃ ধ্যানের ফলে দেহপাতের পরক্ষণে অর্চ্চিরাদিক্রমে দেবযান পথে গমন করিয়া পরমেশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন। অনন্তর তৈজস ও বিরাট্ পুরুষ অপেক্ষা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ অব্যক্ত কারণরূপী ঈশ্বরস্বরূপ বিশ্বৈশ্বর্য্য বা সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ করেন। সেখানে তাঁহার সমস্ত কামনা আত্মাতে পরিসমাপ্ত হয় এবং পরিশেষে পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন ॥ ১১ ॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥১২

অনুবাদ—সর্ব্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মস্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে। এই ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। [কিরূপে জানিতে হইবে

তাহা বলিতেছেন] ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও প্রেরিতা ঈশ্বর, পূর্ব্বোক্ত এই তিনই ব্রহ্ম, এইরূপে জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

মাধুকরী ব্যাখ্যা—*শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যা এইরূপ :— যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের পরই মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেইহেতু প্রস্তাবিত এই কেবল (বিশুদ্ধ) আত্মাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকে নিত্য নিয়ম-পূর্ব্বক জানিবে। তাহাকে কি অন্যসংস্থ—অন্যত্র অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে ? না, তাহাকে আত্মসংস্থ—আত্ম স্বরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে। কিন্তু বাহ্য—অনাত্ম পদার্থে অবস্থিতরূপে নহে। একথা বেদেও শ্রুত হয়— "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" অর্থাৎ 'যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মসংস্থ তাহাকে (পরমাত্মাকে) নিয়ত দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত (অবিনশ্বর) শান্তি হয়, অপর সকলের হয় না। শিবধর্ম্মোত্তরেও এইরূপই যোগিগণের আত্মাতে অবস্থান-কথা বর্ণিত আছে। 'যোগিগণ শিবকে (পরমাত্মাকে) আত্মাতে দর্শন করেন, কিন্তু প্রতিমাতে নহে। যে লোক আত্মস্থ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে (প্রতিমা প্রভৃতিতে) শিবের অর্চ্চনা করে, সে লোক হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের হস্তমূল লেহন করে অর্থাৎ শিবকে আত্মস্বরূপে চিন্তা না করিয়া বাহিরে প্রতিমা প্রভৃতিতে চিন্তা করা, আর হাতের গ্রাস ফেলিয়া শূন্যহস্ত লেহন করা উভয়ই তুল্য। অন্ধ যেমন আকাশে উদিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমনই অজ্ঞ লোকেও জ্ঞানচক্ষু না থাকায় জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান শঙ্করকে দেখিতে পায় না। যিনি শিবকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান প্রশান্তরূপে দেখিতে পান, শিব তাঁহারই আত্মাতে অবস্থিত (প্রকাশমান) হন। স্ব-শরীরস্থ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে লোক বাহিরের

---

* শঙ্করাচার্য্য নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই। তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উক্ত উভয় উপনিষদেরই প্রথম ১২টি মন্ত্র একরূপ বলিয়া এই দ্বাদশ মন্ত্রটির ভাষ্য এস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

নানাতীর্থে গমন করে, সে লোক হস্তস্থিত মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণ করিতেছে ॥ ১২ ॥

আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আত্মবিদ্যা ও তপস্যার একমাত্র মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ও তপস্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানই উপনিষৎ শাস্ত্রের সমস্ত রহস্য অর্থাৎ নিগূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্রবেদনফলম্।

য এবং বিদিত্বা স্বরূপমেবানুচিন্তয়ন্ 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'। তস্মাদ্বিরাড্ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদ্ভবত্যনশ্বর-স্বরূপম্ ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রজ্ঞানের ফল।

অনুবাদ—যে বিদ্বান্ এই প্রকার ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া স্বরূপেরই ধ্যানে নিয়ত থাকেন, তিনি সেই অবস্থায় ব্রহ্মের ও স্ব-স্বরূপের একত্ব দর্শন করেন; এইরূপে যিনি এক ব্রহ্মই দেখেন; দ্বিতীয় কিছুই দেখেন না, তাঁহার মোহই বা কি আর শোকই বা কি? অর্থাৎ তাঁহার মোহও থাকিতে পারে না শোকও থাকিতে পারে না। সেই হেতু সেই বিরাট্স্বরূপ ব্রহ্ম ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালেই নিত্য, অবিনশ্বর ও একইরূপে অবস্থিত ॥ ১৪ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াং।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এই ব্রহ্মই আত্মা ; ইনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহান্ হইতেও মহত্তর, ইনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়গুহায় অবস্থিত আছেন। ভগবদনুগ্রহে যিনি স্বীয় চিত্তের কষায়াদি দূর করিতে পারেন তিনিই এই মহিমান্বিত সর্ব্বসংকল্পবিহীন পরমেশ্বরকে স্বীয় আত্মস্বরূপে অবলোকন করিয়া শোকরহিত হন ॥ ১৫ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥১৬॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বর হস্তবিহীন হইয়াও সর্ব্ববস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ। পাদবিহীন হইয়াও দ্রুতবেগে গমন-সমর্থ ; নেত্রহীন হইয়াও দর্শন-সমর্থ, কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ-সমর্থ ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ; জাগতিক সমস্তই তিনি জানেন, তাঁহার আর জানিবার কিছু নাই ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না ; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠ ও মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৬ ॥

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও এই ব্রহ্ম সকল বিনশ্বর শরীরে অবস্থিত। ইনি মহান্, ইনি বিভু, ইনি আত্মা। যে বিদ্বান্ ইঁহাকে এইরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনও শোক প্রাপ্ত হন না ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যশক্তিং সর্ব্বাগমান্তার্থবিশেষবেদ্যাম্।
পরাৎপরং পরমং বেদিতব্যং সর্ব্বাবসানেঽন্তকৃদ্বেদিতব্যম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বর সর্ব্ববিধ জীবের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ ফল-বিধানকর্ত্তা। ইঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমময়ী শক্তি চিন্তার অগোচর। সমস্ত শাস্ত্রের চরমার্থ দ্বারা এই পরমেশ্বরই জ্ঞাতব্য। ইনি পর—উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হিরণ্যগর্ভাদি হইতেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইনি গুণাতীত ইনিই বেদিতব্য অর্থাৎ একমাত্র ইঁহাকেই জানিতে হইবে। প্রলয়কালে সমস্ত বস্তুর অবসান সংঘটিত করিয়া ইনিই একমাত্র অবস্থান করেন; সুতরাং একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ ইনিই একমাত্র বেদিতব্য অর্থাৎ ইঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হয়, না জানিলে কিছুই জানা হয় না ॥ ১৮ ॥

কবিং পুরাণং পুরুষোত্তমোত্তমং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বদেবৈরুপাস্যম্।
অনাদিমধ্যান্তমনন্তমব্যয়ং শিবাচ্যুতাম্ভোরুহগর্ভভূধরম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, সর্ব্বপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠতম, সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বদেবের আরাধ্য, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়রহিত, সর্ব্বদা একরূপ, শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তি-কারণ; এইরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

স্বেনাবৃতং সর্ব্বমিদং প্রপঞ্চং পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্ত্তমানম্।
পঞ্চীকৃতানন্তভবপ্রপঞ্চং পঞ্চীকৃতস্বাবয়বৈরসংবৃতম্।
পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তং স্বরূপতেজোময়শাশ্বতং শিবং ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত-দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও ঐ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহা ভূতাত্মক; সুতরাং পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত জগতের মূলকারণ হইতে পারেনা। এইরূপে পঞ্চ মহাভূতও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক, পঞ্চতন্মাত্রও

অহংকারাত্মক, অহংকারও মহদাত্মক, মহৎও প্রকৃত্যাত্মক, প্রকৃতিও ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় মহিমময়ী মায়াশক্তিমাত্র বলিয়া ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং ব্রহ্মই নিজের দ্বারা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত। এই ব্রহ্ম পরাৎপর, মহৎ হইতেও মহত্তম, আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ, নিত্য, কল্যাণময়। এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইবে ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ তদ্ধেতুশ্চ।

নাবিরতো দুশ্চারিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥

(ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তাহার উপায়)

অনুবাদ—যিনি পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারেন নাই, তিনি ব্রহ্মকে পাইতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারেনা। যিনি যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান ও শ্রবণ-মননাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে স্ববশে আনয়ন করিয়া শান্ত করিতে পারেন নাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যিনি সাধন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া সমাধিসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যাহার মন বিষয়ভোগে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া নিস্পৃহ হয় নাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কেবলমাত্র প্রজ্ঞানের দ্বারাই ইঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ যিনি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষানুভূতি-লাভোপযোগী ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অর্জ্জন করিতে পারেন; তিনিই সেই প্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন ॥ ২১ ॥

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন স্থূলং নাস্থূলং ন জ্ঞানং না-জ্ঞানং নোভয়তঃপ্রজ্ঞমগ্রাহ্যমব্যবহার্য্যং স্বান্তঃস্থিতঃ স্বয়মেবেতি য এবং বেদ স মুক্তো ভবতি স মুক্তো ভবতীত্যাহ ভগবান্ পিতামহঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ পিতামহ নারদকে বলিলেন—সেই ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা নহেন; তিনি বহিঃপ্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ের ভোক্তাও নহেন; তিনি স্থূল অর্থাৎ স্থূলতত্ত্ব নহেন; তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্বও নহেন; তিনি জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান নহেন; তিনি অজ্ঞানও নহেন অর্থাৎ বিপর্য্যয়রূপ মিথ্যাজ্ঞানও নহেন; তিনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নহেন; তিনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য বস্তু নহেন। তিনি স্বয়ং নিজের আত্মাতে স্থিত। যে বিদ্বান্ তাঁহাকে অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা জানিতে পারেন তিনিই মুক্ত হন; তিনিই মুক্ত হন ॥ ২২ ॥

পরিব্রাজকস্থিতিঃ।

স্ব-স্বরূপজ্ঞঃ পরিব্রাট্, পরিব্রাডেকাকী চরতি, ভয়ত্রস্তসারঙ্গ-বত্তিষ্ঠতি, গমনবিরোধং ন করোতি। স্বশরীরব্যতিরিক্তং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ষট্পদবৃত্ত্যা স্থিত্বা স্বরূপানুসন্ধানং কুর্ব্বন্ সর্ব্বমনন্যবুদ্ধ্যা স্বস্মিন্নেব মুক্তো ভবতি স পরিব্রাট্ সর্ব্বক্রিয়াকারকনিবর্ত্তকো গুরুশিষ্যশাস্ত্রাদিবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বসংসারং বিসৃজ্য মামোহিতঃ। পরিব্রাট্ কথং নির্ধনিকঃ সুখী। ধনবান্ জ্ঞানাজ্ঞানোভয়াতীতঃ

সুখদুঃখাতীতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃপ্রকাশঃ সর্ব্ববেদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব-সিদ্ধিদঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সোঽহমিতি। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। সূর্য্যো ন তত্র ভাতি ন শশাঙ্কোঽপি। ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে। তৎ কৈবল্যম্। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২৩ ॥

পরিব্রাজকের রীতিনীতি।

অনুবাদ—যিনি অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা স্ব-স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন তিনিই পরিব্রাট্ অর্থাৎ পরিব্রাজক। পরিব্রাট্ একাকী বিচরণ করেন, ভয়ত্রস্ত হরিণের ন্যায় অবস্থান করেন, গমনবিরোধ করেন না অর্থাৎ কাহারও অনুরোধ ও উপরোধে কোথাও অবস্থান করেন না, স্বশরীর ব্যতিরিক্ত সমস্তই পরিত্যাগ করেন; ভ্রমর যেরূপ মধুপানে রত হয় সেইরূপ স্বরূপানুসন্ধানে রত থাকেন, সকল বস্তুতেই অনন্যবুদ্ধি হইয়া এই শরীরেই মুক্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, আমি ব্রহ্ম, আমাতেই সমস্ত অবস্থিত, আমিই সব এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া এই দেহেই মুক্ত হন অর্থাৎ আর তাঁহাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। সেই পরিব্রাট্ সকল প্রকার ক্রিয়া-কারকাদি ব্যবহার হইতে মুক্ত হন, গুরু শিষ্যাদি সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, শাস্ত্রালোচনাদি হইতে বিরত হন, সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মোহ রহিত হন অর্থাৎ কোনও বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন না। পরিব্রাট্ নির্ধন হইয়াও সুখী কেন? বস্তুতঃ পরিব্রাট্ নির্ধন নহেন, তিনি ধনবান্; যেহেতু তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কে অতিক্রম করিয়া-

ছেন, সুখ ও দুঃখ উভয়কে অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, সকলের বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য স্বরূপ হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সকলের ঈশ্বররূপে পরিণত হইয়াছেন (এই জন্যই পরিব্রাট্ নির্ধন নহেন এবং সুখী)। তিনি আপনাকে "সেই আমি অর্থাৎ যথোক্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম আমি" এই জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। সেই স্থানই বিষ্ণুর পরমপদ, যে স্থানে গমন করিয়া যোগিগণ প্রত্যাগমন করেন না। সেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বয়ং প্রকাশহীন ; ব্রহ্মের প্রকাশশক্তি দ্বারাই সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশ পায় ; সুতরাং পরিব্রাট্ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকটে সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশ পায় না। তিনি আর পুনরাবৃত্ত হন না, আর পুনরাবৃত্ত হন না। ইহাই কৈবল্য।

উপনিষৎশাস্ত্র ইহাই বলে ॥

নবমোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ওঁ

ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ হরিঃ ওঁম্ তৎসৎ ॥ ওঁ হরিঃ ॥

প্রথম পরিশিষ্ট

বজ্রসূচিকোপনিষৎ।

যজ্জ্ঞানাদ্ যান্তি মুনয়ো ব্রাহ্মণ্যং পরমাদ্ভুতম্।
তৎত্রৈপদব্রহ্মতত্ত্বমহমস্মীতি চিন্তয়ে॥

"আমি সেই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান প্রভাবে মুনিগণ অত্যদ্ভুত ব্রহ্ম-ভাব লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই ত্রিপদাত্মক (তৎ + ত্বং + অসি অথবা অ + উ + ম) ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করি।

চিৎসদানন্দরূপায় সর্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে॥

নিখিলান্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ বেদান্তবেদ্য, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্তরূপি ব্রহ্মকে নমস্কার।

ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ॥

ওঁ আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রি-য়াণি চ। সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অস্যার্থ ঃ—আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র (কর্ণ), বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ স্ফূর্ত্তি লাভ করুক্। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন, আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার না করি অর্থাৎ তাঁহাতে শ্রদ্ধাহীন

না হই এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যান (নিয়ত সম্বন্ধ) বিদ্যমান থাকুক অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান যেন না হয়। আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ শাস্ত্রে আত্মার যে সমুদয় ধর্ম্ম কথিত আছে সে সকল ধর্ম্ম প্রকাশিত হউক। অথবা আত্মানুসন্ধানপরায়ণ সাধকের জন্য যে সকল ধর্ম্ম উপনিষৎ-সমূহে বিহিত আছে, সেই ধর্ম্ম সকল আমাতে আবির্ভূত হউক।

হে পরমাত্মন্! আমাদের [আধ্যাত্মিক] শান্তি হউক, আমাদের [আধিদৈবিক] শান্তি হউক, আমাদের [আধিভৌতিক] শান্তি হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !*

গ্রন্থারম্ভঃ।

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥ ১॥

অস্যার্থ :—অজ্ঞানবিধ্বংসিনী, জ্ঞানহীনদিগের দোষ প্রদর্শিকা ও জ্ঞানিদিগের ভূষণস্বরূপা বজ্রসূচী নামক উপনিষৎ শাস্ত্র আমি বলিব॥ ১॥

ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্রচোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম ; কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানং, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি॥ ২॥

---

* উপনিষৎ পাঠের আরম্ভকালে ও সমাপ্তিকালে শান্তি মন্ত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনবার শান্তি মন্ত্র পাঠে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ শান্তি হয়।

অস্যার্থ ঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিপ্রকার বর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদবচনানুসারে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র সকলেও কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—ব্রাহ্মণ কে ? জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, অথবা দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম অথবা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ? এইক্ষণে বিচার্য্য এই—জীবাত্মা ব্রাহ্মণপদবাচ্য অথবা দেহ কিম্বা জাতি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। জ্ঞানই ব্রাহ্মণ, না কর্ম্মই ব্রাহ্মণ অথবা ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ ॥ ২ ॥

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেক-দেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্নজীবো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৩॥

অস্যার্থ ঃ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ জীবই ব্রাহ্মণ এই কথা যদি বলি তা নয় অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না, কেননা অতীতানাগত দেহ-সম্বন্ধে জীব একই। নানারূপ কর্ম্মনিবন্ধন এক জীবেরই নানারূপ দেহ সম্ভব হয় এবং বহুদেহ হইলেও জীব একই থাকে। অতএব জীব ব্রাহ্মণ নয় অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহধারী জীব পূর্ব্বজন্মে যে সব দেহ ধারণ করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে যে সব দেহ ধারণ করিবে, সেই সমস্ত বহুবিধ দেহে 'জীবচৈতন্য' একইরূপ থাকে। তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। আর একই দেহের কর্ম্মবশতঃ বিভিন্ন দেহ উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ মনুষ্যদেহধারী জীব দুষ্কৃতিবশে পশ্বাদি দেহ ধারণ করিতে পারে। কাজেই দেহ ভিন্ন হইলেও জীব একইরূপ। আর সমস্ত প্রাণীর সমস্ত দেহ মধ্যে 'জীবচৈতন্য' একরূপই। অতএব জীবচৈতন্যের বিশেষত্ব না থাকায় 'জীবচৈতন্য' ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে ॥ ৩ ॥

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। আচণ্ডালাদি* পর্যান্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৪ ॥

অস্যার্থ ঃ—তবে দেহই ব্রাহ্মণ এই কথা যদি বলি, তাও নয়। কারণ আচণ্ডালাদি মনুষ্য সকলের দেহই পাঞ্চভৌতিক বলিয়া একরূপ, আর জরা, মরণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সকল দেহেই সমান দেখা যায়। তা'ছাড়া ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এরূপ কোন নিয়ম নাই। দেহই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে পিত্রাদির দেহ দাহ করিলে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাদি পাপ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা জন্মে না অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হয় না। অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নয়। ইহার ভাবার্থ এই—যদি বল দেহই ব্রাহ্মণ, তাও বলিতে পার না ; কেননা সমস্ত মনুষ্যের দেহই পঞ্চ-ভূতে গঠিত, সুতরাং তাহাদের দেহ একরূপ। সকল দেহেরই জরা, মৃত্যু, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমান। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মণের মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ও শ্বেতবর্ণ পুরুষ দেখা যায়। এইরূপ সর্ব্বত্র। সুতরাং যে মনুষ্য শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ, যে রক্তবর্ণ বিশিষ্ট সেই ক্ষত্রিয়, যে পীতবর্ণ বিশিষ্ট সেই বৈশ্য ও যে কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট সেই শূদ্র ইহা বলা চলে না ॥ ৪ ॥

---

* আচণ্ডালাদি আর্ষপ্রয়োগ। আচণ্ডালাদিব্রাহ্মণপর্য্যন্তানাং ; এইরূপ পাঠ হওয়া সঙ্গত।

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষ্বনেক-জাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ*, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বূকো জম্বূকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্য-কায়াম্, শশপৃষ্ঠাদ্‌গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসেজাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি॥ ৫॥

অস্যার্থ ঃ—তবে জাতিই ব্রাহ্মণ, ইহাও বলা যায় না। কারণ জাত্যন্তরে এবং পশ্বাদিতেও বহু মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। এমন অনেক মহর্ষি আছেন, যাঁহাদের উৎপত্তি মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতি হইতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে—ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগজাতি হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বূকঋষি শৃগাল হইতে, বাল্মীকি বল্মীক বা মৃত্তিকাস্তূপ হইতে, ব্যাস কৈবর্ত্তকন্যা মৎস্যগন্ধা হইতে, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীনাম্নী স্বর্গবেশ্যা হইতে এবং অগস্ত্যঋষি কলস হইতে জন্মিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ব্রহ্মার মন হইতে মরীচ্যাদি ঋষিরাও জন্মিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল একজাতি হইতে অন্য জাতি উৎপন্ন হইতে পারে। জড়, অজড় সমস্ত বস্তু হইতে জন্ম হইতে পারে। এমতাবস্থায় জাতির বিশেষত্ব না থাকায় জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থ-দর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি॥ ৬॥

অস্যার্থ ঃ—তবে জ্ঞানই ব্রাহ্মণ হউক, তাও নয়; কারণ বহু

---

* মৃগ্যাঃ আর্ষপ্রয়োগঃ।

শিক্ষিত ক্ষত্রিয়াদিও তত্ত্বদর্শী ও পরমজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। অতএব জ্ঞানও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না ॥৬॥

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধ-সঞ্চিতাগামিকর্ম্মসাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৬ ॥

অস্যার্থ :—তবে কি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ ? ইহাও নয়। কারণ সকল প্রাণীরই কর্ম্ম—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী ভেদে একই প্রকারের হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া সকল কার্য্য করে বলিয়া সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। অতএব কর্ম্মও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম, সকল প্রাণীরই প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য আছে। তাই আমরা নিজ নিজ কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। অতএব কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষত্ব না থাকায় কর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে ॥ ৬ ॥

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্য-দাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থ :—তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ? তাও নয়। কারণ বহু ক্ষত্রিয়াদি সুবর্ণদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়, অতএব ধার্ম্মিকও ব্রাহ্মণ নয় ॥ ৭ ॥

তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি-গুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্মিষড়্ভাবেত্যাদিসর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানা-নন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষভূতান্তর্য্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দ স্বভাবমপ্রমেয়মনুভবৈক-

বেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহংকারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব ॥ ৮ ॥

অস্যার্থ ঃ—তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? আত্মা অদ্বিতীয় জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্মি (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা—এই ছয় উর্মি) ষড়্‌ভাব (অস্তিত্ব, জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ—এই ছয় ভাব) প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তস্বরূপ, স্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপতঃ নির্বিকল্প জ্ঞান হইয়াও অখিল কল্পনার আশ্রয়স্বরূপ নিখিলজীবান্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর হৃদয়েই বিদ্যমান, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান, অখণ্ড আনন্দ স্বভাব (নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বরূপ) অপ্রমেয় (পরিমাণ রহিত), অনুভবৈকবেদ্য (কেবল শুদ্ধান্তঃকরণানুভূতির দ্বারা বোধ্য) অর্থাৎ মাত্র শুদ্ধমনোগ্রাহ্য, প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান বা প্রকাশমান। করতলস্থিত আমলকীর ন্যায় সাক্ষাৎ স্বম্বন্ধে এবম্ভূত অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া কৃতার্থতালাভ করতঃ অর্থাৎ সফলকাম হইয়া যিনি বাসনা আসক্তি প্রভৃতি দোষরহিত হইয়াছেন। যিনি শমদমাদি* গুণযুক্ত এবং ভাব [চিত্তবিকার], মাৎসর্য্য [পরশুভদ্বেষ], তৃষ্ণা, আশা ও মোহাদি বর্জ্জিত। যিনি

---

* শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা ইহাকেই শমদমাদি ষট্‌সংখ্যক কহে।

দম্ভ ও অহংকারাদিশূন্য, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রের মত। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েদিত্যুপনিষৎ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থ :—[যিনি ব্রাহ্মণ] তিনি সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবেন। [ইহা অতি সত্যকথা বলিয়া জানিবে] দৃঢ়তার জন্য দ্বিরুক্তি।

ওঁ আপ্যায়স্ত্বিতি শান্তিঃ।

ইতি বজ্রসূচিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমকে শম কহে। মনঃই অন্তরিন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। অতএব সেই মনের নিগ্রহকেই অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ কহে। অথবা পরমাত্ম-বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয়বর্গ হইতে অন্তঃকরণের যে সংযম এবং ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন তাহাকেও শম কহে।

বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম কহে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় কহে। অতএব আত্মবিষয়ক শ্রবণাদি বিনা সাংসারিক বিষয়বৃন্দ হইতে ঐ সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকে দম কহে।

বেদাদি বিহিত কর্মকাণ্ডের যথাবিধানে পরিত্যাগকে উপরতি কহে, অথবা সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য প্রবৃত্ত মনঃকে সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তনকেও উপরতি কহে।

শরীর বিনষ্ট না হয়, এরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বপদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে; অথবা নিগ্রহকরণ সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরের অপরাধ সহনকে তিতিক্ষা কহে।

পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয়গত হয় সেই সেই সময়ে বিষয় পদার্থে ক্ষণিকত্বাদি দোষদর্শন করিয়া পরমাত্মাতে ঐ মনের যে একাগ্রতা, তাহাকেই সমাধান কহে।

গুরু ও বেদান্তাদি বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
"নাম বিবিদিষা	নাম "বিবিদিষা	(৭)	৬
মহানির্ব্বান	মহানির্ব্বাণ	(৮)	১১
তার্ক্ষ্য	তার্ক্ষ্য	১	১৩
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	৩	২
চাতুর্ব্বিধ্য	চতুর্ব্বিধ	৫	১৯
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	১৩	১১, ১২
করণান্তর	করণানন্তর	১৩	২০
দৃশদ্বতী	দৃষদ্বতী	২৩	২১
র্ন	র্নো	৩০	১০
১৬।২৬	১৬।২৩	৩১	২২
শৃণ্	শৃণু	৩৫	৫
বৈখানস-হরদ্বিজৌ	বৈখানস ও হরদ্বিজ	৩৬ ; ৪০	৪ ; ৯
তাৎপর্য্যা	তাৎপর্য্য	৫৪	৫
বস্বে	বম্বে	৬০	২২
সন্তুষ্টো	সন্তুষ্ট	৬১	৬
অব্যবস্থা	অসদ্ব্যবস্থা	৬৩	২
প্রত্যবায়	প্রত্যবায়ঃ	৭১	১
নিষেধেয়	নিষেধের	৭১	৯
শস্ত্রে	শাস্ত্রে	৭২	১০
খলিদং	খল্বিদং	৭৭	৩
(মাধুকরী), অযাচিত	(মাধুকরী) ও অযাচিত	৭৮	২
প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল	৯০	১০
রজস্তম	রজস্তমো	৯১	১৬
থাকে।"	থাকে।	৯৪	১৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
আবশ্যক।	আবশ্যক।”	৯৪	২৪
লব্ধা	লব্ধ্বা	১০৩	২০
বিদ্বান।	বিদ্বান্।”	১০৩	২৪
যতি	যতি	১০৭	১৮
“গ্রামো” “বিপ্রাদি	“গ্রামো বিপ্রাদি	১১০	১৪
বসতি	বসতি”	১১০	১৫
তমজিহহ্বং	তমজিহ্বং	১১৬	১১
আষোড়শাদ্ভবেদ	আষোড়শা ভবেদ্	১১৭	১২
বিন্মুত্র	বিন্মূত্র	১১৭	১৯
স্থান	স্থান	১২১	১০
নিরপেক্ষ	নিরপেক্ষো	১২৫	১৮
হরি	হবি	১৩১	২
ব্রহ্ম	ব্রহ্মৈব	১৩৭	৯
মনসো	মনস	১৩৭	১০
দবচ্ছিন্ন	দবিচ্ছিন্ন	১৪০	৭
তরোয়ায়	তরোয়ার	১৪৪	১১
কুণ্ডলী	কুণ্ডলী	১৪৫	২০
তাহ	তাহা	১৪৭	২৪
ব্রহ্ম	ব্রহ্মা	১৪৮	৬
ভৃত্যাংশেচজ্জিহাষু	ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষু	১৫২	১০
কুটারাদি	কুটীরাদি	১৭৬	২০
বম্বে…যন্ত্রাণরে	বম্বে…যন্ত্রালয়ে	১৮৩	২০
নির্ণর	নির্ণয়	১৮৫	২২
গোপার	গোপায়	১৮৮	২৩
বিস্হদ্দেহং	বিসৃজেদ্দেহং	১৯২	১
দেহমাত্র বিশিষ্ট	দেহমাত্রাবশিষ্ট	২১৫	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বিশেবঃ	বিশেষঃ	২১৯	১২
করিবেন না। অর্থাৎ	করিবেন না।	২৩০	১৭
নহে)।	নহে।	২৩০	১৮
চিন্তয়ন	চিন্তয়ন্	২৩৭	১৪
অবস্থা	অবস্থাঃ	২৪০	১৪
পরিণামে	পরিণাম	২৪২	৭
হইযা	হইয়া	২৪২	২৫
ভবিষ্যদ	ভবিষ্যদ্	২৪৩	১২
যেখানে	সেখানে	২৪৪	১৪
শরীরের	শরীরে	২৪৬	৭
সর্ব্বান্তর্বামিত্বের	সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বের	২৫০	১৫
স্থুল	স্থূল	২৫১	১২, ২১
ব্রহ্ম	ব্রহ্ম)	২৫৩	১২
হন)	হন।	২৫৩	১২
একান্তে	একান্ত	২৫৫	১৭
শূনেষ্ব	শূন্যেষ্ব	২৫৫	১৮.
করিলে	করাতে	২৫৭	১
যতির	যতির	২৫৭	১৩
কটুক্তি	কটূক্তি	২৬০	১১
যথা	যথা	২৬২	২১
প্রস্থ বা সন্যাসী	প্রস্থ ও সন্ন্যাসী	২৬২	২২
বর্যাকাল	বর্ষাকাল	২৭৩	১৬
যতি	যতি	২৭৪	৩
গিরীকন্দরে	গিরিকন্দরে	২৭৬	২০
দেবাৎসব	দেবোৎসব	২৭৭	১৬
ভাব	ভাবে	২৮০	২৩

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ষায়	যায়	২৮১	৭
ষতি	যতি	২৮২	১৫
উপদেশ	উপদেশ	২৮৪	২০
ব াভয়	বা ভয়	২৮৫	১
যত্তু শস্কবচনং	শস্কবচনম্	২৮৭	৮
তাব ৃত	তাবধূত	২৯০	৯
পঁশ্যন্তী	পশ্যন্তী	২৯২	২১
উপপত্তি	উপপত্তি	২৯৩	১১
অর্দ্ধমাত্রা	অর্দ্ধমাত্রা	২৯৬	১
প্রণবকে	প্রণবও	২৯৬	২০
তন্ত্যা	তন্ত্র্যা	৩০০	৮
অগ্নিমূর্দ্ধা	অগ্নির্মূর্দ্ধা	৩১০	৫
দ্বিতীয়ঃ	দ্বিতীয়ঃ	৩১০	২৫
ভূক্	ভুক্	৩১১	৫
পারস্পরিক	পারস্পরিক	৩১৭	২
অনুকুল	অনুকূল	৩১৭	১৭
ষে	যে	৩২০	৮
মকতা	মুকতা	৩২১	৮
হইয়্য ষায়	হইয়া যায়	৩২১	১১
ষথার্থ	যথার্থ	৩২৩	৩
সন্তব	সম্ভব	৩২৮	২৪
ষায়	যায়	৩৩০	১০
বনমোপদেশঃ	নবমোপদেশঃ	৩৩৭	শিরোনামায়
স্থিররঙ্গে	স্থিরৈরঙ্গৈ	৩৩৮	১৮

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

১। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—(অষ্টম সংস্করণ)—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় ব্যাখ্যাত "গীতার্থ-সন্দীপনী", শাঙ্করভাষ্য ও শ্রীধরস্বামীর টীকা প্রভৃতি সহ। পরিব্রাজকের গীতার নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ৬৲ টাকা।

২। **পরিব্রাজকের বক্তৃতা**—(৩য় সংস্করণ)—প্রাণ-মাতান, ধর্ম্মোদ্দীপক ১৩টী বক্তৃতার একত্র সমাবেশ। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ২৲

৩। **শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি**—(৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-লিখিত ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ ৫১টী সুললিত প্রবন্ধ। মূল্য ১।০

৪। **ভক্তি ও ভক্ত**—(৮ম সংস্করণ)—ইহাতে নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও অনেক ভক্তের জীবনী আছে। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ১।০

৫। **পরিব্রাজকের সঙ্গীত**—(৬ষ্ঠ সংস্করণ)—এই সঙ্গীত গুলি পরিব্রাজক মহোদয়ের জীবনব্যাপী সাধনের ফল-স্বরূপ। পাদটীকায় স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপজীর "সজ্জনতোষিণী ব্যাখ্যা" থাকায় সাধন-রহস্যপূর্ণ সঙ্গীত গুলি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ১৲

৬। **নীতিরত্ন-মালা**—(৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-প্রণীত স্কুল ও কলেজের বালক ও বালিকাগণের চরিত্র-গঠনের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ॥০

৭। **প্রবোধ-কৌমুদী ও শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী**—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর প্রথম জীবনে রচিত "প্রবোধ-কৌমুদী" এবং শেষ জীবনে রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী" মানব-চরিত্র-গঠনে ও সাধন-জীবনের পথ-প্রদর্শনে বিশেষ উপযোগী ; দুইখানি একত্র প্রকাশিত। মূল্য ।০

৮। **বিচার প্রকাশ**—(২য় সংস্করণ)—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-প্রণীত সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামি-মহোদয়ের জীবনী সহ তৎ প্রণীত "বিচার প্রকাশের" বঙ্গানুবাদ। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ১৲

৯। **সাধনশিক্ষা-সোপান**—(২য় সংস্করণ)—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-প্রণীত। ইহা পাঠে স্কুল-কলেজের বালক-বালিকাগণ ও

সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। মূল্য ।৵০

১০। **বলিদান ও আমিষাহার**—(৩য় সংস্করণ)—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-প্রণীত। এই কলিকালে বলিদান কর্ত্তব্য কিনা, এবং আমিষাহারের উপকারিতা ও অপকারিতা বিষয়ক সুন্দর মীমাংসা। মূল্য ।৵০

১১। **উপনিষৎ-পঞ্চক**—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচখানি উপনিষদের একত্র সমাবেশ। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ॥০

১২। **পরমার্থসার ও মণিরত্নমালা**—এতদুভয় গ্রন্থ একত্র শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-কৃত বঙ্গানুবাদ ও শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-কৃত বিশেষ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত। মূল্য ।৵০

১৩। **প্রশ্নোত্তর-রত্ন-মালিকা ও মোহ-মুদ্গর**—আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় একত্র প্রকাশিত। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-কৃত বিশদ ব্যাখ্যা সহ। মূল্য ৵০

১৪। **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা**—মূল্য ।০

১৫। **চিন্তামণি-মালা**—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-রচিত ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। মূল্য ।৵০

১৬। **বেদান্ত-বিজ্ঞান**—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-প্রণীত সরল ভাষায় বেদান্ত-বিচারের গূঢ় মর্ম্ম সংবলিত গ্রন্থ। মূল্য ১৲

১৭। **দেবী জীবন**—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি-প্রণীত স্ত্রী-পাঠ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কুমারী জীবন, সধবা জীবন, বিধবা-জীবন ও মুমুক্ষু-জীবন—এই চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য ১।০

১৮। **কুমার পরিব্রাজক**—পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর বিস্তৃত জীবন-বৃত্তান্ত। সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৮ খানি হাফটোন চিত্র সংবলিত। কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ৩৲

১৯। **পদ্যগীতা**—৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য—।৵০

20. **Parivrajaka Srikrishnananda**
—পরিব্রাজক স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী—যন্ত্রস্থ।

৺কাশীধাম কমলা প্রেস হইতে শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।